এদিকে ঘোর বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। মেঘসকল অনবরত বর্ষণ করায় পৃথিবী জলপ্লাবিত হইল। ভয়ানক জলপ্লাবনে রাজা দিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া অতীব বেগশালী সলিলপ্রবাহে অনায়ত্ত হইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। কিছুতেই তটভূমি প্রাপ্ত হইলেন না। দূরে ভাসিয়া জলমধ্যে এক মৃগীকে প্রাপ্ত হইলেন ও তাহারই পুচ্ছ ধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মৃগীর পুচ্ছ ধারণ করিয়া অন্ধকারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তটভূমিও প্রাপ্ত হইলেন। সেই নরপতি তপঃপ্রভাবে কৃশ ও শিরামাত্র সার হইয়াছিলেন। সুতরাং তটভূমি প্রাপ্ত হইয়াও তিনি ঐ মৃগীর পুচ্ছধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, পথে যাইতে যাইতে তিনি এক রমণীয় বন প্রাপ্ত হইলেন। রাজা যৎকালে হরিণীর পুচ্ছধারণ করিয়া গমন করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার হৃদয়ে অতিশয় হর্ষ এবং কামবেগের সঞ্চার হইল। তিনি অনুরাগভরে মৃগীর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতে লাগিলেন, মৃগী তাহা জানিতে পারিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! কিজন্য আপনি কম্পিতহস্তে আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতেছেন। কার্য্যের গতি বিপরীত দেখিতেছি, আপনি তাপস, তাপসের কামবিকার ধর্ম্মগর্হিত। যাহা হউক, আপনার মন অস্থানে সঙ্গত হয় নাই, আমিও আপনার অগম্যা নহি, কিন্তু এই "লোল" আপনার সঙ্গমে আমার ব্যাঘাত করিতেছে।

রাজা মৃগীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতূহলান্বিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মৃগী তুমি কে? কি রূপেই বা মানুষের ন্যায় কথা কহিতেছ, আর লোলই বা কে, যে তোমার সঙ্গমে আমার বিঘ্ন করিতেছে। মৃগী কহিল, রাজন্! আমি পূর্ব্বে আপনার ভার্য্যা ছিলাম, আমার নাম উজ্জ্বলাবতী, আমি দৃঢ়ধন্বার দুহিতা। আপনার মহিষীদিগের মধ্যে আমিই প্রধানা ছিলাম। রাজা কহিলেন, তুমি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছ, যাহার প্রভাবে তোমার ঈদৃশ যোনিসংঘটন হইল। তুমি পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলে, তবে তোমার এ প্রকার পরিণাম হইবার কারণ কি?

মৃগী কহিল, আমি কুমারী অবস্থায় পিতৃগৃহে অবস্থানকালে একদা সখীগণের সহিত অরণ্যবিহারে গমন করিয়া দেখিলাম, এক মৃগ মৃগীর সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আমি সমীপবর্ত্তিনী হইয়া মৃগীকে তাড়না করিলাম। মৃগী আমার ভয়ে অন্যত্র গমন করিল। ইহাতে মৃগ ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, তুমি এরূপ মত্তা হইয়াছ যে, আমাদের আধানকাল বিফল করিলে, তোমার কি কিছুমাত্র ভয় নাই।

আমি তাহাকে মানুষের ন্যায় কথা বলিতে শুনিয়া ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? কেনই বা এ প্রকার যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন, আমি নিবৃতিচক্ষু নামক ঋষির পুত্র, নাম সুতপা। মৃগীতে অভিলাষ হওয়ায় মৃগ হইয়া প্রেমভরে ইহার্তে অনুগত হইয়াছিলাম। এই মৃগীও বনমধ্যে আমার কামনা করিয়াছিল, তুমি তাহার সহিত আমার বিয়োগ সঙ্ঘটিত করিলে। এই জন্য তোমাকে আমি অভিশাপ দিতেছি।

আমি সবিনয়ে বলিলাম, মুনে! না জানিয়াই আমি এই অপরাধ করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হউন, আমাকে আর অভিশাপ প্রদান করিবেন না, আমি এই প্রকার বলিলে তিনি কহিলেন, তুমি যদি আমায় আত্মদান কর, তাহা হইলে আর তোমাকে শাপ দিব না। আমি কহিলাম, আমি মৃগী নহি, আপনি মৃগরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যমধ্যে অন্য মৃগীলাভ করিতে পারিবেন। অতএব আমাতে অনুরাগবদ্ধ হইবেন না।

এই কথা বলিলে রোষভরে সুতপার নয়নযুগল অরুণবর্ণ হইল। তখন তিনি কহিলেন, তুমি মৃগী নহ, বলিয়া পরিহাস করিলে, অতএব তুমি মৃগীই হইবে। তাঁহার এই অভিশাপ শুনিয়া আমি অতি কাতর ভাবে তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম, আমি বালিকা, কি বলিলে কি হয়, তাহা জানি না, সেই জন্যই এইরূপ বলিয়াছি। আমি আপনার নিকট অপরাধিনী, আপনি দয়া করিয়া আমার শাপ বিমোচন করুন।

আমি এইরূপে বারংবার কাতরোক্তি করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না, তুমি মরণান্তর এই বনে মৃগী হইয়া জন্মিবে। মহর্ষি সিদ্ধবীর্য্যের পুত্র লোল, সেই অবস্থায় তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তুমি তখন জাতিস্মরা হইবে। অতএব গর্ভ উপস্থিত হইলে তুমি স্মৃতি লাভ করিয়া মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারিবে। অনন্তর লোল জন্মিলে পতি কর্ত্তৃক অর্চিতা হইয়া মৃগযোনি পরিহার করিবে এবং দুষ্কৃতকারী লোকদিগের অপ্রাপ্য লোকসকল প্রাপ্ত হইবে। মহাবীর্য্য লোলও পিতৃশত্রুদিগকে বিনাশ ও সমগ্র মেদিনী জয় করিয়া মনু হইবেন।

এইরূপে আমি অভিশপ্তা হইয়া মরণান্তর এই মৃগযোনি লাভ করিয়াছি। আপনার সংস্পর্শে আমার জঠরে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে এবং এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আপনার মন অস্থানে পতিত হয় নাই, কিন্তু এই গর্ভস্থ লোল আপনার কামপ্রবৃত্তির বিঘ্ন করিতেছে। রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর মৃগী সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন একপুত্র প্রসব করিল। এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সর্ব্বভূত অতিশয় হর্ষান্বিত হইল। মৃগী শাপমুক্তা হইয়া উত্তম লোক লাভ করিল।

অনন্তর মুনিগণ তথায় সমাগত হইয়া কহিলেন, এই পুত্র তামসীযোনিতে পতিতা মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান লোক সকলও তামস প্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছে, এই জন্য ইঁহার নাম তামস হইবে। দেবতাদিগের বাক্যানুসারে রাজা স্বরাষ্ট্র পুত্রের নাম তামস রাখিলেন এবং পুত্র তামস পৃথিবীপতি হইলে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় তপোহর্জ্জিত লোক লাভ করিলেন। (মার্ক°পু° ৭৪।৭৫ অ°) [এই তামস মনুর বিশেষ বিবরণ তামস মনু শব্দে দেখ]

স্বরিত (পুং) স্বর জাতার্থে ইতচ্। ১ স্বরবিশেষ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন প্রকার স্বর, উচ্চভাবে উচ্চারিতকে উদাত্ত, নীচ ভাবে উচ্চারিতকে অনুদাত্ত এবং দুইয়ের সমাহার অর্থাৎ উচ্চও নহে নীচও নহে এইরূপে যে উচ্চারিত হয়, তাহাকে স্বরিত কহে।

"উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ ত্রয়ঃ স্বরাঃ।
চতুর্থঃ প্রচিতো নোক্তো যতোহসৌ ছান্দসঃ স্মৃতঃ ॥" (ভরত)

(ত্রি) ২ স্বরযুক্ত। স্বরবিশিষ্ট।

স্বরিতত্ব (ক্লী) স্বরিতস্য ভাবঃ ত্ব। স্বরিতের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বরিতস্বরের উচ্চারণ।

স্বরিতৃ (ত্রি) শব্দয়িতা, শব্দকারক।

"সুজিহ্বাঃ স্বরিতার আসভিঃ" (ঋক্ ১।১৭৬।১১)
'স্বরিতারঃ শব্দয়িতারঃ' (সায়ণ)

স্বরিতবৎ (ত্রি) স্বরিত অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। স্বরিতস্বর-বিশিষ্ট, স্বরিত স্বরযুক্ত।

স্বরীয়স্ (ক্লী) সামভেদ।

স্বরু (পুং) স্বর্য্যন্তে প্রাণিনোহনেনেতি স্বৃ শব্দোপতাপয়োঃ (শৃ স্বৃ স্নিহি ত্রপীতি। উণ্ ১।১১) ইতি উ, সচ নিৎ। ১ বজ্র। (অমর) ২ যূপখণ্ড। (ঋক্ ৭।৩৫।৭) ৩ যজ্ঞ। ৪ শর। (মেদিনী) ৫ সূর্য্যরশ্মি। ৬ বৃশ্চিকভেদ। (বৃশ্চিকভেদার্থ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।)

স্বরুচি (ত্রি) স্বস্য রুচির্যস্য। ১ স্বতন্ত্র, স্বাধীন। (হেম) (স্ত্রী) স্বস্য রুচিঃ। ২ স্বেচ্ছা, নিজের অভিলাষ।

"স্বরুচ্যা ক্রিয়মাণে তু যত্রাবশ্যং ক্রিয়া ক্বচিৎ।
চোচ্যতে নিয়মঃ সোহত্র স্বভাবভিগমো যথা ॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

স্বরুস্ (পুং) বজ্র। (অমরটীকায় নীলকণ্ঠ)

স্বরূপ (ক্লী) স্বস্থ রূপং যস্মাৎ। ১ স্বভাব, প্রকৃতি, স্বাভাবিক অবস্থা। ২ নিজরূপ।

"স দৃষ্ট্বা বিস্মিতস্তস্থাবাত্মানং বিকৃতং নলঃ।
স্বরূপধারিণং নাগং দদর্শ স মহীপতিঃ ॥" (ভারত ৩।৬৬।১১)

(ত্রি) স্বেনৈব রূপং যস্য। ৩ পণ্ডিত। ৪ মনোজ্ঞ। পর্য্যায়—প্রাপ্তরূপ, অভিরূপ। (অমর)

স্বরূপক (পুং) স্বরূপ স্বার্থে কন্। স্বরূপশব্দার্থ।

স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া জেলাস্থ জলঙ্গীনদীতীরস্থ একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। অক্ষা° ২৩°২৫′ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°২৬′১৫″ পূঃ। এখানে চাউল, সরিষা ও গুড় প্রভৃত পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে।

স্বরূপতা (স্ত্রী) স্বরূপস্য ভাবঃ তল্-টাপ। স্বরূপত্ব, স্বীয় রূপের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্বরূপযোগ্য (ত্রি) স্বরূপস্য যোগ্যঃ। কার্য্যসাধনযোগ্য।

স্বরূপযোগ্যতা (স্ত্রী) স্বরূপযোগ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। কার্য্য-সাধনযোগ্যতা, সিদ্ধি করিবার ক্ষমতা।

স্বরূপসম্বন্ধ (পুং) স্বরূপস্য সম্বন্ধঃ। অভিন্ন সম্বন্ধ, তৎস্বরূপতা।

স্বরূপবৎ (ত্রি) ১ সুন্দর রূপবান্। ২ স্বরূপবিশিষ্ট।

স্বরূপিন্ (ত্রি) স্বরূপ অস্ত্যর্থে ইনি। স্বরূপবিশিষ্ট।

স্বরূপপুর, রঙ্গপুর জেলাস্থ একটী পরগণা।

স্বরূপপুর ভিতরবন্দ, দিনাজপুর জেলাস্থ একটী পরগণা।

স্বরূপোৎপ্রেক্ষা (স্ত্রী) উৎপ্রেক্ষালঙ্কারভেদ। [উৎপ্রেক্ষা দেখ].

স্বরূপোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্বিশেষ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বরূপসিং, উড়ম্বর সরকারের অন্তর্গত একটি পরগণা।

স্বরেণু (স্ত্রী) সূর্য্যপত্নীভেদ, সংজ্ঞা। (ত্রিকা°)

স্বরোচস্ (ক্লী) স্বস্য রোচিঃ। স্বপ্রকাশ।

"যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহং।
যথার্কোহগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ ॥" (ভাগ° ২।৫।১১)
'স্বরোচিষা স্বপ্রকাশেন' (স্বামী)

(পুং) স্বারোচিষমনুর পিতা, কলিনামক গন্ধর্ব্ব হইতে বরূথিনী নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাত পুত্র। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে, বরুণা নদীর তটদেশে অরুণাস্পদ নগরে কোন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, একদা তাহার গৃহে এক অতিথি সমাগত হইলেন। তিনি বিবিধ ওষধির প্রভাব ও মন্ত্রবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। গৃহে সমাগত মন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে বলিল, বিপ্র! মন্ত্রৌষধি-বলে আমার গতি অপ্রতিহত হইয়াছে। এমন কি আমি দিনার্দ্ধ মধ্যেই এক সহস্র যোজন গমন করিয়া থাকি। এই বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে কহিলেন, আমার সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণে বিশেষ অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনি দয়া করিয়া উপায় করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

তখন উদারবুদ্ধি অতিথি তাহাকে এক পাদ লেপ প্রদান-

এবং তাহার গন্তব্য দিক্ অভিমন্ত্রিত করিয়া দিলেন। সেই দ্বিজ অতিথি কর্তৃক অনুলিপ্ত পাদে হিমালয়প্রদেশে গমন করিলেন। হিমালয়ের রম্যপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বরূথিনী নামে এক অপ্সরা তাহাকে দেখিয়া মন্মথশরে নিপীড়িত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট মনোভাব জ্ঞাপন করিল। ব্রাহ্মণ বরূথিনীকে উপেক্ষা করিয়া নিজাশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে বরূথিনী কামশরে নিতান্ত পীড়িতা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কলি নামে কোন গন্ধর্ব পূর্ব্বেই বরূথিনীর প্রতি অনুরাগ-বদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বরূথিনী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। উক্ত গন্ধর্ব বরূথিনীর এই অবস্থা দেখিয়া সমাধিবলে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। অদ্য ইহাকে হস্তগত করিব। মানুষের প্রতি ইহার অনুরাগের আবেশ হইয়াছে, মানুষের রূপ ধারিলেই আমাতে অনুরাগবদ্ধা হইবে সন্দেহ নাই, ইহা চিন্তা করিয়া কলি ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক বরূথিনীর নিকটে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। বরূথিনী তাহাকে দেখিয়া বারংবার নিজ অভিলাষ ব্যক্ত করায় ব্রাহ্মণরূপী কলি তাহাকে কহিল, তুমি বারংবার অনুরোধ করিতেছ, আমি সঙ্কটে পতিত, যাহা বলিতেছি, তাহা করিতে পারিলে তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি। উত্তরে বরূথিনী কহিল, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। কলি কহিল, আমি অদ্য তোমার সহিত সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলে তুমি আমায় দেখিতে পাইবে না। বরূথিনী তাহাই স্বীকার করিল।

অনন্তর কলি বরূথিনীর সহিত গিরিসানুসমূহে বিহার করিতে লাগিল। সম্ভোগকালে বরূথিনী নিমীলিতনেত্রে ব্রাহ্মণের রূপ চিন্তা করিতেছিল। গন্ধর্ব্বের বীর্য্য ও ব্রাহ্মণের রূপচিন্তা এই উভয় সংযোগে কাল সহকারে তাহার গর্ভসঞ্চার হইল। ঐ গর্ভস্থ বালক, সূর্য্যের ন্যায় স্বরোচিঃসম্পন্ন দিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইল। এই বালক স্বরোচিঃ দ্বারা দিক্‌সকল সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল বলিয়া, ইহার নাম স্বরোচিস্ হইল।

স্বরোচিঃ একদিন মন্দরাচলে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনটী কন্যাকে দেখিতে পায় এবং তাহাদের নিকট নানারূপ সাহায্য পাইবার আশায় মনোরমা, বিভাবরী ও কলাবতী নাম্নী ঐ তিন কন্যাকেই বিবাহ করে। ক্রমশ বিবাহিত পত্নীত্রয়ের নিকট স্বরোচি তিনটী বিদ্যালাভ করিয়াছিল। সে ঐ বিদ্যাপ্রভাবে সকল জীবের ভাষাই বুঝিতে পারিত। কাল সহকারে তাহার তিন পুত্র হইল। ইহার মধ্যে মনোরমার গর্ভে বিজয়, বিভাবরীর গর্ভে মেরুনন্দ এবং কলাবতীর গর্ভে প্রভাবের জন্ম হয়। স্বরোচিঃ কলাবতী হইতে পদ্মিনী নামে যে বিদ্যালাভ করিয়াছিল, তাহার প্রভাবে তিনটী পুর সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বদিকে কামরূপ পর্ব্বতের উপরিভাগে বিজয়পুর নাম দিয়া ঐ পুর প্রথম পুত্র বিজয়কে প্রদান করিল। অনন্তর উত্তর দিকে নন্দবতী নামে পুরী মেরুনন্দকে ও দক্ষিণদিকে তাল নামক পুরী প্রভাবকে দান করিয়াছিল।

একদা স্বরোচিস্ মৃগয়া করিতে গিয়া এক বরাহের প্রতি বাণনিঃক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে এক মৃগী আসিয়া কহিল, আপনি বরাহকে পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি বাণ প্রয়োগ করুন। স্বরোচিঃ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি কারণে প্রাণ-পরিহারে অভিলাষিণী হইয়াছ। মৃগী কহিল, আমার হৃদয় কামশরে নিতান্ত পীড়িত হইতেছে, অতএব আমার মরণই মঙ্গল। স্বরোচিস্ কহিল, তুমি কাহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছ, যাহাকে না পাওয়াতে তুমি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ।

তখন মৃগী কহিল, আমি আপনাকেই কামনা করি। স্বরোচিস্ তখন তাহাকে কহিল, তুমি মৃগী, আর আমি মনুষ্য, অতএব তোমার সহিত মাদৃশ মনুষ্যের কিরূপে সমাগম হইতে পারে? মৃগী কহিল, যদি আমার প্রতি চিত্তানুরাগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে আলিঙ্গন করুন। আমি আপনার ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য করিব।

তখন স্বরোচিস্ সেই হরিণাঙ্গনাকে আলিঙ্গন করিল। তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইবামাত্র সে দিব্য দেহ ধারণ করিল। স্বরোচিস্ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? তখন তিনি কহিলেন, আমি এই কাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দেবগণ আমাকে বলিয়াছেন যে, মনুকে তোমার গর্ভে ধারণ করিতে হইবে, আমি তদনুসারে আপনার সহিত সমাগত হইয়াছি, আপনি আমার গর্ভে ভূলোকপরিপালক মনুর উৎপাদন করুন, আমিও আপনাতে প্রীতিমতী হইয়াছি।

স্বরোচিস্ তখন তাঁহার গর্ভে আপনার ন্যায় তেজঃপুঞ্জশালী সর্ব্ববিধ সুলক্ষণসম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিল, এই পুত্র জন্মিবামাত্র দেববাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল, গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। স্বরোচিস্ এই পুত্রের নাম দ্যুতিমান্ রাখে, এই দ্যুতিমান্ স্বরোচির পুত্র বলিয়া স্বারোচিষ নামে বিখ্যাত দ্বিতীয় মনু হইয়াছিল।

• [স্বারোচিষ শব্দে এই মনুর বিবরণ দ্রষ্টব্য]

অনন্তর স্বরোচিঃ কোন রমণীয় গিরিনির্ঝরে বিহার করিতে করিতে এক হংসদম্পতীকে দেখিতে পায়। তন্মধ্যে হংসী বারংবার স্বামীর প্রতি অভিলাষপরবশা হওয়াতে হংস তাহাকে কহিতে লাগিল, আত্মাকে সংযত কর, চিত্ত সংযত করিয়া পরমার্থতত্ত্ব চিন্তনই সার, এখন আর ভোগে আসক্ত থাকা

উচিত নহে। ইহাতে হংসী কহিল, সকল প্রকার ভোগের জন্যই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে আবার কালাকাল কি? ভোগ মানুষের চেষ্টার ফল, এ বিষয়ে বিবেকী, সংযতাত্মা ও পশুপক্ষী সকলই সমভাববিশিষ্ট। শুনিয়া হংস কহিল, যাহারা ভোগসুখে আসক্ত, তাহাদের চিত্ত কখনই পরমার্থ চিন্তনে নিযুক্ত হইতে পারে না, আমি স্বরোচির ন্যায় স্ত্রীর বাধ্য নহি, দেখ, স্বরোচিস্ বাল্য ও যৌবনে পত্নীগণের প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও ভোগসুখে আবদ্ধ রহিয়াছে।

পক্ষীর এই কথা শুনিয়া স্বরোচির জ্ঞানোদয় হইল, তখন সে পত্নীদিগকে লইয়া তপশ্চরণের জন্য অন্য তপোবনে গমন এবং তথায় কঠোর তপস্যা করিয়া সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাপ হইয়া তপোহর্জ্জিত লোক লাভ করিল। (মার্কণ্ডেয়পু° ৬১-৬৭ অ°)

স্বরোদয় (পুং) স্বরাণামুদয়ো যত্র। শাস্ত্রবিশেষ, স্বরজ্ঞাপক গ্রন্থ, স্বরশাস্ত্র, এই শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকিলে একমাত্র স্বরের দ্বারাই সকল শুভাশুভ জানা যায়।

নরপতি জয়চর্য্যা-স্বরোদয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন, অতি সংক্ষেপে আমরা তাহার আলোচনা করিলাম।

"মাতৃকায়াং স্বরাঃ প্রোক্তাঃ স্বরাঃ ষোড়শসংখ্যয়া।
তেষাং দ্বাবন্তিমৌ ত্যাজ্যৌ চত্বারশ্চ নপুংসকাঃ॥
শেষা দশ স্বরাস্তেষু হ্রস্বাদেকৈকো দ্বিকে দ্বিকে।
জ্ঞেয়া অত্র স্বরাস্তাশ্চ হ্রস্বাঃ পঞ্চ স্বরোদয়ে॥
লাভালাভং সুখং দুঃখং জীবিতং মরণং তথা।
জয়ঃ পরাজয়ঃ সন্ধিঃ সর্ব্বং জ্ঞেয়ং স্বরোদয়ে॥
স্বরা হি মাতৃকোচ্চারা মাতৃব্যাপ্তং চরাচরং।
তস্মাৎ স্বরোদ্ভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং॥" (বর্ণস্বরোদয়)

মাতৃকায় লিখিত আছে, স্বরের সংখ্যা ষোড়শ, যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ এই ষোড়শ স্বরের মধ্যে অন্ত্যস্বরদ্বয় অর্থাৎ অং অঃ এই দুইটী ত্যাজ্য, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ এই চারিটী স্বর ক্লীব, সুতরাং ইহাও ত্যাজ্য, অবশিষ্ট দশটী স্বরের মধ্যে দুই দুইটী করিয়া এই পঞ্চ স্বর অর্থাৎ অ, ই, উ, এ, ও এই পাঁচটী স্বর হ্রস্ব। এই জন্য উক্ত পঞ্চ স্বরই স্বরোদয়ে অবলম্বিত হইয়া থাকে।

এই স্বরোদয় হইতে লাভালাভ, সুখদুঃখ, জীবনমরণ, জয়পরাজয় ও সন্ধি এই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। মাতৃকাবর্ণ স্বর ভিন্ন উচ্চারিত হয় না এবং এই মাতৃকাবর্ণ দ্বারা চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত আছে। স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ স্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অতএব স্বরোদয় দ্বারা সমস্ত জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

এই অকারাদি পাঁচটী স্বরে পাঁচটী দেবতা বুঝায়, যথা—অকারে ব্রহ্মা, ইকারে বিষ্ণু, উকারে রুদ্র, একারে পবন, ওকারে সদাশিব। এইরূপ ঐ অকারাদি পঞ্চস্বরে নিবৃত্তি প্রভৃতি পঞ্চকলা এবং ইচ্ছা প্রভৃতি পঞ্চশক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীতা এই পঞ্চকলা এবং ইচ্ছা, প্রজ্ঞা, প্রভা, শ্রদ্ধা ও মেধা এই পঞ্চশক্তি। ঐ পঞ্চস্বরে যথাক্রমে অকারাদি পঞ্চচক্র, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু আকাশ এই পঞ্চভূত, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচটী বিষয় এবং সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন এই পাঁচটী বাণ লক্ষিত হয়।

এই অকারাদি পঞ্চস্বর ৮ ভাগে বিভক্ত। যথা—মাত্রা, বর্ণ, গ্রহ, জীব, রাশি, নক্ষত্র, পিণ্ড এবং যোগস্বর। মাত্রাস্বর যে নাম দ্বারা নিদ্রিত ব্যক্তিকে আহ্বান করা যায়, যে নাম দ্বারা আহূত হইলে মনুষ্য গমন করে, সেই নামের আদ্য বর্ণে যে মাত্রা অর্থাৎ স্বর থাকে, তাহার নামই মাত্রাস্বর। যেমন রসিক এই নামের আদ্যক্ষর র। ঐ 'র' বর্ণে 'অ' সংযুক্ত আছে, অতএব উহার নাম মাত্রাস্বর, অ সংখ্যা এক।

অকারের নিম্নে ক, ছ আদি যে ছয়টী বর্ণ আছে, তাহা অ স্বরের অন্তর্গত। এইরূপ ই স্বরের নিম্নস্থ ছয়টী বর্ণ ই স্বরের অন্তর্গত এবং উ স্বরের নিম্নস্থ ৬টী বর্ণ উ স্বরের অন্তর্গত। এ স্বরের এবং ও স্বরের নিম্নস্থ ছয় ছয়টী বর্ণ এ স্বরের এবং ও স্বরের অন্তর্গত হইবে।

"প্রসুপ্তো ভাষ্যতে যেন যেনাগচ্ছতি শব্দিতঃ।
তত্র নাম্নাদ্যবর্ণে যা মাত্রা মাত্রাস্বরো হি সঃ॥" (বর্ণস্বরোদয়)

বর্ণস্বরচক্র—ঙ, ঞ, ণ এই তিনটী অক্ষর ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ক অবধি হ পর্য্যন্ত সমুদয় অক্ষর পঞ্চস্বরের নিম্নে তির্য্যক্ পঙ্ক্তি ক্রমে বিন্যাস করিবে। স্বরবর্ণের পঙ্ক্তি সমেত ৭টী পঙ্ক্তি হইবে, এবং সর্ব্বসমেত ৩৫টী ঘরে ৩৫ অক্ষর বিন্যস্ত হইবে। মনুষ্যের নামের আদ্যবর্ণ যে স্বরের নিম্নে থাকিবে, সেই বর্ণের সেই স্বরই বর্ণস্বর হইবে। ঙ, ঞ, ণ এই তিন বর্ণ নামের আদিতে থাকে না। এই জন্য বর্ণস্বরে তাহা গৃহীত হয় নাই। যদিও কাহার নামের আদ্যবর্ণ ঙ, ঞ, ণ হয়, তাহা হইলে ঙ এই বর্ণের পরিবর্ত্তে গ, ঞ এই বর্ণের পরিবর্ত্তে জ, ণ এই বর্ণের পরিবর্ত্তে ড এই বর্ণ স্থাপন করিতে হইবে। যদি নামের আদ্যক্ষর সংযুক্ত বর্ণ হয়, তাহা হইলে ঐ সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে আদ্যবর্ণ মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রহস্বর—অ স্বরে মেষ, সিংহ ও বৃশ্চিক রাশি। ই স্বরে কন্যা, মিথুন ও কর্কট রাশি, উ স্বরে ধনু ও মীন, এ স্বরে তুলা ও বৃষ, ও স্বরে মকর ও কুম্ভ, এই সমুদায় রাশিসম্ভূত গ্রহস্বর হইবে। যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি, তাহাকে সেই স্বরের নিম্নে স্থাপন করিতে হয়। নামের আদ্য বর্ণে যে রাশি হইবে, সেই রাশির অধিপতি যে গ্রহ, সেই গ্রহ যে স্বরে পতিত হইবে, সেই স্বরকেই

গ্রহস্বর বলা যায়। যেমন 'রসিক' এই নামের আদ্যক্ষর র, র তুলা রাশি, ঐ তুলা রাশির অধিপতি শুক্র, ঐ শুক্র একার স্বরে পতিত হওয়ায় এই স্থলে রাশিস্বর এ, এবং ইহার সংখ্যা ৪।

জীবস্বর—অ বর্গের ১৬টী অক্ষর। ক বর্গাদি পঞ্চ বর্গে পাঁচ পাঁচটী করিয়া অক্ষর। যবর্গ ও শবর্গে চারি চারিটী অক্ষর। প্রত্যেক বর্গের প্রত্যেক অক্ষরে এক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণাঙ্ক স্থির করিতে হইবে। নামে যতগুলি অক্ষর থাকিবে, তাহার বর্ণ-সংস্থান সংখ্যা ক্রমে অঙ্ক সংলগ্ন করিয়া ৫ দ্বারা ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা জীবস্বর নিরূপণ করিবে।

রাশিস্বর—অকার স্বরে মেষ, বৃষ ও মিথুন রাশির প্রথম ষড়ংশ লক্ষিত হইবে। ই স্বরে মিথুনের শেষ তিন অংশ, কর্কট ও সিংহ রাশি জানিতে হইবে। উ স্বরে কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিকের তিন অংশ, এ স্বরে বৃশ্চিক রাশির শেষ ৬ অংশ, ধনু ও মকর রাশির শেষ ৬ অংশ, ও স্বরে মকরের শেষ তিন অংশ, কুম্ভ ও মীন রাশি হইবে। নামের আদ্যক্ষর যে রাশিস্বরে পতিত হয়, তাহাকেই সেই রাশির স্বর বলিয়া স্থির করিতে হয়।

নক্ষত্রস্বর—অস্বরে রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা ও আর্দ্রা এই ৭টী নক্ষত্র হইবে, ই স্বর প্রভৃতি স্বরচতুষ্টয়ে পুনর্ব্বসু হইতে ৫টী করিয়া নক্ষত্র যথাক্রমে হইবে। যথা—অস্বর ২৭, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ নক্ষত্র। ইস্বর ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ নক্ষত্র। উস্বর ১২, ১৩, ১৭, ১৫, ১৬ নক্ষত্র। এ স্বর ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ২১ নক্ষত্র ও স্বর ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ নক্ষত্র। ঐ সকল অঙ্কসংখ্যায় নক্ষত্র জানিতে হইবে।

পিণ্ডস্বর—মাত্রাস্বর, বর্ণস্বর ও জীবস্বর এই সমুদায় সংখ্যা একত্র করিয়া পাঁচ দ্বারা ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা পিণ্ডস্বর স্থির করিতে হয়।

যোগস্বর—নামের মাত্রা ও বর্ণসমুদায় হইতে স্বর পৃথক্ করিয়া তাহার সমষ্টি করিবে, অর্থাৎ মাত্রা, বর্ণ, গ্রহ, জীব, রাশি, নক্ষত্র ও পিণ্ডস্বরের যে সকল অঙ্ক পূর্ব্বোক্ত মতে স্থির করিবে, পরে সেই সকল অঙ্ক গুণ করিয়া যে সমষ্টি হইবে, তাহাকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার নাম যোগস্বর, এই অষ্টবিধ নৈসর্গিক স্বর। অ, ই প্রভৃতি পঞ্চ স্বরের মধ্যে প্রত্যেক স্বরের উদয় দ্বাদশবৎসর। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকটি দ্বাদশ বৎসর প্রভব, বিভব, শুক্র প্রভৃতি নামক বৎসর হইতে গণিত হইবে। এক এক স্বরের উদয় উক্ত পঞ্চ স্বরের অন্তর্গত, প্রত্যেক স্বরের এক বৎসর, ১ মাস, ২ দিন, ৪৩ দণ্ড, ৩৮ পল ও ১ বিপল ভোগ হইয়া থাকে।

প্রত্যেক স্বরের দ্বাদশ বার্ষিক উদয় যে ভাবে হয়, তাহা লিখিত হইতেছে, অ স্বরে ১ প্রভা, ২ বিভা, ৩ শুক্র, ৪ প্রমোদ, ৫ প্রজাপতি, ৬ অঙ্গিরা, ৭ শ্রীমুখ, ৮ ভাব, ৯ যুবা, ১০ ধাতা, ১১ ঈশ্বর ও ১২ বহুধান্য বৎসর হইয়া থাকে। এই ই স্বরে ১৩ প্রমাথী, ১৪ বিক্রম, ১৫ বৃষ, ১৬ চিত্রভানু, ১৭ স্বর্ভানু, ১৮ দারুণ, ১৯ পার্থিব, ২০ ব্যয়, ২১ সর্ব্বজিৎ, ২২ সর্ব্বধারী, ২৩ বিরোধ ও ২৪ বিকৃত, উ স্বরে ২৫ খর, ২৬ নন্দন, ২৭ বিজয়, ২৮ জয়, ২৯ মন্মথ, ৩০ দুর্ম্মুখ, ৩১ হেমলম্ব, ৩২ বিলম্ব, ৩৩ বিকার, ৩৪ শর্ব্বরী, ৩৫ প্লব ও ৩৬ শুভকৃৎ, এ স্বরে ৩৭ শোভন, ৩৮ ক্রোধ, ৩৯ বিশ্বাবসু, ৪০ পরাভব, ৪১ প্লবঙ্গ, ৪২ কীলক, ৪৩ সৌম্য, ৪৪ সাধারণ, ৪৫ বিরোধকৃৎ, ৪৬ পরিধাবী, ৪৭ প্রমাথী ও ৪৮ আনন্দ ও স্বরে ৪৯ রাক্ষস, ৫০ নল, ৫১ পিঙ্গল, ৫২ কালযুক্ত, ৫৩ সিদ্ধার্থ, ৫৪ রৌদ্র, ৫৫ দুর্ম্মতি, ৫৬ দুন্দুভি, ৫৭ রুধিরোদ্গারী, ৫৮ রক্তাক্ষ, ৫৯ ক্রোধন ও ক্ষয় এই সকল সম্বৎসর হইয়া থাকে।

স্বরদিগের প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যেমন স্বরদিগের অন্তরোদয় কথিত হইয়াছে, সেইরূপ প্রভা প্রভৃতি প্রতি বৎসরেও ঐ রূপ পঞ্চস্বরের উদয় হয়। এস্থলেও কোন্ স্বরের ভোগকাল কত, তাহা জানিতে হইলে এক বৎসরকে ১১ দ্বারা ভাগ দিতে হইবে। তাহাতে প্রত্যেক স্বরের ভোগকাল ৩।১।২।৪৩।৩৮।১০ বিপল হইবে।

প্রতিবৎসর যেরূপ স্বরদিগের উদয় হয়, সেইরূপ প্রতি অয়নে উক্ত রীতিক্রমে পঞ্চ স্বরের ভোগ হইয়া থাকে। ৬ মাসকে পূর্ব্বের ন্যায় ১১ দিয়া ভাগ করিলে যত সময় হইবে, তাহাই প্রত্যেক স্বরের ভোগকাল। অর্থাৎ ০।০।১৫।২১ ৪৯।৫ বিপল ইহা যান্মাসিক স্বরের অন্তর্ভোগকাল।

বসন্ত প্রভৃতি ঋতু সমুদায়ের প্রতি ঋতুতে অ-প্রভৃতি প্রত্যেক স্বরের ভোগ হইয়া থাকে। এই ঋতুকাল পরিমাণ ৭২ দিন, এই ৭২ দিন মধ্যেও ক্রমান্বয়ে পঞ্চ স্বরের অন্তর্ভুক্তি হইবে। প্রত্যেক ঋতুতে প্রত্যেক স্বরের অন্তর্ভুক্তি কত হইবে, তাহা জানিতে হইলে ৭২ সংখ্যাকে ১১ দিয়া ভাগ করিয়া তাহার একাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতি ঋতুতে প্রতি স্বরের অন্তর্ভুক্তি ০।০।৬।৩২।৪৩ পল।

বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসেও অকারাদি পঞ্চ স্বরের ভোগ হইয়া থাকে। যথা অস্বর ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ এই তিন মাসের অধিপতি। ই স্বর আশ্বিন, শ্রাবণ ও আষাঢ়, উ স্বর চৈত্র ও পৌষ, এ স্বর জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক মাস এবং ও স্বর মাঘ ও ফাল্গুন মাসের অধিপতি। পূর্ব্বোক্ত মাসে উক্ত স্বরসকলের ভোগ হইয়া থাকে এবং এক এক মাসের মধ্যেও ঐ অকারাদি পঞ্চ স্বরের অন্তর্ভুক্তি হইয়া থাকে। মাসের দিনসংখ্যা ৩০, তাহাকে ১১ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ দিনাদি ২।৪৩।৩৮ পল হয়, সুতরাং ইহাই অকারাদি প্রত্যেক স্বরের অন্তর্ভুক্তি।

কৃষ্ণপক্ষে অ স্বর এবং শুক্লপক্ষে ই স্বর উদয় হইয়া থাকে। অকারাদি পঞ্চ স্বরে নন্দাদি পঞ্চ তিথির ভোগ হয়, যথা অ স্বরে নন্দা, প্রতিপদ্, একাদশী ও ষষ্ঠী, ই স্বরে ভদ্রা, দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী, উ স্বরে জয়া, তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী, এ স্বরে রিক্তা, চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী ও স্বরে পূর্ণা, পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা; এই সকল তিথিতে উক্ত স্বর স্বকলের উদয় এবং স্থূলভোগ হয়। প্রতি তিথির স্থূলভোগ ৬০ দণ্ড, তাহাকে ১১ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত হইবে। ৫।২৭।৭ বিপল প্রত্যেক স্বরের অন্তর্ভুক্তির কাল।

পূর্ব্বে ৮ প্রকার স্বরের বিভাগ বলিয়াছি, তাহা দ্বারা স্বরসকল স্থির করিয়া তাহার ফল নিরূপণ করিতে হয়। এই স্বরের আবার পাঁচ প্রকার অবস্থা, যথা বাল, কুমার, যুবা, বৃদ্ধ ও মৃত। স্বরসকল এই অবস্থানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকে। বালক স্বরে কিঞ্চিৎ লাভ, কুমার স্বরে অর্দ্ধ লাভ, যুবা স্বরে সম্পূর্ণ লাভ, বৃদ্ধ স্বরে ক্ষতি এবং মৃত স্বরে ক্ষয় হয়। যাত্রা, যুদ্ধ, বিবাদ প্রভৃতি বাল স্বর অনিষ্টকারী হইলে বিবাদে এই স্বরবিশেষ শুভ।

"উদিতস্য স্বরস্য স্থানে নাম স্বরবশেন তাঃ।
পঞ্চ বালাদিকাবস্থাঃ স্বস্বকালপ্রমাণতঃ॥
আদ্যো বালঃ কুমারশ্চ যুবা বৃদ্ধো মৃতস্তথা।
নিজাবস্থাস্বরূপেণ ফলদা নাত্র সংশয়ঃ॥
কিঞ্চিল্লাভকরো বালঃ কুমারস্বর্দ্ধলাভদঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিং যুবা দত্তে বৃদ্ধে হানির্মৃতে ক্ষয়ং॥
যাত্রা যুদ্ধে বিবাদে চ নষ্টে দুষ্টে রুজান্বিতে।
বালস্বরো ভবেদ্দুষ্টো বিবাহাদিশুভে শুভঃ॥" (বর্ণস্বরোদয়)

সমুদয় শুভকার্য্যে ও যাত্রাকালে কুমারস্বর সিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে, ঐ কুমারস্বরের উদয় অবস্থায় যুদ্ধযাত্রা করিলে যোদ্ধার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইলেও যুদ্ধে জয় লাভ হইয়া থাকে। যুবাস্বর সমুদয় শুভাশুভ কার্য্য, মন্ত্রাদিসাধন, বিশেষতঃ যুদ্ধযাত্রা বিষয়ে সম্পূর্ণ শুভফল প্রদান করে। দান, দেবপূজা, দীক্ষা ও মন্ত্রজপ বিষয়ে বৃদ্ধ স্বর প্রশস্ত। কিন্তু বৃদ্ধ স্বরের উদয়কালে যুদ্ধযাত্রা করিলে যুদ্ধে ভঙ্গ এবং যাত্রা করিলে ভয় উপস্থিত হয়। মৃতস্বরের উদয়াবস্থায় বিবাহ প্রভৃতি শুভাশুভ কার্য্য এবং যুদ্ধাদি কার্য্য একেবারেই পরিত্যাগ করিবে। কারণ ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়।

মৃতস্বর অপেক্ষা বৃদ্ধস্বর, বৃদ্ধস্বর অপেক্ষা বালস্বর, বালস্বর অপেক্ষা কুমারস্বর এবং কুমারস্বর অপেক্ষা তরুণস্বর বলবান্। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন উভয় ব্যক্তির মধ্যে যুদ্ধ বা মোকদ্দমাদি হয়, তখন যদি এক ব্যক্তির মৃতস্বর ও এক ব্যক্তির বৃদ্ধস্বর হয়, তাহা হইলে যাহার বৃদ্ধস্বর সেই জয়ী হইবে। এই রূপে সকল জানিতে হইবে। যে স্বর যাহার পঞ্চম, সেই স্বর তাহার মৃত্যু বা বিশেষ ক্লেশদায়ক হইবে। কোন ব্যক্তির তৃতীয় স্বরের উদয় অর্থাৎ তরুণস্বর হইলে তাহার সমুদয় কার্য্য সিদ্ধ হয়। অবশিষ্ট তিনটী স্বর অর্থাৎ বৃদ্ধ, বাল ও কুমার স্বর মধ্যবিধ ফলপ্রদান করে।

উভয় পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইলে যাহার স্বর বলবান্, সেই ব্যক্তি জয়লাভ করে। উভয়ের স্বর যদি তুল্য বলবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ স্বরের বাল্যাদি অবস্থানুসারে শুভাশুভ স্থির করিতে হয়। যে কোন সময়ে বালস্বরের উদয়ে মধ্যবিধ ফল, কুমার স্বরে অর্দ্ধফল, তরুণ স্বরে সম্পূর্ণ ফল, বৃদ্ধ স্বরে বন্ধন এবং মৃত স্বরে শারীরিক বা মানসিক ভয় হইয়া থাকে।

দণ্ডস্বরের উদয়কালে মাত্রাস্বর গ্রহণ করিয়া বাল্যাদি অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক শুভাশুভ ফল বিচার করিতে হয়। তিথিস্বরের উদয়কালে বর্ণস্বর, পক্ষস্বরের উদয়কালে গ্রহস্বর, এবং মাসস্বরের উদয়কালে জীবস্বর উদিত করিয়া বিচার করিবে। ঋতুস্বরের উদয়কালে রাশিস্বর ও তাহার বাল্যাদি অবস্থা বিচার করিয়া শুভাশুভ নিরূপণ করিতে হয়। অয়নস্বরের উদয়কালে নক্ষত্রস্বর এবং অব্দস্বরের উদয়কালে পিণ্ডস্বর, উদিত করিয়া তাহার বাল্যাদি অবস্থা অনুসারে ফল নিরূপণ করা বিধেয়।

বর্ণস্বর সকল কালেই বলবান্। কারণ বর্ণস্বর সর্ব্বব্যাপী। অতএব বর্ণস্বর অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বপ্রযত্নে শুভাশুভ ফল ও বলবান্ বিচার করিবে। নদীসকল যেমন সমুদ্রে লীন হয়, তদ্রূপ অন্যান্য স্বরও বর্ণে লীন হইয়া থাকে। এই জন্য বর্ণস্বরই সকলের প্রধান।

যখন মাত্রাস্বর বলবান্ থাকিবে, তখন মন্ত্রসাধন, যন্ত্রসাধন, নির্ম্মাণ ও অন্যান্য সমুদায় অধোমুখ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। বর্ণস্বর বলবান্ থাকিলে যে কোন শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই সফল হইয়া থাকে। কারণ বর্ণস্বরই সকলের প্রধান। গ্রহস্বর প্রবল হইলে মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, বিবাদ, যুদ্ধ, প্রহার বা সংহার এই সকল কার্য্য করা বিধেয়। জীবস্বর প্রবল হইলে বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণধারণ, বিদ্যারম্ভ, বিবাহ ও যাত্রা প্রশস্ত। রাশিস্বর প্রবল হইলে প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, উদ্যান, দেবপ্রতিমা, রাজ্যাভিষেক ও দীক্ষা এই সকল কর্ম্মে বিশেষ শুভ। নক্ষত্রস্বর হইলে শান্তিকর্ম্ম, পুষ্টিকর্ম্ম, গৃহাদিপ্রবেশ, বীজবপন, বিবাহ ও যাত্রা এই সকল কর্ম্ম প্রশস্ত। পিণ্ডস্বর প্রবল হইলে শত্রুপক্ষের ভঙ্গ কূটযুদ্ধ, শত্রু বা শত্রুদিগের দেশ অবরোধ, সেনাপতি ও মন্ত্রিনিয়োগ এবং যোগস্বর প্রবল হইলে জ্ঞানোৎপাদক যোগসাধন করিবে। উক্ত স্বরসকলের প্রবলাবস্থায় উক্ত কার্য্যসকল অনুষ্ঠান করিলে শুভফল হইয়া

থাকে, অন্যথা পদে পদে বিপত্তি হয়। অতএব এই স্বরসকলের বিশেষ বিচার করিয়া তবে কার্য্যানুষ্ঠান করা বিধেয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে তিথি বার নক্ষত্রাদির সন্নিবেশ করিয়া স্বরের ঐ বাল্যাদি অবস্থা স্থির করিতে হইবে।

সুবিধার জন্য একটী চক্র প্রদত্ত হইল, ইহা হইতে অনায়াসেই তিথি, বার ও নক্ষত্রাদির বিষয়সকল স্থির করিতে পারা যাইবে।

তিথিবারনক্ষত্রস্বরচক্র।

অ আ	ই ঈ	উ ঊ	এ ঐ	ও ঔ
ক ছ	খ জ	গ ঝ	ঘ ট	চ ঠ
ড় ধ	ঢ ন	ত প	থ ফ	দ ব
ভ ব	ম শ	য ষ	র স	ল হ
র ম	সো বু	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
নন্দা	ভদ্রা	জয়া	রিক্তা	পূর্ণা
২৭, ৪	৭	১২	১৭	২২ ২৬
১৫	৮	১৩	১৮	২৩
২	৯	১৪	১৯	২৪
৩ ৬	১০	১৫	২০	২৫
	১১	১৬	২১	২৫

এই অঙ্কসকল নক্ষত্রের সংখ্যা জানিতে হইবে। উপরের লিখিত চক্রমধ্যে যে পাঁচটী কোষ্ঠ লিখিত আছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে বাল্যাদি স্বর স্থির করিতে হইবে। যাহার নামের আদ্যক্ষর যে কোষ্ঠে লিখিত আছে, সেই কোষ্ঠই তাহার বালকস্বর, ঐ কোষ্ঠ হইতে ক্রমে বাল, কুমার, তরুণ, বৃদ্ধ ও মৃত, এই পাঁচটী অবস্থা গণনা করিবে, যাহার নামের আদ্যক্ষর অ, ক, ছ, ড, ধ, ব, ভ, ইহাদের মধ্যে কোন একটী অক্ষর হইবে, তাহার পক্ষে ঐ ঘ-টের লিখিত রবি ও মঙ্গল বার, নন্দা তিথি এবং রেবতী হইতে আর্দ্রা পর্য্যন্ত নক্ষত্র বালকস্বর হইবে। দ্বিতীয় ঘ-টে যে বার তিথি ও নক্ষত্র লিখিত আছে, তাহা উহার পক্ষে কুমারস্বর হইবে। ইত্যাদি প্রকারে উহা স্থির করিবে। যাহার নামের আদ্য বর্ণে যে স্বর হইবে, সেই স্বর বর্ণের কোষ্ঠ হইতে যে কোষ্ঠ ও স্বরবর্ণ পঞ্চম হইবে এবং তাহার নীচে যে সকল তিথি, বার ও নক্ষত্র লিখিত আছে, সেই তিথি, বার ও নক্ষত্র যে দিনে একত্র মিলিত হইবে, সেই দিন সেই ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ অশুভ। এই দিনে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে শুভ ফল হয় না এবং প্রতিপদে অশুভ ঘটিয়া থাকে। এই রূপে বাল, কুমার ও তরুণাদি অবস্থা স্থির করিয়া ফলনিরূপণ করিবে।

এই স্বরোদয় দ্বারা সকল প্রকার ফলই নির্ণয় করিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা তত্ত্বসকল নির্ণীত হয়, ঐ সকল তত্ত্ব দ্বারাও শুভাশুভ ফল জানিতে পারা যায়, ইহাও স্বরোদয়শাস্ত্রের অন্তর্গত।

"ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চ তিস্রো নাড্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ইড়ায়াশ্চ প্রবাহেণ সৌম্যকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥
পিঙ্গলায়াঃ প্রবাহেণ রৌদ্রকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
সুষুম্নায়াঃ প্রবাহেণ সিদ্ধিমুক্তিফলানি চ॥" (স্বরোদয়)

যে সময় ইড়া নাড়ী দ্বারা শ্বাস প্রবাহিত হয়, তখন সৌম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে সুফল হয়। এইরূপ পিঙ্গলা নাড়ী প্রবাহকালে শান্তিজনক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই প্রকারে উক্ত নাড়ীত্রয়ের প্রবাহকালে শুভাশুভ কর্ম্মের ফল স্থির করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং তত্তদ্ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবে। স্বরোদয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে লিখিত হইল না, স্বরোদয়শাস্ত্রে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

স্বরোদয়ে সর্ব্বতোভদ্রচক্র, শতপদীচক্র, অংশচক্র, সিংহাসনচক্র, কূর্ম্মচক্র, পদ্মচক্র, ফণীশ্বরচক্র প্রভৃতি বহুবিধ চক্র এবং ওড্ডিকাভূমি, জালন্ধরীভূমি, কামাখ্যাভূমি প্রভৃতির বিষয় লিখিত হইয়াছে, এই সকলের দ্বারাও শুভাশুভ ফল জানিতে পারা যায়। বাহুল্যভয়ে ইহাদেরও বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইল না। (বর্ণস্বরোদয়)

স্বরোপধ (ত্রি) উপধস্বরবিশিষ্ট।

স্বর্ক (ত্রি) ১ শোভন গমনযুক্ত। ২ শোভন স্তুতিবিশিষ্ট। ৩ শোভন দীপ্তিযুক্ত। "মরুতঃ সুহর্কৈঃ রথেভিঃ যাত" (ঋক্ ১।৮৮।১) 'স্বর্কৈঃ স্বর্চ্চনৈঃ শোভনগমনৈর্যু ক্তৈঃ। যদ্বা শোভনং অর্কোহর্চ্চনং স্তুতির্যেষামস্তি তাদৃশৈঃ, অথবা শোভনদীপ্তিযুক্তৈঃ' (সায়ণ)

স্বর্গ (পুং) স্বরিতি গীয়তে ইতি গৈ-ক, যদ্বা সুষ্ঠু অর্জ্যতে ইতি অর্জ্জ অর্জনে ঘঞ্ শকাদিত্বাৎ কুত্বং। দেবতাদিগের আলয়, দেবগণের বসতিস্থান, পর্য্যায়—স্বর্, নাক, ত্রিদিব, ত্রিদশালয়, সুরলোক, দ্যোঃ দ্যৌ, ত্রিপিষ্টপ, মন্দর, অবরোহ, গোঃ, রমতি, ফলোদয়, দেবলোক, স্বর্লোক, ঊর্দ্ধলোক, সুখাধার, সৌরিক, শক্রভুবন, দিবান। (শব্দরত্না°)

দেবগণের স্বর্গই একমাত্র নিকেতন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "স্বর্গকামো যজেত" স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে। স্বর্গকামনা করিয়া যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিলে, তাহার ফলে স্বর্গলাভ হয়। এই ভূলোক বা জগৎ সুখদুঃখমিশ্রিত, এখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ নাই, সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখ বিদ্যমান আছে। কেহই দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে না, সকলেরই ইচ্ছা সুখ-

ভোগ করে। এই সুখভোগের জন্ম স্বর্গলোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই লোক কেবল সুখময়, এখানে দুঃখকণিকা, রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু কিছুই নাই। এই লোকে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ হইয়া থাকে। স্বর্গে কেবল সুখ, নরকে কেবল দুঃখ এবং এই জড়জগতেও সুখ ও দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে কিছু যাগযজ্ঞ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, মানব সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

যে কিছু পুণ্য বা শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার ফলে মৃত্যুর পর কিছু দিনের জন্য যে সুখভোগ করা হয়, তাহাকেই স্বর্গ কহে। স্বর্গে দুঃখ নাই। দর্শনশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। দার্শনিকগণ স্বর্গ শব্দের অর্থ দুঃখবিরোধী সুখবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্বর্গ স্থায়ী নহে, কিছুদিন স্বর্গভোগের পর তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি ভিন্ন জীবের মুক্তি হইতে পারে না, অতএব স্বর্গে তাৎকালিক দুঃখনিবৃত্তি হইলেও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না।

বৈদিকযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেমন প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেইরূপ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান হিংসাসাধ্য বলিয়া প্রভূত পুণ্যের সহিত যৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব যজ্ঞকর্ত্তা যখন স্বোপার্জ্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ স্বর্গসুখের উপভোগ করিবেন, তখন হিংসাজন্ম পাপাংশের ফলস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দুঃখও তাঁহাকে উপভোগ করিতে হইবে। কিন্তু স্বর্গী পুরুষেরা সুখের মোহিনী শক্তি-প্রভাবে এমন মুগ্ধ হন যে, ঐ দুঃখকণিকাকে দুঃখ বলিয়াই বিবেচনা করেন না, অনায়াসে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হন।

আরও বেদোক্ত স্বর্গফলজনক কর্ম্মগুলি একরূপ নহে, কর্ম্মের তারতম্যানুসারে কর্ম্মফলের ও স্বর্গের তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ আছে। কারণের বৈজাত্য বা তারতম্য থাকিলে কার্য্যেরও বৈজাত্য বা তারতম্য হইয়া থাকে। অতএব স্বর্গে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ থাকিলে, স্বর্গীদিগেরও কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে। যিনি অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট স্বর্গ ভোগ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট স্বর্গভোগীর সবিশেষ সুখ ও স্বচ্ছন্দতা অবলোকন করিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ দুঃখানুভব করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। সুতরাং স্বর্গিগণ এক কালে দুঃখপরিমুক্ত নহেন।

আরও এক কথা স্বর্গ বিনাশী, উহা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ সুখবিশেষ মাত্র। সুখ যেমন উৎপন্ন, তেমনই বিনাশী। সুখ নিত্য বা অবিনাশী হইতে পারে না। যাহা কারণ বশতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা কারণবিগমে বা অন্যরূপে বিনাশ হইবেই হইবে। সুতরাং দুঃখনিবৃত্তি বৈদিকযজ্ঞানুষ্ঠানের ফলরূপে কীর্ত্তিত হয় নাই, স্বর্গ নামক সুখবিশেষ তাহার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সুখ অভাব রূপ নহে, উহা ভাবরূপপদার্থ। উৎপন্ন ভাবপদার্থের বিনাশ আছে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" (গীতা ৯ অ°)

তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে স্বর্গসুখভোগ চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, সাময়িক দুঃখের অভাব হয় মাত্র, আত্যন্তিক অভাব হয় না। (সাংখ্যদ°)

নৈয়ায়িকগণ স্বর্গের লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"দুঃখাসম্ভিন্নত্বাদিবিশিষ্টসুখত্বং স্বর্গত্বং তদেব স্বর্গপদশক্যতাবচ্ছেদকমিতি সিদ্ধান্তঃ।
যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতং যৎ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদং॥"

(গদাধরকৃত বাদার্থ)

দুঃখাসম্ভিন্ন সুখই স্বর্গ, অর্থাৎ যে সুখ দুঃখমিশ্রিত নহে, এবং যাহা কোনও সময়ে দুঃখের সহিত মিলিত হয় না বা অভিলাষ মাত্রই উপনীত হয়, তাহাই স্বর্গ। ইহা দ্বারা স্থির হইল যে নিরবচ্ছিন্ন সুখই স্বর্গ।

চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ স্বর্গ ও নরক স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন স্বর্গ ও নরক কবিকল্পনা, ইহজীবনে যে সুখভোগ হয়, তাহাই স্বর্গ এবং যে দুঃখভোগ হয়, তাহাই নরক। দেহ ব্যতীত ভোগ হয় না, স্থূল দেহের নাশে মৃত্যু হয়, সুতরাং মৃত্যুর পর ভোগায়তন দেহ থাকে না, অতএব দেহ ব্যতীত ভোগ কিরূপে সম্ভব হয়? সূক্ষ্ম দেহে ভোগ হয়, ইহাও বলিতে পার না, কারণ মৃত্যুর পর লৌকিক আত্মার অস্তিত্বে বা সূক্ষ্ম দেহে প্রমাণ নাই।

"ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।" (চার্ব্বাকদ°)

ইহাও নাস্তিকদিগের মত।

আস্তিক মাত্রেই স্বর্গনরকে বিশ্বাসশীল। মৃত্যুর পর এমন একটী দেহ হয়, যাহাতে স্বর্গ ও নরকভোগ ঘটিয়া থাকে এবং স্বর্গ বা নরকভোগের পর পুনর্ব্বার জন্ম হইয়া থাকে। মনুতে লিখিত আছে যে,

"যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ।
তৈরেব চাবৃতো ভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে॥
যদি তু প্রায়শোঽধর্ম্মং সেবতে ধর্ম্মমল্পশঃ।
তৈর্ভূতৈঃ স পরিত্যক্তো যামীঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ॥"

(মনু ১২।২০-২১)

জীব যদি অধিকাংশ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং অল্প পরিমাণ অধর্ম্ম করেন, তবে তিনি পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা শরীরী হইয়া স্বর্গে সুখভোগ করিয়া থাকেন। আর যদি তাঁহার ধর্ম্মের ভাগ অল্প এবং অধর্ম্মের ভাগ অধিক হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ভূতাংশ দ্বারা তাঁহার দেহ গঠিত না হইয়া যাহাতে তিনি যমযাতনা ভোগ করিতে পারেন, সেইরূপ একটী দেহ প্রাপ্ত হন, এবং সেই দেহ নরক ভোগ করে। স্বর্গ ও নরক উভয়েরই ক্ষয় আছে। পুণ্যফলানুসারে স্বর্গভোগ এবং পাপানুসারে নরকভোগের পর জীব নিজ কর্ম্মানুসারে আবার ভাগ মত পঞ্চভূতাত্মক মানবাদি দেহ ধারণ করে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হেতু জীবের এই সকল গতি অন্তঃকরণে আলোচনা করিয়া জীব সদা ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে। মনুর পূর্ব্বোক্ত বচন দ্বারা জানা যায় যে, মৃত্যুর পর পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা কর্ম্মানুসারে একটী দেহ গঠিত হয়, ঐ দেহে স্বর্গভোগ হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা বলেন, দেহ ব্যতীত ভোগ হয় না, জীবের মৃত্যুর পর পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা একটী দেহ গঠিত হয়, তাহাতেই ভোগ হইয়া থাকে। তাহাদের উক্তি দ্বারা স্থির হইল যে স্বর্গ ও নরকভোগকালে এমন একটী দেহ হয়, যাহাতে ভোগ মাত্র হইয়া থাকে। পুরাণাদি শাস্ত্রে স্বর্গে বিবিধ প্রকার সুখভোগের এবং নরকে বিবিধ দুঃখভোগের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। শাস্ত্রে স্বর্গপ্রদ বিবিধ প্রকার পুণ্য-কর্ম্মেরও বিধান লিখিত আছে। জীব কর্ম্মফলানুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহাতে বিশুদ্ধ শুভ কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে, তাহাই শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণের ভূখণ্ডে লিখিত আছে যে, স্বর্গে দিব্য, রমণীয় নন্দনাদি কাননসমূহ বিদ্যমান আছে। এই সকল কানন অতিশয় পবিত্র, এই সকল কাননের চতুর্দ্দিক্ ফলপ্রদ বৃক্ষসকলে পরিবৃত আছে। সুদিব্য বিমান ও অপ্সরোগণ ইহার চারিদিকে বিরাজিত রহিয়াছে। রসসকল সর্ব্বত্র কামগ ও বিচিত্র। এই স্থানে চন্দ্রমণ্ডল শুভ্রবর্ণ আসন ও শয্যা সুবর্ণময়। অধিক কি, এই স্থান যত প্রকার সুখ হইতে পারে, সেই সকল প্রকার সুখসমৃদ্ধ। সুকৃতকারী নরসমূহ এই স্থানে সুখে বিচরণ করে। নাস্তিক, স্তেয়, অজিতেন্দ্রিয়, নৃশংস, পিশুন, কৃতঘ্ন প্রভৃতি পাপিগণ এই স্থানে গমন করিতে পারে না, যজ্ঞা, দানশীল প্রভৃতি সুকৃতকর্ম্মকারীই এই স্থানে গমন করিয়া থাকে। এই স্থানে রোগ, শোক, জন্ম, জরা ও মৃত্যু নাই, এই স্থানে ক্ষুৎপিপাসা বা গ্লানি কিছুই নাই। সমগ্র শুভ কর্ম্মের ফল এই স্থানেই ভোগ করিয়া থাকে। এই স্থানে শুভ ফলসকলের ভোগ হইলে তখন তাহারা কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করে।

"স্বর্গস্থ মে গুণান্ ব্রূহি সাম্প্রতং দ্বিজসত্তম।
এতৎ সর্ব্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥
নন্দনাদীনি দিব্যানি রম্যাণি বিবিধানি চ।
তত্রোদ্যানানি পুণ্যানি সর্ব্বকামশুভানি চ।
সর্ব্বকামফলৈবৃ ক্ষৈঃ শোভিতানি সমন্ততঃ ॥
বিমানানি সুদিব্যানি পরিতাপ্সরোগণৈঃ।
তরুণাদিত্যবর্ণানি মুক্তাজালান্তরাণি চ।
চন্দ্রমণ্ডলশুভ্রাণি হেমশয্যাসনানি চ ॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধাশ্চ সুখদুঃখবিবর্জিতাঃ।
নরাঃ সুকৃতিনস্তে তু বিচরন্তি যথাসুখং ॥
ন রোগো ন জরা মৃত্যুর্ন শোকো ন হিমাদয়ঃ।
ন তত্র ক্ষুৎপিপাসা চ কস্য গ্লানির্ন দৃশ্যতে ॥
শুভস্য কর্ম্মণঃ কৃৎস্নং ফলং তত্রৈব ভুজ্যতে।
ন চাত্র ক্রিয়তে ভূয়ঃ সোহত্র দোষো মহান্ শ্রুতঃ ॥"
(পদ্মপু° ভূমিখ° ৯০ অ°)

স্বর্গ হইতে কর্ম্মভোগের পর স্বর্গিদিগের পতন হয়, ইহাই স্বর্গের দোষ।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি করিয়া সাতটী লোক, তাহার মধ্যে এই পৃথিবী লোককে ভূর্লোক কহে, এই পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত ভুবর্লোক, সূর্য্যলোক হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত স্বর্লোক নামে অভিহিত, সূর্য্যের উপরি ভাগে ধ্রুবের সংস্থান পর্য্যন্ত যে স্থান তাহাই স্বর্গলোক। স্বর্গিগণ এই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকে। এই স্থানে অবস্থানের নাম স্বর্গবাস।

"তদ্ভূর্লোক ইতি খ্যাতং শাকদ্বীপাদিকাননং।
ভূর্লোকাচ্চ ভুবর্লোকঃ সূর্য্যাবধিরুদীরিতঃ।
আদিত্যাদাধ্রুবং রাজন্ স্বর্লোকঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥"(পদ্মপু° ৬অ°)

পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে স্বর্গের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে লিখিত হইল না।

নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে অদ্রিশ্রেষ্ঠ মেরু নামে একটী পর্ব্বত আছে, এই সুমেরুর তিনটী শৃঙ্গ স্বর্গ নামে অভিহিত। এই তিনটী শৃঙ্গের মধ্যে মধ্য শৃঙ্গ স্ফটিকময়, ও বৈদূর্য্যখচিত, পূর্ব্বশৃঙ্গ ইন্দ্রনীল ও পশ্চিম শৃঙ্গ মাণিক্যময়। পুণ্যাত্মগণ এই সকল শৃঙ্গে পুণ্যফলভোগ করিয়া থাকেন।

"স্বর্গস্থানং মহাপুণ্যং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে।
ভারতে কৃতপুণ্যানাং দেবানামপি চালয়ং ॥
মধ্যে পৃথিব্যামদ্রীন্দ্রো ভাস্বান্ মেরুর্হিরণ্ময়ঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি চতুরশীতিঃ সমুচ্ছ্রিতঃ ॥
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্ধরণ্যাং ধরণীধরঃ।
তাবৎপ্রমাণা পৃথিবী পর্ব্বতশ্চ সমন্ততঃ ॥

তস্য শৃঙ্গত্রয়ং মূর্দ্ধ্নি স্বর্গো যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণং নানারত্নোপশোভিতং ॥
মধ্যগং পশ্চিমং পূর্ব্বং মেরোঃ শৃঙ্গাণি ত্রীণি বৈ।
প্রযুক্তোক্তি তমাত্রাণি দ্বে শৃঙ্গে তস্য মধ্যতঃ ॥
মধ্যস্থং স্ফাটিকং শৃঙ্গং বৈদূর্য্যকরকাময়ম্।
ইন্দ্রনীলময়ং পূর্ব্বং মাণিক্যং পশ্চিমং স্মৃতং ॥"

(নৃসিংহপু° ৩ অ°)

এই তিনটী শৃঙ্গে একবিংশতি স্বর্গ আছে, পুণ্যের তারতম্যানুসারে এই সকল স্বর্গে পুণ্যাত্মগণের বাস হয়।

দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, সুমেরু নামে একটী শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত সুবর্ণময়। ইহার মূলভাগে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া অপর আরও ২০টী পর্ব্বত আছে। এই সুমেরু-শিখরের ঠিক মধ্যভাগে ব্রহ্মার দশ যোজন পরিমিত দিব্য এক পুরী আছে। এই ব্রহ্মপুরী সমচতুষ্কোণবর্ত্তিনী এবং সর্ব্বত্র হেমময়ী। সুমেরুর উপরি ভাগে ব্রহ্মপুরীর অনুগত আরও ৮টী স্বর্ণময়ী পুরী আছে। এই ৮টী পুরীতে অষ্টদিক্পাল বিরাজিত আছেন। এই সকল পুরী স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠাতা লোকপালদিগের রূপাদি অনুসারে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, এই দিক্চতুষ্টয় এবং অগ্নি, বায়ু, নৈঋত ও ঈশান এই কোণচতুষ্টয়-শোভিত আছে। উক্ত ৮টী পুরীর প্রত্যেকেরই পরিমাণ সার্দ্ধ দুই সহস্রযোজন। এই সকল পুরীর নাম যথা—প্রথম মনোবতী, দ্বিতীয় অমরাবতী, তৃতীয় তেজোবতী, তৎপরে সংযমনী, কৃষ্ণাঙ্গনা, শ্রদ্ধাবতী, গন্ধবতী, মহোদয়া এবং যশোবতী। ঐ সকল পুরীর অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বহ্নি প্রভৃতি দিক্পালগণ।

ভগবান্ বিষ্ণু যখন সুররাজ্য প্রত্যাহরণকামনায় ছদ্ম বামন-বেশে দৈত্যপতি বলির যজ্ঞে গিয়া ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই সময় তাহার উর্দ্ধস্থ বাম পদের নখ দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের উর্দ্ধ ভাগে যে একটী রন্ধ্র উৎপন্ন হয়, ঐ রন্ধ্র পথ দিয়া ভগবতী গঙ্গা স্রোতস্বিনী রূপে ক্রমে ত্রিপিষ্টপধামের শিরোভাগে আসিয়া অবতীর্ণা হইয়া ছিলেন। এই ত্রিপিষ্টপ শিরোভাগের মধ্যে যে স্থলটী বিষ্ণুধাম বলিয়া বিশ্রুত, গঙ্গাদেবী প্রথমে সেই স্থলে আসিয়া প্রাদুর্ভূতা হন। এই স্থলে উত্তানপাদবংশাবতংস ধ্রুব অদ্যাপিও বিষ্ণুর চরণসেবা করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল এই স্থানে অবস্থিত। তাঁহারা এই বিষ্ণুলোকে থাকিয়া গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই সকল স্থান স্বর্গ নামে অভিহিত। উক্ত গঙ্গা বৈষ্ণবধাম ধ্রুবমণ্ডল হইতে কোটি কোটি বিমানসঙ্কুল দিব্যযানে অবতীর্ণ হইয়া চন্দ্রমণ্ডলকে আপ্লাবিত করিতে করিতে ক্রমে ব্রহ্মলোকে নিপতিত হন, তখন তিনি তথায় সীতা, অলকনন্দা, ভদ্রা ও চক্ষুর্ভদ্রা এই চারিটী নাম ধারণপূর্ব্বক চতুর্ধারায় নিঃসৃত হইয়া নানা দেশ, গিরি ও নদী সংপ্লাবিত করিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানশীল জনসমূহ মৃত্যুর পর এই সকল স্বর্গে পুণ্য কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগাবসানে ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর ৮টী বর্ষে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করে। ৯টী বর্ষের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, অর্থাৎ এই কর্ম্মভূমিতে জীব যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই কর্ম্ম-ফলে স্বর্গ বা নরকভোগ করিয়া থাকে।

পুণ্যশীল জীব স্বর্গভোগাবসানে ভারত ভিন্ন আবার ৮টী বর্ষের মধ্যে কোন একটী বর্ষে কর্ম্মের তারতম্যানুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখভোগ করিয়া থাকে। এই সকল বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া জীব দশসহস্র বৎসর জীবিত থাকে। তাহাদের শরীর বজ্র সদৃশ সারবান্ এবং সকলেই অযুত হস্তিতুল্য বলশালী। এখানে এই জন্য কেহ অল্প সুরতসম্ভোগে পরিতৃপ্ত হয় না, সুতরাং সকল পুরুষই কলত্রাদি লইয়া পরম সুখে কালাতিবাহিত করিয়া থাকে। কেবল যে, পুরুষগণই এইরূপ সুখভোগী তাহা নহে, সে স্থলের ললনাকুলও চিরযুবতী। এই সকল বর্ষে উক্ত প্রকারে সুখভোগের পর কর্ম্মের জন্য পুনরায় কর্ম্মভূমি ভারত-বর্ষে জন্মগ্রহণ করে। (দেবীভাগ° ৮।৫-৮ অ°)

উক্ত পুরাণাদির বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহ স্বর্গ বলিয়া কথিত। জীব উক্ত শৃঙ্গে অবস্থান করিয়া যে সুখভোগ করে, তাহাই তাহার স্বর্গবাস। পুণ্যফলে স্বর্গে বাস হইয়া থাকে। স্বর্গ চিরস্থায়ী নহে। পুণ্যের ক্ষয় হইলে স্বর্গভোগেরও অবসান হয়। এই জন্য মুমুক্ষুগণ স্বর্গ-ভোগ কামনা করেন না। তাঁহারা এইরূপ স্থান লাভ করিতে চান, যাহা হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, যেখানে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি কিছুই নাই। একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" (শ্রুতি)

তাঁহারা সেই পরম পুরুষকে অবগত হইয়া অতিমৃত্যু লাভ অর্থাৎ বারংবার জন্মমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

জীবের স্বর্গবাসেও জন্মমৃত্যু-নিবৃত্তি ঘটে বলিয়া আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। যাহাতে জীবের একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে যে, স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র, এই ইন্দ্র শব্দ একরূপ উপাধিবিশেষ। যখন যিনি স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হন, তখন তিনিই ইন্দ্র নামে কথিত হইয়া থাকেন। মন্বন্তর বিশেষে অনেকে ইন্দ্র হইয়াছেন, আবার মন্বন্তরাবসানে তাঁহারা ইন্দ্রত্ব হইতে চ্যুত হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন দৈত্য ও অসুরগণ সময়ে

সময়ে দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিতেন। আবার দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর সাহায্যে তাহাদিগকে নিধন করিয়া পুনরায় স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিতেন। পুরাণসমূহে ইহার বহুতর বিবরণ বর্ণিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। মহাভারতে লিখিত আছে, যুধিষ্ঠির স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়া ছিলেন। ভারতের স্বর্গারোহণপর্ব্বে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। পারিভাষিক স্বর্গ যথা—

"মনোঽনুকূলাঃ প্রমদা রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠেষু স্বর্গঃ স্যাচ্ছুভকর্ম্মণঃ॥" (গরুড়পু° ১০৯।৪৪)

মনোবৃত্তানুসারিণী রূপবতী অলঙ্কৃতা কামিনী এবং প্রাসাদপৃষ্ঠে বাসই স্বর্গ।

জগতের সকল সভ্য জাতির মধ্যেই স্বর্গ সম্বন্ধে এক প্রকার বিশ্বাস আছে। বাইবেল হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন হিব্রুজাতি মনে করিতেন, সুদৃঢ় ভিত্তি ও পাকা খিলান করা স্তম্ভের উপর স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। (Job. xxvi. 11) আবার স্বর্গ একখানি পর্দ্দা বা তাঁবুর আবরণীর মত অনেকের এরূপ ধারণাও ছিল। (Psalm civ) য়িহুদীরা অধঃ, মধ্য ও উচ্চতর এই কএক প্রকার স্বর্গ কল্পনা করিতেন। তন্মধ্যে অধঃস্বর্গ মেঘ ও বায়ুমণ্ডল, মধ্যস্বর্গ তারকা বা নক্ষত্রমণ্ডল এবং উর্দ্ধ বা স্বর্লোক ঈশ্বর ও তাঁহার দূতগণের নিবাসভূমি। পূর্ব্বতন বৌদ্ধগণও 'ত্রয়স্ত্রিংশৎ' স্বর্গ কল্পনা করিতেন। এ ছাড়া বৌদ্ধ, খৃষ্টান, য়িহুদী, মুসলমান প্রভৃতি প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়গণও বরাবরই স্বর্গের একটী আধ্যাত্মিক অর্থ স্বীকার করিতেন। আদি বৌদ্ধগণ 'নিব্বাণং পরমং সুখং' (ধম্মপদ) পরম সুখকেই নির্ব্বাণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আধুনিক বৌদ্ধগণ কেহ কেহ এই নির্ব্বাণ অবস্থাই স্বর্গ বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ চিরসুখশান্তিময় স্বর্গকেই Elysium নামে অভিহিত করিয়াছেন। মানব সেখানে অনন্ত সুখভোগ করিয়া থাকেন, কেবল নরকের লেদ (lathe) নামক সরোবরের জলপান করিয়াই তাহাকে সেই অনন্ত শান্তিময় অবস্থা ভুলিয়া আবার এ জগতে আসিতে হয়।

পুরাণে স্বর্গে যেরূপ ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন 'লোক' বিবৃত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে মেক্সিকো-বাসিগণও সেইরূপ বিভিন্ন দেবযোনির নিবাসস্বরূপ ৯টী সুখশান্তিময় স্বর্গলোক কল্পনা করিত। মৃত্যুর পর পুণ্য কার্য্যের তারতম্যানুসারে সেই সকল স্বর্গভোগ হইয়া থাকে।

য়িহুদীদিগের 'রাব্বি' বা ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের মতে উর্দ্ধ ও অধঃ এই দুইটী স্বর্গ, ইহার মধ্যে 'জিঅন্' নামে একটী স্তম্ভ সংলগ্ন আছে। প্রতি পুণ্যাহ (Sabbath) বা উৎসবের দিনে পুণ্যশীল সেই স্তম্ভ দিয়া স্বর্গে উঠিয়া যান এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের বিভূতি দর্শন করিয়া আসেন। উর্দ্ধ ও অধঃ এই উভয় স্বর্গেই সাতটী ভবন আছে। ধার্ম্মিকগণ সুকৃতি অনুসারে সেই সকল ভবনে গিয়া বাস করেন। উর্দ্ধ স্বর্গলাভই শ্রেষ্ঠ সুকৃতির পরিচায়ক। এই উর্দ্ধে যে সাতটী ভবন আছে, তন্মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মরাজ ও ভগবানের সম্মানরক্ষার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ১ম ভবন, যাঁহারা সমুদ্রে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহাদের ২য় ভবন, রাব্বি জোচানন বেন জকাই ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর জন্য ৩য় ভবন, মেঘে যাঁহারা অবতরণ করেন, তাঁহাদের জন্য ৪র্থ ভবন, অনুতপ্ত ও বিশুদ্ধ ধার্ম্মিকদিগের জন্য ৫ম ভবন, আকুমার ব্রহ্মচারী ও আজীবন নিষ্পাপ লোকদিগের জন্য ৬ষ্ঠ ভবন এবং বাইবেল ও মিস্না বা ধর্ম্মগ্রন্থ চর্চ্চা দ্বারা যে সকল দরিদ্র ভিক্ষু জীবিকার্জ্জন করেন অথবা যাঁহারা ন্যায়সঙ্গত ব্যবসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জন্য ৭ম ভবন। ধার্ম্মিক বা পুণ্যবানের মৃত্যু হইলে একেবারে তিনি উর্দ্ধ স্বর্গে যাইতে পারেন না। উর্দ্ধ স্বর্গ ও জড়-জগতের মধ্যবর্ত্তী অধঃস্বর্গেই তাঁহাদিগকে প্রথমে যাইতে হইবে। অধঃস্বর্গে অবস্থান না করিয়া কাহারও শ্রেষ্ঠতম ভবনে যাইবার অধিকার নাই। যাইবার চেষ্টা করিলেই সেখানকার মহাবহ্নিতে ভস্মীভূত হইতে হইবে। তবে কেহ কেহ অশেষ সুকৃতির ফলে একেবারে ভগবানের সমীপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উর্দ্ধলোকে যাইতে পারেন ও অপরাপর ভবনে যাতায়াত করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

পূর্ব্বকালে মিসরদেশের ধর্ম্মযাজকগণ হিন্দুদিগের মত শিক্ষা দিতেন যে আত্মার বিনাশ নাই, দেহত্যাগের পর আত্মা স্বর্গলোকে গিয়া পরমাত্মায় মিশিয়া যায়। পূর্ব্বতন স্কন্দনাভ জাতিও দুইটী পৃথক্ স্বর্গ জানিতেন। তন্মধ্যে একটীতে 'বলহল্লা' নামে ওদিন বা বুধের প্রাসাদ আছে, যাহাদের রণস্থলে বীরোচিত মৃত্যু ঘটে, ওদিন তাহাদিগকে সেখানে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অপর স্বর্গের নাম 'গিমলি'—এই ধাম স্বর্ণময় প্রাসাদমণ্ডিত এবং পুণ্যবানের চিরশান্তি ও আনন্দভোগের স্থান। ওদিনের প্রাসাদে যাঁহারা প্রবেশ করিতে পান, তাঁহাদিগকে প্রত্যহই যুদ্ধসজ্জা করিতে হয় ও তাঁহারা পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকেন। কিন্তু আহারের সময় হইলে সকলেই সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দে ওদিনের ভোজনমন্দিরে আসিয়া পানভোজনে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। একটী ছাগীর দুগ্ধে অভিষুত সুরায় ও 'সেরিমনির' নামক একটী বরাহের মাংসে সকলে তৃপ্তি লাভ করেন। ভগবান্ ওদিন্ কেবল দ্রাক্ষাজাত মদ্য পান করিয়া থাকেন। বীরগণের ভোজন টেবিলের নিকট সুন্দরী কুমারীগণ উপস্থিত থাকিয়া পরিবেশন করে ও পানপাত্র পূর্ণ করিয়া দিয়া থাকে। পূর্ব্বতন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ

স্বর্গ (heaven) শব্দ দ্বারা 'স্থান' ও 'অবস্থা' উভয় প্রকার বুঝিতেন। বাইবেলে লিখিত আছে—"সর্ব্ব প্রথমে ঈশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃষ্টি করেন।" (Genesis i. 1) স্বর্গ সৃষ্ট জগতের কেন্দ্র ও ভগবানের রাজধানী। এখানেই সর্ব্বব্যাপী ভগবানের সামীপ্য ও সালোক্য লাভ হয়, তাঁহার মহিমার পূর্ণাভিব্যক্তি জানা যায়। (Kings 8. 27, Isa 6. 3. 15, 66. 1, Math 6. 9) মৃত্যুর পর চিরসুখশান্তিময় অবস্থাকেও আদি খৃষ্টানগণ স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাইবেলে লিখিত আছে, ভগবান্ তাঁহার প্রিয় পুত্র যীশু খৃষ্টের হস্তেই সেই স্বর্গসুখের ভার দিয়া রাখিয়াছেন। (John 14. 2-3.) স্বর্গ আনন্দময় অবস্থা বলিয়া গণ্য হইলেও ইহা অনির্ব্বচনীয় শান্তিসুখের স্থান বলিয়াও পরিচিত। তাই বাইবেলে ইহা Paradise বা নন্দনকানন (Luke 23. 43), ঈশ্বরের ভবনমন্দির (2 Cor. 5. 1)) 'উৎকৃষ্টতর রাজ্য' (Heb. 11. 16) 'ভগবানের শান্তি, বিশ্রাম ও আনন্দের স্থান' (Isa. 57. 2) বলিয়া অভিহিত। বাইবেল হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, স্বর্গ সাধুদিগের (Saints) জন্য, এখানে সাধুগণের মধ্যে পরস্পর জানা শুনা হয়। সাধুসংশ্রবের ফলেও "everlasting habitations" অর্থাৎ অক্ষয়ধাম বা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। স্বর্গবাসিগণ পূর্ণ ও অনন্ত আনন্দ উপভোগ করেন।

মুসলমান ধর্ম্মযাজকগণ বলিয়া থাকেন, প্রকৃত ইসলাম্-ধর্ম্মবিশ্বাসী, প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তা ও প্যাগম্বর মহম্মদের শিষ্যানুশিষ্যগণের জন্যই স্বর্গ। সেখানে চিরোজ্জ্বল আলোকমালা ও স্বর্গীয় আনন্দ নিত্য বিদ্যমান। স্বর্গভোগিগণও চিরসুন্দর, ওজস্বান্, পূর্ণশক্তিমান্ এবং সূর্য্য অপেক্ষাও দীপ্তিমান্, তাঁহারা আল্লার দর্শন ও উপাসনার উপযুক্ত। মুসলমানদিগের মতে প্রধানতঃ আটটী 'বিহিস্ত' বা স্বর্গ, তন্মধ্যে ১ম দরুল্-জলাল্ বা গৌরবধাম মুক্তামণ্ডিত, ২য় দরুল্-সলাম্ বা শান্তিধাম মাণিক্যমণ্ডিত, ৩য় জন্নৎ-উল্-মাওয়া বা দর্শনোদ্যান পিত্তলমণ্ডিত, ৪র্থ জন্নৎ-উল্-খুলদ্ বা অক্ষয় উদ্যান পীত প্রবালমণ্ডিত, ৫ম জন্নৎ-উল্-নুইম্ বা আনন্দোদ্যান উজ্জ্বল হীরকমণ্ডিত, ৬ষ্ঠ জন্নৎ-উল্ ফিরদুস্ বা নন্দনকানন রক্তিম স্বর্ণময়, ৭ম দরুল্-করার্ বা অক্ষয়ধাম বিশুদ্ধ মৃগনাভিসুবাসিত ও ৮ম জন্নৎ-উল্-আদন্ বা ইডেন-উদ্যান রক্তিম মুক্তামণ্ডিত। কোরাণে আছে নানা সুখময় স্থান কল্পিত হইলেও আল্লার সামীপ্য ও সাযুজ্যলাভেই উচ্চ সুখ লাভ হয়, তাহার তুলনায় অপর সুখের কল্পনা কিছুই নহে। প্যাগম্বরই বরাবর স্বর্গে যাইতে পারেন। ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করেন, তাঁহারা স্বর্গীয় হোমাপক্ষীর কণ্ঠে এবং সাধারণ ইসলাম্ ভক্তগণের আত্মা গোরস্থান, বা জেম্‌জেম্ নামক কূপ হইতে অথবা আদমের সহিত সর্ব্বনিম্ন স্বর্গে গমন করেন।

গ্রীনলণ্ডবাসিগণ একটী মাত্র ভাবী 'আদন্' বা স্বর্গোদ্যানের আশা রাখে ও বিশ্বাস করে যে, তাহা মহাসমুদ্রের অতলস্পর্শ গর্ভমধ্যে বিদ্যমান; সুদক্ষ ধীবরেরা কেবল সেখানে যাইবার আশা করিতে পারে। আমেরিকার অপলাচীয় (Appalachian) নামক আদিম জাতি সকলেই মৃত্যুর পর ভাবী সুখময় অবস্থা ভোগ করিবে, এই সুখাশায় আশ্বস্ত। চিরপ্রীতিময়, চিরস্থায়ী উৎসবিভূষিত, নানা সুদৃশ্য মৃগপক্ষিসমাকুল, মৎস্যপূর্ণ স্বচ্ছসরোবর ও প্রভূত শস্যশালী, জরামরণদুর্ভিক্ষবিবর্জ্জিত স্থানই তাহাদের সেই ভাবী সুখময় অবস্থা। আমেরিকাবাসীরা মনে করিত বিচক্ষণশীকারী, সমরকুশল, যোদ্ধা এবং বন্দী শত্রুদিগকে যাহারা বিশেষ ভাবে উৎপীড়ন বা তাহাদের মাংসভক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারাই কেবল সেই সুখময় অবস্থা বা স্বর্গভোগের অধিকারী।

স্বর্গকাম (ত্রি) স্বর্গঃ কামো যস্য। স্বর্গগামী। যিনি স্বর্গ কামনা করেন। "স্বর্গকামো যজেত" (শ্রুতি) যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তাঁহার যজ্ঞ করা বিধেয়।

স্বর্গখণ্ড (ক্লী) পদ্মপুরাণের অন্তর্গত একটী খণ্ড। [পুরাণ দেখ।]

স্বর্গগতি (স্ত্রী) স্বর্গে গতিঃ। স্বর্গে গমন।

স্বর্গগামিন্ (ত্রি) স্বর্গং গচ্ছতীতি গম-ণিনি। স্বর্গগমনকর্ত্তা, যাঁহারা স্বর্গে গমন করেন।

"সর্ব্বভূতে বিহিংসা যে যে চ সর্ব্বংসহা নরাঃ।
সর্ব্বস্য প্রিয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥" (কর্ম্মলোচন)

যে সকল মনুষ্য সকল প্রকার হিংসারহিত, সর্ব্বংসহ ও সকলের প্রিয়, তাঁহারা স্বর্গগামী হইয়া থাকেন।

স্বর্গঙ্গা (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্য গঙ্গা। মন্দাকিনী। (শব্দরত্না°)

স্বর্গজিৎ (ত্রি) স্বর্গং জয়তীতি জি-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। স্বর্গজেতা।

"যস্মিন্ ভয়ার্দ্দিতঃ সম্যক্ ক্ষেমং বিন্দত্যপি ক্ষণং।
স স্বর্গজিত্তমোঽস্মাকং সত্যমেতৎ ব্রবীমি তে॥"
(ভারত ১২।৭৫।৩৪)

স্বর্গত (ত্রি) স্বর্গগত, যিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

স্বর্গতরঙ্গিণী (স্ত্রী) স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী।

"কীর্ত্তেঃ স্বর্গতরঙ্গিণীভিরভিতো বৈকুণ্ঠমাপ্লাবিতং।"
(কথাসরিৎসা°)

স্বর্গতরু (পুং) স্বর্গস্য তরুঃ। পারিজাত।

স্বর্গতি (স্ত্রী) স্বর্গগতি, স্বর্গগমন।

স্বর্গদেব, আসামের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। [কামরূপ দেখ।]

স্বর্গদ্বার (ক্লী) স্বর্গস্য দ্বারং। স্বর্গের দ্বার।

স্বর্গধেনু (স্ত্রী) স্বর্গস্য ধেনুঃ। কামধেনু

স্বর্গপতি (পুং) স্বর্গস্য পতিঃ। ইন্দ্র। (হেম)

স্বর্গপথ (পুং) স্বর্গস্য পন্থাঃ, অচ্ সমাসান্তঃ। স্বর্গের পথ, স্বর্গমার্গ।

স্বর্গপর্ব্বন্ (পুং) মহাভারতের অন্তর্গত অষ্টাদশ পর্ব্বের মধ্যে একটী পর্ব্ব। এই পর্ব্বে পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ বর্ণিত আছে।

স্বর্গপুরী (স্ত্রী) স্বর্গস্য পুরী। অমরাবতী।

স্বর্গভূমি, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত একটী প্রাচীন জনপদ। এই স্থান বারাণসীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। উক্ত ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে যে, এই স্থানের মধ্যবর্ত্তী গোপালপুর গ্রামে সুমালী দৈত্য-বংশীয় দুর্গ নামক অসুর বিনাশ করিয়া ভগবতী দুর্গানামে খ্যাতা হন। ঐ দৈত্যবংশে হস্তালী নামক এক দৈত্য হস্তালী বলিয়া নিজনামে এক পুরী নির্ম্মাণ করে। কলির পূর্ব্বে এই স্থানে গোপজাতির বাস ছিল। গোপজাতীয় কোন একজন মণ্ডলেশ্বর হইয়া এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কাশীর দুই যোজন অন্তরে বড়গ্রাম নামে এক গ্রাম; কলিকালে এই স্থানে বহু তন্তুবায় জাতির বসতি ছিল, কলির এক পাদ অস্ত হইলে এই স্থানের রাজার সহিত আভীর জাতির যুদ্ধ হইবে, ঐ যুদ্ধে রাজা ভগ্নগ্রাম হইয়া কাশীর চতুর্যোজন ব্যবধানে প্রাচীন পুষ্পগ্রামে পলায়ন করিবেন, এই স্থান অন্ত্যজ জাতির বাসরূপে পরিণত হইবে। ঐ স্থান হইতে বরণা নদী প্রবাহিত। কাশীধামের পশ্চিমে নন্দানদীর সমীপে টাডগ্রাম, বৃহদ্‌গ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে ক্ষত্রিয় রাজগণকে তাড়াইয়া যবনগণ স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছে। স্বর্গভূমির মধ্য ভাগে জোলহান ব্রাহ্মণগণের বাস ও কচ্ছপ নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম বিদ্যমান। কলির আদিতে এই স্বর্গভূমিতে পৌণ্ড্র দেশাধিপের সহিত শৃগালবাসুদেবের যুদ্ধ ঘটে। কাশীর পশ্চিমে তিন যোজন ব্যবধানে 'কশবাহ' নামক গ্রামে অনেক স্বর্ণকার জাতির বাস, দ্বাপরাদিতে এই গ্রাম স্বর্ণগ্রাম নামে খ্যাত ছিল। এই কশবাহ গ্রামের নিকট কশবাহ মুরানদী। কশবাহের বহ্নিকোণে অর্দ্ধ যোজন দূরে নন্দুর গ্রাম ছিল, হঠাৎ একদিন অগ্নিতে ঐ গ্রাম ভস্মীভূত হইয়া যায়। কালবশে ঐ নন্দুর গ্রাম জঙ্গলপরিবৃত হয় এবং ঐ জঙ্গলে হাতিয়া নামক এক জঙ্গল-পরিবৃত গ্রাম স্থাপিত হইয়াছিল। এক সময়ে এই স্বর্গভূমিতে চন্দ্রবংশ প্রভৃতি বহু রাজবংশের বাস ছিল। স্বর্গভূমিতে ইন্দ্র প্রস্থ প্রভৃতি প্রদেশে ব্রাহ্মণ জাতি বাস করিতেন। ঐ প্রদেশমধ্যে বারিভূম নামক স্থানে বারিভূম নামক এক রাজা ছিলেন। কাশীর দুই যোজন পশ্চিমে এই স্বর্গভূমির মধ্যে দাড়ব গ্রাম ছিল। স্বর্গভূমির মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহের জনগণের মঙ্গল-বিধায়িনী "কল্যাণকারিণী দেবী" নামে এক দেবীমূর্ত্তি ছিলেন।

এই স্বর্গভূমিতে অন্যান্য বহু গ্রাম ও তাহাতে বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও হীন জাতির বাস এবং এই স্থানের মানব কীর্ত্তিকাহিনী ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে।

(ব্রহ্মখণ্ড ৫৫ ও ৫৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

স্বর্গমন (ক্লী) স্বর্গগমন।

স্বর্গমন্দাকিনী (স্ত্রী) স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী।

স্বর্গমার্গ (পুং) স্বর্গস্য মার্গঃ। স্বর্গগমনের পথ, স্বর্গপথ।

স্বর্গযাণ (পুং) ১ স্বর্গগমনপথ। স্বর্গের যান।

স্বর্গযোনি (স্ত্রী) স্বর্গস্য যোনিঃ কারণং। স্বর্গের কারণ, যাগ-যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গগতি হয়, এই জন্য শুভ কর্ম্মকে স্বর্গযোনি কহে। স্বর্গগমনের কারণ।

স্বর্গরাজ্য (ক্লী) স্বর্গরূপ রাজ্য, স্বর্গলোক।

স্বর্গলোক (পুং) স্বর্লোক, স্বর্গ।

স্বর্গলোকেশ (পুং) স্বর্গলোকায় ঈশঃ, শরীরজন্য কর্ম্মণ ঋতে স্বর্গপ্রাপ্ত্যভাবাত্তথাত্বং। ১ শরীর। (জটাধর) স্বর্গলোকস্য ঈশঃ। ২ ইন্দ্র।

স্বর্গবধূ (স্ত্রী) স্বর্গস্থ স্বর্গস্থিতলোকস্য বধূঃ। অপ্সরস্। (হেম)

স্বর্গবৎ (ত্রি) স্বর্গঃ স্বর্গবাসঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। স্বর্গ-যুক্ত, স্বর্গবাসবিশিষ্ট।

স্বর্গবাস (পুং) স্বর্গে বাসঃ। স্বর্গে বসতি, উর্দ্ধে অবস্থান।

স্বর্গসদ্ (পুং) স্বর্গবাসী দেবগণ।

স্বর্গসরিদ্বরা (স্ত্রী) স্বর্গস্য সরিদ্বরা। স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী।

স্বর্গস্ত্রী (স্ত্রী) স্বর্গস্য স্বর্গস্থিতলোকস্য স্ত্রীঃ। স্বর্গবধূ, অপ্সরস্।

স্বর্গস্থ (ত্রি) স্বর্গে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। স্বর্গস্থিতি, স্বর্গে যাহারা অবস্থিতি করে, স্বর্গবাসী।

স্বর্গাপগা (স্ত্রী) স্বর্গস্য আপগা গঙ্গা। মন্দাকিনী।

স্বর্গামিন্ (ত্রি) স্বর্গং গচ্ছতীতি গম-ণিনি। স্বর্গগামী। যিনি স্বর্গ গমন করেন।

স্বর্গারোহণ (ক্লী) স্বর্গে আরোহণ।

স্বর্গাবাস (পুং) স্বর্গে আবাসঃ বসতির্যস্য। স্বর্গবাসী। যাহারা স্বর্গে বাস করেন।

স্বর্গিগিরি (পুং) স্বর্গিণাং গিরিঃ। সুমেরু, সুমেরুর শৃঙ্গে স্বর্গ অবস্থিত, স্বর্গিগণ এই গিরিতে বাস করেন, এই জন্য ইহাকে স্বর্গিগিরি কহে।

স্বর্গিন্ (পুং) স্বর্গোঽস্ত্যস্য ভোগ্যত্বেনেতি স্বর্গ-ইনি। ১ দেবতা। (ত্রি) ২ স্বর্গবাসী ৩ স্বর্গগামী। ইহার লক্ষণ—

"দয়া ভূতেষু সংবাদো পরলোকং প্রতিক্রিয়া।
সত্যং পরহিতাচোক্তির্বেদপ্রামাণ্যদর্শনং ॥
গুরুদেবর্ষিপূজা চ কেবলং সাধুসঙ্গমঃ।
সৎক্রিয়াভ্যসনং মৈত্রী স্বর্গিণাং লক্ষণং বিদুঃ ॥"

সকল ভূতে দয়া, পরলোকজ্ঞান, সত্যবাদিত্ব, পরহিতব্রত, বেদপ্রামাণ্যদর্শন, গুরুদেববিপূজা, কেবল সাধুসঙ্গম, সৎ-ক্রিয়াভ্যসন এবং মৈত্রী এই সকল স্বর্গীদিগের লক্ষণ।

স্বর্গিবধূ (স্ত্রী) স্বর্গিণাং স্বর্গবাসিনাঞ্চ বধূঃ। অপ্সরস্। (হেম)

স্বর্গিস্ত্রী (স্ত্রী) স্বর্গিণাং স্ত্রী। অপ্সরস্।

স্বর্গীয় (ত্রি) স্বর্গ-অনীয়র্। ১ স্বর্গসম্বন্ধীয়। ২ স্বর্গসুখজনক। ৩ স্বর্গগত।

স্বর্গৌকস্ (পুং) স্বর্গ ওকঃ বাসস্থানং যেষাং। ১ দেবতাসুর।

"অনর্ঘ্যমর্ঘ্যেণ তমদ্রিনাথঃ
স্বর্গৌকসামর্চ্চিতমর্চ্চয়িত্বা।" (কুমার ১।৫৮)

২ স্বর্গবাসী মাত্র, যাঁহারা স্বর্গে বাস করেন।

স্বর্গ্য (ত্রি) স্বর্গমা নিমিত্তং সংযোগ উৎপাতো বা স্বর্গ গোদ্ব্যচো-সংখ্যাপরিমাণাখাদের্যৎ। পা ৫।১।৩৯) ইতি যৎ। যদ্বা স্বর্গঃ প্রয়োজনমস্য (স্বর্গাদিভ্যো যদ্বক্তব্যঃ। পা ৫।১।১১১) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা যৎ

"ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
স্বর্গ্যং ধ্রৌব্যং সৌমনস্যং প্রশস্যমঘমর্ষণং॥" (ভাগবত ৪।১২।৪৪)

স্বর্চক্ষস্ (ত্রি) সর্ব্বদর্শন, যাহার দৃষ্টি সর্ব্বস্থানে আছে। "স্বর্চক্ষা রথিরঃ সত্যশুষ্মঃ" (ঋক্ ৯।৯৭।৪৬) 'স্বর্চক্ষাঃ সর্ব্ব-দর্শনঃ' (সায়ণ)

স্বর্চন (ত্রি) শোভনজ্বালাযুক্ত অগ্নি। (নির্ঘণ্ট ১১।১৪)

স্বর্চনস্ (ত্রি) সর্ব্বান্ন, সকল প্রকার অন্নযুক্ত।

"বিপ্রঃ কবিঃ কাব্যেনাস্বর্চনাঃ" (ঋক্ ৯।৮৫।৫)
'স্বর্চনাঃ সর্ব্বান্নঃ' (সায়ণ)

স্বর্চি (ত্রি) শোভন জ্বালা, শোভন জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নি। "দিবঃ প্রতি মহ্না স্বর্চিঃ" (ঋক্ ২।৩।৪)

'স্বর্চিঃ শোভনজ্বালঃ' (সায়ণ)

স্বর্জ্জক্ষার (পুং) সর্জ্জিক্ষার। (চক্রদত্ত)

স্বর্জ্জি (স্ত্রী) স্বর্জ্জিকক্ষারঃ। ১ সাজিমাটী। ২ যবক্ষার, চলিত সোরা।

স্বর্জ্জিক (পুং) সর্জ্জিকাক্ষার, স্বার্জ্জিকক্ষার, স্বর্জ্জী, সুখোর্জ্জিক, সুবর্চ্চিক, সুবর্চ্চিঃ, সুখবর্চ্চাঃ। গুণ—কটূষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বাত ও কফনাশক, গুল্ম, আধ্মান কৃমি, ব্রণ ও জঠরদোষনাশক। (রাজনি°) ৩ যবক্ষার। পর্য্যায়—বাক্য, ক্ষার, যবক্ষার, যাবশূক, যবাগ্রজ, স্বর্জ্জিক, ক্ষার, কাপোত, সুখবর্চ্চক। গুণ—লঘু, স্নিগ্ধ, অগ্নিদীপক, শূল, বাত, শ্লেষ্মা, শ্বাস ও গলরোগনাশক। (ভাবপ্রকাশ) [সর্জ্জিকাক্ষার শব্দ দেখ]

স্বর্জ্জিকাক্ষার (পুং) স্বর্জ্জিক্ষার, চলিত সাজিক্ষার।

স্বর্জ্জিকাদ্যতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের। কাঁজি ১৬ সের। কল্কার্থ সাচিক্ষার, শুষ্ক মূলা, হিঙ্গু, পিপুল, শুঁঠ ৫ শুলফ মিলিত ১ সের। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। কর্ণরোগে এই তৈল বিশেষ উপকারী। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনাদ, কর্ণশূল ও বধিরতা প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° কর্ণরোগাধি°)

স্বর্জ্জিকাপাক্য (পুং) স্বর্জ্জিক্ষার। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্জ্জিন্ (পুং) সুখেন অর্জ্জয়তীতি সু-অর্জ্জ ণিনি। স্বর্জ্জিক্ষার।

স্বর্জ্জিৎ (ত্রি) স্বঃ স্বর্গং জয়তি জি-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ স্বর্গজেতা, যিনি স্বর্গ বিজয় করিয়াছেন, স্বর্গাধিপতি। "বিশ্বজিতে স্বর্জ্জিতে" (ঋক্ ২।২১।১) 'স্বর্জ্জিতে স্বর্গস্য জেত্রে অধিপতয়ে' (সায়ণ) (পুং) ২ যজ্ঞবিশেষ। (শুক্লযজুঃ ১১।৮)

স্বর্জ্জেষ (পুং) স্বর্গগমনসাধন। "স্বর্জেষে ভর আলস্য" (ঋক্ ১।১৩২।২) 'স্বর্জেষে স্বর্গগমনসাধনে' (সায়ণ)

স্বর্জ্যোতিস্ (ত্রি) স্বর্গে বা প্রকাশক বা সূর্য্যজ্যোতিঃ। "ঋত ধামাসি স্বর্জ্যোতিঃ" (শুক্লযজুঃ ৫।৩২) 'স্বর্জ্যোতিঃ স্বর্গে প্রকাশকঃ যদ্বা সূর্য্যজ্যোতিঃ' (মহীধর)

স্বর্ণ (ক্লী) সুষ্ঠু অর্ণো বর্ণো যস্য। সুবর্ণ, ইহার উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

"একদা সর্ব্বদেবাশ্চ বভূবুঃ স্বর্গসংসদি।
তত্র কৃত্বা চ নৃত্যঞ্চ গায়ন্ত্যাপ্সরসাং গণাঃ॥
বিলোক্য রম্ভাং সুশ্রোণীং সকামো বহ্নিরেব চ।
পপাত বীর্য্যং চচ্ছাদ লজ্জয়া বাসসা তথা॥
উত্তস্থৌ স্বর্ণপুঞ্জঞ্চ বস্ত্রং ক্ষিপ্ত্বা জলংপ্রভঃ।
ক্ষণেন বর্দ্ধয়ামাস স সুমেরুর্ বভূব হ।
হিরণ্যরেতসং বহ্নিং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১৩১ অ°)

একদা সমুদয় দেবগণ সুরসভাতে সমবেত হইলে অপ্সরো-গণ নৃত্যগীত আরম্ভ করে, তখন অগ্নি সুশ্রোণী রম্ভাকে অবলোকন করিয়া কামার্ত্ত হওয়াতে তাহার বীর্য্যস্খলন হয়। লজ্জাবশতঃ ব্রহ্মা বস্ত্রদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা আচ্ছাদন করেন। অনন্তর তদুৎ-পন্ন অতিভাস্বর সুবর্ণের উৎপত্তি হয়। এই সুবর্ণ ক্ষণ কালমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সুমেরুপর্ব্বতরূপে পরিণত হইল। পণ্ডিত-গণ এই কারণে অগ্নিকে সুবর্ণরেতা বলিয়া থাকেন। ভাগবতে লিখিত আছে যে, মন্দরগিরি হইতে জম্বুনদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই জম্বুনদীতে জম্বুফল পতিত হওয়ায় বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি-সংযোগে ইহা হইতে সুবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা দ্বারা দেবগণ ললনাদিগের অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

"জম্বুনদীরোধসোর্যা মৃত্তিকাতীরবর্ত্তিনী॥
জম্বুরসেনানুবিধ্যমানা বায়ুর্কযোগতঃ।

বিদ্যাধরামরস্ত্রীণাং ভূষণং বিবিধং মহৎ।
জাম্বূনদসুবর্ণঞ্চ প্রোক্তং দেববিনির্ম্মিতং।
যৎ সুবর্ণঞ্চ বিবুধা যোষিদ্ভিঃ কামুকাঃ সদা॥"
(দেবীভাগবত ৮।৬ অ°) [বিশেষ বিবরণ সুবর্ণ শব্দে দেখ]

২ ধুস্তূর। (অমর) ৩ গৌর সুবর্ণশাক, চলিত সোণানটে শাক। ৪ নাগকেশরপুষ্প। চলিত নাগেশ্বর ফুল। ৫ ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত নদীভেদ। ৬ যোগিনীতন্ত্রবর্ণিত কামরূপস্থ নদীভেদ।

স্বর্ণক (ক্লী) স্বর্ণ স্বার্থে কন্। ১ স্বর্ণশব্দার্থ। ২ ধুস্তূরফল।

স্বর্ণকণ (পুং) স্বর্ণবৎ কণো যস্ত। ১ কর্ণগুগ্গুলু। (রাজনি°) স্বর্ণস্থ কণঃ। ২ সুবর্ণকণা।

স্বর্ণকণিকা (স্ত্রী) স্বর্ণস্থ কণিকা। কনককণা।
"কুর্ব্বত্যাঃ সরসি স্নানং পার্ব্বত্যাস্ত শরীরজাঃ।
নিঃসৃতাঃ স্বর্ণকণিকাস্তা বহন্তি জলৈরিমাঃ॥"
(কালিকাপু° ৮২ অ°)

স্বর্ণকণ্ডু (স্ত্রী) ১ সর্জরস, চলিত ধূনো। ২ রঞ্জন। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণকমল (ক্লী) স্বর্ণবর্ণং কমলং। রক্তপদ্ম। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণকায় (পুং) স্বর্ণ ইব পীতঃ কায়ো যস্ত। ১ গরুড়। (হেম) (ত্রি) ২ সুবর্ণময় শরীর।

স্বর্ণকার (পুং) স্বর্ণালঙ্কারং করোতীতি কৃ-অণ্। জাতিবিশেষ, চলিত সেকরা। পর্য্যায়—নাড়োন্ধম, কলাদ, রুক্মকার, কণাদ, হেমল।

স্বর্ণকূট (ক্লী) হিমালয়ের শৃঙ্গভেদ। স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে এই শৈলের উল্লেখ আছে।

স্বর্ণকৃৎ (পুং) স্বর্ণং সুবর্ণালঙ্কারং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ স্বর্ণকার। ২ সুবর্ণ-প্রস্তুতকারী।

স্বর্ণকেতকী (স্ত্রী) স্বর্ণবর্ণা কেতকী। হরিদ্রাবর্ণ কেতকীপুষ্প, পর্য্যায়—হেমকেতকী, কনকপ্রসবা, হৈমী, ছিন্নরুহা, বিষ্টারুহা, স্বর্ণপুষ্পী, কামখড়্গদলা। গুণ—শীতল, কটু, পিত্ত ও কফনাশক, রসায়ন, বর্ণবৃদ্ধি এবং দেহদৃঢ়তাকারক। (রাজনি°)

স্বর্ণক্ষীরী (স্ত্রী) স্বর্ণবর্ণা ক্ষীরী। ওষধিবিশেষ। পর্য্যায়—পটু-পর্ণী, হৈমবতী, হিমাবতী। (অমর) স্বর্ণদুগ্ধা, হেমক্ষীরী, কাঞ্চনী, স্বর্ণক্ষীরী। গুণ—শীতল, তিক্ত, কৃমি, পিত্ত ও কফনাশক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শোফ, দাহ ও জ্বরনাশক। (রাজনি°) অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, ইহার দুগ্ধ অর্থাৎ নির্য্যাস হেমবর্ণ, হিমবৎ ভূমিতে ইহার উৎপত্তি হয়, ইহার আকার নাগ-জিহ্বিকার ন্যায় এবং মূল ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়।
"হেমবর্ণপয়স্তন্ত্রী হিমবদ্ভূমিসম্ভবা।
সা নাগজিহ্বিকাকারা তন্মূলং বাণিজৌষধং॥" (অমরটীকা)

স্বর্ণক্রোশ, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিত একটী নদ।

স্বর্ণখণ্ড (ক্লী) স্বর্ণস্য খণ্ডঃ। সুবর্ণের খণ্ড, সোণার টুকরা।

স্বর্ণগণপতি (পুং) স্বর্ণবর্ণো গণপতিঃ। স্বর্ণবর্ণগণেশ, হরিদ্রা-গণেশ। (হেম)

স্বর্ণগর্ভাচল, হিমবৎখণ্ডবর্ণিত হিমালয়ের শৃঙ্গভেদ। (৮।১০৯)

স্বর্ণগিরি (পুং) স্বর্ণবর্ণো গিরিঃ। সুবর্ণগিরি, সুমেরু পর্ব্বত।

স্বর্ণগৈরিক (ক্লী) স্বর্ণবৎ পীতং গৈরিকং। রক্তগৈরিক, রক্ত গেরিমাটী। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণগৌরীব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

স্বর্ণগ্রাম, ১ বঙ্গের এক প্রাচীন রাজধানী। সুবর্ণগ্রাম নামে খ্যাত। [সুবর্ণগ্রাম শব্দ দেখ] ২ ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত ভোজদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

স্বর্ণগ্রীব (পুং) স্কন্দানুচরভেদ।

স্বর্ণগ্রীবা (স্ত্রী) স্বর্ণবৎ গ্রীবা যস্যাঃ। নাটকশৈলের পূর্ব্বভাগ হইতে নিঃসৃত নদীবিশেষ। এই নদী গঙ্গার ন্যায় পবিত্র।
"যা নিঃসৃতা পূর্ব্বভাগাৎ তস্মাদ্গিরিবরাৎ নদী।
স্বর্ণগ্রীবেতি বিখ্যাতা সা গঙ্গাসদৃশী ফলে॥" (কালিকাপু° ৮অ°)
কালিকাপুরাণে ৮২ অধ্যায়ে এই নদীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

স্বর্ণঘর্ম্ম (পুং) বৈদিক অনুবাকমন্ত্রবিশেষ।
"স্বর্ণঘর্ম্মানুবাকেন মহাপুরুষবিদ্যয়া।
পৌরুষেণাভিসূক্তেন সামভী রাজনাদিভিঃ॥"(ভাগ° ১১।২৭।৩১)

স্বর্ণচূড় (পুং) স্বর্ণবর্ণা চূড়া যস্য। পক্ষিবিশেষ, চাষপক্ষী।
"চাষঃ কীকীদিবিঃ স্বর্ণচূড়োঽথ পীতমুণ্ডকঃ।" (জটাধর)

স্বর্ণচূল (পুং) স্বর্ণচূড়, ড়স্য লঃ। স্বর্ণচূড়পক্ষী।

স্বর্ণজ (ক্লী) স্বর্ণাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ বঙ্গধাতু।
'বঙ্গং ত্রপুঃ স্বর্ণজনাগজীবন-
মৃদঙ্গরঙ্গে পুরুপত্রপিচ্চটে।' (হেম)
(ত্রি) ২ স্বর্ণজাতমাত্র, স্বর্ণ হইতে যাহা হয়, সুবর্ণালঙ্কারাদি।

স্বর্ণজাতিকা (স্ত্রী) পীতজাতীপুষ্পবৃক্ষ, চলিত পীতচামেলীগাছ।

স্বর্ণজীবন্তী (স্ত্রী) স্বর্ণবর্ণা জীবন্তী। বৃক্ষবিশেষ, হিন্দী সোণা জীবই, পর্য্যায়—হেমাহ্বা, হেমজীবন্তী, তৃণগ্রন্থি, হিমাশ্রয়া, স্বর্ণ-পর্ণী, সুজীবন্তী, স্বর্ণজীবা, সুপর্ণিকা, হেমপুষ্পা, স্বর্ণলতা, হেম-বল্লী, হেমলতা। গুণ—বৃষ্য, মধুর, চক্ষুষ্য, শীতল, বাতপিত্ত, অস্র, দাহনাশক ও বলবর্দ্ধক। (রাজনি°)

স্বর্ণজীরী (স্ত্রী) বৈদ্যকোক্ত ঔষধভেদ।

স্বর্ণজীবা (স্ত্রী) স্বর্ণজীবন্তী। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণজীবিন্ (ত্রি) সুবর্ণের অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, চলিত সেকরা।

স্বর্ণটিকরি, আসামের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ একটা প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ১৬।৬৪)

স্বর্ণটিক্কর, বরাহভূমির অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম।

স্বর্ণতীর্থ, কূর্ম্মপুরাণোক্ত তীর্থভেদ।

স্বর্ণদ (ত্রি) স্বর্ণং দদাতীতি দা-ক। স্বর্ণদানকারী, সুবর্ণদাতা। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, দানের মধ্যে সুবর্ণদানই শ্রেষ্ঠ। সুবর্ণদাতার অনন্ত স্বর্গ লাভ হয়। ব্যাধি প্রভৃতিতে বা গ্রহদোষে কষ্ট পাইলে স্বর্ণদানে তাহা প্রশমিত হয়। [সুবর্ণ শব্দ দেখ]

স্বর্ণদী (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্ত নদী, নস্ত দত্বং। ১ মন্দাকিনী, স্বর্ণগঙ্গা। (অমর) ২ বৃশ্চিকালী, চলিত বিছাতী। (রাজনি°) ৩ সিতগঙ্গা। এই নদী কামাখ্যার পূর্ব্বভাগে এবং দিক্করবাসিনীর প্রান্তদেশে অবস্থিতা। এই সিতগঙ্গায় স্নানতর্পণাদি করিলে গঙ্গাস্নানের তুল্য ফল হয়। এই নদীতে স্নান করিয়া ললিতকান্তাখ্যা দেবীর পূজা ও শম্ভু প্রভৃতিকে দর্শন করিলে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

"প্রান্তে দিক্করবাসিন্যাঃ সদা বহতি স্বর্ণদী।
সিতগঙ্গাহ্বয়া লোকে সাক্ষাৎ গঙ্গাফলপ্রদা॥
সা ভূমিপীঠসংস্থা তু দেবী দিক্করবাসিনী।
অন্তর্জলৈঃ প্লাবয়ন্তী যাতি প্রত্যক্ষতাং সুরৈঃ॥
সিতগঙ্গাজলে স্নাত্বা পূষ্ট্বা শম্ভুং হরিং বিধিং।
ইষ্ট্বা ললিতকান্তাখ্যাং পুনর্যোনৌ ন জায়তে॥"

(কালিকাপু° ৮২ অ°)

স্বর্ণদীধিতি (পুং) স্বর্ণবৎ দীধিতিঃ কিরণং যস্ত অগ্নি। (ত্রিকা°)

স্বর্ণদুগ্ধা (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরিকা, চলিত সোণাখিরুই, শেয়ালকাঁটা।

স্বর্ণদ্রু (পুং) স্বর্ণঃ স্বর্ণবর্ণঃ দ্রুঃ। আরগ্বধবৃক্ষ, চলিত বড় সোন্দালগাছ। (রাজনি°)

স্বর্ণদ্বীপ (পুং ক্লী) সুবর্ণদ্বীপ। (কথাসরি°)

স্বর্ণদ্বীপ, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত বঙ্গের অন্তর্গত বরদমধ্যস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম, ইছামতীর নিকট অবস্থিত। রাজা বল্লাল ব্রাহ্মণদিগকে এই গ্রাম দান করেন। (ভবিষ্যব্র° খ° ১৯।৩৩)

স্বর্ণধাতু (পুং) ১ স্বর্ণগৈরিক, গেরিমাটীবিশেষ। ২ সুবর্ণ।

স্বর্ণনসা, হিমবৎখণ্ডবর্ণিত হিমালয়ে প্রবাহিত নদীভেদ।

স্বর্ণনাভ (পুং) শালগ্রামভেদ।

স্বর্ণনিভ (ক্লী) স্বর্ণগৈরিক, স্বর্ণগেরিমাটী। (বৈদ্যকনি°) ২ স্বর্ণসদৃশ, স্বর্ণতুল্য।

স্বর্ণপক্ষ (পুং) স্বর্ণবৎ শীতৌ পক্ষৌ যস্ত। গরুড়। ইহার পক্ষদ্বয় সুবর্ণবর্ণ, এই জন্ত ইহার এই নাম হইয়াছে। (ত্রিকা°)

স্বর্ণপত্র (ক্লী) পত্তল, সুবর্ণপত্র, চলিত সোণার পাত।

স্বর্ণপত্রিকা (স্ত্রী) সুবর্ণমুখী, চলিত সোণামুখী।

স্বর্ণপদ্মা (স্ত্রী) স্বর্ণস্ত পদ্মং যস্যাং। স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। এই গঙ্গায় স্বর্ণপদ্মসকল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে।

স্বর্ণপর্ণী (স্ত্রী) স্বর্ণজীবন্তী। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণপর্পটী (স্ত্রী) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। গ্রহণীরোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও শেষ ঔষধ, এই স্বর্ণপর্পটী-সেবনে যাহাদের রোগ প্রশমিত না হয়, তাহাদের আর রোগ-প্রশমনের আশা থাকে না।

প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা, একত্র উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া একীভূত করিতে হইবে, পরে উহার সহিত গন্ধক ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। শেষে যথাবিধি পাক করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিতে হইবে।

এই পর্পটী-প্রস্তুতকালে প্রথমে পারদের মলদোষ, বহ্নিদোষ ও বিষদোষ নিরাকরণ করিতে হয়। ৮ তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে, ইহাতে পারদের মলদোষ এবং ত্রিফলাচূর্ণের সহিত মর্দ্দনে বহ্নিদোষ এবং চিতাপাতার রসে মর্দ্দনে বিষদোষ নিরাকৃত হয়। অতঃপর যথাক্রমে জয়ন্তীপত্র, এরণ্ডপত্র, আদ্রক ও কাকমাচীপত্রের রসে মগ্ন করিয়া ক্রমাগত মর্দ্দন দ্বারা ঐ রসসকল শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এইরূপে শোধিত পারদ পর্পটীতে ব্যবহার করিবে। এই পারদ শোধনের ব্যতিক্রম হইলে ঔষধের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, তাহাতে হিত না হইয়া বরং বিপরীত ফল হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিশুদ্ধ পারদের সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিতে হয়, যে গন্ধক শুকপুচ্ছের স্থায় কান্তিবিশিষ্ট, নবনীতের স্থায় দীপ্তিশালী, চিক্কণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ তাহাই শ্রেষ্ঠ। ঐরূপ ৮ তোলা গন্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধূলির স্থায় চূর্ণ করিতে হয়। পরে ঐ গন্ধক লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া ধূমরহিত কুলকাঠের অঙ্গারে গলাইয়া ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষেপ করিবে। নিক্ষেপ করিবামাত্রই উক্ত গন্ধক কঠিন হইয়া যাইবে। পরে উহা রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া কেতকীপুষ্পের রজোবৎ করিতে হইবে।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধকের পরিমাণ সমান হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত প্রক্রিয়ার পর পারদ ও গন্ধক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উত্তম রূপে মর্দ্দন করিবে। চূর্ণসকল কজ্জল সদৃশ হইলে লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া নির্ধূম কুলকাষ্ঠের অঙ্গারে গলাইয়া তৈলবৎ করিতে হইবে। পরে গোময়রাশির উপর একখানি কচি কলাপাত পাতিয়া এবং অপর একখানি কলাপাতের মধ্যে কিঞ্চিৎ গোময় পুরিয়া পুট্‌লী করিবে। অনন্তর দ্রবীভূত কজ্জলী উক্ত কদলীপত্রে ঢালিয়া সেই পুট্‌লী দ্বারা

চাপিবে। ইহাতে চটী প্রস্তুত হয়। দ্রবীভূত কজ্জলীর যে অংশ কঠিন হইয়া লৌহপাত্রে লাগিয়া থাকিবে, তাহা গ্রহণ করিবে না। এই পর্প টী ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় চন্দ্রিকা সদৃশ হইলে সুপ্রস্তুত হইয়াছে স্থির করিতে হইবে।

এই ঔষধ প্রস্তুতকালে শিবপূজাদি শান্তিস্বস্ত্যয়ন করা বিধেয় এবং জ্যোতিষোক্ত উত্তম দিন দেখিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত আরম্ভ করিতে হয়। নচেৎ ইহাতে অনেক বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। এই স্বর্ণপর্পটী এক রতি হইতে সেবন আরম্ভ করিতে হয়, ক্রমশঃ রোগীর বলাবল অনুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

স্বর্ণপর্পটী ব্যবহারকালে বায়ুসেবন, রৌদ্রসেবন, ক্রোধ, অধিক চিন্তা, আহারসময়ের ব্যতিক্রম, ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্নান, অধিক বাক্যকথন এই সকল বর্জ্জনীয়। ঘৃত, সৈন্ধব, জীরা এবং ধনের বাট্না দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি, শালিতণ্ডুলের অন্ন, কাল বেগুন, বাস্তুকশাক, কীটাদি কর্ত্তৃক অভক্ষিত মুদ্গ, আদা, কাকমাচীশাক, লাবাদি পক্ষীর মাংস, মাগুর ও রোহিত মৎস্য এবং জলে সিদ্ধ দুগ্ধ আহার করা কর্ত্তব্য। রম্ভাফল, নিম্বাদি তিক্ত দ্রব্য, উষ্ণান্ন, জলচর পক্ষী প্রভৃতির মাংস, অম্ল-দ্রব্য ও শাক এই সকল ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। গুড়, চিনি ও ইক্ষু প্রভৃতি ভক্ষণীয়। রোগীর ক্ষুধা উপস্থিত হইবামাত্রই আহার করা আবশ্যক। কদাচিৎ ভোজনসময়ের ব্যতিক্রম হেতু ভেদ বা বমন উপস্থিত হইলে ডাবের জল বা দুগ্ধ সেবন বিধেয়। স্বপ্নবিকৃতি জন্য শুক্রক্ষরণ হইলে দুগ্ধ পান করিবে। উল্লিখিত অবিহিত আচরণ করিলে এবং বিহিত বিষয়ের যথাযথ আচরণ না করিলে বিষম বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। এই ঔষধসেবন-কালে লবণ ও জল একেবারে পরিত্যাগ করিবে। পিপাসা হইলে দুগ্ধ সেবন বিধেয়। এই ঔষধ-সেবনে গ্রহণী, অর্শ, শূল, অতীসার, গুল্ম, উদরী, প্লীহা, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগসকল আরোগ্য হয়। যাহার রোগ স্বর্ণপর্পটী-সেবনেও আরোগ্য না হয়, তাহার জীবন সংশয় জানিতে হইবে। এই ঔষধ-সেবনকালে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদি করা আবশ্যক। রোগীকে দুগ্ধান্ন ও তাহার সহিত অল্প পরিমাণ মিছরী দেওয়া যাইতে পারে। জল একেবারে দিবে না। রোগী অসহ্য পিপাসায় কাতর হইলে অল্প পরিমাণে ডাবের জল দেওয়া যাইতে পারে। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বর্ণপাটক (পুং) স্বর্ণং পাটয়তীতি পট ণিচ্-ণ্বুল্। টঙ্কণ, সোহাগা, অগ্নিতে সোহাগা সহযোগে সোণা গলিয়া যায়, এই জন্য উহার ঐ নাম হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ইহার পাঠান্তর 'স্বর্ণপাচক' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বর্ণপারেবত (ক্লী) স্বর্ণবর্ণং পারেবতং। দ্বীপান্তর খর্জ্জুর, মহাপারেবত ফল। (রাজনি°)

স্বর্ণপুষ্প (পুং) স্বর্ণবর্ণং পুষ্পমস্য। ১ আরগ্বধ, চলিত সোন্দাল। ২ বাবলবৃক্ষ, বাবলা গাছ। (রাজনি°) ৩ কপিত্থ-বৃক্ষ, কতবেলের গাছ। (বৈদ্যকনি°) ৪ চম্পক, চাঁপাফুল। চম্পকপুষ্প দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিলে অনন্ত কাল বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে যে, যে কয়টী স্বর্ণপুষ্প দ্বারা বিষ্ণুপূজা করা যায়, তত যুগসহস্র বিষ্ণুলোকে বাস হয়, মেরুপ্রমাণ সুবর্ণদান করিলে যে ফল, বিষ্ণুকে একটী স্বর্ণপুষ্প দিলেও সেইরূপ ফল হয়। মাঘ মাসে চম্পকপুষ্প দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং তত সহস্রযুগ বিষ্ণুলোকে বাস হয়।

"যাবন্তি স্বর্ণপুষ্পাণি দীয়ন্তে চক্রপাণয়ে।
তাবদ্‌যুগসহস্রাণি স্থীয়তে বিষ্ণুমন্দিরে॥
মেরুতুল্যসুবর্ণানি দত্ত্বা ভবতি যৎফলং।
একেন স্বর্ণপুষ্পেণ দত্ত্বা ভবতি তৎ ফলং॥
সুবর্ণপুষ্পং বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ং।
মাঘে মাসি বিশেষেণ পবিত্রং কেশবার্চ্চনে॥
সুবর্ণকুসুমৈর্দিব্যৈর্যেন নারাধিতো হরিঃ।
রত্নৈর্হীর্ণঃ সুবর্ণাদ্যৈঃ স ভবেজ্জন্মজন্মনি॥" (পদ্মপু° ক্রিয়া ৯অ°)

স্বর্ণপুষ্পধ্বজা (স্ত্রী) স্বর্ণালীবৃক্ষ, চলিত সোণালু। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণপুষ্পা (স্ত্রী) স্বর্ণবৎ পুষ্পং যস্যাঃ। ১ কলিকারি। ২ স্বর্ণুলী। ৩ লাঙ্গুলিকৌষধি, চলিত বিষলাঙ্গলিয়া। ৪ সাতলা, চলিত পীতদুগ্ধমনসা। (রাজনি°) ৫ মেষশৃঙ্গী। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণপুষ্পী (স্ত্রী) স্বর্ণবৎ পীতং পুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্। ১ আরগ্বধ, সোণালু। ২ স্বর্ণকেতকী। ৩ সাতলা। ৪ লাঙ্গলিকৌষধি, বিষলাঙ্গলিয়া।

স্বর্ণপ্রস্থ (পুং) জম্বুদ্বীপের মধ্যে উপদ্বীপবিশেষ। ভাগবতে লিখিত আছে যে, জম্বুদ্বীপের মধ্যে স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্র, শুক্র প্রভৃতি করিয়া ৮টী উপদ্বীপ আছে।

"তদ্‌যথা স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্র আবর্ত্তনো রমণকো মন্দহরিণঃ পাঞ্চজন্যঃ সিংহলো লঙ্কেতি।" (ভাগবত ৫।১৯।২৯)

স্বর্ণফল (ক্লী) ধুস্তূরফল, ধুতুরাবীজ।

স্বর্ণফলা (স্ত্রী) স্বর্ণবৎ পীতং ফলং যস্যাঃ। পীতরম্ভা, সুবর্ণ-কদলী, চাঁপাকলা। (রাজনি°)

স্বর্ণবিন্দু (পুং) স্বর্ণস্য বিন্দুর্যত্র। ১ বিষ্ণু। (ত্রিকা°) স্বর্ণস্য বিন্দুঃ। ২ সুবর্ণকণিকা। (ক্লী) ৩ তীর্থবিশেষ। (ভারত)

স্বর্ণবীজ (ক্লী) ধুস্তূরবীজ। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণবণিজ্ (পুং) স্বর্ণস্য বণিক্। বণিক্ জাতিবিশেষ। সৎ-ব্রাহ্মণে এই জাতির জলস্পর্শ করেন না। [সুবর্ণবণিক্ দেখ]

স্বর্ণভাজ্ (পুং) সূর্য্য।

স্বর্ণভূমি (স্ত্রী) ১ মধুরবল্কল, চলিত দারুচিনি। (বৈদ্যকনি°) ২ সুবর্ণময় ভূমি। [সুবর্ণভূমি দেখ।]

স্বর্ণভূষণ (ক্লী) ১ আরগ্বধবৃক্ষ। ২ স্বর্ণ গৈরিক। (বৈদ্যকনি°) স্বর্ণনির্ম্মিতং ভূষণং। ৩ সুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার, সুবর্ণালঙ্কার।

স্বর্ণভৃঙ্গার (পুং) স্বর্ণবর্ণো ভৃঙ্গারঃ। ১ স্বর্ণভৃঙ্গরাজ (রাজনি°) ২ সুবর্ণকলস, সোণার কলসী। ৩ মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত জনপদভেদ।

স্বর্ণমণ্ডল (ক্লী) স্বর্ণভূষণ।

স্বর্ণময় (ত্রি) সুবর্ণ বিকারে বা স্বরূপে ময়ট্। সুবর্ণবিকার বা সুবর্ণময়।

স্বর্ণমহা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। ইহার পাঠান্তর স্বর্ণসহা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ পাঠই সঙ্গত। [স্বর্ণসহা শব্দ দেখ]

স্বর্ণমাক্ষিক (পুং ক্লী) স্বনামখ্যাত উপধাতুবিশেষ। এই ধাতু স্বর্ণের উপধাতু। পর্য্যায়—তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তীক্ষ্ণ, মাক্ষিক-ধাতু, মধুধাতু। এই ধাতুতে স্বর্ণের কিঞ্চিৎ অংশ মিশ্রিত আছে বলিয়া এই ধাতুর নাম স্বর্ণমাক্ষিক হইয়াছে। ইহাতে স্বর্ণের গুণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে থাকায়, ঔষধ প্রস্তুতস্থলে স্বর্ণের অভাবে এই উপধাতু প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণ অপেক্ষা অপ্রধান। সুতরাং স্বর্ণ হইতে ইহা হীনগুণ। স্বর্ণমাক্ষিকে যে কেবল স্বর্ণের গুণ অবস্থিতি করে, তাহা নহে, ইহাতে অন্যান্য দ্রব্যের মিশ্রণ থাকায় ইহা অন্যান্য গুণবিশিষ্ট ও হইয়া থাকে। স্বর্ণ-মাক্ষিক ঔষধে প্রয়োগ করিতে হইলে শোধন করিয়া লইতে হয়। শোধিত স্বর্ণমাক্ষিকের গুণ—মধুর, তিক্তরস, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকারক, এবং বস্তিবেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়, পাণ্ডু ও ত্রিদোষনাশক। অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক মন্দাগ্নিকারক, অত্যন্ত বলনাশক, বিষ্টম্ভী, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগোৎপাদক। (ভাবপ্র°)

শোধনপ্রণালী—স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে বান্ধিয়া শাঁচি-শাক ও ক্ষুদ্রনটের কাথে দোলাযন্ত্রে পাক করিতে হয়, ইহাতে ঐ ধাতু অধঃপতিত ও শোধিত হয়।

প্রকারান্তর—স্বর্ণমাক্ষিক তিন ভাগ, সৈন্ধব লবণ একভাগ জম্বীর বা টাবালেবুর রসে লৌহপাত্রে রাখিলে যখন রক্তবর্ণ হয়, তখন ইহা শোধিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

স্বর্ণমাতৃ (স্ত্রী) মহাজম্বূ। (রাজনি°) স্বর্ণমালা, হিমালয়স্থ ক্ষুদ্র নদীভেদ। (হিমবৎখণ্ড ৯।৩৭)

স্বর্ণমূল (পুং) কথাসরিৎসাগরোক্ত শৈলভেদ।

স্বর্ণযূথী (স্ত্রী) স্বর্ণবর্ণা যূথা। পীতবর্ণযূথিকা, পর্য্যায়—হরিণী, পীতিকা, হেমপুষ্পিকা, হৈমা। (জটাধর)

স্বর্ণরম্ভা (স্ত্রী) স্বর্ণবর্ণা রম্ভা। সুবর্ণকদলী, চলিত চাঁপাকলা। সুরপ্রিয়া। (রাজনি°)

স্বর্ণরীতি (স্ত্রী) রাজপিত্তল, চলিত বেঙ্গাপিতল। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণরেখা (স্ত্রী) ১ সুবর্ণরেখা নদী। ২ সুবর্ণের রেখা। ৩ বিদ্যাধরী-বিশেষ। (হিতোপ°)

স্বর্ণরেতস্ (ত্রি) সূর্য্য। সুবর্ণরেতাঃ।

স্বর্ণরোমন্ (পুং) সূর্য্যবংশীয় রাজভেদ, মহারোমার পুত্র। ইহার পুত্র হ্রস্বরোমা। (ভাগবত ৯।১৩।১৭)

স্বর্ণলতা (স্ত্রী) ১ স্বর্ণবর্ণা লতা। ২ জ্যোতিষ্মতীলতা। ৩ স্বর্ণজীবন্তী।

স্বর্ণলাভ (পুং) স্বর্ণলাভ।

স্বর্ণলী (স্ত্রী) হেমপুষ্পী, স্বর্ণপুষ্পী। (রাজনি°)

স্বর্ণবজ্র (ক্লী) লৌহবিশেষ। [বজ্রশব্দ দেখ]

স্বর্ণবর্ণ (ত্রি) স্বর্ণবৎ বর্ণো যস্য। ১ কর্ণগুগ্গুলু। (রাজনি°) ২ বংশপত্র, হরিতাল। ৩ স্বর্ণ গৈরিক। (বৈদ্যকনি°) ৪ সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

স্বর্ণবর্ণভাজ্ (স্ত্রী) পুষ্পলতাবিশেষ।

স্বর্ণবর্ণা (স্ত্রী) স্বর্ণবৎ বর্ণো যস্যাঃ। ১ হরিদ্রা। ২ দারুহরিদ্রা। (রাজনি°) ৩ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা।

"গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।" (ভ্রমরাষ্টক ১)

স্বর্ণবর্ণাভা (স্ত্রী) জীবন্তী, চলিত জীবই, জীয়াতি। (মেদিনী)

স্বর্ণবল্কল (পুং) স্বর্ণবৎ বল্কলং যস্য। শ্যোনাকবৃক্ষ, শোণালুগাছ।

স্বর্ণবল্লী (স্ত্রী) স্বর্ণবর্ণা বল্লী। লতাবিশেষ। স্বর্ণলতা, পর্য্যায়—রক্তফলা, কাকায়ুঃ, কাকবল্লী। গুণ—শিরঃপীড়া, ত্রিদোষনাশক ও দুগ্ধদায়ক।

"স্বর্ণবল্লী রক্তফলা কাকায়ুঃ কাকবল্লরী।
স্বর্ণবল্লী শিরঃপীড়াং ত্রিদোষান্ হন্তি দুগ্ধদা॥" (ভাবপ্র°)

২ স্বর্ণুলীবৃক্ষ, শোন্দালগাছ। (বৈদ্যকনি°)
৩ স্বর্ণজীবন্তী। (রাজনি°)

স্বর্ণবিদ্যা (স্ত্রী) স্বর্ণপ্রস্তুত করিবার বিদ্যাবিশেষ।

স্বর্ণশিখ (পুং) পক্ষিবিশেষ, স্বর্ণচূড়পক্ষী।

স্বর্ণশৃঙ্গিন্ (পুং) সুমেরুর উত্তর দিক্‌স্থিত পর্ব্বতবিশেষ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই পর্ব্বতের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়—

"স্বর্ণশৃঙ্গী শাতশৃঙ্গী পুষ্পকো মেঘপর্ব্বতঃ।
ইত্যেতে কথিতা ব্রহ্মন্ মেরোরুত্তরতো নগাঃ॥"(মার্ক°পু° ৫৫।১৩)

স্বর্ণসিন্দূর (ক্লী) রসসিন্দুরবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—বিশুদ্ধ পারদ ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গন্ধক ৮ তোলা এবং স্বর্ণ ২ তোলা বটাঙ্কুররসে এক প্রহর এবং ঘৃতকুমারীর রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া কাচকূপী অর্থাৎ কাচের বোতলে স্থাপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পাক শেষ হইয়া শীতল হইলে ঐ

বোতলের মধ্য হইতে পীতবর্ণ রস গ্রহণ করিবে। অনুপান-বিশেষে এই ঔষধ সেবন করিলে সকল রোগই প্রশমিত হয়। ইহাকে মকরধ্বজও বলা যাইতে পারে। (রস° চি°)

স্বর্ণসূ (ত্রি) স্বর্ণং সূতে ক্বিপ্। স্বর্ণপ্রসবিনী, স্বর্ণপ্রসবকারিণী।

স্বর্ণাকর (পুং) স্বর্ণস্য আকরঃ। স্বর্ণের আকর, সোণার খনি, যে স্থানে স্বর্ণের উৎপত্তি হয়।

স্বর্ণাঙ্গ (পুং) স্বর্ণবৎ পীতমঙ্গং যস্য। আরগ্বধ, সোন্দালগাছ। পর্য্যায়—রাজবৃক্ষ, সম্পাক. চতুরঙ্গুল, আরবেত, ব্যাধিঘাত, কৃত-মাল, সুবর্ণক, কর্ণিকার, দীর্ঘফল, স্বর্ণাঙ্গভূষণ। (ভাবপ্র°)

স্বর্ণাদ্রি, স্বর্ণাচল, উৎকলের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। অপর নাম ভুবনেশ্বর। [ভুবনেশ্বর দেখ]

স্বর্ণাভ (ক্লী) স্বর্ণস্য আভা যস্য। ১ হরিতাল। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ স্বর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট।

স্বর্ণাভা (স্ত্রী) পীতপুষ্প, যূথিকা। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণারি (পুং) স্বর্ণস্য অরিঃ। ১ গন্ধক। ২ শীষক।

স্বর্ণাহ্বা (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরী, চলিত শিয়ালকাটা। (বৈদ্যকনি°)

স্বর্ণুলী (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ, পর্য্যায়—হেমপুষ্পী, স্বর্ণপুষ্পা, অধ্বগা। গুণ—কটু, শীতল, কষায় ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

স্বর্ণেতৃ (পুং) স্বঃ স্বর্গস্য নেতা। স্বর্গাধিপতি। স্বর্গের নেতা।

স্বর্ত্ত, ১ গতি। ২ আতঙ্ক। চুরাদি পরস্মৈ° গত্যর্থ সক° আতঙ্কার্থে অক° সেট্। লট্ স্বর্ত্তয়তি। লোট্ স্বর্ত্তয়তু। লিট্ স্বর্ত্তয়াঞ্চকার। লিটে কৃ, ভূ ও অস্ এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। লুঙ্ অসিস্বর্ত্তৎ।

স্বর্দ, ১ প্রীতি। ২ রসোপাদান। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্, লট্ স্বর্দতে। লোট্ স্বর্দতাং। লিট্ সস্বর্দে। লুট্ স্বর্দিতা। লুঙ্ অস্বর্দিষ্ট।

স্বর্দৃশ্ (ত্রি) স্বঃ-দৃশ্-ক্বিপ্। সূর্য্যদর্শী। 'সোমপীতয়ে দেবান্ অস্ব স্বর্দৃশঃ' (ঋক্ ১।৪৪।৯) 'স্বর্দৃশঃ সূর্য্যদর্শিনো দেবান্' (সায়ণ) সূর্য্যদ্রষ্টা জীবসমূহ বা সর্ব্বদা উত্থিত। "বো যামন্ ভয়তে স্বর্দৃক্" (ঋক্ ৭।৫৮।২) 'স্বর্দৃক্ সূর্য্যস্য দ্রষ্টা সর্ব্বো জীবসমূহঃ। যদ্বা স্বরন্তরীক্ষং তৎ পশ্যতীতি স্বর্দৃক্ সর্ব্বদোত্তিষ্ঠন্' (সায়ণ) ৩ সকল স্থলদর্শনকারী। "পবমানা স্বর্দৃশঃ" (ঋক্ ৯।১৩।৯) 'স্বর্দৃশঃ সর্ব্বত্র দ্রষ্টারঃ' (সায়ণ)

স্বর্ধামন্ (ত্রি) ১ স্বর্গীয় দীপ্তিবিশিষ্ট। (ক্লী) ২ স্বর্গীয় দীপ্তি।

স্বর্ধুনী (স্ত্রী) গঙ্গা। সুরধুনী।

"যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া॥"
(ভাগবত ১।১।১৫)

স্বর্নগরী (স্ত্রী) স্বর্ স্বর্গস্য নগরী। অমরাবতী।

স্বর্নদী (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্য নদী। স্বর্গঙ্গা। এই শব্দের ন বিকল্পে ণত্ব হইয়া থাকে।

স্বর্পতি (পুং) স্বর্ স্বর্গস্য পতিঃ। ১ স্বর্গপতি। ইন্দ্র। ২ সকলের স্বামী। "যুবং হি স্থঃ স্বর্পতী" (ঋক্ ১।১৯।২) 'স্বর্পতী সর্ব্বস্য স্বামিনৌ' (সায়ণ)

স্বর্ভানব (পুং) স্বর্ভানোরয়ং প্রিয়ত্বাৎ স্বর্ভানু-অণ্। গোমেদকমণি।

স্বর্ভানু (পুং) স্বরাকাশে ভবতীতি স্বর্-ভা (দাভাভ্যানুঃ। উণ্ ৩।৩২) ইতি নু। ১ রাহু।

"তুল্যেঽপরাধে স্বর্ভানুর্ভানুমন্তং চিরেণ যৎ।
হিমাংশুমাশু গ্রসতে তন্ম্রদিম্নঃ স্ফুটং ফলং॥"(শিশুপালবধ ২।৪৯)

২ শ্রীকৃষ্ণগর্ভজাত সত্যভামার পুত্রবিশেষ, ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু প্রভৃতি করিয়া সত্যভামার শ্রীকৃষ্ণ হইতে দশটী পুত্র হয়। (ভাগবত ১০।৬১।১১)

স্বর্ভানুসূদন (পুং) স্বর্ভানোঃ সূদনং যত্র। সূর্য্য। সূর্য্য স্বর্ভানুকে নিসূদন করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার ঐ নাম হইয়াছে।

"তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ দেবো ভানুঃ স্বর্ভানুসূদনঃ।" (ভারত)

স্বর্য্য (ত্রি) ১ স্তুত্য, স্তুতির যোগ্য। "অস্য মদে স্বর্য্যং" (ঋক্ ১।১২২।৪) 'স্বর্য্যং স্তুত্যং স্বৃ শব্দোপতাপয়োঃ ঋহলোর্ণ্যৎ, সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদ্ বৃদ্ধ্যভাবঃ' (সায়ণ) স্বর্-যৎ। ২ স্বর্সম্বন্ধীয়।

স্বর্যৎ (ত্রি) স্বর্গগমনকারী। "স্বর্যন্তো নাপেক্ষন্তে" (শুক্লযজু° ১৬।৬৮) 'স্বর্যন্তঃ স্বঃ স্বর্গং যন্তঃ গচ্ছন্তঃ' (মহীধর)

স্বর্য্যাত (ত্রি) স্বঃ স্বর্গং যাতঃ। মৃত, স্বর্গগত।

"এবামভাবে পূর্ব্বস্য ধনভাগুত্তরোত্তরঃ।
স্বর্য্যাতস্য হ্যপুত্রস্য সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥" (দায়ভাগ)

স্বর্য্যাণ (ক্লী) স্বর্গগমন, স্বর্গপ্রয়াণ।

স্বর্যু (ত্রি) আপনার স্বর্গসুখকামী, যিনি আপনার স্বর্গসুখ কামনা করেন। "স্বর্য্যবো মতিভিস্তভ্যং" (ঋক্ ৩।৩০।৩) 'স্বর্য্যবঃ স্বর্গাদিসুখমাত্মন ইচ্ছন্তঃ' (সায়ণ)

স্বর্লীন (ক্লী) জনপদভেদ।

স্বর্লোক (পুং) স্বর্লোকঃ। স্বর্গ।

"ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা॥" (ভাগ° ২।৫।৪২)

স্বর্বধূ (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্য বধূঃ। ১ অপ্সরস্, অপ্সরঃসমূহ। ২ স্বর্গীয় স্ত্রীমাত্র।

স্বর্বৎ (ত্রি) ১ সুখবিশিষ্ট, সুখী। "স্বর্বতী রেষা বিপাকাঃ" (ঋক্ ১।১৬৮।৭) 'স্বর্বতী সুখবতী' (সায়ণ) ২ শোভনগমনযুক্ত। 'স্বর্বতী রিতউতী' (ঋক্ ১।১১৯।৮) 'স্বর্বতী স্বর্বত্যঃ শোভন গমনযুক্তাঃ' (সায়ণ) (ক্লী) ৩ সামভেদ। (লাট্যা° ৭।৭।২৫)

স্বর্বাপী (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্থ বাপী। গঙ্গা। (হেম)

স্বর্বিদ্ (ত্রি) যজ্ঞরূপ দ্বার দ্বারা স্বর্গলোকলম্ভয়িতা, যিনি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গলোক লাভ করেন। "বিয়দ্গাতুং তনয়ায় স্বর্বিৎ" (ঋক্ ১।৯৬।৪) 'স্বর্বিৎ স্বঃ স্বর্গস্থ যাগদ্বারেণ লম্ভয়িতা' (সায়ণ) ২ সূর্য্য বা স্বর্গবেত্তা, যিনি সূর্য্য বা স্বর্গলোক জানেন বা সূর্য্য অথবা স্বর্গলোক লাভ করেন বা ধনলম্ভয়িতা। "মহয়া স্বর্বিদং শতং যস্য" (ঋক্ ১।৫২।১) "স্বর্বিদং স্বরাদিত্যো দ্যৌর্বা তস্য বেদিতারং লব্ধারং বা যদ্বা স্বঃ সুষ্ঠু অরণীয়ং ধনং তস্য লম্ভয়িতারং' (সায়ণ)

স্বর্বীথি (স্ত্রী) বৎসর নামক নৃপতির পত্নী। (ভাগ° ৪।১৩।১১) ইহার পাঠান্তর 'সুবীথি'।

স্বর্বেশ্যা (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্থ বেশ্যা। উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরঃসমূহ।

স্বর্বৈদ্য (পুং) দেবচিকিৎসক, অশ্বিনীকুমারদ্বয়। পর্য্যায়—অশ্বিনীসুত, নাসত্য, অশ্বিন, দস্র, আশ্বিনেয়। (অমর) এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত, কারণ ইঁহারা দুইজন, ইঁহারা যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করুন, দুইজনে মিলিয়া করিয়া থাকেন। অতএব এই শব্দ বা এই শব্দের পর্য্যায়ক শব্দ মাত্রই দ্বিবচনান্ত হইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলে একত্ববিবক্ষা করিয়া একবচনেও ইহার প্রয়োগ করা যায়।

'নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বৌ নামতোঽশ্বিনৌ।' (ভরত)

এই স্থলে নাসত্য ও দস্র এই দুইটী শব্দ একবচনে প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ অতি বিরল।

স্বর্ষা (ত্রি) সুষ্ঠু ধনদাতা। "ত্যমুপমং স্বর্ষাং" (ঋক্ ১।৬১।৩) 'স্বর্ষাং সুষ্ঠ্বরণীয়স্য ধনস্য দাতারং সুপূর্ব্বাদর্ত্তেবিজন্তঃ স্বর্শব্দঃ ষণুদানে জনসনখনক্রমগমো বিট্। বিড়বনোরনুনাসিকস্যাদিত্যাত্বং। সনোতেরনঃ ইতি ষত্বং' (সায়ণ) স্বর্বিদ্শব্দার্থ।

স্বর্হণ (ক্লী) সু-অর্হ-ল্যুট্। সুষ্ঠু পূজা। (ভাগবত ৩।১৬।২৩)

স্বর্হত্তম (ত্রি) স্বর্হৎ-তমপ্। অতিশয় পূজ্য, পূজ্যতম।

"তাভ্যামিষৎ স্বনিমিষেষু নিবিধ্যমানাঃ
স্বর্হত্তমাহপি হরেঃ প্রতিহারপদ্ভ্যাং।" (ভাগবত ৩।১৫।৪১)
'স্বর্হত্তমাঃ সুষ্ঠু পূজ্যতমাঃ' (স্বামী)

স্বলক্ষণ (ত্রি) নিজ লক্ষণযুক্ত।

স্বলঙ্কৃত (ত্রি) সু সুষ্ঠু অলঙ্কৃতঃ। উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, উত্তমরূপে শোভিত।

স্বলদা (স্ত্রী) রৌদ্রাশ্বের মাতা। (হরিব°)

স্বলিঙ্গ (ত্রি) ১ স্বীয় লিঙ্গ, নিজ চিহ্ন। ২ স্বীয় চিহ্নবিশিষ্ট।

স্বলীন (পুং) স্বস্মিন্ লীনঃ। দানববিশেষ। অগ্নিপুরাণে স্বর্গঙ্গাবতরণনামাধ্যায়ে এই দানবের বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

স্বল্প (ত্রি) সুষ্ঠু অল্পঃ। অত্যল্প, অতি সামান্য। অল্প পরিমাণ ধর্ম্মও মহৎপাতক হইতে ত্রাণ করে।

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥" (গীতা ২।৪০)

স্বল্পক (ত্রি) স্বল্প স্বার্থে কন্। স্বল্পশব্দার্থ।

স্বল্পকন্দ (পুং) কসেরু, চলিত কেসুর। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পকস্তুরীভৈরবরস (পুং) সন্নিপাতজ্বরোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খই, জৈত্রী, জায়ফল, মরিচ, পিপুল ও মৃগনাভি এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকটী সমভাগে লইয়া ও উত্তমরূপে চূর্ণ এবং মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে সকলপ্রকার সান্নিপাতিক জ্বর আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পকাষ্ঠ (পুং ক্লী) শ্বেতালু. চলিত শাঁথালু। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পকেশিন্ (পুং) স্বল্পঃ কেশোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ ভূতকেশ।

'গোলামো স্বল্পকেশী চ ভূতকেশশ্চ কেশরুক্।' (শব্দচ°)

(ত্রি) ২ অত্যল্পকেশবিশিষ্ট।

স্বল্পকেশরিন্ (পুং) স্বল্পঃ কেশরোঽস্যাস্তীতি ইনি। কোবিদার। পর্য্যায়—চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অস্তক।

স্বল্পক্ষুধাবতীগুড়িকা, অম্লপিত্ত রোগাধিকারোক্ত গুড়িকৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক, অভ্র, যমানী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুল্ফা, চই, জীরা, কৃষ্ণ জীরা, পুনর্নবা, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, সেটকোলমূল, থানকুনিমূল, শ্যামালতা ও অনন্তমূল, প্রত্যেকে ২ তোলা, মণ্ডূর ৪ তোলা এই সকল দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। রোগীর বলানুসারে ইহার পরিমাণ স্থির করিতে হয়। অনুপান কাঁজি। প্রতিদিন এক একটী গুটিকা সেবন করিবে। এই গুটিকা-সেবনে অম্লপিত্ত, পরিণামশূল ও প্লীহা প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। এই ঔষধ অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পখদিরবটিকা (স্ত্রী) মুখরোগাধিকারোক্ত বটিকাবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—খদির ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই কাথে জয়িত্রী, কর্পূর, সুপারি, বাবলাপত্র ও জায়ফল মিলিত ২ সের। এই সকল দ্রব্য প্রক্ষেপ দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে দন্ত, ওষ্ঠ, মুখ, জিহ্বা ও তালু বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ গলাধঃকরণ করিতে নাই, কেবল মুখে ধারণ করিয়া রাখিতে হয়।

স্বল্পগঙ্গাধরচূর্ণ (ক্লী) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—মুথা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রকেশী, আতাইচ ও বরাক্রান্তা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া

একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা অগ্নির বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই চূর্ণ মধু ও চাউলভিজান জলের সহিত সেবনীয়। এই চূর্ণ সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার ও সূতিকাদি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্বল্পগ্রহণীকবাটরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—হিঙ্গুল, গন্ধক, বংশলোচন, অহিফেন ও কড়িভস্ম এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া দুগ্ধে মাড়িয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান রোগীর দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী ও রক্তাতীসার প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পঘণ্টা (স্ত্রী) আরণ্য শণবৃক্ষ, চলিত বনশণ। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পচক্রসন্ধান (ক্লী) গ্রহণীরোগাদিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পরিষ্কৃত ভাণ্ডে গুড় এক ভাগ, মধু ২ ভাগ, কাঁজি ৪ ভাগ ও দধির মাত ৮ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া দিবে। ৩ দিন রাখিলে ঐ সকল দ্রব্য বিকৃত হইয়া যায়। উক্ত দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় সেবনে গ্রহণী অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগবিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পচটক (পুং) পক্ষিবিশেষ, ক্ষুদ্রচটকপক্ষী, চলিত মনিয়াপাখী।

স্বল্পচন্দ্রোদয়মকরধ্বজ (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ, প্রত্যেকটী এক তোলা, স্বর্ণ দুই আনা, মৃগনাভি দুই আনা, রসসিন্দুর ৪৷৹ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তম রূপে মাড়িয়া রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মাখম ও মিছরী। এই ঔষধ রসায়ন ও বাজীকরণ। ইহা সেবনে নানাবিধ রোগ প্রশমিত ও বলবৃদ্ধি হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পচৈতসঘৃত (ক্লী) উন্মাদরোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত ৪ সের, ক্বাথার্থ গাম্ভারীবর্জিত দশমূল, রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা ও পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ক্ষীরকল্যাণোক্ত ২৮টী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ২ তোলা, জল ১৬সের, ইহাতে দুগ্ধাদি ও ক্ষীরকল্যাণ ঘৃতের ন্যায় দিতে হইবে। পরে যথাবিধানে ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে। এই ঘৃতসেবনে উন্মাদরোগ আশু প্রশমিত হয়। চিত্তবিকারশান্তির ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বল্পজম্বুক (পুং) ক্ষুদ্র জম্বুক, চলিত খেঁকশিয়াল।

স্বল্পতরু (পুং) কেমুককন্দ, চলিত কেউগাছ।

স্বল্পতস্ (অব্য) স্বল্প-তসিল্। অতি অল্পবিষয়ে, অতি অল্প হইতে।

স্বল্পদৃশ্ (ত্রি) স্বল্পং পশ্যতি স্বল্প-দৃশ্-ক্বিপ্। অতিশয় অল্পদর্শী, যাহাদের ভূয়োদর্শন নাই।

স্বল্পধাত্রীঘৃত (ক্লী) সোমরোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, স্বরসের অভাবে ক্বাথ, যথা আমলকী ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে এই ঘৃত পাক করিবে। পরে পাক শেষ হইলে যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, যবক্ষার ও বিদ্ধড়কমূল এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল ও চিনি ৮ পল প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে ইহার সহিত ৮ পল মধু মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। অনুপান গরম দুগ্ধ। এই ঘৃত চারি আনা হইতে আরম্ভ করিয়া পরে এক তোলা পর্য্যন্ত সেবন বিধেয়। এই ঘৃতসেবনে সকল প্রকার সোমরোগ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। বহুমূত্রে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পনায়িকাচূর্ণ (ক্লী) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পঞ্চলবণ প্রত্যেকে দেড়তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেকে ২ তোলা এবং গন্ধক ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধ তোলা, সিদ্ধ পত্র ৯৷৹ তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা প্রথমে এক মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া পরে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। এই চূর্ণ অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান লেবুর রস প্রভৃতি দোষানুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণীরোগ আশু প্রশমিত হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পপত্রক (পুং) স্বল্পানি পত্রাণি যস্য, কপ্। গৌরশাক, ইহা মধুকভেদ।

'গৌরশাকো মধুলোহন্যো গিরিজঃ স্বল্পপত্রকঃ।' (রত্নমালা)

স্বল্পপঞ্চগব্যঘৃত (ক্লী) অপস্মাররোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গব্য ঘৃত ৪ সের, গোময়রস ৪ সের, অম্ল গব্যদধি ৪ সের, গব্যদুগ্ধ ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের ও পাকার্থ জল ১৬ সের। ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে এই ঘৃত পাক করিতে হয়। এই ঘৃতপাকে এক দিনের অধিক কাল লাগাইলে বিশেষ উপকার হয় না। রোগীর বলানুসারে এই ঘৃত চারি আনা মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া এক তোলা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঘৃতসেবনে অপস্মার ও গ্রহোন্মাদ রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পফলা (স্ত্রী) স্বল্পং ফলং যস্যাঃ। হবুষাভেদ, চলিত হবুষগাছ। পর্য্যায়—কচ্ছুঘ্নী, ধাজ্ঞনাশিনী, প্লীহশত্রু, বিষঘ্নী, কফঘ্নী, অপরাজিতা। (রাজনি°)

স্বল্পভার্গ্যাদিপাচন (ক্লী) জ্বররোগাধিকারোক্ত পাচন ঔষধবিশেষ। বামুনহাটী, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, ধনে, দুরালভা, শুঁঠ, চিরতা, কুড়, পিপুল, বৃহতী ও শুলক এই সকল দ্রব্য একত্র অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া শেষ রাখিবে।

এই ক্বাথ সেবনে সন্ততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক ও জীর্ণজ্বরাদি সকল প্রকার জ্বর প্রশমিত হয়। ইহা জ্বররোগের একটী উৎকৃষ্ট পাচন। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পমাষতৈল (ক্লী) বাতব্যাধিরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, কাথার্থ মাষকলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীর কাকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, শুলফা, সৈন্ধব লবণ, রাস্না, আলকুশীমূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ত্রিকটু, গোক্ষুর প্রত্যেকে ২ তোলা। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, কর্ণশূল, শ্রবণশক্তির হীনতা, মূর্চ্ছা, হস্তকম্প, শিরঃ-কম্প প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। বাতব্যাধিরোগে এই তৈল বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পমৃগাঙ্ক (পুং) যক্ষ্মরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শোধিত বিশুদ্ধ স্বর্ণ এক রতি ও রসসিন্দুর এক রতি এই দুইটী একত্র করিয়া বটিকা করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া অনুপান স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে যক্ষ্মারোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

স্বল্পরূপ (স্ত্রী) অরণ্য শণবৃক্ষ। চলিত বনশণ। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পরসোনপিণ্ড (পুং) বাতব্যাধিরোগাধিকারোক্ত ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—উপরিস্থিত আবরণত্বকরহিত পেষিত রসুন ১২ তোলা, হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, সচল লবণ ও ত্রিকটু, প্রত্যেকের চূর্ণ এক মাষা, এই সমুদয় দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া এই পিণ্ডৌষধ প্রস্তুত করিবে। অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় অগ্নির বলানুসারে এরণ্ডমূলের ক্বাথের সহিত ইহা সেবনীয়। এক মাস কাল এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনে অর্দ্দিতাদি সকল প্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়। বাতব্যাধিরোগে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পলবঙ্গাদ্যচূর্ণ (ক্লী) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, বেলশুঁট, আকনাদি, মোচরস, জীরা, ধাই ফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, শ্বেত ধুনা, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, রসাঞ্জন। এই সকল দ্রব্য সম ভাগে লইয়া উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণের মাত্রা ১০ রতি হইতে ২০ রতি পর্য্যন্ত। রোগীর বলানুসারে মাত্রা স্থির করিতে হয়। অনুপান তণ্ডুলোদক, মধু বা ছাগদুগ্ধ। এই চূর্ণসেবনে সকল প্রকার গ্রহণী আশু প্রশমিত হয়, ইহা শূল, শ্বাসকাস, জ্বর প্রভৃতি রোগেও বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পবড়বানলরস (পুং) জ্বররোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শোধিত তাম্র এক ভাগ, মরিচ এক ভাগ, বিষ দুই ভাগ, এই সকল দ্রব্য বিষ লাঙ্গলিয়ার রসে এক পুট দিয়া দুই বা তিন রক্তি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার জ্বর আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

স্বল্পবর্ত্তুল (পুং) কলায়গাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পবল্কলা (পুং) তেজোবতী, চলিত তেজবল। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পবিটপ (পুং) কেমুকন্দ, চলিত কেঁউ। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পবিষ্ণুতৈল (ক্লী) বাতব্যাধিরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, গব্য বা ছাগীদুগ্ধ ১৬সের, কল্কার্থ শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলে ও ঝাঁটি-ফুল, ইহাদের প্রত্যেকের একপল, তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, অর্দ্দিত, গলগণ্ড, বক্ষঃশূল, পার্শ্বশূল, অন্ত্রবৃদ্ধি, রতিশক্তি-হীনতা প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। বাতব্যাধিরোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট তৈল। (ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধিরোগাধি°)

স্বল্পশব্দা (স্ত্রী) হ্রস্ব শণবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পশরীর (ত্রি) ক্ষুদ্রকায়, ক্ষুদ্রদেহবিশিষ্ট।

স্বল্পশূরণমোদক (পুং) অর্শরোগাধিকারোক্ত মোদকৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—মরিচ দুই ভাগ, শুণ্ঠী ৪ ভাগ, চিতামূল ৮ ভাগ, বনশূরণ অর্থাৎ বুনোওল ১৬ ভাগ এই সকল দ্রব্য শুষ্ক করিয়া উত্তম রূপে চূর্ণ করিবে। এই সকল দ্রব্যের তুল্য পরিমাণে গুড় লইয়া উক্ত চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা ১ তোলা, এই মোদক শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, জঠরগুল্ম, শূল, শ্লীপদ এবং অর্শরোগ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। অর্শরোগে এই ঔষধ বিশেষ প্রশস্ত। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পশৃগাল (পুং) রোহিতকমৃগ, বনরোহা। (বৈদ্যকনি°)

স্বল্পসংজাতবীর্য্য (পুং) পাক্ষিবিশেষ। শরমনুয়া পাখী।

স্বল্পাগ্নিমুখচূর্ণ (ক্লী) অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হিঙ্গু ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, এ সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা রোগীর বলাবল অনুসারে স্থির করিয়া লইতে হয়। এই চূর্ণ প্রসন্ন অর্থাৎ সুরার উপরিস্থ স্বচ্ছভাগ, দধিমস্ত বা উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। এই চূর্ণসেবনে সকল প্রকার অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। ইহা বায়ুনাশক। উদাবর্ত্ত, অজীর্ণ, প্লীহা ও কাসাদি রোগ ইহাতে আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্বল্পেচ্ছ (ত্রি) অত্যল্প ইচ্ছাযুক্ত। অতিশয় অল্পাভিলাষবিশিষ্ট।

স্ববগ্রহ (ত্রি) স্বষ্ঠু অবগ্রহবিশিষ্ট। বৃষ্টিরোধ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিকে অবগ্রহ কহে। (কামন্দকীনীতি)

স্ববশ (পুং) স্বস্য বশঃ। আপনার বশ, যিনি নিজের বশীভূত, জিতেন্দ্রিয়।

স্ববশতা (স্ত্রী) স্ববশস্য ভাবঃ তল-টাপ্। আত্মবশতা, স্ববশের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্ববশিনী (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ।

স্ববশ্য (ত্রি) স্বেন বশ্যঃ বশ-যৎ। নিজের বশ্য, নিজের বশীভূত। "আরুরোহস্বরথং বশ্যৈর্বাজিভির্যুক্তং" (রামা° ৬।১৯।৪৮)

স্ববস্ (ত্রি) ধনবান্, ধনবিশিষ্ট। "ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ" (ঋক্ ৬।৪৭।১২) 'স্ববান্ ধনবান্' (সায়ণ)

স্ববসু (ত্রি) স্বায়ত্তধন, নিজের আয়ত্ত ধনবিশিষ্ট। "অস্মাকং শর্ম্ম বনবৎস্বাবসুঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।৭) 'স্বাবসুঃ স্বায়ত্তধনঃ' (সায়ণ) বেদে স্বাবসু এবং স্ববসু এই দুই প্রকার পাঠই দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ববাসিন্ (ক্লী) সামভেদ।

স্ববাসিনী (স্ত্রী) স্বস্মিন্ পিত্রালয়ে বসতীতি বস-ণিনি-ঙীপ্। বিবাহিতা বা অবিবাহিতা পিতৃগৃহস্থিতা কন্যা। পর্য্যায়—চারিটী। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন—

"দ্বে ঊঢ়ায়ামনূঢ়ায়াং বা পিতৃগৃহস্থিতায়াং। স্ববাসিন্যাং চিরিণ্টী স্যাৎ দ্বিতীয়বয়সি স্ত্রিয়াং।' ইতি রুদ্রঃ। "স্বেষু জ্ঞাতিষু বসতীতি" "সুখেন বসতীতি সুবাসিনী দ্রাবিড়াঃ" (ভরত)

জ্ঞাতিগৃহে যে সকল বিবাহিতা স্ত্রী অবস্থান করে, তাহাদিগকেও স্ববাসিনা কহে। দ্রাবিড়গণ স্ববাসিনী স্থানে সুবাসিনী পাঠ কল্পনা করেন। বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে সুখে বাস করে, এই জন্য তাহাকে সুবাসিনী কহে।

স্ববিগ্রহ (পুং) স্বস্য বিগ্রহঃ। নিজের বিগ্রহ, নিজের শরীর। "রামদেবোঽবধীৎ পাপঃ স্বয়মেব স্ববিগ্রহং।" (রাজতর° ৫।২৪০)

স্ববিদ্যুৎ (ত্রি) স্বয়ং বিদ্যোতমান, নিজে প্রকাশশীল। "অগ্নয়ো ন স্ববিদ্যুতঃ" (ঋক্ ৫।৮৭।৩) 'স্ববিদ্যুতঃ স্বয়মেব বিদ্যোতমানঃ' (সায়ণ)

স্ববিধি (পুং) স্বস্য বিধিঃ। স্বীয় বিধি। (বৃহৎস° ১০৫।৮)

স্ববিষয় (পুং) স্বস্য বিষয়ঃ। নিজের বিষয়, নিজদেশ। "কো বীরস্য মনস্বিনঃ স্ববিষয়ঃ কো বা বিদেশঃ স্মৃতঃ।" (হিতো°)

স্ববৃক্তি (স্ত্রী) স্বয়ংকৃত দোষবর্জ্জিত স্তুতি। "অগ্নিং ন স্ববৃক্তিভির্হোতারং" (ঋক্ ১০।২১।১) 'স্ববৃক্তিভিঃ স্বয়ংকৃতাভির্দোষবর্জ্জিতাভিঃ স্তুতিভিঃ।' (সায়ণ)

স্ববৃজ (ত্রি) স্বয়ংছেত্তা।

"স্ববৃজং হি ত্বামহমিন্দ্র শুশ্রাসনে" (ঋক্ ১০।৩৮।৫) 'স্ববৃজং স্বয়মেবচ্ছেত্তারং' (সায়ণ)

স্ববীজ (পুং) স্বমেব বীজং যস্য। ১ আত্মা। (শব্দরত্না°) (ক্লী) ২ নিজ কারণ। ৩ স্বীয় বীর্য্য।

স্ববৃত্তি (স্ত্রী) স্বস্য বৃত্তিঃ। নিজের বৃত্তি। আপৎকাল ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই স্ববৃত্তি অর্থাৎ নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। অনাপৎকালে পরবৃত্তি অবলম্বন করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়। স্ববৃত্তিতে অতি কষ্টে চলিলেও পরবৃত্তি অবলম্বন করা বিধেয় নহে।

স্ববৃষ্টি (ত্রি) স্বভূতবৃষ্টিমৎ, স্বভূতবৃষ্টিবিশিষ্ট। "অভি স্ববৃষ্টিং মদে অস্য" (ঋক্ ১।৫২।৫) 'স্ববৃষ্টিং স্বভূতবৃষ্টিমন্তং' (সায়ণ)

স্বশিরস্ (ক্লী) স্বস্য শিরঃ। নিজের শিরঃ, নিজের মস্তক।

স্বশোচিস্ (ত্রি) স্বস্য শোচিঃ। স্বদীপ্তি, নিজের দীপ্তি। "রোদসী স্বশোচিরামবৎসু" (ঋক্ ৬।৬৬।৬) 'স্বশোচিঃ স্বদীপ্তিঃ' (সায়ণ)

স্বশ্চন্দ্র (ত্রি) স্বকীয় আহ্লাদক তেজোযুক্ত।

"বৃহৎ স্বশ্চন্দ্রমমবন্তং" (ঋক্ ১।৫২।৯)

স্বশ্চন্দ্রং স্বকীয়েন চন্দ্রেণ আহ্লাদকেন তেজসা যুক্তং' (সায়ণ)

স্বশ্চূড়ামণি (পুং) স্বঃ স্বর্গস্য চূড়ামণিঃ। স্বর্গের চূড়ামণি, স্বর্গের চূড়ামণির ন্যায় অবস্থিত।

"শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়া শ্রিয়া স্ব-
শ্চূড়ামণিং সুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যং।" (ভাগবত ৩।১৫।৩৯)

স্বশ্লাঘা (স্ত্রী) স্বস্য শ্লাঘা। আত্মশ্লাঘা, নিজের শ্লাঘা মহাপাপ, এই জন্য সর্ব্বতোভাবে ইহা পরিত্যাগ করা বিধেয়।

স্বশ্ব (ত্রি) সু শোভনোঽশ্বো যস্য। শোভন অশ্ববিশিষ্ট, শোভন অশ্বযুক্ত। "মর্জ্জনা ন কিং স্বশ্ব আনশে" (ঋক্ ১।৮৪।৬) 'স্বশ্বঃ শোভনাশ্বঃ' (সায়ণ)

স্বশ্বয়ু (ত্রি) কল্যাণবিশিষ্ট, অশ্বাভিলাষী।

"ইন্দ্রঃ স্বশ্বয়ুঃ উপরথিতমঃ রথিনাং" (ঋক্ ৮।৪৫।৭)
'স্বশ্বয়ুঃ কল্যাণমশ্বমিচ্ছন্' (সায়ণ)

স্বশ্ব্য (ত্রি) শোভন অশ্বযুক্ত। "সুবীর্য্যং গবাং পোষং স্বশ্ব্যং" (ঋক্ ১।৯৩।২) 'স্বশ্ব্যং শোভনৈরশ্বৈর্যুক্তং' (সায়ণ)

স্বঃশিরস্ (ক্লী) স্বঃ স্বর্গস্য শিরঃ। স্বর্গের ঊর্দ্ধভাগ, স্বর্গলোকের ঊর্দ্ধলোক।

স্বষ্ট্র (ত্রি) শোভনায়ুধ, শোভন অস্ত্রবিশিষ্ট। "স্বষ্ট্রান্ যুবতি হস্তি বৃত্রং" (ঋক্ ১০।৪২।৫) 'স্বষ্ট্রান্ শোভনায়ুধান্' (সায়ণ)

স্বসংবিদ্ (ত্রি) ১ অগোচর, যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন।

"নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মচ্ছাদনায় চ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে॥" (ভাগবত ১০।১৬।৪৬)

'স্বসংবিদে অগোচরায়' (স্বামী) (স্ত্রী) স্বস্য সংবিদ্। ২ নিজের সংবিৎ, নিজের প্রজ্ঞা।

স্বসংবৃত (ত্রি) আপনা কর্তৃক রক্ষিত, নিজে উত্তমরূপে রক্ষিত।

"অমায়য়ৈব বর্ত্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া।

বুধ্যেতারিপ্রযুক্তাঞ্চ মায়াং নিত্যস্বসংবৃতঃ॥" (মনু ৭।১০৪)

স্বসংবেদন (ক্লী) স্বস্য সংবেদনং, অনুভবঃ। আপনার অনুভব,

স্বসংবেদ্য (ত্রি) আপনা কর্তৃক সংবেদ্য, আপনা আপনি অনুভবনীয়, যাহা নিজে অনুভব করা যায়।

স্বসদৃশ (ত্রি) স্বস্য সদৃশঃ। আপনার সদৃশ, নিজ তুল্য, আপনার ন্যায়, আত্মানুরূপ।

"সদৃশাভ্যাং স্বসদৃশে সুতে ত্বং দাতুমর্হসি।" (রামায়ণ ১।৭২।৩৪)

স্বসমান (ত্রি) স্বস্য সমানঃ। স্বসদৃশ, নিজ তুল্য।

"অর্থিতেন স্বয়ং ত্রাতুং বিক্রমাদিত্যভূভুজা।

নির্দ্দিষ্টঃ স্বসমানস্ত্বং শাধি নঃ পৃথিবীমিমাং॥" (রাজতর° ৩।২৪২)

স্বসমুত্থ (ত্রি) স্বেন সমুত্থঃ। যাহা আপনা হইতে উত্থিত হয়। স্বাভাবিক।

"চতুর্ণামথ দুর্গাণাং স্বসমুত্থানি ত্রীণি তু।" (মার্কপু° ৪৯।৪১)

চারি প্রকার দুর্গের মধ্যে প্রথম তিনটী স্বসমুত্থ অর্থাৎ স্বাভাবিক মনুষ্য কৃত নহে, চতুর্থ কৃত্রিম, ইহা মনুষ্য কৃত।

স্বসম্ভব (ত্রি) আত্মসম্ভব, আত্মা হইতে যাহার উৎপত্তি হয়।

স্বসম্ভূত (ত্রি) স্বয়মুদ্ভূত।

স্বসম্মুখ (ত্রি) স্বস্য সম্মুখঃ। নিজের অভিমুখ।

স্বসর (ক্লী) ১ গৃহ। (নিঘণ্টু ৩।৪) ২ অহঃ, দিন।

"উস্রা ইব স্বসরাণি" (ঋক্ ১।৩।৮) 'স্বসরাণি অহানি' (সায়ণ)

স্বসর্ব্ব (ক্লী) সর্ব্বস্ব।

স্বসা (স্ত্রী) স্বসৃ, ভগিনী। এই শব্দ ঋকারান্ত, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতে এই শব্দের আকারান্ত পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

"শক্তিং মৃত্যোর্ধরামিব স্বসাং" (ভারত ৬প°)

কিন্তু অন্য কোন স্থলে আকারান্ত প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বসৃ শব্দের প্রথমার এক বচনে সংস্কৃতে স্বসা হয়। এই শব্দের আকারান্ত প্রয়োগ দেখিলেও তাহা অপপ্রয়োগ।

স্বসিচ্ (ত্রি) বিশ্বাভিষেক্তা। "চরন্তি স্বসিচ ইয়ানাঃ" (শুক্লযজুঃ ১০।১৯) 'স্বসিচঃ স্বেনৈব আত্মনৈব সিঞ্চন্তি বিশ্বমভিসিঞ্চন্তি' (মহীধর)

স্বসিত (ত্রি) অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ।

স্বসিদ্ধ (ত্রি) স্বেন সিদ্ধঃ। স্বয়ংসিদ্ধ, যিনি আপনিই সিদ্ধ।

স্বসৃ (স্ত্রী) সুষ্ঠু অস্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি সু-অস্ (সুঞ্যসেশ্বন্। উণ্ ২।৯৭) ইতি ঋনাদেশশ্চ। ভগিনী। উপনয়নকালে মাণবক প্রথমে মাতা ও তৎপরে ভগিনীর নিকট ভিক্ষা করিবে।

"মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং নিজাং।

ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যা চৈনং নাবমানয়েৎ॥" (মনু ২।৫০)

স্বসৃৎ (ত্রি) শত্রুর প্রতি স্বয়ং গমনকারী।

"যথা অয়াসঃ স্বসৃতঃ" (ঋক্ ১।৬৪।১১) 'স্বসৃতঃ শত্রূন্ প্রতি স্বয়মেব সরন্তঃ গচ্ছন্তঃ' (সায়ণ)

স্বসৃত্ব (ক্লী) স্বসুর্ভাবঃ ত্ব। ভগিনীর ভাব বা ধর্ম্ম।

"নাহং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বসৃত্বং" (ঋক্ ১০।১০৮।১০)

স্বসেতু (ত্রি) জগদ্বন্ধক স্বভূতা রশ্মিবিশিষ্ট, যাহার আত্মভূত রশ্মি জগতের প্রতিবন্ধক হয়। "অপশ্চ বিপ্রস্তরতি স্বসেতুঃ" (ঋক্ ১০।৬১।১৬) 'স্বসেতুঃ যস্য স্বভূতা রশ্ময়ঃ জগদ্বন্ধকাঃ সন্তি' (সায়ণ)

স্বস্ক, গতি। ভ্বাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ স্বস্কতে। লোট্ স্বস্কতাং। লিট্ সস্বস্কে। লুঙ্ অস্বস্কিষ্ট।

স্বস্তর (পুং) নিজস্থান।

স্বস্তি (অব্য) সু-অস্ (সাবসেঃ। উণ্ ৪।১৮০) ইতি তি, বহুল-বচনাৎ ন ভূভাবঃ। আশীর্ব্বাদ, ক্ষেম, মঙ্গল, পুণ্যাদি, অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন—মঙ্গলাশীর্ব্বাদ ও পাপনির্ণেজন প্রভৃতিতে এই শব্দ ব্যবহার হয়। 'স্বস্তি অস্তু' তোমার মঙ্গল হউক, পাপ নাশ, এবং আশীর্ব্বাদ হউক ইত্যাদি বুঝাইবে।

"আশীরাশীর্ব্বাদঃ, ক্ষেমং নিরুপদ্রবঃ, পুণ্যং পাপপ্রক্ষালনং এষু আদিনা মঙ্গলাদৌ চ স্বস্তি, মঙ্গলাশীর্ব্বাদপাপনির্ণেজনা-দিষ্বপি স্বস্তি ইতি ভাগুরিঃ" (ভরত)

এই শব্দ অব্যয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে স্ত্রীলিঙ্গেও এই শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

"জিতং স আত্মবিদ্ধুর্য্যা স্বস্তয়ে স্বস্তিরস্তু মে।

ভবতা রাধসা রাদ্ধং সর্ব্বস্মা আত্মনে নমঃ॥" (ভাগ° ৪।২৪।৩৩)

ব্যাকরণ মতে এই শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়।

"স্বাহাগ্নয়ে স্বধা পিত্রে স্বস্তি ধাত্রে নমঃ সতে।" (মুগ্ধবোধ)

২ দানগ্রহণমন্ত্র। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণকে বিধিপূর্ব্বক দান করিলে ব্রাহ্মণ সাবিত্রীপাঠপূর্ব্বক স্বস্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়া কামস্তুতি পাঠ করিবেন। "ওঁমিত্যুক্ত্বা প্রতিগৃহ্য স্বস্তীত্যুক্ত্বা সাবিত্রীং পঠিত্বা কামস্তুতিং পঠেৎ।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

স্বস্তিক (পুং ক্লী) স্বস্তি ক্ষেমং করোতি কথয়তীতি কৈ-ক। আঢ্যদিগের গৃহবিশেষ। ইহার লক্ষণ—যে গৃহের পশ্চিম দিকে একটী এবং পূর্ব্বদিকে দুইটী অলিন্দ শেষ পর্য্যন্ত থাকে ও অপর দিকের অলিন্দ উত্থিত ও শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহাকে স্বস্তিক-গৃহ কহে। এই গৃহে পূর্ব্ব দ্বার প্রশস্ত নহে। স্বস্তিক গৃহে অবস্থান করিলে গৃহীর স্বস্তি অর্থাৎ কুশল হয়, এই জন্য ইহার নাম স্বস্তিক হইয়াছে।

"অপরোঽস্তগতোঽলিন্দঃ প্রাগন্তগতৌ তদুত্থিতৌ চান্যৌ।

তদবধি বিবৃতশ্চান্যঃ প্রাক্‌দ্বারং স্বস্তিকেঽশুভদং॥" (বৃহৎস° ৫৩।৩৪)

২ সুনিষণ্ণশাক, চলিত শুশুনিশাক। ৩ রসোন, লসুন। (ত্রিকা°) ৪ পিষ্টকবিকার। ৫ পূর্ণকুম্ভাদি। ৬ যোগাঙ্গ আসনবিশেষ। হঠযোগ অভ্যাসকালে স্বস্তিক প্রভৃতি আসনে আসীন হইয়া যোগশিক্ষা করিবে। (পুং) ৬ মাঙ্গলিক দ্রব্যবিশেষ, তণ্ডুল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে একটু জল মিশ্রিত করিয়া ত্রিকোণাকার করিলে তাহাকে স্বস্তিক কহে। স্বস্তিক দ্বারা বিবাহাদিসংস্কার ও দেবতা প্রভৃতির অধিবাস করিতে হয়। যথা—"অনেন স্বস্তিকেন অস্য শুভগন্ধাস্ত্বধিবাসনমস্তু" (অধিবাস-মন্ত্র) ইত্যাদি প্রকারে মন্ত্র পাঠ করিয়া যাহার অধিবাস করা হয়, তাহার মস্তকে ঐ দ্রব্য স্পর্শ করাইতে হয়। ৭ যন্ত্রবিশেষ, শল্যোদ্ধারণযন্ত্র, এই যন্ত্র দ্বারা বিনষ্ট শল্যের উদ্ধার হয়। এই যন্ত্র চতুর্বিংশতি প্রকার এবং অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ। যথাক্রমে এই যন্ত্র সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, তরক্ষু, ঋক্ষ, দ্বীপী, মার্জ্জার, শৃগাল, মৃগ, ঐর্ব্বারুক, কাক, কঙ্ক, কুরর, চাস, ভাস, শশ, ধাতুলক, চিল্ল, শ্যেন, গৃধ্র, ক্রৌঞ্চ, ভৃঙ্গরাজ, অঞ্জলিকণ, অবভঞ্জন ও নন্দিমুখ ইহাদের মুখ তুল্য করিতে হয়। শল্য নানা প্রকারে বিদ্ধ হইয়া থাকে, এই জন্য সেই শল্যোদ্ধার করিতে হইলেও নানারূপ যন্ত্রের আবশ্যক, অতএব বিবিধ মুখবিশিষ্ট করিয়া উক্ত যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়। দুই খানি লৌহখণ্ড দ্বারা যন্ত্র প্রস্তুত করিবে, লৌহখণ্ডদ্বয় একটী খিল দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। সেই খিলের দুই মুখ মসুরকলায়ের ন্যায় বুটোসংযুক্ত। ইহার মূল অর্থাৎ গোড়া, ধরিবার স্থান, অঙ্কুশের ন্যায় বক্র করিবে। হাড়ের মধ্যে বাণ বা কণ্টকাদি কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ হইলে তাহা বাহির করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুশ্রুত সূত্রস্থানে ৭ অধ্যায়ে এই যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। (সুশ্রুত সূ° ৭ অ°) ৮ সন্ধিকূর্চ্চ, ব্রণবন্ধন-বিশেষ। এই বন্ধন স্বস্তিকের ন্যায় ত্রিকোণ হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

"স্বস্তিকাকৃতিমাসীচ্য পশ্চাদাবেষ্ট্য বধ্যতে" (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৮অ°)

৯ চতুষ্পথ। ১০ গৃহভেদ। (মেদিনী) ১১ পিষ্টকবিকার। ১২ রক্তালিক। (বিশ্ব) ১৩ জিনদিগের চতুর্বিংশতি চিহ্নের অন্তর্গত চিহ্নবিশেষ। জিনদিগের ২৪টী শুভজনক চিহ্ন আছে, তাহার মধ্যে স্বস্তিক একটী।

"বৃষো গজোঽশ্বঃ প্লবগঃ ক্রৌঞ্চোঽব্জং স্বস্তিকঃ শশী।
মকরঃ শ্রীবৎসঃ খড়্গী মহিষঃ শূকরস্তথা॥
শ্যেনো বজ্রং মৃগচ্ছাগৌ নন্দ্যাবর্ত্তো ঘটোঽপি চ।
কূর্ম্মো নীলোৎপলং শঙ্খঃ ফণী সিংহোঽর্হতাং ধ্বজাঃ॥" (হেম)

১৪ সর্পফণাস্থিত নীলরেখাবিশেষ।

"শিরোভিঃ পৃথুভির্নাগা ব্যক্তস্বস্তিকলক্ষণৈঃ।" (রামা° ১।১৫।৫)

স্বস্তিকযন্ত্র (ক্লী) স্বস্তিকনামকং যন্ত্রং। যন্ত্রবিশেষ, শল্যোদ্ধারণ-যন্ত্র। [স্বস্তিক শব্দ দেখ]

স্বস্তিকর (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

স্বস্তিকর্ম্মন্ (ক্লী) মঙ্গলজনক কর্ম্ম, যে কর্ম্মে স্বস্তি অর্থাৎ "সু অস্তি" মঙ্গল হয়, তাহাকে স্বস্তিকর্ম্ম কহে।

স্বস্তিকৃৎ (পুং) স্বস্তি মঙ্গলং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্। ১ শিব। (ত্রি) ২ মঙ্গলকারী, শুভকারী।

স্বস্তিগব্যূতি (ত্রি) বিনাশরহিত মার্গবিশিষ্ট, ভয়বর্জ্জিত যবসোদক মার্গ। "স্বস্তিগব্যূতি রভয়ানি কৃণ্বন্" (শুক্লযজুঃ ১১।১৫) 'স্বস্তিগব্যূতিঃ স্বস্তি ইত্যবিনাশনাম, স্বস্তি বিনাশরহিতো গব্যূতির্মার্গো যস্য, ভয়বর্জ্জিতঃ প্রভূতযবসোদকো মার্গঃ' (মহীধর)

স্বস্তিগ (ত্রি) স্বস্তি-গম-ড। সুখে গমনকারী। "অগন্মহি স্বস্তি-গামনেহসং" (ঋক্ ৬।৫১।১৬) 'স্বস্তিগাং সুখেন গন্তব্যং' (সায়ণ)

স্বস্তিদ (পুং) স্বস্তি মঙ্গলং দদাতীতি দা-ক। ১ শিব। (ত্রি) ২ মঙ্গলদায়িমাত্র।

স্বস্তিদা (ত্রি) কল্যাণদাতা। "স্বস্তিদা আঘৃণিঃ সর্ব্ববীরঃ" (ঋক্ ১০।১৭।৫) 'স্বস্তিদা কল্যাণস্য দাতা' (সায়ণ)

স্বস্তিপুর (ক্লী) তীর্থবিশেষ। মহাভারতের বনপর্ব্বে এই তীর্থের উল্লেখ আছে।

স্বস্তিমৎ (ত্রি) স্বস্তি-মতুপ্। ১ অবিনাশী। "কর্ত্তা নঃ স্বস্তিমতঃ" (ঋক্ ১।৯।১৫) 'স্বস্তিমতঃ অবিনাশিনঃ' (সায়ণ) ২ মঙ্গলবিশিষ্ট, মঙ্গলযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। স্বস্তিমতী, স্কন্দমাতৃভেদ। (ভারত)

স্বস্তিমুখ (পুং) স্বস্তি মুখে প্রথমে বদনে বা যস্য। ১ লেখ। ২ ব্রাহ্মণ। (ত্রি) ৩ বন্দী, স্তুতিপাঠক, ইহাদের মুখে স্বস্তি অর্থাৎ মঙ্গলবাক্য থাকে, এই জন্য ইহাদিগকে স্বস্তিমুখ কহে।

স্বস্তিবাহ (ত্রি) সুখবাহক। "জয়াথ স্বস্তিবাহং রথমিৎকৃণুধ্বং" (ঋক্ ১০।১০১।৭) 'স্বস্তিবাহং সুখস্য বাহকং' (সায়ণ)

স্বস্তিবাচ (স্ত্রী) স্বস্তিবাক্য, 'শুভ হউক' এইরূপ বাক্য।

স্বস্তিবাচক (ত্রি) স্বস্তিবাচনকারী, মঙ্গলজনক বাক্য-প্রয়োক্তা।

স্বস্তিবাচন (ক্লী) স্বস্তি মঙ্গলস্য বাচনং। মাঙ্গল্য কর্ম্মারম্ভকালীন বক্ষ্যমাণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তণ্ডুলবিকিরণ। মঙ্গল শব্দের বাচন। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমে স্বস্তিবাচন করিতে হয়।

"সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ।
ধর্ম্মে কর্ম্মণি মাঙ্গল্যে সংগ্রামাদ্ভুতদর্শনে॥"

ধর্ম্মে কর্ম্মণি ইতি সপ্তমীনির্দ্দেশাৎ অমুককর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু।

"পুণ্যাহবাচনং দৈবে ব্রাহ্মণস্ত বিধীয়তে।

এতদেব নিরোঙ্কারং কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ॥

সোঙ্কারং ব্রাহ্মণে ব্রূয়াৎ নিরোঙ্কারং মহীপতৌ।

উপাংশু চ তথা বৈশ্যে শূদ্রে স্বস্তি প্রযোজয়েৎ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

প্রথম গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম, মাঙ্গল্যজনক কর্ম্ম, সংগ্রাম, অদ্ভুতদর্শন প্রভৃতি কর্ম্মে ব্রাহ্মণ স্বস্তিবাচন করিবে। অর্থাৎ পুরোহিত এবং যে সকল ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা সকলেই 'অমুককার্য্যে স্বস্তি অর্থাৎ মঙ্গল হউক,' এই বাক্য প্রয়োগ করিবেন। ব্রাহ্মণ ওঙ্কার প্রথমে উচ্চারণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। ইহাতে স্বস্তিবাচনোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া তণ্ডুল ছড়াইতে হয়। সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিন বেদীয় দিগের স্বস্তিবাচনের পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আছে। পূজাদিকার্য্যে প্রথমে স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। স্বস্তিবাচনমন্ত্র যথা—

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যজমান ব্রাহ্মণ দ্বারা 'ওঁ পুণ্যাহং' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া তণ্ডুল ছড়াইবে। পুনরায় আতপ তণ্ডুল লইয়া "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু" বলিয়া 'ওঁ ঋধ্যতাং' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুক-কর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু" বলিয়া 'ওঁ স্বস্তি' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইতে হয়। এইরূপে তণ্ডুল বিকিরণ করিয়া বেদোক্ত স্বস্তিবাচনমন্ত্র পাঠ করা বিধেয়। সামবেদী ও ঋগ্‌বেদিগণ প্রথমে 'পুণ্যাহ' তৎপরে 'স্বস্তি' এবং তৎপরে 'ঋদ্ধি' এই ক্রমে পাঠ করিবেন। যজুর্ব্বেদীয়গণ পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারেই করিবেন। বৈদিক মন্ত্র—

"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু॥

ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি" ইহা তিনবার পাঠ করিবে। সামবেদীয়গণ এই মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।

আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং চ"

ঋগ্‌বেদীয়গণ নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন—

ওঁ স্বস্তি নো মিমীতা মশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতি রণর্ব্বণঃ।

স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা।

ওঁ স্বস্তয়ে মুপজ্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ।

বৃহস্পতিঃ সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তনঃ।

ওঁ বিশ্বদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে।

দেবা অভবন্তু ঋভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ।

ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণো স্বস্তিপথ্যে রেবতি।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতয়ে কৃধি।

ওঁ স্বস্তি পন্থা মনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব।

পুনর্দ্দদতা ঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি।

ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভুতং বায়সং দেবানাং।

অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্যশো নাবমিবারুহেম।

অংহোমুচ মাঙ্গিরসংগয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং।

প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে স্বস্তি সম্বাধেষ্বভয়ং নোঽস্তু।

ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি" ইহা তিনবার পাঠ করিতে হয়।

তিনবেদের পূর্ব্বোক্ত তিনটী স্বস্তিবাচন মন্ত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সকল বেদীয়েরাই নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপাঃ।

পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।

ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং॥"

এই মন্ত্র পাঠের পর 'ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু' ইহা বলিবেন।

কর্ম্মের প্রারম্ভে এইরূপে স্বস্তিবাচন করিয়া তৎপরে সঙ্কল্প করিবে। স্বস্তিবাচন না করিয়া সঙ্কল্প করিতে নাই।

স্বস্তিবাহন (ত্রি) সুখবাহক। (অথ° ১৪।২।৮)

স্বস্ত্যয়ন (ক্লী) স্বস্তি অয়নং যস্ত। মঙ্গলজনক দৈবকর্ম্ম, যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে অশুভ বিনষ্ট হইয়া শুভ হয়, তাহাকে স্বস্ত্যয়ন কহে। বেদাদিবিহিত মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান। শাস্ত্রে স্বস্ত্যয়নের বিশেষ বিধান লিখিত আছে। পীড়া বা গ্রহদোষাদি উপস্থিত হইলে তাহার শান্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন করিতে হয়, স্বস্ত্যয়ন করিলে গ্রহদোষ প্রভৃতির শান্তি হয়।

"গোচরে বা বিলগ্নে বা যে গ্রহারিষ্টসূচকাঃ।

পূজয়েত্তান্ প্রযত্নেন পূজিতাঃ স্যুঃ শুভাবহাঃ॥" (জ্যোতিঃসারস°)

গোচর বা বিলগ্নাদি স্থানে যে সকল গ্রহ অবস্থিত হইয়া রিষ্টসূচক হয়, যথাবিধানে তাঁহাদের পূজা করিবে, তাঁহারা পূজিত হইলে শুভ ফলদায়ক হইয়া থাকেন। গ্রহদিগের উদ্দেশে দান, হোম ও পূজা করিয়া স্বস্ত্যয়ন করা আবশ্যক। অবস্থানুসারে অর্থাৎ শঠতা না করিয়া স্বানুরূপ পঞ্চাঙ্গ বা একাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন করিবে। পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়নস্থলে মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীপাঠ, পার্থিব শিবলিঙ্গপূজা, নারায়ণের তুলসী, দুর্গানামজপ এবং মধুসূদন মন্ত্র জপ করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন কহে। এই পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন করিতে অসমর্থ হইলে একাঙ্গ অর্থাৎ উক্ত পাঁচটীর মধ্যে যে কোন একটী অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। স্বস্ত্যয়নের মধ্যে শতাবৃত্তি বা সহস্রাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ বিশেষ প্রশস্ত ও আশু ফলপ্রদ। শঠতা বা ভক্তিশূন্য হইয়া এ সকল কার্য্য করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না। যেমন সূর্য্যোদয়ে তমোরাশি

বিদূরিত হয়, ভক্তি সহকারে চণ্ডীপাঠেও সেইরূপ সকল প্রকার অশুভ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বৈদিক শতরুদ্রীপাঠও প্রধান স্বস্ত্যয়ন। স্বস্ত্যয়ন করাইতে হইলে জ্যোতিষোক্ত শুভ দিন দেখিয়া করাইতে হয়। জ্যোতিষে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদির দিননির্ণয়ের বিশেষ বিধান আছে, শুভকর্ম্ম যে সকল তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ ও করণ প্রভৃতি নিন্দিত হইয়াছে, স্বস্ত্যয়নেও তাহা নিষিদ্ধ জানিতে হইবে। যে কর্ম্মের জন্য স্বস্ত্যয়ন করিতে হয়, সঙ্কল্প করিবার কালে সেই কর্ম্মে শুভ হউক এইরূপ কামনা করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

স্বস্ত্যাত্রেয় (পুং) বৈদিক ঋষিভেদ।

স্বস্থ (ত্রি) স্বস্মিন্ তিষ্ঠতীতি স্ব-স্থা-ক। সুস্থ, সমদোষধাত্বগ্নি।

"সমো দোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।

প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥" (ভাবপ্র°)

দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি ও ধাতু সমভাবে থাকিলে, শরীর কার্য্যক্ষম হইলে এবং শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ ও মন প্রসন্ন থাকিলে তাহাকে স্বস্থ কহে। বৈদ্যকশাস্ত্রে এই স্বস্থের লক্ষণ বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে এ বিষয় আলোচিত হইল। যখন জীবের মল, মূত্র, সমস্ত দোষ ও ধাতুর সমতা থাকে, অন্ন ও পানীয়ে উপযুক্ত রূপ অভিরুচি হয়, কোন রূপ অরুচি থাকে না, শরীরের কান্তি স্থির থাকে, ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্ পরিপাক হইয়া যথানিয়মে সারভাগ রসরূপে পরিণত ও সুনিদ্রা হয়, শরীরে কোনরূপ গ্লানি বোধ হয় না, বিষয়গ্রহণে ইন্দ্রিয়গণ উপযুক্ত রূপে সমর্থ হয়, তখন তাহাকে স্বস্থ কহে।

দোষের বৈষম্যই অস্বস্থ, অর্থাৎ দোষ বিষমতা প্রাপ্ত হইয়া রোগ উৎপাদন করে, ঔষধ বা পথ্যাদি দ্বারা ঐ দোষ নিরাকৃত হইলে ব্যাধি প্রশমিত হয়। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, দিবা, রাত্রি ও ভোজনের আদি-মধ্যাদি ক্রমে দোষের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, এরূপ অবস্থায় সমদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, দিবা, রাত্রি ও ভোজনের প্রথম ভাগ প্রভৃতিতে দোষের বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যকর আহারাদি দ্বারা ঐ দোষ প্রশমিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন আপত্তি হইতে পারে না। আরও দেখ বৈদ্যগণ যাহাকে সমতা বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, তাহা স্বস্থ ব্যতীত অন্য কোন হেতু দ্বারা হইতে পারে না। অতএব সমদোষই স্বস্থ। এতদুভয়ে কোন প্রভেদ নাই।

যে দ্রব্য স্বপ্রমাণে স্থিত দোষ, ধাতু ও মলসমূহের সমতা-সংস্থাপনের হেতু স্বরূপ এবং যাহা স্বস্থতার অনুবর্ত্তনকারী, তাহাই স্বস্থের পক্ষে হিতকারী। বৈদ্যগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দোষ, ধাতু ও মলের বৃদ্ধিকারক আহার বিহার প্রভৃতি অতিরিক্ত করিলে দোষ ধাতু ও মল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, ঐ দোষ বর্দ্ধিত হইলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই জন্য এইরূপ ভাবে আহার বিহার করিতে হইবে, যেন তাহাতে দোষ ধাতু ও মলের বৈষম্য না হয়। (ভাবপ্র°)

স্বস্থতা (স্ত্রী) স্বস্থস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বস্থের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, সুস্থতা।

স্বস্থবৃত্ত (ক্লী) স্বস্থস্য বৃত্তং। স্বস্থের আচরণ, যে বিধি আচরণ করিলে শরীর সুস্থ থাকে। যে যে ঋতুতে দেহীদিগের যে যে দোষ কুপিত হয়, সেই সেই ঋতুতে সেই সেই দোষ পরিহারের জন্য যেরূপ আহারাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকেই স্বস্থবৃত্ত কহে। [স্বাস্থ্য দেখ।]

স্বস্থান (ক্লী) স্বস্য স্থানং। আপনার স্থান, নিজস্থান।

স্বস্থারিষ্ট (পুং) অশ্বের মৃত্যুচিহ্ন। (জয়দ°)

স্বস্ত্রীয় (পুং) স্বসুরপত্যং পুমান্ স্বসৃ (স্বসুশ্ছ। পা ৪।১।১৪৩) ইতি ছ। ভাগিনেয়, ভগিনীর অপত্য।

"মাতামহং মাতুলঞ্চ স্বস্ত্রীয়ং শ্বশুরং গুরুং।

দৌহিত্রং বিট্পতিং বন্ধুমৃত্বিগ্‌যাজ্যৌ চ ভোজয়েৎ॥"(মনু ৩।১৪৮)

স্ত্রিয়াং টাপ্। স্বস্ত্রীয়া ভাগিনেয়ী, ভগিনীর কন্যা। মনুতে লিখিত আছে যে, যদি কেহ মোহপ্রযুক্ত মাতৃস্বস্ত্রীয়া, পিতৃস্বস্ত্রীয়া এবং স্বস্ত্রীয়া গমন করে, তাহা হইলে তাহার কৃচ্ছ্রসাধ্য চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

"পৈতৃষ্বস্ত্রেয়াং ভগিনীং স্বস্ত্রীয়াং মাতুরেব চ।

মাতুশ্চ ভ্রাতুস্তনয়াং গত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥" (মনু ১১।১৭২)

স্বঃসরিৎ (স্ত্রী) গঙ্গা। (ভাগ° ৩।৪।৩৩)

স্বঃসামন্ (ক্লী) সামভেদ।

স্বঃসিন্ধু (স্ত্রী) স্বঃসরিৎ, গঙ্গা।

স্বঃসুন্দরী (স্ত্রী) স্বঃ স্বর্গস্য সুন্দরী। অপ্সরস্।

স্বঃস্যন্দন (পুং) স্বঃ স্বর্গস্য স্বর্গাধিপস্য স্যন্দনং রথঃ। ইন্দ্রের রথ।

"স্বঃস্যন্দনে ভ্রাম্যতি মাতলিনোপনীতে

বিভ্রাজমানমহনন্ নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ।" (ভাগবত ৯।১০।২১)

'স্বঃ স্যন্দনে স্বঃ স্বর্গস্য ইন্দ্রস্য রথে' (স্বামী)

স্বস্রবন্তি (স্ত্রী) স্বঃসরিৎ, গঙ্গা। (হেম)

স্বহিত (ত্রি) নিজের হিতযুক্ত।

স্বহোতৃ (পুং) স্বয়ং হোতা, নিজে হোমকারী।

স্বহ্ন (পুং) ১ সুদিন। ২ দক্ষিণার গর্ভজাত বিষ্ণুর পুত্র।

স্বাকার (পুং) স্বাভাবিক রূপ। স্বীয় আকার।

স্বাক্ত (ক্লী) সুন্দর অঞ্জন।

স্বাক্ষপাদ (পুং) অক্ষপাদঃ ন্যায়শাস্ত্র-প্রবর্ত্তয়িতা, তস্যেদমিত্যণ্

অক্ষপাদং ন্যায়শাস্ত্রং সুষ্ঠু অধীতে ইতি অণ্। নৈয়ায়িক, যাঁহারা অক্ষপাদ-প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

স্বাক্ষর (পুং) স্বস্য অক্ষরাণি যত্র। স্বীয়াক্ষর, চলিত সই, দস্তখত, যাহাতে নিজের অক্ষর আছে।

স্বাখ্যাত (ত্রি) সু অর্থাৎ উত্তমরূপে আখ্যাত, উত্তমরূপে কথিত।

স্বাগত (ক্লী) সুখেনাগতমিতি। ১ কুশলপ্রশ্ন, 'আপনাদের মঙ্গল ত' এইরূপ প্রশ্ন। অতিথি প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে বা বন্ধু-বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে স্বাগত প্রশ্ন করিবে।

দেবপূজায় যোড়শোপচারের দ্বিতীয় উপচার স্বাগত, পূজাকালে পুষ্প দ্বারা স্বাগত প্রশ্ন করিতে হয়।

"আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং" (আহ্নিকতত্ত্ব)

পুষ্প দ্বারা স্বাগত প্রশ্ন করিয়া সুস্বাগত এইরূপ প্রত্যুত্তর দিতে হয়। (ত্রি) সুখেনাগত বা আপনি নিজেই আগত। (ত্রি) ২ সুষ্ঠু আগত।

"শ্রদ্ধয়েষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্ধনৈঃ॥" (মনু ৪।২২৬)

(পুং) ৩ বুদ্ধ। (ললিতবি°)

স্বাগতা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১, ৩, ৭ ও ১০ অক্ষর গুরু, ইহা ভিন্ন অক্ষর সকল লঘু। লক্ষণ—

"স্বাগতা রনভগৈর্গুরুণা চ" উদাহরণ—

"যস্য চেতসি সদা সুরবৈরীবল্লরীজনবিলাসবিলোলঃ।
তস্য নূনমমরালয়ভাজঃ স্বাগতাদরকরঃ সুররাজঃ॥" (ছন্দোম°)

স্বাগতিক (ত্রি) স্বাগতমিত্যাহ (স্বাগতাদীনাঞ্চ। পা ৭।৩।৭) ইতি ঐজাগমশ্চ ন। স্বাগত জিজ্ঞাসাকারী, স্বাগত প্রশ্নকারী।

স্বাগম (পুং) সু সুখেন আগমঃ। ১ স্বাগত, সুখে আগমন। ২ ভালরূপে আগমবিশিষ্ট।

স্বাগ্রয়ণ (ত্রি) শ্রেষ্ঠ স্থানপ্রাপক যজ্ঞ। "আগ্রয়ণোঽসি স্বাগ্রয়ণ-পাহি যজ্ঞং" (শুক্লযজুঃ ৭।২০) 'স্বাগ্রয়ণঃ অগ্রস্য ভাবঃ আগ্রং সুষ্ঠু আগ্রং; স্বাগ্রং শ্রৈষ্ঠ্যং অয়তি প্রাপয়তীতি' (মহীধর)

স্বাঙ্কিক (পুং) মার্দ্দঙ্গিক। (শব্দরত্না°)

স্বাঙ্গ (ক্লী) স্বস্য অঙ্গং। নিজের অঙ্গ। স্বীয় অঙ্গ।

"আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ।
অকল্যঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে॥" (ভাগবত ৩।৩১।৮)

স্বাঙ্গি (পুং) স্বঙ্গ অপত্যার্থে ইঞ্। স্বঙ্গের গোত্রাপত্য।

স্বাচার (পুং) স্বস্য আচারঃ। ১ নিজের আচার। ২ স্বীয় আচার, স্ব স্ব আচার।

স্বাচ্ছন্দ্য (ক্লী) স্বচ্ছন্দস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। স্বচ্ছন্দতা।

"জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥" (মনু ৩।৩১)

স্বাজীব (ত্রি) সুষ্ঠু জীবিকাযুক্ত, যে স্থলে জীবিকা বিশেষ সুলভ, অনায়াসে যে স্থলে জীবিকানির্ব্বাহ করা যায়।

স্বাজীব্য (ত্রি) শোভন জীবিকাযুক্ত। সুলভ কৃষিবাণিজ্যাদি-যুক্ত স্থান। "জাঙ্গলং শস্যসম্পন্নমার্য্যপ্রায়মনাবিলং।
রম্যমানতসামন্তং স্বাজীব্যং দেশমাবসেৎ॥" (মনু ৭।৬৯)

স্বাঞ্জল্যক (ক্লী) উত্তম রূপে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া অবস্থান।

স্বাঢ্যঙ্করণ (ক্লী) অতিশয় সমৃদ্ধিসাধন, ঋদ্ধিসম্পাদন।

স্বাতত (ত্রি) সকল স্থলে বিস্তৃত। "স্কম্ভো বরুণঃ স্বাততঃ আপূর্ণঃ" (ঋক্ ৯।৭৪।২) 'স্বাততঃ সুষ্ঠু সর্ব্বত্র বিততঃ বিস্তৃতঃ' (সায়ণ)

স্বাতন্ত্র (ক্লী) স্বতন্ত্রস্য ভাবঃ অণ্। স্বাতন্ত্র্য, স্বতন্ত্রতা, স্বতন্ত্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্বাতন্ত্র্য (ক্লী) স্বতন্ত্রস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা। হিন্দুশাস্ত্রমতে, স্ত্রীদিগের কোন অবস্থাতেই স্বাতন্ত্র্য নাই।

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থবিরে রক্ষেৎ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

স্বাতি (স্ত্রী) সূর্য্যের এক পত্নী।

"সংজ্ঞা তু যমকালিন্দীরেবন্তমনুদপ্রসূঃ।
ত্রসরেণুর্মহাবীর্য্যা স্বাতিঃ সূর্য্যা সুবর্চ্চলা।
সরেণুর্দ্ব্যমগ্নী ত্বাষ্ট্রী প্রিয়ে চৈতে বিবস্বতঃ॥" (ত্রিকা°)

স্বাতি [তী] (স্ত্রী) স্বেনৈব অততীতি অত-ইন্ বা ঙীষ্। অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত পঞ্চদশ নক্ষত্র। এই নক্ষত্র শুভ, এই নক্ষত্র কুঙ্কুমসদৃশ অরুণতর এক তারকা-যুক্ত, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু।

"কুঙ্কুমারুণতরৈকতারকে বায়ুভে সুদতি মৌলিমাগতে।
শায়কাম্বরচরাচলাঃ কলাশ্চঞ্চলাক্ষি জগতুর্ম্মৃগোদয়াৎ॥"
(কালিদাসকৃত লগ্নসি°)

এই নক্ষত্র বিক্রম ও প্রবাল সদৃশ রক্তবর্ণ। এই নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতক কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্, রমণীদিগের অতিশয় প্রিয়, প্রসন্ন, ধীসম্পন্ন ও সুধী হইয়া থাকে।

"কন্দর্পরূপপ্রভয়া সমেতঃ কান্তাজনপ্রীতিরতিপ্রসন্নঃ।
স্বাতিঃ প্রসূতৌ যদি নিত্যং স্যাৎ মহামতিঃ প্রাপ্তবিভূতিযোগঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই নক্ষত্রে তুলারাশি, দেবগণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়া থাকে। নামকরণস্থলে এই নক্ষত্রের চারিপাদে চারিটী অক্ষর হইবে। [শতপদচক্র দেখ।] অষ্টোত্তরীমতে স্বাতি নক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশা হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রের দশাভোগকাল চারি বৎসর তিনমাস। [দশাশব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ।]

স্বাত্মতা (স্ত্রী) স্বাত্মনো ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বাত্মার ভাব বা ধর্ম্ম, এই আত্মা এই প্রকার বুদ্ধি।

"বৈবর্ত্রমাল্যাভরণানুলেপনৈঃ
স্বভোজনং স্বাত্মতয়োপলালিতং।" (ভাগবত ৩।১৪।২৮)
'স্বাত্মতয়া অয়মেবাত্মা ইতি বুদ্ধ্যা' (স্বামী)

স্বাত্মন্ (পুং) স্বস্য আত্মা। আপনার আত্মা। ক্ষেত্রজ্ঞান্তর্যামিতা।

"ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।" (ভাগ° ২।২।৩৪)
'স্বাত্মনা ক্ষেত্রজ্ঞান্তর্যামিতয়া' (স্বামী)

স্বাত্মবধ (পুং) আত্মহত্যা।

স্বাত্মারাম (ত্রি) স্বামিন্ আত্মনি আরামো যস্য। যিনি আপন আত্মায় আরাম করেন, আত্মারাম, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হেতু আপনাতেই পরমানন্দলাভকারী, যিনি আত্মাতেই পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। [আত্মারাম দেখ।]

স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র, একজন বিখ্যাত হঠযোগী। ইনি হঠপ্রদীপিকা ও বর্ণদীপিকাতন্ত্র রচনা করেন। ইনি গোরক্ষনাথের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

স্বাদ, ১ প্রীতিকরণ। ২ রসোপাদন, রসগ্রহণ। ভ্বাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ স্বাদতে। লোট্ স্বাদতাং। লিট্ সস্বাদে। লুঙ্ অস্বাদিষ্ট।

"স্বর্দ্দতে বিবিধাস্বাদং স্বাদতে চ রসায়নং।" (হলায়ুধ)

স্বাদ (পুং) স্বাদ্ ঘঞ্। ১ রসগ্রহণ। মধুর, তিক্ত কষায়াদি সকল প্রকার রসগ্রহণের নাম স্বাদ। জিহ্বা স্বাদগ্রহণ করিয়া থাকে। জিহ্বা বিকৃত হইলে স্বাদগ্রহণ-ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ঔষধাদি দ্বারা ঐ দোষ বিনষ্ট হইলে পুনরায় স্বাদগ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে। ২ প্রীতিকরণ। ৩ রসানুভব, লেহন। রসাস্বাদ।

স্বাদন (স্ত্রী) স্বাদ-ল্যুট্। ১ প্রীতিকরণ। ২ রসগ্রহণ।

স্বাদনীয় (ত্রি) স্বাদ-অনীয়র্। ১ স্বাদনার্হ, আস্বাদের উপযুক্ত। ২ প্রীতিকরণের উপযুক্ত।

স্বাদর (ত্রি) সুষ্ঠু আদরো যস্য। ১ অতিশয় আদরযুক্ত, যাহাকে অত্যন্ত আদর করা হয়। (পুং) ২ উত্তমরূপ আদর। স্বীয় আত্মবিষয়ে আদর, আত্মগৌরব।

স্বাদিত (ত্রি) স্বাদ-ক্ত। ১ আস্বাদিত। ২ প্রীত।

স্বাদিত্ব (স্ত্রী) স্বাদস্য ভাবঃ ত্ব। স্বাদের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বাদু।

স্বাদিমন্ (পুং) স্বাদস্য ভাবঃ স্বাদ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা ৫।১।১২২) ইতি ইমনিচ্। স্বাদের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বাদু বস্তু।

স্বাদু (পুং) স্বদ আস্বাদনে (কৃবাপাজীতি। উণ্ ১।১) ইতি উণ্। ১ মধুর রস, যাহা উত্তম আস্বাদযুক্ত, তাহাই স্বাদু, মধুর রসবিশিষ্ট বস্তুই স্বাদু। মধুর রস, মিষ্টরস।

'মধুরস্তু রসজ্যেষ্ঠো গুল্যঃ স্বাদুর্মধূলকঃ।' (হেম)

২ গুড়। (ত্রিকা°) ৩ জীবকোষধি। জীবক, সুগন্ধি দ্রব্যভেদ, পর্য্যায়—অগুরুসার, সুধূম্য, গন্ধধূমজ। গুণ—কটু, কষায়, উষ্ণ, সুগন্ধযুক্ত এবং বাতনাশক। (রাজনি°) ৪ মধুকবৃক্ষ। (হেম) ৫ পিয়ালবৃক্ষ। ৬ দাড়িম্ববৃক্ষ। ৭ মাতুলুঙ্গভেদ, চলিত কমলালেবু। ৮ কাশতৃণ। ৯ বদর। (স্ত্রী) ১০ দুগ্ধ। ১১ সৈন্ধব লবণ। (বৈদ্যকনি°) (স্ত্রী) ১২ দ্রাক্ষা। (ভরত) (ত্রি) ১৩ মধুর, মিষ্ট। (অমর)

"স্বাদন্নং সমুতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরং।" (উদ্ভট)

স্বাদুকণ্টক (পুং) স্বাদুনি কণ্টকানি যস্য। ১ বিকঙ্কতবৃক্ষ, চলিত বঁইচগাছ। ২ গোক্ষুরক, স্বল্প গোক্ষুর, চলিত ছোট গোখ্রী। (ভাবপ্র°)

স্বাদুকন্দ (পুং) স্বাদুঃ কন্দো যস্য। ১ ভূমিকুষ্মাণ্ড। ২ খেতপিণ্ডালু। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুকন্দক (পুং) কেমুকবৃক্ষ, চলিত কেউগাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুকন্দা (স্ত্রী) স্বাদুঃ কন্দো যস্যা। বিদারী।

"বিদারী স্বাদুকন্দা চ সা তু ক্রোষ্ট্রী সিতা স্মৃতা।
ইক্ষুগন্ধা ক্ষীরবল্লী ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী॥" (ভাবপ্রকাশ)

স্বাদুকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট, স্বাদুনঃ করঃ। স্বাদুকারক, যাহা দ্বারা স্বাদু হয়।

স্বাদুকা (স্ত্রী) স্বাদুনা রসেন কায়তীতি কৈ-ক। নাগদন্তী। চলিত হাতীশুঁড়ে। (রাজনি°)

স্বাদুকাম (ত্রি) স্বাদুঃ কামো যস্য। মধুর রসকামী, যিনি স্বাদুবস্তু কামনা করেন।

স্বাদুকোষাতকী (স্ত্রী) মধুর কোষাতকী, চলিত ঝিঙ্গা।

স্বাদুখণ্ড (পুং) স্বাদুঃ খণ্ডো যস্য। ১ গুড়। ২ মধুর ভাগ।

স্বাদুগন্ধচ্ছদা (স্ত্রী) কৃষ্ণতুলসী, (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুগন্ধা (স্ত্রী) স্বাদুঃ গন্ধো যস্যাঃ। ১ ভূমিকুষ্মাণ্ড। ২ জটাধর। ৩ রক্তশোভাঞ্জন, লাল সজিনা। (রত্নমালা°)

স্বাদুগন্ধি (পুং) রক্ত শিগ্রু, লাল সজিনা। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুতা (স্ত্রী) স্বাদুনো ভাবঃ তল-টাপ্। স্বাদুর ভাব বা ধর্ম্ম।

স্বাদুতিক্ত (স্ত্রী) পীলু ফল, চলিত আখ্রোট। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুতিক্তফল (পুং) ঐরাবতী বৃক্ষ, চলিত লেবুগাছ।

স্বাদুধন্বন্ (পুং) স্বাদু ধনুর্যস্য, ধনুর্ধন্বনর্বাচনাম্নি, ইতি ধনুষো ধন্বনাদেশঃ। কামদেব।

স্বাদুপটোলিকা (স্ত্রী) মধুর পটোললতা, মিঠা পল্তা।

স্বাদুপত্র (পুং) স্বাদুপটোলিকা। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুপর্ণী (স্ত্রী) স্বাদূনি পর্ণানি যস্যাঃ ঙীষ্। দুগ্ধিকা, চলিত থিরুই।

"দুগ্ধিকা স্বাদুপর্ণী স্যাৎ ক্ষীরা বিক্ষীরিণী তথা।" (ভাবপ্রকাশ)

স্বাদুপাক (ত্রি) স্বাদুপাকবিশিষ্ট।

স্বাদুপাকফলা (স্ত্রী) কাকমাচিকা। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুপাকা (স্ত্রী) স্বাদুঃ পাকো যস্যাঃ। কাকমাচী, চলিত কেউয়া ঠুটী, গুড় কাউলী। (রাজনি°)

স্বাদুপাকিন্ (ত্রি) স্বাদুপাকশব্দার্থ। (সুশ্রুত)

স্বাদুপিণ্ডা (স্ত্রী) স্বাদুঃ পিণ্ডো যস্যাঃ। পিণ্ডখর্জ্জূরী, পিণ্ডী-খেজুর। (রাজনি°)

স্বাদুপুষ্প (পুং) স্বাদূনি পুষ্পানি যস্য। কটভী, কৃষ্ণ কটভী।

"কটভী স্বাদুপুষ্পশ্চ মধুরেণুঃ কটম্ভরঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

স্বাদুপুষ্পিকা (স্ত্রী) দুগ্ধিকা, চলিত থিরুই। (মেদিনী) ইহার পাঠান্তর স্বাদুপুষ্পিকা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুপুষ্পী (স্ত্রী) কটভীবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্বাদুফল (ক্লী) স্বাদূনি ফলানি যস্য। বদরীফল। (শব্দরত্না°) (পুং) ধন্ববৃক্ষ, চলিত ধামনাগাছ। (রাজনি°)

স্বাদুফলা (স্ত্রী) স্বাদু ফলং যস্যাঃ টাপ্। ১ কোলিবৃক্ষ, চলিত কুলগাছ। ২ খর্জ্জূরীবৃক্ষ। ৩ কদলী। ৪ কপিলদ্রাক্ষা।

'দ্রাক্ষা স্বাদুফলা প্রোক্তা তথা মধুরসাপি চ।' (ভাবপ্র°)

স্বাদুবীজ (পুং) অশ্বত্থবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুমজ্জন্ (পুং) স্বাদু মজ্জ যস্য। পর্ব্বতপীলু, চলিত আখ্‌রোট্।

স্বাদুমস্তকা (স্ত্রী) স্বাদুফলং মস্তকে যস্যাঃ। খর্জ্জূরীবৃক্ষ, ক্ষুদ্র খেজুর গাছ। (ভাবপ্র°)

স্বাদুমাংসী (স্ত্রী) স্বাদু মাংসং অন্তরশস্যং যস্যাঃ ঙীপ্। কাকোলী। (রাজনি°)

স্বাদুমাষা (স্ত্রী) মাষপর্ণী, চলিত মাষাণী। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুমূল (ক্লী) স্বাদু মূলং যস্য। গর্জ্জরমূল, চলিত গাজারমূল।

স্বাদুরসা (স্ত্রী) স্বাদু রসো যস্যাঃ। ১ কাকোলী। (শব্দরত্না°) ২ মদিরা। ৩ আম্রাতকফল, আমড়া। ৪ শতাবরী। ৫ দ্রাক্ষা। ৬ মূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৭ স্বাদুরসবিশিষ্ট।

স্বাদুল (পুং) ক্ষীরমূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুলতা (স্ত্রী) স্বাদু লতা। বিদারী, চলিত ভূঁই কুমড়া।

স্বাদুলুঙ্গি (স্ত্রী) ১ মধুকর্কটিকা, চলিত শরবতী লেবু, শাস্তারা লেবু। ২ স্বাদুমাতুলুঙ্গ। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুবারি (পুং) স্বাদু জলবিশিষ্ট সমুদ্র। (হেম)

স্বাদুশুণ্ঠী (স্ত্রী) শ্বেতকিণিহী। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদুশুদ্ধ (ক্লী) স্বাদু শুদ্ধঞ্চেতি। সৈন্ধবলবণ, সামুদ্র লবণ।

স্বাদুষংসদ্ (ত্রি) শত্রুদিগের স্বাদু অন্নে অবস্থানকারী বা শত্রুদিগের অন্ন অবসাদনকারী। "স্বাদুষংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ" (ঋক্ ৬।৭৫।৯) 'স্বাদুষংসদঃ শত্রূণাং স্বাদুনি অন্নে সংসীদন্তঃ শত্রূণামন্নমবসাদয়ন্তো বা' (সায়ণ)

স্বাদুসিঞ্চিতিকাফল (ক্লী) কাবেলদেশীয় ফল, চলিত সেব-ফল। (বৈদ্যকনি°)

স্বাদূদক (ত্রি) স্বাদূনি উদকানি যত্র। স্বাদু উদকযুক্ত সমুদ্র।

স্বাদ্মন্ (পুং) স্বাদয়িতা, ভক্ষয়িতা।

"প্র স্বাদ্মানো রসানাং তুবিগ্রীবা" (ঋক্ ১।১৮৭।৫)

'স্বাদ্মানঃ স্বাদয়িতারঃ ভক্ষয়িতারঃ' স্বাদ আস্বাদনে অন্ত-র্ভাবিতণ্যর্থাদস্মেভ্যোঽপি দৃশ্যতে ইতি মনিন্' (সায়ণ)

স্বাদ্বগুরু (পুং) মধুর রস, অগুরুবৃক্ষবিশেষ। গুণ—উষ্ণ, আম-বাতহর ও তুবর। (রাজনি°)

স্বাদ্বন্ন (ক্লী) স্বাদু অন্নং। স্বাদুরসযুক্ত অন্ন। গুণ—এই অন্ন ভোজনে সৌমনস্য, বল, পুষ্টি, উৎসাহ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

স্বাদ্বম্ল (পুং) স্বাদুরম্লরসো যত্র। ১ দাড়িমবৃক্ষ। (ত্রিকা°) ২ নাগরঙ্গবৃক্ষ, চলিত নারাঙ্গা লেবু। ৩ কদম্ববৃক্ষ।

স্বাদ্বী (স্ত্রী) স্বাদু (বোতোগুণবচনাৎ। পা ৪।১।৪৪) ইতি ঙীষ্। ১ দ্রাক্ষা। কপিলদ্রাক্ষা। ২ চির্ভটিকা, চলিত ফুটী। (বৈদ্যকনি°) ৩ ক্ষুদ্র খর্জ্জূরীবৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

স্বাধিষ্ঠান (ক্লী) স্বং লিঙ্গং তত্র অধিষ্ঠানং যস্য, স্বস্য লিঙ্গস্য অধিষ্ঠানং যস্মাৎ ইতি বা। ষট্‌চক্রের অন্তর্গত দ্বিতীয় চক্র। এই চক্র লিঙ্গমূলে অবস্থিত। এই চক্রে ব, ভ, ম, য, র ও ল এই ৬টি বর্ণ আছে। এই চক্র ষড়্‌দল ও বৈদ্যুত সদৃশ। [ষট্‌চক্র দেখ।]

"ষড়্‌দলে বৈদ্যুতনিভে স্বাধিষ্ঠানেঽনলত্বিষি।
বভমৈর্যরলৈর্যুক্তে বর্ণৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ সুব্রত॥
স্বাধিষ্ঠানাখ্যচক্রে তু সবিন্দুং রাকিণীস্তথা।
বাদিলান্তং প্রবিন্যস্য নাভৌ তু মণিপূরকে॥" (তন্ত্রসার)

স্বাধী (ত্রি) সর্ব্বতো ধ্যানযুক্ত, সকল সময় ধ্যানবিশিষ্ট। "শতক্রতো স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ" (ঋক্ ১।১৭।৯) 'স্বাধ্যঃ সুষ্ঠু সর্ব্বতো ধ্যানযুক্তাঃ, ধ্যৈ চিন্তায়াং স্বাঙোরুপসর্গয়োঃ প্রাক্ প্রয়োগঃ, অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে ইতি ক্বিপ্' (সায়ণ)

স্বাধীন (ত্রি) স্বস্য অধীনঃ। স্বতন্ত্র, অপরাধীন, যিনি ইচ্ছানুসারে সকল কর্ম্ম করিতে পারেন, যাহার কার্য্যে কেহ কোন বাধা দেয় না। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যাহার বৃত্তি স্বাধীন, তাহার জীবন সফল এবং যিনি পরাধীন তিনি জীবিত থাকিয়াও মৃত।

"স্বাধীনবৃত্তেঃ সাফল্যং ন পরাধীনবৃত্তিতা।
যে পরাধীনকর্ম্মাণো জীবন্তোঽপি চ তে মৃতাঃ॥"
(গরুড়পু° ১১৫।৩৭)

স্বাধীনতা (স্ত্রী) স্বাধীনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বাধীনের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বতন্ত্রতা।

স্বাধীনপতিকা (স্ত্রী) স্বাধীনঃ পতির্যস্যাঃ কপ্, টাপ্। নায়িকাবিশেষ। যাহার প্রিয়তম সদা আজ্ঞাবশবর্ত্তী। স্বেচ্ছায় যাহার বনবিহারাদি মদনোৎসবদর্শন, মদাহঙ্কার ও মনোরথাবাপ্তি প্রভৃতি ঘটে, তাহাকে স্বাধীনপতিকা বলে। এই নায়িকা পাঁচ প্রকার, যথা মুগ্ধা, মধ্যা, প্রৌঢ়া, পরকীয়া ও সামান্যামুগ্ধা।

মুগ্ধা স্বাধীনপতিকালক্ষণ—

"মধ্যে নো কৃশিমা স্তনে ন গরিমা দেহে ন বা কান্তিমা
শ্রোণৌ ন প্রথিমা গতৌ ন জড়িমা নেত্রে ন বা বক্রিমা।
লাস্যে ন দ্রঢ়িমা ন চাপি পটিমা হাস্যে ন বা স্ফীতিমা
প্রাণেশস্তু তথাপি মজ্জতি মনো ময্যেব কিং কারণং॥"(রসমঞ্জরী)

কোন নায়িকা বলিতেছে যে, আমার মধ্যদেশ কৃশ নহে, পয়োধর পীন নহে, দেহে কান্তি নাই, নিতম্বদেশ পৃথুল নহে, গতিতে জড়তা, কুটিল কটাক্ষবিক্ষেপ, রতিক্রিয়ায় দৃঢ়তা ও পটুতা, হাস্যে স্ফীততা প্রভৃতি কিছুই নাই, তথাপি আমার প্রাণেশের মন সর্ব্বদাই আমাতে নিমজ্জিত আছে, ইহার কারণ কি জানি না। এই স্থলে স্বাধীনপতিকা নায়িকা হইয়াছে অর্থাৎ যে স্থলে নায়িকা রূপ ও হাবভাবাদি শূন্য হইলেও নায়ক সর্ব্বদা তাহাতে অনুরক্ত থাকে, তাহাকেই স্বাধীন-পতিকা কহে।

মধ্যা স্বাধীনপতিকা—

"যদপি রতিমহোৎসবে নকারো
যদপি করেণ চ নীবিধারণানি।
প্রিয়সখি পতিরেষ পার্শ্বদেশং
তদপি ন মুঞ্চতি চেৎ কিমচারি॥" (রসম°)

হে প্রিয়সখি! রতিমহোৎসবে নকার অর্থাৎ না বলিলেও প্রিয়তম কর দ্বারা নীবিধারণ এবং পার্শ্বদেশ পরিত্যাগ করেন না, আমি কি করিব। এই স্থলে মধ্যা স্বাধীনপতিকা নায়িকা হইবে।

প্রৌঢ়া, পরকীয়া ও সামান্যাদির লক্ষণ তত্তদ্ লক্ষণানুসারে জানিতে হইবে। রসমঞ্জরীতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

স্বাধীনভর্ত্তৃকা (স্ত্রী) স্বস্যা নিজায়াঃ অধীনো ভর্ত্তা যস্য, কপ্ টাপ্। স্বাধীনপতিকা নায়িকা। লক্ষণ—

"কান্তো রতিগুণাকৃষ্টো ন জহাতি যদন্তিকং।
বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥" (সাহিত্যদ° ৩।১১৩)

কান্ত রতিগুণে আকৃষ্ট হইয়া যাহার সামীপ্য পরিত্যাগ করে না এবং যে বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা, তাহাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা কহে।

স্বাধ্যায় (পুং) সুষ্ঠু আবৃত্যা অধ্যায়ঃ বেদাধ্যয়নমিতি। আবৃত্তি-পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, পর্য্যায়—জপ, জাপ।

'স্বাধ্যায়ো জপ ইত্যুক্তো বেদাধ্যয়নকর্ম্মণি।' (শব্দরত্না°)

সুকৃতি অর্থাৎ শুভাদৃষ্টের জন্য আবৃত্তিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন স্বাধ্যায় নামে অভিহিত। ইহার পর্য্যায় জপ ও জাপ। বেদাধ্যয়নই স্বাধ্যায়পদবাচ্য, 'স্বাধ্যায়ো অধ্যেতব্যঃ' স্বাধ্যায় অভ্যাস করিবে, ইহার তাৎপর্য্য বেদাধ্যয়ন করিবে। কোন কোন মতে শাস্ত্রমাত্রেরই সুন্দর ও বিশিষ্ট রূপে অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় কহে। সু শব্দে সুন্দর, আ শব্দের অর্থ বিশিষ্ট রূপ এবং অধ্যায় শব্দে অধ্যয়ন বুঝায়। সুতরাং ভালরূপে শাস্ত্র মাত্র অধ্যয়ন করাকেই স্বাধ্যায় কহে।

"ধর্ম্মঃ স্যাৎ পরমার্থায় সত্যং স্যাদাত্মশুদ্ধয়ে।
ক্ষমা স্যাল্লোকলাভায় স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মহেতবে॥" (যোগশাস্ত্র)

ধর্ম্ম দ্বারা পরমার্থ লাভ, সত্য দ্বারা আত্মশুদ্ধি, ক্ষমা দ্বারা লোকজয় এবং স্বাধ্যায় দ্বারা ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় স্বাধ্যায়। কোন কোন তন্ত্রে লিখিত আছে যে, সু শব্দে ঈশ্বর, আ শব্দে প্রকৃতি এবং অধ্যায় শব্দে আলোচনা, বেদে এই প্রকৃতিপুরুষ সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকারের আলোচনা আছে, এই জন্য বেদপাঠ স্বাধ্যায় নামে কথিত হয়। অথবা স্বশব্দে আত্মা ও অধ্যায় শব্দে সবিশেষ বিচারপূর্ব্বক অধ্যয়ন, অতএব আত্মতত্ত্বের বিচারপূর্ব্বক অধ্যয়নই স্বাধ্যায় পদবাচ্য।

কোন কোন তন্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ব শব্দে স্বাধিষ্ঠান-চক্র এবং অধ্যায় শব্দে কুলকুণ্ডলিনীর সাক্ষাৎ দর্শন, নিজ দেহের ষট্-চক্রের মধ্যে স্বাধিষ্ঠান চক্রে কুলকুণ্ডলিনীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারিলে তবে তাহা স্বাধ্যায় হইবে।

মন্বাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে, দ্বিজাতির বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের প্রতিদিন স্বাধ্যায় কর্ত্তব্য।

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥" (মনু ২।২৮)

স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদত্রয়ের অধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত প্রভৃতিই মানবদেহকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত করে, ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে প্রথমেই স্বাধ্যায় আবশ্যক। সমগ্র বেদপাঠ করিতে অসমর্থ হইলে সাবিত্রী জপ করিবে, উক্ত সাবিত্রীজপও স্বাধ্যায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই সাবিত্রীজপ রূপ স্বাধ্যায়ের বিষয় লিখিত আছে যে, প্রাতঃকালে সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া এবং সায়ংকালে নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত আসনে সমাসীন হইয়া সাবিত্রীজপ রূপ স্বাধ্যায় অভ্যাস করিবে। প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ জপ করিলে নিশাসঞ্চিত পাপ সমুদয়, এবং সায়ংকালে সমাসীন হইয়া ইহার অনুষ্ঠানে দিবাকৃত সমুদয় পাপমল ধৌত হইয়া যায়। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃ ও সায়ং-কালে উক্ত রূপ অনুষ্ঠান না করেন, তিনি শূদ্রের ন্যায় সমুদয় দ্বিজকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হন।

বহু বেদপাঠে অসমর্থ হইলে গ্রামের বহির্দ্দেশে নির্জ্জন কোন স্থানে গমন করিয়া তথায় জল সমীপে যত্ন সহকারে স্বাধ্যায় অধ্যয়ন বিধির নিত্যত্বে আস্থাবান্ হইয়া অনন্যমনে স্বাধ্যায় রূপ সাবিত্রী জপ করিবে। শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, স্বাধ্যায়, এবং সকল বেদ পাঠ, তিথি ও স্থানবিশেষে নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু যে নিত্যানুষ্ঠেয় স্বাধ্যায়, প্রতিদিন যে স্বাধ্যায়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়, যাহা না করিলে প্রত্যবায় হইয়া থাকে, তাদৃশ স্বাধ্যায়ে অনধ্যায় দিনেও অধ্যয়নের বাধা নাই। যে ব্যক্তি শুদ্ধ ভাবে নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া এক বৎসর কাল ব্যাপিয়া এই জপযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই স্বাধ্যায় রূপ জপযজ্ঞ তাহার সম্বন্ধে নিত্যই ক্ষীর, দধি, ঘৃত ও মধু ক্ষরণ করে এবং দেব ও পিতৃগণ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাহার প্রীতিসাধন করেন।

"বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা।
বেদমেব সদাভ্যস্যেত্তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ॥
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে।
আ হৈব স নখাগ্রেভ্যঃ পরমং তপ্যতে তপঃ॥
যঃ স্রগ্ব্যাপি দ্বিজোঽধীতে স্বাধ্যায়ং শক্তিতোঽন্বহং॥
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" (মনু ২।১৬৫—৮)

উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদাধ্যয়ন করা দ্বিজাতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দ্বিজ তপস্যা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যাবজ্জীবন বেদাভ্যাস করিবেন। ইহ লোকে স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাভ্যাসই বিপ্রের পরম তপস্যা। বিপ্র ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী মাল্যাদি পরিয়াও যদি প্রতিদিন স্বাধ্যায় করেন, তাহা হইলেও তাহার তেজ শরীরের আনখাগ্র ব্যাপিয়া থাকে। যে দ্বিজ স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাদি লাভে যত্নশীল হন, তিনি জীবিতাবস্থায়ই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তীও চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন, বেদহীন ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। ইহারা তিন জনে কেবল নামমাত্র ধারণ করে, স্বাধ্যায়হীন ব্রাহ্মণ, কেবল নামে ব্রাহ্মণ, কোন কর্ম্মের নহে।

"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানঃ ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥" (মনু ২।১৫৭)

বিপ্র উপনীত হইয়া গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া তৎপরে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতিদিন স্বাধ্যায় করিবেন। একমাত্র স্বাধ্যায় দ্বারাই তাহার সকল শ্রেয়োলাভ হইবে। বিপ্রের অন্য তপস্যাদি কিছুই করিতে হইবে না। স্বাধ্যায় রূপ তপস্যাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ তপস্যা। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায় এই স্বাধ্যায়ের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। ব্রাহ্মণের পক্ষে একমাত্র স্বাধ্যায়ই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ ইহার ফলে ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। পাতঞ্জলদর্শনে স্বাধ্যায়, তপস্যা ও ঈশ্বর-প্রণিধান ক্রিয়াযোগমধ্যে পরিগণিত।

স্বাধ্যায়ন (পুং) ১ প্রবরভেদ। ২ (ক্লী) বেদাধ্যয়ন।

স্বাধ্যায়বৎ (ত্রি) স্বাধ্যায়ো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। স্বাধ্যায়-বিশিষ্ট, বেদপাঠক, যিনি স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ করেন।

স্বাধ্যায়িন্ (পুং) স্বাধ্যায়োঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ পত্তনবণিক্। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ বেদপাঠক, যে দ্বিজ স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ-পাঠ করেন।

স্বাধ্বরিক (ত্রি) সুযাজ্ঞিক।

স্বান (পুং) স্বননমিতি স্বন শব্দে (স্বনহসোর্বা। পা ৩।৩।৬২) ইতি ঘঞ্। শব্দ। (অমর)

স্বানিন্ (ত্রি) শব্দবিশিষ্ট, শব্দযুক্ত। "তে স্বানিনো রুদ্রিয়া বর্ষনির্ণজঃ" (ঋক্ ৩।২৬।৫) 'স্বানিনঃ শব্দবন্তঃ স্বানো ঘঞন্ত, তদ্বন্তঃ অত ইনিঠনাবিতীনিঃ' (সায়ণ)

স্বানুভব (পুং) স্বস্য অনুভবঃ। আত্মানুভব, আপনার অনুভব।

স্বানুরূপ (ত্রি) স্বস্য অনুরূপঃ। আপনার অনুরূপ, নিজের তুল্য, নিজের সদৃশ।

স্বান্ত (ক্লী) স্বনতে স্মেতি স্বন-ক্ত (ক্ষুব্ধস্বান্তধ্বান্তেতি। পা ৭।২।১৮) ইতি অনিট্কত্বং নিপাতিতঞ্চ। ১ মনঃ।

"তস্যালিপত শোকাগ্নিঃ স্বান্তং কাষ্ঠমিব জ্বলন্।
অলিপ্তে বানিলঃ শীতো বনে তং ন ত্বজিহ্লদৎ॥" (ভট্টি ৬।২২)

২ গহ্বর। (মেদিনী) (পুং ক্লী) ৩ আপনার অন্ত।

স্বান্তজ (পুং) স্বান্তে মনসি জায়তে জন-ড। ১ মনোজ। (গীতগো° ৫।১৮) ২ গহ্বরজাত।

স্বান্তবৎ (ত্রি) স্বান্ত-মতুপ্ মস্য বঃ। স্বান্তবিশিষ্ট, মনোযুক্ত।

স্বান্তস্থ (ত্রি) স্বান্ত-স্থা-ক। মনঃস্থিত বা আপনার অন্তরস্থিত।

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥" (ভাগ° ১।১৩।১০)

'স্বান্তং মনঃ তত্রস্থেন স্বস্য অন্তঃস্থিতেন বা' (স্বামী)

স্বাপ (পুং) স্বপ-ঘঞ্। ১ নিদ্রা। (অমর) ২ শয়ন। ৩ স্পর্শাজ্ঞতা। ৪ অজ্ঞান। (মেদিনী)

স্বাপতেয় (ক্লী) স্বপতৌ ধনস্বামিনি সাধুঃ স্বপতি (পথ্যাতিথি-বসতিস্বপতের্ঢঞ্। পা ৪।৪।১০৪) ইতি ঢঞ্ স্বাগতাদিত্বান্নৈজা-গমশ্চ। ধন। (অমর)

"স্বাপতেয়মধিগম্য ধর্ম্মতঃ পর্য্যপায়মবীবৃধক্ষ যৎ।" (মাঘ ১৪।৯)

স্বাপদ (পুং) শ্বাপদ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শ্বাপদ। (হলায়ুধ)

স্বাপন (ত্রি) বিষ্ণু। (ভারত বিষ্ণুসহস্র°)

স্বাপি (পুং) শোভনপ্রাপক।

"আপয়ে স্বাহা স্বাপয়ে স্বাহা" (শুক্লযজুঃ ৯।২০)

'স্বাপয়ে শোভনমাপ্নোতীতি স্বাপিঃ তস্মৈ' (মহীধর)

স্বাপিক (ক্লী) উৎসবভেদ।

স্বাপিশি (পুং) স্বপিশ্ অপত্যার্থে ইঞ্। স্বপিশের গোত্রাপত্য।

স্বাপ্ত (ত্রি) সু-আপ-ক্ত। উত্তম রূপে প্রাপ্ত।

স্বাপ্ন (ত্রি) স্বপ্ন-অণ্। স্বপ্নসম্বন্ধীয়, স্বপ্নকল্পিত।

"তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ।"
(ভাগবত ৩।২৮।৩৮)

'স্বাপ্নং স্বাপ্নদেহাদিতুল্যং' (স্বামী)

স্বাপ্যয় (পুং) স্বপ্ন, সুষুপ্তি।

স্বাভাব (পুং) নিজের অভাব।

স্বাভাবিক (ত্রি) স্বভাবে ভবঃ স্বভাব-ঠক্। স্বভাবসিদ্ধ, স্বভাবতঃ উৎপন্ন, যাহা আপনা আপনি হয়।

"শৈত্যাং নামগুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্তাঃ পরে।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং ত্বং জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥"
(বল্লালসেন প্রতি লক্ষণসেনপ্রেরিত শ্লোক)

২ ব্যাধিপ্রকারভেদ। বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রোগ চারি প্রকার, স্বাভাবিক, আগন্তুক, মানসিক ও কায়িক। তন্মধ্যে যাহা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্বাভাবিক রোগ কহে, যথা ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, জরা ও মৃত্যু এই সকল আপনা আপনিই হয়, কোন কারণে এই সকল উৎপন্ন হয় না, এই জন্য ইহাদিগকে স্বাভাবিক কহে। যাহাতে ক্লেশ হয়, তাহাই রোগ-পদবাচ্য। ক্ষুধাদি হইলে শরীর ক্লিষ্ট হয়, এই জন্য ইহাকে স্বাভাবিক রোগ কহে। ভোজনে এই রোগ নিবৃত্তি হয়।

জন্মকাল হইতে যে সকল রোগ হয়, তাহাকেই স্বাভাবিক বা সহজ রোগ কহে, যথা জন্মান্ধতা প্রভৃতি। এই রূপ স্বাভাবিক রোগ অসাধ্য। চিকিৎসাদি দ্বারা এই রোগের কোন প্রতিকার হয় না।

"স্বাভাবিকাঃ শরীরস্বভাবাদেব জাতাঃ ক্ষুৎপিপাসা-সুষুপ্‌সাজরামৃত্যুপ্রভৃতয়ঃ। অথবা স্ব স্ব ভাবাদ্বৃৎপত্তের্জাতাঃ স্বাভাবিকাঃ সহজা ইতি, তে চ জন্মান্ধজাদয়ঃ।" (ভাবপ্র° ১ভাগ)

স্বাভাব্য (ত্রি) ১ স্বভাবসম্বন্ধি। (ক্লী) ২ স্বাভাবিক কার্য্য, স্বভাবের ভাব।

স্বাভীষ্ট (ত্রি) স্বস্য অভীষ্টঃ অভি-ইষ্-ক্ত। নিজের অভীষ্ট, আপনার অভিলষিত।

স্বাভূ (ত্রি) শোভন ভবন। "অস্মে ইন্দ্রা স্বাভুবং" (ঋক্ ১।১২।৯)
'স্বাভুবং শোভনভবনং' (সায়ণ)

স্বামিজজ্জিন্ (পুং) পরশুরাম। (শব্দমালা)

স্বামিকার্ত্তিক, রাগমালা নামে সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রণেতা।

স্বামিকার্য্য (ক্লী) প্রভু বা রাজার কার্য্য।

স্বামিকুমার, দীর্ঘজীবন্তী নামে বৈদ্যকগ্রন্থকার।

স্বামিগিরি, স্বামিমলয় নামে খ্যাত। [স্বামিমলয় দেখ।]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে স্বামিগিরিমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

স্বামিতা (স্ত্রী) স্বামিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বামিত্ব, স্বামীর ভাব বা ধর্ম্ম, প্রভুত্ব, সম্পূর্ণ রূপ ক্ষমতা।

স্বামিদত্ত, সুভাষিতাবলীধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

স্বামিন্ (ত্রি) স্বমস্যাস্তীতি স্ব (স্বামিন্নৈশ্বর্য্যে। পা ৫।২।১২৬) ইতি আমিন্প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ১ অধিপতি। পর্য্যায়—ঈশ্বর, পতি, ঈশিতা, অধিভূ, নায়ক, নেতা, প্রভু, পরিবৃঢ়, অধিপ, অবমতি, ঈশ, আর্য্য, পালক। (শব্দরত্না°) যাহার প্রতি আপনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, তাহাকেই স্বামী কহে, স্বামী নিগ্রহ বা অনুগ্রহ যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন। স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, এই জন্য তিনি তাহার স্বামী।

প্রভু। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, নিজ প্রভুর জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিলে তাহার স্বর্গ এবং নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

"শৃঙ্গিভির্দংষ্ট্রিভির্বাপি তথা ম্লেচ্ছৈশ্চ তস্করৈঃ।
স্বাম্যর্থে যে হতা রাজন্ তেষাং স্বর্গো ন সংশয়ঃ।
হতে গোস্বামিবিপ্রার্থে নরমেধফলং লভেৎ॥" (অগ্নিপু°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে স্বামিপ্রশংসা এইরূপ লিখিত আছে যে, স্বামীর সমৃদ্ধি হেতু স্ত্রী জাতির গর্ব্ব প্রতিদিন বর্দ্ধিত হয়, সাধ্বী স্ত্রীগণ বিভবের মূল স্বরূপ স্বামীরই সর্ব্বদা সেবা করে। কুলকামিনীগণের স্বামীই পরম বন্ধু এবং দেবতা স্বরূপ। অধিক কি, তাহাদের স্বামী ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই নাই। ধর্ম্ম, সুখ, প্রীতি, শান্তি, সম্মান এবং মানদাতা স্বামীই রমণীগণের মান্য ও প্রণয়কোপের শান্তিকারক। এই স্বামী কামিনীগণের ভরণ হেতু ভর্ত্তা, পালন হেতু পাতা বা পতি, শরীরের ঈশ্বর বলিয়া স্বামী, অভিলাষসাধক বলিয়া কান্ত, সুখবর্দ্ধক এই জন্য বন্ধু, প্রীতিপ্রদান হেতু প্রিয়, ঐশ্বর্য্য দান হেতু ঈশ, প্রাণের ঈশ্বর বলিয়া প্রাণনাথ, রতিদান হেতু রমণ ইত্যাদি বিবিধ কারণে বিবিধ নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। রমণীদিগের সকল তীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবীপ্রদক্ষিণ, সকল প্রকার তপস্যা, সকল প্রকার ব্রত, সর্ব্ব প্রকার মহাদান, পুণ্যদিনে উপবাসাদি, গুরু, বিপ্র এবং দেবসেবাদি যত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য পুণ্যকর্ম্ম আছে, সেই সকল কর্ম্মই স্বামিসেবায় সাধিত হয় এবং স্বামী-

সেবা ভিন্ন অন্য ধর্ম্মকার্য্যাদি ষোড়শ কলার এক কলারও সমান নহে। এইরূপ স্বামিসেবার বহু প্রশংসা শাস্ত্রে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে এই স্থলে লিখিত হইল না, ফল কথা এই যে রমণীগণ সকল প্রকারে স্বামীর অনুবর্ত্তন করিবেন, যাহাতে স্বামীর কিছু মাত্র ক্লেশ না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৪২ অ°)

(পুং) ২ কার্ত্তিকেয়। ৩ রাজা।

'স্বাম্যমাত্যসুহৃৎকোষো রাষ্ট্রদুর্গবলানি চ।

রাজ্যাঙ্গানি প্রকৃতয়ঃ পৌরাণাং শ্রেণয়োঽপি চ॥' (অমর)

৪ বিভু। ৫ হর। ৬ হরি। (শব্দরত্না°) ৭ বাৎস্যায়ন মুনি। (ত্রিকা°) ৮ গরুড়। ৯ অতীত কল্পীয় অর্হদ্বিশেষ। (হেম) ১০ পরমহংস, যাহারা দণ্ড্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্বামী কহে, যথা—শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি।

স্বামিনারায়ণ, একজন প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী ও শাস্ত্রবিশারদ। মণি-অর্ উইলিয়ম সাহেব ইঁহার শিক্ষাপত্রী প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বামিনিলয়, দাক্ষিণাত্যের একটী পর্ব্বত, সুব্রহ্মণ্যের নিকট ও কুম্ভকোণের ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। (দেশাবলি)

স্বামিপাল (পুং) গো মহিষাদির অধিকারী ও প্রতিপালক।

স্বামিভাব (পুং) স্বামিনো ভাবঃ। স্বাম্য, স্বামিত্ব। প্রভুত্ব।

স্বামিমিশ্র, শৃঙ্গারসর্ব্বস্ব নামে সংস্কৃত ভাণরচয়িতা।

স্বামিশাস্ত্রিন্, সর্ব্বমন্ত্রোপযুক্তপরিভাষা-প্রণেতা।

স্বামিসেবা (স্ত্রী) ১ পতিসেবা, পাতিব্রত্য। ২ প্রভুর প্রতি ভক্তি, প্রভুর কার্য্য।

স্বাম্য (ক্লী) স্বামিনো ভাবঃ ষৎ, ইনো লুক্। স্বামিত্ব, প্রভুত্ব।

"মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞস্তাসাং প্রজাপতেঃ।

প্রযুজ্যেত বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণং॥" (মনু ৫।১৫২)

স্বাম্যুপকারক (পুং) স্বামিন উপকারকঃ। ১ অশ্ব। (ত্রি) ২ প্রভুহিতকারক।

স্বায়ত্ত (ত্রি) স্বস্য আয়ত্তঃ। নিজের আয়ত্ত, যাহা নিজের অধীন।

স্বায়ম্ভুব (পুং) স্বয়ম্ভুবোঽপত্যমিতি স্বয়ম্ভূ-অণ্, সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ ন গুণঃ। প্রথম মনু। চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে স্বায়ম্ভুব প্রথম মনু। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা হইতে এই মনুর জন্ম, এই জন্য ইঁহার স্বায়ম্ভুব নাম হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্রহ্মা এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া এই সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য নিজের দক্ষিণাঙ্গ হইতে এই মনুকে এবং বামাঙ্গ হইতে শত-রূপা নাম্নী স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন। এইরূপে উভয়কে সৃষ্টি করিয়া শতরূপাকে স্বায়ম্ভুবের পত্নী নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ইঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র, আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি এই তিন কন্যা জন্মে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞ অবতার এবং তিনিই ইন্দ্র হন। যম প্রভৃতি এই মন্বন্তরে দেবতা এবং মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন। (ভাগবত) মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই মনু ও মন্বন্তরের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি-বৃদ্ধির জন্য ভৃগু প্রভৃতি মানস পুত্রের সৃষ্টি করেন, কিন্তু ঐ পুত্র-গণ সকলে সমাধিপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, প্রজা-সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহারা কোন রূপ সহায় হইলেন না দেখিয়া ব্রহ্মার অতিশয় ক্রোধ হইল। তাঁহার এই ক্রুদ্ধাবস্থায় দেহ হইতে সূর্য্য-সন্নিভ সুবিশাল শরীরসম্পন্ন অর্দ্ধনারী ও অর্দ্ধনরদেহ পুরুষ উৎপন্ন হইল, তদ্দর্শনে ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আত্মাকে বিভক্ত কর, এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলে সেই পুরুষ তাঁহার কথানুসারে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বকে পৃথক্ করিয়া পুরুষত্বকে আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে সৌম্য, অসৌম্য, শান্ত, অশান্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে বহুবিধ স্বভাব ও বর্ণবিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীর জন্ম হইল।

অনন্তর ব্রহ্মা আত্মসদৃশ সেই পুরুষকে স্বায়ম্ভুব মনু এবং সেই নারীকে শতরূপা এই নাম দিয়া প্রজাবৃদ্ধির জন্য ঐ কন্যাকে মনুর পত্নী স্থির করিয়া দিলেন। উক্ত মনু হইতে শতরূপায় প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং ঋদ্ধি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা হইল। তখন স্বায়ম্ভুব মনু দক্ষকে প্রসূতি এবং রুচিকে ঋদ্ধি নাম্নী কন্যা দান করিলেন। দক্ষিণার সহিত যজ্ঞ তাঁহাদের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্র হয়, এই দ্বাদশ পুত্রই এই মন্বন্তরে যম নামক দেবগণ হইয়াছিলেন।

প্রসূতির গর্ভে দক্ষের চতুর্বিংশতি কন্যা হয়, এই চতুর্বিংশতি কন্যার মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, মেধা, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্ত্তি এই ত্রয়োদশ কন্যা ধর্ম্মকে দান করেন এবং খ্যাতি, সতী, সম্মতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, উর্জ্জা স্বাহা ও স্বধা এই ১১টী কন্যাকে যথাক্রমে ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অত্রি, বহ্নি ও পিতৃগণকে দান করেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা কামকে, শ্রী দর্পকে, ধৃতি নিয়মকে, তুষ্টি সন্তোষকে ও পুষ্টি লোভকে উৎপাদন করি-লেন। আর মেধার গর্ভে শ্রুত, ক্রিয়ার গর্ভে দণ্ড, বিনয় ও নয়, বুদ্ধির গর্ভে বোধ, লজ্জার গর্ভে বিনয় ও বপু, শান্তি হইতে ক্ষেম সিদ্ধি হইতে সুখ এবং কীর্ত্তি হইতে যশঃ জন্ম গ্রহণ করিল। ইহারা সকলেই ধর্ম্মের পুত্র। কাম হইতে অতিমুদ ও হর্ষ উৎপন্ন হইল, ইঁহারা ধর্ম্মের পৌত্র।

অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা, তাহার গর্ভে অনৃতের জন্ম হইল। তাহার কন্যার নাম নির্ঋতি। নরক ও ভয় এই দুই জন নির্ঋতির

পুত্র। মায়া ও বেদনা ইহাদের পত্নী। তন্মধ্যে মায়া সর্ব্বভূত-সংহর মৃত্যুকে প্রসব করিল। বেদনার গর্ভে দুঃখের জন্ম হয়। মৃত্যুর ঔরসে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ ইহারা জন্মগ্রহণ করিল। এই পুত্রগণ সকলেই অধর্ম্মলক্ষণ এবং ঊর্দ্ধরেতাঃ, এই জন্য ইহাদের ভার্য্যা বা পত্নী কিছুই নাই। মৃত্যুর অপরা পত্নীর নাম অলক্ষ্মী। তাহার গর্ভে মৃত্যুর চতুর্দ্দশ পুত্র হয়। এই অলক্ষ্মীর পুত্রগণই মৃত্যুর আদেশ পালন করিয়া থাকে। বিনাশ-কাল উপস্থিত হইলে ইহারাই লোকদিগকে ভজনা করিয়া থাকে। এই পুত্রগণ মানবের দশ ইন্দ্রিয়ে ও মনে অবস্থিত এবং স্ত্রী বা পুরুষকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইহারা রাগ ও ক্রোধাদির সহায়তায় ইন্দ্রিয়দিগকে আক্রমণ করিয়া এরূপে যোজনা করে, যাহাতে তাহারা অধর্ম্মাদির দ্বারা হানি লাভ করিয়া থাকে। এই সকল পুত্রই মানবদিগকে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় দেখাইয়া কুপথগামী করিয়া থাকে। যাহারা সর্ব্বদা অধর্ম্মশীল এই চতুর্দ্দশ পুত্র তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এইরূপে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সৃষ্টিবৃদ্ধি হইয়া ছিল। এই মন্বন্তর-কাল মানুষ-মানের ত্রিংশৎকোটি সাতসহস্র সাতষষ্টি নিযুত বৎসর। দেবমানে ইহার পরিমাণ অষ্টশত দ্বিপঞ্চাশৎসহস্র।

উক্ত মনুর পুত্রগণ পিতার সমান গুণশালী। তাঁহাদের পুত্র ও পৌত্রাদিতে এই সমগ্র মেদিনী পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। (মার্ক°পু° ৫০-৫৩ অ°) [মনু শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ]

স্বায়ম্ভুবমনুপিতৃ (পুং) স্বায়ম্ভুবমনোঃ পিতা। স্বায়ম্ভুব-মনুর পিতা ব্রহ্মা।

স্বায়ম্ভুবী (স্ত্রী) স্বয়ম্ভুব ইয়মিতি অণ্ ঙীষ্। ১ ব্রাহ্মী।

স্বায়ব (পুং) স্বায়ুর গোত্রাপত্য। (পঞ্চব্রা° ৪।৬।৮)

স্বায়স (ত্রি) শোভন অয়ঃসারভূত। "শিশীতে নূনং পরশুং স্বায়সং" (ঋক্ ১০।৫৩।৯) 'স্বায়সং অয়ঃসারভূতং' (সায়ণ)

স্বায়ু (ত্রি) শোভন আয়ুর্যুক্ত, শোভন জীবনবিশিষ্ট বা শোভন যজমানযুক্ত। "ঋতেগ্রণায়ে স্বায়ুঃ" (শুক্লযজু° ২৭।১) 'স্বায়ু-শোভনং আয়ুঃ জীবনং যস্য সঃ যদ্বা আয়ুঃ উকারান্তো মনুষ্যবাচী শোভনআয়ুর্ম্মনুষ্যো যস্য সঃ' (মহীধর)

স্বাযুজ্ (ত্রি) সুখে রথে যোজন করিতে শক্য।

"ভাবনো বৃথা স্বাযুজঃ" (ঋক্ ১।৯২।২)

'স্বাযুজঃ সুখেন রথ আযোক্তুং শক্যাঃ' (সায়ণ)

স্বায়ুস্ (স্ত্রী) শোভন আয়ুঃ। "উদায়ুষা স্বায়ুষোদস্থাং" (শুক্লযজু° ৪।২৮) 'স্বায়ুষা যাগদানাদিনা শোভনেন আয়ুষা' (মহীধর)

স্বার (পুং) মেঘধ্বনি। "ঘৃতশ্চ্যুতং স্বারমস্বাষ্টাং" (ঋক্ ৭।১১।৭) 'স্বারং মেঘধ্বনিং' (সায়ণ) স্বরসম্বন্ধীয়।

স্বারব্ধ (ত্রি) স্বেন আরব্ধঃ। আপনা কর্ত্তৃক আরব্ধ, আপনা কর্ত্তৃক কৃত, নিজে যে কর্ম্ম করা যায়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জীব স্বারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা দিব্য মানুষ ও নারকাদি বহু প্রকার গতি লাভ করিয়া থাকে। ইহজীবনে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তদনুসারেই সুখ-দুঃখাদিভোগ, মনুষ্য ও তির্য্যক্ প্রভৃতি জন্ম লাভ হইয়া থাকে।

"অস্মিন্নেব বর্ষে পুরুষৈর্লব্ধজন্মভিঃ শুক্ললোহিতকৃষ্ণবর্ণেন স্বারব্ধেন কর্ম্মণা দিব্যমানুষনারকগতয়ঃ" (ভাগবত ৫।১৯।১৮)

'স্বারব্ধেন স্বকৃতেন' (স্বামী)

স্বারম্ভক (ত্রি) স্বকৃত। যতক্ষণ স্বারম্ভক কর্ম্ম থাকে, ততক্ষণ দেহ ধারণ করিতে হইবে।

'দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ

স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ॥" (ভাগবত ১১।১৩।৩৭)

স্বারাজ্ (পুং) স্বঃ স্বর্গে রাজতে ইতি রাজ-কিপ্। ইন্দ্র। (অমর) যিনি স্বর্গে বিরাজিত থাকেন।

স্বারাজ্য (ক্লী) স্বর্, স্বর্গরাজ্যং। স্বর্গরাজ্য, স্বর্গলোক।

স্বারাম (ত্রি) স্বেন আত্মনা আরামো যস্য। আত্মারাম, আপনাতে যিনি রমণ করেন।

"নৈতদ্বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং

স্বারামধীরনিকরা ন্ নিকরানতপাদপদ্মে। (ভাগবত ১১।৬।৯)

স্বারায়ণ (পুং) স্বর অপত্যার্থে (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) স্বরের গোত্রাপত্য।

স্বারূঢ় (ত্রি) স্বেন আরূঢ়ঃ। আপনা কর্ত্তৃক আরূঢ়, নিজে যাহাতে আরোহণ করা হয়।

স্বারূপা (স্ত্রী) স্থানভেদ। [স্বরূপা দেখ।]

স্বারোচিষ (পুং) স্বরোচিষোঽপত্যং অণ্। স্বরোচিষের পুত্র, দ্বিতীয় মনু, প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবসানে দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনুর অধিকার হয়। মনুতে লিখিত আছে যে, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে স্বারোচিষ প্রভৃতি অপর ৬ মনুর জন্ম হয়, এই সকল মনুই স্বায়ম্ভুব মনুর ন্যায় চরাচর জগৎ সৃষ্টি এবং পালন করিয়া নিজ মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকেন।

"স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড়্ বংশ্যা মনবোঽপরে।

সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ॥

স্বারোচিষশ্চোত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।

চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎসুত এব চ॥" (মনু ১।৬১-২)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে—এই মনুর নাম দ্যুতিমান্, স্বরোচিষের পুত্র বলিয়া স্বারোচিষ নামে বিখ্যাত হন। [স্বরোচিষ্ শব্দ দেখ] দ্যুতিমান্ প্রজাপতি মনুর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার সকল পুত্রগণই রাজা হইয়া এই চরাচর জগৎ পালন করিয়াছিলেন। এই মন্বন্তরে পারাবত ও তুষিতগণ দেবতা

এবং বিপশ্চিং ইন্দ্রত্ব লাভ করেন; ঊর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও অর্ব্ববীর এই ৭ জন সপ্তর্ষি, ইহারা ৭ জনই সুবিপুল বীর্য্যসম্পন্ন ও পৃথিবীপরিপালক ছিলেন। যত দিন এই মন্বন্তর ছিল, তত দিন তাঁহার বংশপরম্পরা এই সমগ্র বসুমতী ভোগ করেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫২-৬৬অঃ)

শ্রীমদ্‌ভাগবতে লিখিত আছে যে, এই মনু অগ্নির পুত্র। এই মন্বন্তরে অবতার বিভু, রোচন ইন্দ্র, তুষিতাদি দেবগণ এবং ঊর্জ্জ স্তম্বাদি সপ্তর্ষি; দ্যুমৎ, সুষেণ ও রোচিষ্মৎ প্রভৃতি মনুর পুত্র। ইঁহারা সকলেই পৃথিবীপরিপালক ছিলেন। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, স্বারোচিষ মনুর নভঃ, নভস্য, ভানু ও দ্যুতিমান্ এই চারি পুত্র, দত্তোলি, চ্যবন, স্তম্ব, প্রাণ, কশ্যপ, ঔর্ব্ব ও বৃহস্পতি এই ৭ জন সপ্তর্ষি, তুষিতগণ দেবতা, হস্তী ইন্দ্র, উক্ত মনুর সকল পুত্রগণই পৃথিবী পরিপালন করেন। (মৎস্যপু° ৯ অঃ)

প্রায় সকল পুরাণেই এই মনু ও মন্বন্তরের বিষয় বিশেষ রূপে লিখিত আছে। [মনু শব্দ দেখ]

স্বার্জ্জিত (ত্রি) স্বেন অর্জ্জিতঃ। আপনার অর্জ্জিত, স্বোপার্জ্জিত।

স্বার্থ (পুং) স্বস্য অর্থঃ। ১ স্বীয়াভিধেয়। ২ নিজ প্রয়োজন। ৩ স্বীয় বস্তু, স্বীয় ধন। ৪ নিবৃত্তি। ৫ লিঙ্গার্থবিশেষ।

"স্বার্থে দ্রব্যঞ্চ লিঙ্গঞ্চ সংখ্যা কর্ম্মাদিরেব চ।
অমী পঞ্চৈব লিঙ্গার্থাস্ত্রয়ঃ কেষাঞ্চিদগ্রিমাঃ॥"
(মুগ্ধবোধটীকা দুর্গা°)

স্বার্থপর (ত্রি) স্বার্থঃ পরো যস্য। স্বার্থপরায়ণ, নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি বিষয়ে ব্যগ্র, যিনি যে কোন উপায়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেন।

স্বার্থপরতা (স্ত্রী) স্বার্থপরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বার্থপরের ভাব বা ধর্ম্ম, স্বার্থপরত্ব, স্বার্থপরের কার্য্য।

স্বার্থপরায়ণ (ত্রি) স্বার্থে পরোঽয়নং যস্য। স্বার্থপর। শাস্ত্রে লিখিত আছে, স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তির নরক হয়, পরের অপকার করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করা বিশেষ নিন্দিত।

স্বার্থসাধক (ত্রি) স্বার্থস্য সাধকঃ। স্বার্থসাধনকারী, যিনি নিজের প্রয়োজনসিদ্ধি করেন।

স্বার্থসাধন (ক্লী) স্বার্থস্য সাধনং। স্বার্থের সাধন, নিজের প্রয়োজনসিদ্ধি।

স্বার্থিক (ত্রি) ১ পাণিন্যুক্ত স্বার্থবিহিত প্রত্যয়, ব্যাকরণে যে সকল প্রত্যয় স্বার্থে হয়, তাহাকে স্বার্থিক কহে। যেমন স্বার্থে কন্ প্রত্যয় বিহিত আছে, এই জন্য উহাকে স্বার্থিক কহে। (পা ৫।৩।১) ২ নিজ অর্থ দ্বারা সম্পাদিত। ৩ স্বার্থপর।

স্বালক্ষণ (ত্রি) ১ নিজেরও দুর্দর্শ, নিজেও যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। 'স্বীয়ানামপি অলক্ষণং নাস্তি লক্ষণং সম্যগবলোকনং যস্য সঃ স্বৈরপি দুর্দর্শং ইত্যর্থঃ' (ভারত ৫।১৮২৫ টীকায় নীলকণ্ঠ) (ক্লী) ২ নিজের অলক্ষণ, অমঙ্গল।

স্বালক্ষণ্য (ক্লী) ব্যভিচারশীলত্ব।

"স্বালক্ষণ্যপরীক্ষার্থং তাসাং শৃণুত নিষ্কৃতীঃ।" (মনু ৯।১৯)

'স্বালক্ষণ্যং ব্যভিচারশীলত্বং' (কুল্লূক)

স্বালক্ষ্য (ত্রি) নিজেরও অলক্ষ্য, নিজেও সহজে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বাবমানন (ক্লী) স্বস্য অবমাননং। স্বাবমাননা, নিজের অবমাননা।

স্বাবশ্য (ক্লী) স্ববশ অণ্। স্ববশতা, আত্মবশতা।

স্বাবৃজ্ (ত্রি) নিজের অর্জ্জনযুক্ত, স্বার্জ্জন। "স্বাবৃগ্‌দেবস্যামৃতং" (ঋক্ ১০।১৩।৩) 'স্বাবৃজ্ স্বার্জনং' (সায়ণ)

স্বাবেশ (ত্রি) শোভন নিবাস, উত্তম নিবাসযুক্ত।

"স্বাবেশা ভবতু দেবগোপা" (ঋক্ ৭।৫৭।১)

'স্বাবেশা শোভননিবাসা' (সায়ণ)

স্বাশিত (ত্রি) সুষ্ঠু ভুক্ত, সুন্দর রূপে ভুক্ত অতএব তৃপ্ত।

"সোমং পপীয়াৎ স্বাশিতঃ পুনরস্তং" (ঋক্ ১০।২৮।১)

'স্বাশিতঃ সুষ্ঠু ভুক্তস্তৃপ্তঃ' (সায়ণ)

স্বাশির্ (ত্রি) সামভেদ।

স্বাশিস্ (ত্রি) শোভন আশিস্ অর্থাৎ আশীর্ব্বাদযুক্ত। "স্বাশিষং ভরমা যাহি সোমিনঃ" (ঋক্ ১০।৪৫।৫) 'স্বাশিষং শোভনা আশিষো যস্মিন্ তং' (সায়ণ)

স্বাশ্রয় (পুং) স্বস্য আশ্রয়ঃ। ১ নিজের আশ্রয়। (ত্রি) ২ স্বীয় আশ্রয়যুক্ত।

স্বাস্ (ত্রি) শোভনাস্য, শোভন আস্য অর্থাৎ মুখবিশিষ্ট। "বৃষ্ণো বৃহতঃ স্বাসঃ" (ঋক্ ১০।৩।৪) 'স্বাসঃ শোভনাস্যস্য' (সায়ণ)

স্বাসস্থ (ত্রি) সুখকর আসনে অবস্থিত।

"স্থণামি স্বাসস্থাং দেবেভ্যঃ" (শুক্লযজু° ২।২)

'স্বাসস্থাং দেবোপকারায় সুখেন অসিতুং স্থানভূতাং সুখেন আসেন আসনেন স্থীয়তে যস্যাং সা স্বাসস্থা তাং' (মহীধর)

স্বাসীন (ত্রি) সুন্দররূপে আসীন, সুখোপবিষ্ট।

স্বাস্তীর্ণ (ত্রি) সুন্দর রূপে আস্তীর্ণ, উত্তম রূপে বিছান।

স্বাস্থ্য (ক্লী) সুস্থস্য ভাবঃ সুস্থ-ষ্যঞ্। আরোগ্য, সুস্থতা।

"মানবো যেন বিধিনা সুস্থস্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তমেব কারয়েদ্বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতং॥
দিনচর্য্যাং নিশাচর্য্যাং ঋতুচর্য্যাং যথোদিতাং।
আচরন্ পুরুষঃ স্বস্থঃ সদা তিষ্ঠতি নান্যথা॥ (ভাবপ্র° ১ ভাগ)

যে প্রকার আহার-বিহারাদি দ্বারা মানবগণের শরীর সর্ব্বদা

সুস্থ থাকে, বৈদ্য সেইরূপ আহার ও আচরণাদির উপদেশ দিবেন। কারণ মানব সর্ব্বদা স্বাস্থ্য-লাভাভিলাষী হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য লাভ করাই চিকিৎসাশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। রোগ উৎপন্ন হইলে চিকিৎসা দ্বারা তাহা নিবারণ করা যেরূপ আবশ্যক, রোগ হইবার পূর্ব্বে যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহা প্রতিপালন করা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। যথোপযুক্ত বলবর্ণাদিসম্পন্ন নীরোগ শরীরে নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল উপভোগের নাম স্বাস্থ্য।

"স্বস্থবৃত্তং যথোদ্দিষ্টং যঃ সম্যগনুতিষ্ঠতি।
সঃ সমাঃ শতমব্যাধি রায়ুষান বিযুজ্যতে ॥" (চরক সূত্রস্থা°)

যিনি স্বস্থবৃত্ত অর্থাৎ বৈদ্যকোক্ত বিধি সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠান করেন, তিনিই নীরোগী হইয়া শত বৎসর কাল জীবিত থাকেন, যেরূপ আহার বিহারাদি দ্বারা স্বাস্থ্যসংরক্ষণ করিতে পারা যায়, তাহাকেই স্বাস্থ্যবিধি কহে। শরীরী মাত্রেরই স্বাস্থ্য একান্ত প্রার্থনীয়, যে হেতু ঐহিক পারত্রিক যাবতীয় অনুষ্ঠানই স্বাস্থ্য-সাপেক্ষ। শরীর সুস্থ না থাকিলে ঐহিক সুখ লাভ এবং পারত্রিক স্বর্গাদি লাভ কিছুই হয় না।

যে নিয়ম অবলম্বন করিলে বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি, ধাতু ও মলের সমতা এবং ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন থাকে, সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলেই প্রকৃত পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। এইরূপ কোন আহার বা বিহারের অনুষ্ঠান করা উচিত নহে, যাহাতে বায়ু, পিত্ত প্রভৃতি দোষ কুপিত হয়। কি কি নিয়ম প্রতিপালন করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, বৈদ্যকে তাহার বিশেষ বিধান লিখিত হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শয়ন পর্য্যন্ত কিরূপ ভাবে আহার-বিহার চলা ফেরা করা আবশ্যক, তাহার বিষয়ও বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল আচরণ দিনচর্য্যা, নিশাচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যা নামে কথিত হইয়াছে, দিন এবং রাত্রিকালে কিরূপ ভাবে চলা দরকার, শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুবিশেষে কোন কোন দ্রব্য আহার করা উচিত ও কিরূপ ভাবে অবস্থান করা উচিত, তাহাই ঋতুচর্য্যায় লিখিত আছে।

প্রথমে শয্যা হইতে উত্থান, মলমূত্রাদি নিঃসারণ রূপ শৌচ, দন্তধাবন, জিহ্বা নির্লেখন, মুখগণ্ডূষ, নস্য, অঞ্জন, ব্যায়াম, অভ্যঙ্গ, স্নান, উদ্বর্ত্তন, বস্ত্রপরিধান, সুগন্ধানুলেপন, ভূষণধারণ, ভোজন, বিষমাশন, ভোজনের দোষগুণ, আচমন, ভোজনান্তর কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাম্বূলসেবন, শয়ন, দিবানিদ্রায় দোষগুণ, উষ্ণীষ ও উপানদ্ধারণ, ছত্রধারণ, যানারোহণ, ধূমপান, সদাচার, সন্ধ্যাকালে নিষিদ্ধ কর্ম্ম, রাত্রিচর্য্যা, মৈথুন এবং ঋতুবিশেষে কর্ত্তব্য সকল বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে সেই সকল বিষয় এই স্থানে লিখিত হইল না। এই সকল কার্য্য যথাবিধানে প্রতিপালন করিলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় এবং এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে দোষ কুপিত হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বৈদ্যকশাস্ত্রে যে সকল বিধিনিষেধ আছে, সেই সকল বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিলেই প্রকৃত পক্ষে স্বাস্থ্য-রক্ষা হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল বস্তু নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা দৃষ্ট-দ্বারক, অদৃষ্টদ্বারক এবং দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারক বলিয়া লিখিত আছে। যে বস্তু কেবল মাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু বৈদ্যকাদি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই তাহা অদৃষ্টদ্বারক এবং যে বস্তুর দোষ সহজে দৃষ্ট হয়, তাহা দৃষ্টদ্বারক ; ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বৈদ্যক এই উভয় শাস্ত্রেই যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারক। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য সর্ব্বথা পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ফলে ইহাই স্থির জানিতে হইবে যে, বিহিতের অননুষ্ঠান, নিন্দিতের সেবন এবং ইন্দ্রিয়ের অনিগ্রহ এই সকল কারণে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়া অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে এবং ধর্ম্ম ও বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিন্দিত কর্ম্মের বর্জ্জন এবং ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষিত হইয়া দীর্ঘ-জীবন লাভ হয়। ২ সন্তোষ। (হেম)

"কিং বক্ষ্যাম্যপকল্মষাঃ কৃতধিয়ঃ স্বপ্নেঽপি সা দুর্লভা
চেতঃ স্বাস্থ্যমুপৈহি কঃ খলু যুবা ধন্যোঽপরং ধাস্যতি।"
(সাহিত্যদ° ৩।২৪৯)

স্বাহত (ত্রি) স্বেন আহতঃ। ১ আপনা কর্ত্তৃক আহত। ২ বিশেষরূপে আহত।

স্বাহা (অব্য) সুষ্ঠু আহূয়ন্তে দেবা অনেনেতি সু-আ-হ্বে-ডা। ১ দেবহবির্দ্দানমন্ত্র। পর্য্যায়—শ্রৌষট্, বৌষট্, বষট্, স্বধা। (অমর) অগ্নিতে দেবগণের উদ্দেশে হোম করিতে হইলে এই মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিতে হয়। দেবগণ অগ্নিমুখে ভোজন করিয়া থাকেন। "ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিলে ইন্দ্র তাহা গ্রহণ করেন, এইরূপ দেবতা মাত্রেই 'স্বাহা' এই মন্ত্রে হবি-গ্রহণ করিয়া থাকেন।

দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতে ভগবতী দুর্গা দেবী স্বাহা ও স্বধা-রূপে কথিত হইয়াছেন।

"ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা।"(চণ্ডী ১।৫৪)

(স্ত্রী) ২ বৌদ্ধশক্তিবিশেষ। পর্য্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঙ্কারা, শ্রী, মনোরমা, তারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরা-ত্মজা, খদিরবাসিনী, ভদ্রা, বৈশ্যা, নীল সরস্বতী, শঙ্খিনী, মহা-তারা, বসুধারা, ধনদা, ত্রিলোচনা, লোচনাস্যা। (ত্রিকা°) ব্যাকরণমতে এই শব্দ যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। ৩ অগ্নির পত্নীর নাম স্বাহা। পর্য্যায়—আগ্নায়ী, হুতভুক্‌প্রিয়া, অনলপ্রিয়া,

বহ্নিবধূ। (শব্দরত্না°) শ্রীমদ্‌ভাগবতমতে ইনি দক্ষকন্যা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই স্বাহা দেবীর বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে, নারদ নারায়ণের নিকট গমন করিয়া স্বাহার উৎপত্তিবিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নারদকে বলিলেন, পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমাদের আহার্য্য স্থির করিয়া দিন। তখন ব্রহ্মা দেবগণের আহার্য্যের জন্য হরির চরণসেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ হরি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে অংশের সহিত যজ্ঞরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মযজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত হবি দেবগণের আহার্য্য করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকলজাতিই যজ্ঞে দেবোদ্দেশে হবিঃ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবগণ যাজ্ঞিকদত্ত স্ব স্ব ভাগ লাভ করিতে পারেন না। দেবগণ আহার না করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পুনরায় পিতামহের নিকট উপস্থিত এবং অনাহার-জন্য ক্লেশ জানাইলেন। ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান দ্বারা হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং হরির আজ্ঞানুসারে প্রকৃতির পূজা আরম্ভ করিলেন। তখন সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতি দেবী দাহিকাশক্তিরূপে অগ্নিভার্য্যা স্বাহা নামে বিখ্যাতা হইলেন এবং দেবী ঈষদ্ধাস্য করিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। বিধি তাঁহার বাক্য শুনিয়া বলিলেন, শক্তি দেবি! আপনি অগ্নিদেবের দাহিকা শক্তি এবং প্রিয়া স্বাহা, অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইলেও আপনার সাহায্য ব্যতীত কোন বস্তু ভস্ম করিতে পারেন না, অতএব যে ব্যক্তি মন্ত্রের অন্তে আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া দেবগণের উদ্দেশে হবির্দান করিবে দেবগণ তদ্দত্ত হবির্লাভ করিবেন, আপনি আমায় এই বর দিন। স্বাহা দেবী এই বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মাকে উক্ত বর দিলেন।

তদনন্তর স্বাহা দেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার অভিলাষে বহুকাল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি অতিশয় কমনীয় কান্তি কন্দর্পমোহন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কামুকী হইয়া কামবশে মূর্চ্ছিতা হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বহুকাল তপঃক্লেশে কৃশাঙ্গী অনঙ্গবশীভূতা স্বাহার অভিপ্রায় জানিয়া নিজক্রোড়ে তাহাকে স্থাপন করিয়া কহিলেন, তুমি দ্বাপরযুগে নিজ অংশে নগ্নজিৎ নৃপতির কন্যা নাগ্নজিতী নামে বিখ্যাতা হইয়া আমাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি কিছু দিনের জন্য মদনুগ্রহে পবিত্র হইয়া অগ্নির পত্নী হও। তখন অগ্নিদেব ব্রহ্মার বাক্যানুসারে সামবিধানানুসারে স্বাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে অগ্নি হইতে দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন পুত্র হইল। মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণসমূহ স্বাহা শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রতিদিন হবির্দান করিতে লাগিলেন, দেবগণও স্বাহা দ্বারা উক্ত হবিঃপ্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি এই স্বাহা শব্দ শেষে সংযোগ করিয়া হবির্দ্দান করে, তাহার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হয়।

"ওঁ হ্রীঁ, শ্রীঁ বহ্নিজায়ায়ৈ স্বাহা" ইহা স্বাহার মূল মন্ত্র। এই মন্ত্রে স্বাহার পূজা করিতে হয়। স্বাহা আদ্যা প্রকৃতির অংশস্বরূপা, মন্ত্র এবং তন্ত্রের অঙ্গরূপা মন্ত্রসমূহের ফলদায়িনী জগদ্ধাত্রী, সতী সিদ্ধিস্বরূপা, সিদ্ধা, সর্ব্বদা মনুষ্যগণের সিদ্ধিদায়িনী, সর্ব্বদহন বহ্নির দাহিকাশক্তি, বহ্নির প্রাণাধিকা, সংসাররূপা, ঘোর সংসারতারিণী, দেবগণের জীবনস্বরূপা এবং দেবপালনকারিণী, যে ব্যক্তি এই স্বাহার ষোড়শ নাম পাঠ করে, তাহার সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

"স্বাহাদ্যাঃ প্রকৃতেরংশা মন্ত্রতন্ত্রাঙ্গস্বরূপিণী।
মন্ত্রাণাং ফলদাত্রী চ ধাত্রী চ জগতাং সতী॥
সিদ্ধিরূপা চ সিদ্ধা চ সিদ্ধিদা সর্ব্বদা নৃণাং।
হুতাশদাহিকাশক্তিস্তৎপ্রাণাধিকরূপিণী॥
সংসারসাররূপা চ ঘোরসংসারতারিণী।
দেবজীবনরূপা চ দেবপোষণকারিণী॥
ষোড়শৈতানি নামানি যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য সর্ব্বকর্ম্ম সুশোভনং।
অপুত্রো লভতে পুত্রমভার্য্যো লভতে প্রিয়াং॥" (ব্রহ্মবৈ°প্র° ৪অ°)

স্বাহাকরণ (ক্লী) স্বাহাকৃতি।

স্বাহাকার (পুং) স্বাহাকৃতিশব্দার্থ।

স্বাহাকৃৎ (ত্রি) যজ্ঞকারী যজ্ঞকর্ত্তা।

স্বাহাকৃতি (স্ত্রী) হবিতে দীয়মান। "সমজ্যতে স্বাহাকৃতীষু রোচতে" (ঋক্ ১।১৮৮।১১) 'স্বাহাকৃতীষু স্বাহাকারেষু সৎসু হবিঃষু দীয়মানেষু' (সায়ণ)

স্বাহাপতি (পুং) স্বাহায়াঃ পতিঃ। অগ্নি।

স্বাহাপ্রিয় (পুং) স্বাহায়াঃ প্রিয়ঃ। অগ্নি। (হলায়ুধ)

স্বাহাভুজ্ (পুং) স্বাহয়া ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজ্-ক্বিপ্। দেবতা।

স্বাহার (পুং) স্বস্য আহারঃ। ১ নিজের আহার। স্বীয় আহার। (ত্রি) ২ স্বকীয় আহারবিশিষ্ট।

স্বাহার্হ (ত্রি) স্বাহার উপযুক্ত, যজ্ঞার্হ।

স্বাহাবল্লভ (পুং) স্বাহায়া বল্লভঃ। স্বাহাপতি, অগ্নি।

স্বাহাশন (পুং) স্বাহয়া অশ্নাতি অশ-ল্যু। স্বাহাভুক্ দেবতা, দেবগণ স্বাহা এই মন্ত্রে ভোজন করিয়া থাকেন।

স্বাহি (পুং) বৃজিনীবন্তের পুত্র। (হরিবংশ)

স্বাহুত (ত্রি) ১ সুন্দর রূপে অভিমুখে হুত। "মধুজিহ্বঃ স্বাহুতঃ" (ঋক্ ১।৪৪।৬) 'স্বাহুতঃ সুষ্ঠু আভিমুখ্যেন হুতঃ' (সায়ণ) স্বেন আহুতঃ। ২ আপনা কর্ত্তৃক আহুত।

স্বাহেয় (পুং) কার্ত্তিকেয়।

স্বাহ্য (ত্রি) স্বাহাসম্বন্ধী।

স্বিৎ (অব্য) ১ প্রশ্ন। ২ বিতর্ক। (অমর)
"অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভির্দৃষ্টোচ্ছ্রায়-শ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।" (মেঘদূত ১৪) ৩ পাদপূরণ। 'স্বিৎ প্রশ্নে চ বিতর্কে চ তথৈব পাদপূরণে।' (মেদিনী)

স্বিদ্, ১ গাত্রপ্রক্ষরণ, ঘর্ম্মচ্যুতি। ২ স্নেহন। ৩ মোচন। ৪ মোহন। ঘর্ম্মচ্যুতি অর্থে আত্মনে°, স্নেহনাদি অর্থে দিবা°, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। ভ্বাদি° পক্ষে লট্ স্বেদতে। লিট্ সিষ্বেদে। লুট্ স্বেদিতা। লুঙ্ অস্বেদিষ্ট। দিবাদি পক্ষে লট্ স্বিদ্যতি। লিট্ সিষ্বেদ, সিষ্বিদতুঃ। লুট্ স্বেত্তা। লৃট্ স্বেৎস্যতি। লুঙ্ অস্বিদৎ, অস্বিদতাং, অস্বিদন্। সন্ সিস্বিৎসতি। যঙ্ সেষ্বিদ্যতে। যঙ্-লুক্ সেষ্বেত্তি। ণিচ্ স্বেদয়তি। লুঙ্ অসিষ্বিদৎ।

স্বিধ্ম (ত্রি) ১ সুদীপ্তাস্য, আস্যযুক্ত। ২ সূর্য্যকিরণ দ্বারা সুদীপ্ত। "সিধ্মা যদ্বনধিতিরপস্যাৎ" (ঋক্ ১।১২১।৭) 'সিধ্মা সুদীপ্তাস্যা যদ্বা সূর্য্যকিরণৈঃ সুদীপ্তা, শোভনসিধ্মং দীপ্তমাস্যং দীপ্তির্বা যস্যাঃ'(সায়ণ)

স্বিন্ন (ত্রি) স্বিদ-ক্ত। ১ ঘর্ম্মযুক্ত, স্বেদবিশিষ্ট। (হলায়ুধ) ২ পক্ক দ্রব্য, অন্ন প্রভৃতি। "শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রাহুঃ সতুষং ধান্যমুচ্যতে। আমং বিতুষমিত্যুক্তং স্বিন্নমন্নমুদাহৃতং॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত বশিষ্ঠ)

স্বিষু (ত্রি) শোভন বাণযুক্ত। "যঃ স্বিষুঃ সুধন্বা" (ঋক্ ৫।৪২।১১) 'স্বিষুঃ শোভনবাণঃ' (সায়ণ)

স্বিষ্ট (ত্রি) বিশেষরূপ ইষ্ট। "তেন যজ্ঞেন স্বয়ক্তেন স্বিষ্টেন" (ঋক্ ১।১৬২।৫) 'স্বিষ্টেন সুষ্ঠু ইষ্টেন যজ্ঞেন' (সায়ণ)

স্বিষ্টকৃৎ (ত্রি) সুষ্ঠু ইষ্টং করোতীতি কৃ-কিপ্-তুক্ চ। ১ বিশেষরূপে ইষ্টকারক। "দ্যাবাপৃথিবী স্বিষ্টকৃদ্দেবেভ্যো" (শুক্লযজু° ২।৯) 'দেবেভ্যো দেবার্থং স্বিষ্টকৃৎ ভূৎ। সুষ্ঠু ইষ্টং করোতীতি' (মহীধর) ২ হোমবিশেষ, স্বিষ্টকৃদ্ধোম।
"কুহ্বৈ চৈবানুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ।
সহ দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকৃতেঽন্ততঃ॥" (মনু ৩।৮৬)

স্বিষ্টি (স্ত্রী) শোভন যজন। "কৃণুতং নঃ স্বিষ্টিং" (শুক্লযজু° ২৭।১৮) 'স্বিষ্টিং শোভনং যজনং' (মহীধর)

স্বীকরণ (ক্লী) স্বীকারশব্দার্থ।

স্বীকর্ত্তৃ (ত্রি) স্বীকারকারক।

স্বীকর্ত্তব্য (ত্রি) স্বীকারার্হ, স্বীকারযোগ্য।
"অভ্যার্চ্চঃ স নরেন্দ্রেণ স্বীকর্ত্তব্যো জয়ৈষিণা।" (বৃহৎস° ২।২০)

স্বীকার (পুং) অস্বস্থ স্বস্থ কারঃ করণং স্ব-কৃ-ঘঞ্, অভূততদ্ভাবে চ্বি। ১ অঙ্গীকার। ২ প্রতিজ্ঞা। ৩ পরিগ্রহ। ৪ প্রতিগ্রহ, গ্রহণ, লোকের নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করা। ৫ আয়ত্তী-করণ। ৬ বশীকরণ।

স্বীকার্য্য (ত্রি) স্বীকারযোগ্য, স্বীকারের উপযুক্ত।

স্বীকৃত (ত্রি) স্ব-কৃ-ক্ত, অভূততদ্ভাবে চ্বি। ১ অঙ্গীকৃত। ২ সম্মত। ৩ পরিগৃহীত। ৪ প্রতিগৃহীত, গৃহীত। ৫ স্বায়ত্তীকৃত।

স্বীকৃতি (স্ত্রী) স্ব-কৃ-ক্তিন্-চ্বি। স্বীকারশব্দার্থ।

স্বীয় (ত্রি) স্বস্যায়মিতি স্ব-ছ। ১ স্বকীয়। ২ আত্মীয়।
"শূদ্রঃ কর্ম্মাণি যো নিত্যং স্বীয়ানি কুরুতে প্রিয়ে।
তস্যাহমর্চ্চাং গৃহ্লামি চন্দ্রখণ্ডবিভূষিতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

স্বীয়া (স্ত্রী) স্বস্যেয়মিতি স্ব-ছ-টাপ্। নায়িকাবিশেষ। ইহার লক্ষণ—স্ত্রীর স্বামীতে অনুরক্তা এবং পতিব্রতা হইবার চেষ্টা, স্বামিশুশ্রূষা, শীলরক্ষা, সরলতা ও ক্ষমা। এই নায়িকা প্রথমতঃ তিন প্রকার, মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। অবস্থাভেদে ইহা আবার প্রত্যেকে ৯ প্রকার, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জা, স্বাধীনপতিকা, অভিসারিকা ও প্রবৎস্যৎপতিকা। এই সকল নায়িকা আবার উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে ১২৮ প্রকার হইয়া থাকে।
"সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধি সখীকর্ণাবধি ব্যাহৃতং
চেতঃ কান্তসমীহিতাবধি পদন্যাসাবধি প্রেক্ষিতং।
হাস্যঞ্চাধরপল্লবাবধি মহামানোঽপি মৌনাবধি
সর্ব্বং স্বাবধি নাবধিঃ কুলভুবাং প্রেম্নঃ পরং লক্ষণং॥" (রসম°)
ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে এইরূপ লক্ষণাদি লিখিত আছে,
"স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য-বনিতা।
অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিত বর্ণিতা॥
কেবল আপন নামে অনুরাগ যার।
স্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার॥
নয়ন অমৃত নদী সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজপতি বিনা কভু অন্য জনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
প্রিয় সখী বিনা কভু অন্য কাণে যায় না।
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হলে মৌন ভাব কেহ টের পায় না॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা তাহার ভেদ তিন।
তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝহ প্রবীণ॥" (রসম°)
[বিশেষ বিবরণ নায়িকা শব্দ দেখ]

স্বৃ ১ শব্দ। ২ উপতাপ। ভ্বাদি°, পরস্মৈ°, শব্দার্থে অক°, উপ-তাপার্থে সক°, অনিট্। লট্ স্বরতি। লুঙ্ অস্বারীৎ। স্বৃ। ৩ হিংসা। ক্র্যাদি°, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্। লট্ স্বৃণাতি।

স্বৃদ্ধ (ত্রি) সুসমৃদ্ধ, অতি সমৃদ্ধ।

"ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুপক্কৌষধিবীরুধঃ।" (ভাগবত ১।৮।৪০)
'স্বৃদ্ধাঃ সুসমৃদ্ধয়ঃ' (স্বামী)

স্বেক, গতি। ভ্বাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ স্বেকতে। লোট্ সেকতাং। লিট্ সিস্বেকে। লুঙ্ অস্বেকিষ্ট।

স্বেচ্ছা (স্ত্রী) স্বস্য ইচ্ছা। স্বকীয় ইচ্ছা, নিজের ইচ্ছা, পর্য্যায়—যদৃচ্ছা। (হেম)

স্বেচ্ছাচারিন্ (ত্রি) স্বেচ্ছয়া চরতি চর-ণিনি। স্বাধীন, যিনি আপন ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন। উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য।

স্বেচ্ছামৃত্যু (পুং) স্বেচ্ছয়া মৃত্যুর্যস্য। ১ ভীষ্ম। (ত্রিকা°) ২ আপনার ইচ্ছানুরূপ মৃত্যু। (ত্রি) ৩ আপনার ইচ্ছানুরূপ মৃত্যুযুক্ত।

স্বেদ (পুং) স্বিদ-ঘঞ্। ১ ঘর্ম্ম, ঘাম। ২ ক্লেদ। ৩ বাষ্প। ৪ উষ্ম। ৫ তাপ, স্বেদন, চলিত ভাবরা। বৈদ্যকশাস্ত্রে স্বেদবিধির বিশেষ বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

"স্বেদশ্চতুর্বিধঃ প্রোক্তস্তাপোষ্মস্বেদসংজ্ঞিতঃ।
উপনাহো দ্রবস্বেদঃ সর্ব্বে বাতার্ত্তিহারিণঃ॥" (ভাবপ্র° ২ ভাব)

স্বেদ চারি প্রকার—তাপ স্বেদ, উষ্ণ স্বেদ, উপনাহ স্বেদ এবং দ্রব স্বেদ। এই চারি প্রকার স্বেদ সাধারণতঃ বায়ুনাশক হইলেও বিশেষ এই যে, তাপস্বেদ ও উষ্ণস্বেদ কফনাশক, উপনাহ স্বেদ বায়ুনাশক এবং দ্রবস্বেদ পিত্তনাশক।

বলবান্ বা উৎকট ব্যাধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে শীতকালে মহাস্বেদ, দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে অল্পস্বেদ এবং মধ্যবলীর পক্ষে মধ্যস্বেদ প্রশস্ত। কফের প্রকোপে রুক্ষ স্বেদ এবং বাতশ্লৈষ্মিক রোগে রুক্ষ ও স্নিগ্ধ এই উভয় প্রকার স্বেদই প্রযোজ্য। যে সকল ব্যক্তির নস্য বা বস্তিপ্রয়োগ আবশ্যক, অথবা যাহাদিগকে বিরেচনাদি দ্বারা শোধন করিতে হইবে, তাহাদিগকে অগ্রে স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসক ভগন্দর, অশ্মরী ও অর্শঃ এই তিনটী রোগে শস্ত্রকর্ম্মের পর স্বেদপ্রদান করিবেন। মূঢ়-গর্ভরোগে শল্য উদ্ধার হইলে এবং যথাকালে বা অকালেই হউক প্রসব হইলে পরে স্বেদপ্রদান করা আবশ্যক।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইলে রোগীকে বায়ুরহিত স্থানে রাখিয়া স্বেদ প্রয়োগ করিতে হয়। স্নেহসিক্ত ব্যক্তিকে স্বেদপ্রদান করিলে তাহার ধাতুগত দোষসমূহ দ্রবীভূত হইয়া কোষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহাতে বিরেচন হইয়া থাকে। শরীরে স্নেহ ম্রক্ষণ ও শীতল বস্ত্রাদি দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিয়া স্বেদপ্রদান করিবে। স্বেদপ্রদানের পর হৃদয়ে শীতল বস্তু স্পর্শ করাইতে হয়।

অজীর্ণরোগী, মেহরোগী, ক্ষীণরোগী, তৃষ্ণার্ত্ত, দুর্ব্বল, ক্ষত, অতীসার, রক্ত, পিত্ত, পাণ্ডু, উদর ও মেদোরোগী এবং গর্ভিণী স্ত্রীকে স্বেদপ্রয়োগ করিবে না। কারণ ইহাদিগকে স্বেদপ্রদান করিলে রোগ অসাধ্য হয়, অথবা শরীর একেবারে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের রোগ একান্তই স্বেদসাধ্য হইলে অতি মন্দ স্বেদ দিতে হইবে। হৃদয়, মুষ্ক ও নেত্রপ্রদেশেও মন্দ স্বেদ দেওয়া বিধেয়।

যে স্বেদ ব্যাধির উপযোগী, ব্যাধিত ব্যক্তির উপযোগী এবং ঋতুবিশেষের উপযোগী, যাহা অতি উষ্ণ ও অতি মৃদু নহে, যে স্বেদ তত্তদ্-রোগহর দ্রব্য দ্বারা কল্পিত এবং যাহা আমাশয়াদি স্বেদোপযুক্ত স্থানে প্রদত্ত, সেই স্বেদই হিতকর। যাহারা নিত্য কষায় বা মদ্য পান করে, তাহাদিগকে এবং বিষরোগী, স্থূল ব্যক্তি, ক্ষুধার্ত্ত, ক্রুদ্ধ ও শোকার্ত্ত ইহাদিগকেও স্বেদ প্রদান করিবে না।

স্বেদ্যরোগী—প্রতিশ্যায়, কাস, হিক্কা, শ্বাস, দেহগৌরব, কর্ণ-শূল, মন্যাশূল, শিরঃশূল, স্বরভেদ, গলব্যথা, অর্দ্দিত, একাঙ্গে ও সর্ব্বাঙ্গে পক্ষাঘাত, দেহনমনকারী, দণ্ডাপতানকাদি রোগ, কোষ্ঠের আনাহ ও বিবন্ধ, শুক্রাঘাত, জৃম্ভা এবং পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, কটি ও কুক্ষি বেদনা, গৃধ্রসী মূত্রকৃচ্ছ্র, মুষ্কবৃদ্ধি, অঙ্গমর্দ্দ এবং পাদ, উরু, জানু ও জঙ্ঘা বিমর্দ্দ, শোথ, খল্লী, অপস্মার, পাকজ-বিসূচিকাদিরোগ, শীতকম্প, বাতকণ্টক, অঙ্গসঙ্কোচকারী বাতরোগ, শূল, স্পর্শহীনতা এবং সর্ব্বাঙ্গগত বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরাদি প্রভৃতি রোগে স্বেদ হিতকর।

স্বেদদ্রব্য—তিল, মাষকলায়, কুলথ কলায় এবং কাঞ্জিক, ঘৃত, তৈল ও মাংসরসমিশ্রিত অন্ন, পায়স, তিল ও মাষকৃত যবাগূ ও মাংস এই সকল দ্রব্য পিণ্ডাকার করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিতে হয়। গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বরাহ ও অশ্ব ইহাদের আর্দ্র বিষ্ঠা, পেষিত সতুষ যব, বালুকা, পাংশু, পাষাণচূর্ণ, শুষ্ক গোময়াদিচূর্ণ ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য পোট্টলীবদ্ধ ও উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা শ্লৈষ্মিক ব্যাধিতে স্বেদপ্রদান করিবে। ইহা রুক্ষ স্বেদ। উপরি উক্ত তিলাদির পিণ্ডস্বেদ বাতজ ব্যাধিতে দিতে হয়। উহার নাম স্নিগ্ধ স্বেদ। বাতশ্লৈষ্মিক রোগে পূর্ব্বোক্ত উভয় বিধ স্বেদই একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

স্বেদ ১৩ প্রকার যথা—সঙ্করস্বেদ, প্রস্তরস্বেদ, নাড়ীস্বেদ, পরিষেকস্বেদ, অবগাহনস্বেদ, জেন্তাকস্বেদ, অশ্মঘনস্বেদ, কর্ষূস্বেদ, কুটীস্বেদ, ভূস্বেদ, কুম্ভীস্বেদ, কূপস্বেদ ও হোলাকস্বেদ।

সঙ্করস্বেদ—উষ্ণীকৃত ঔষধ বস্ত্রখণ্ডমধ্যে পুটলী করিয়া অথবা কেবল পিণ্ডাকার করিয়া তদ্দ্বারা যে স্বেদ দেওয়া হয়, তাহাকে সঙ্করস্বেদ কহে।

প্রস্তরস্বেদ—শালি ষষ্টিকাদি শূকধান্য, মুগমাষাদি শমীধান্য বা পুলাকধান্য, নিরস্থি ও পেষিত ছিন্ন মাংস, পায়স, তিলমাষ-কৃত যবাগূ ও উৎকারিকা প্রস্তুত করিয়া উষ্ণাবস্থায় তদ্দ্বারা

কপাটবৎ বিস্তৃত কোন কাষ্ঠাদি-পাত্র প্রলিপ্ত করিবে এবং তাহার উপর পট্টবস্ত্র, মেষলোমজাত বস্ত্র, ভেরাণ্ডা বা আকন্দপত্র বিছাইয়া শয্যা প্রস্তুত করিবে এবং রোগীকে উত্তম রূপে তৈলাভ্যক্ত করিয়া ঐ উষ্ণ শয্যার উপর শোয়াইবে, এই প্রণালীতে যে স্বেদ দেওয়া হয়, তাহাকে প্রস্তরস্বেদ কহে।

নাড়ীস্বেদ—একটী হাড়ীর মধ্যে মূল, ফল, পত্র ও শুঙ্গাদির সহিত স্বেদের উপযুক্ত দশটী দ্রব্য রাখিয়া দিবে, অথবা উষ্ণবীর্য্য পশু-পক্ষীর মাংস, মস্তক ও পাদ প্রভৃতি দ্রব্যসকল রাখিবে, স্বেদ-দ্রব্যে উপযুক্ত পরিমাণে জল দিতে হইবে কিংবা যথাযোগ্য অম্ল, লবণ ও ঘৃতাদি স্নেহসংযুক্ত গব্যাদি মূত্র বা গব্যাদি দুগ্ধ রাখিবে, পরে একখানি শরা দিয়া হাড়ির মুখ বান্ধিয়া সন্ধিস্থল এইরূপে লিপ্ত করিবে, যেন লিপ্ত স্থান দিয়া বাষ্প বহির্গত হইতে না পারে। শরার মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিবে, পরে শরমুজ, বাঁশপাতা, করঞ্জপাতা বা আকন্দপাতা দ্বারা এরূপ একটী হস্তিশুণ্ডাকৃতি নল করিবে, যেন ঐ নলটী এক ব্যাম বা দেড় ব্যাম দীর্ঘ এবং উহার মূলের পরিধি যেন এক ব্যামের চতুর্থাংশ ও অগ্রভাগের পরিধি এক ব্যামের অষ্টমাংশ হয়। নলের গায়ের চতুষ্পার্শে যে সকল ফাঁক থাকিবে, তাহা এরণ্ডাদি বাতহর পত্র দ্বারা রুদ্ধ করিবে, নলটী ঠিক ঋজু না করিয়া তাহার দুই তিন স্থান বক্র করিবে, কারণ নলটী ঋজু হইলে তদ্দ্বারা বাষ্পসকল অতিশয় বেগে বহির্গত হইয়া ত্বক্‌কে দাহযুক্ত করে, নল দুই তিন স্থানে বক্র হইলে বাষ্পসকল বহির্গমন-কালে ঐ দুই তিন স্থানে প্রতিহত হওয়ায় অতিশয় বেগে বহির্গত হইতে পারে না, স্বেদক্রিয়াও সুখে নির্ব্বাহ হয়। উক্তরূপ নল প্রস্তুত করিয়া তাহার মূলভাগ শরাব-ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং হাড়ীর নীচে জ্বাল দিতে থাকিবে। নল দিয়া যখন বাষ্প বহির্গত হইতে থাকিবে, তখন ঐ নলনিঃসৃত বাষ্প দ্বারা রোগীকে স্বেদ দিবে। এইরূপে স্বেদ দিবার পূর্ব্বে বাত-নাশক দ্রব্য-সংস্কৃত তৈলাদি দ্বারা রোগীকে উত্তমরূপে অভ্যক্ত করিবে। এইরূপে যে স্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকে নাড়ীস্বেদ কহে।

পরিষেকস্বেদ—যে সকল উদ্ভিদ্ কেবল বাতঘ্ন, অথবা বাত-প্রধান ত্রিদোষঘ্ন, তাহাদের ফল, মূল, পত্র ও শুঙ্গা প্রভৃতির কাথ করিবে এবং শরীরে সহ্য হয় এরূপ উষ্ণাবস্থায় সেই কাথ কলসী, ঘটী সহস্র ধারায় বা নলবিশিষ্ট পাত্রে পূরিয়া তদ্দ্বারা রোগীর শরীরে পরিষেক করিবে, পরিষেচনের পূর্ব্বে রোগীর শরীর তৈলাদি স্নেহাভ্যক্ত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত করিবে। রোগীকে তৈলাদি যে স্নেহ মাখাইতে হয়, তাহা যেন বাতাদিদোষনাশক ঔষধের সহিত পাক করা হয়, অর্থাৎ রোগী বাতাদি যে দোষে দূষিত সেই দোষনাশক দ্রব্যের সহিত তৈলাদি স্নেহ পাক করিতে হয়। ঐ কাথ পরিষেক দ্বারা যে স্বেদ দেওয়া হয়, তাহাকে পরিষেকস্বেদ বলা যায়।

অবগাহস্বেদ—বাতনাশক দ্রব্যের কাথ কিম্বা দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত, মাংসরস বা উষ্ণ জল এই সকল দ্রব্য কোন পাত্রে বা গাম্‌লায় রাখিয়া তাহাতে গা ডুবাইয়া যে স্বেদ লওয়া হয়, তাহাকেই অবগাহস্বেদ কহে।

জেন্তাকস্বেদ—এই স্বেদ দিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। প্রথমে স্থান ঠিক করিতে হয়। যিনি এই স্বেদ লইবেন, তাঁহার গ্রামের উত্তর বা পূর্ব্ব দিকে শস্যলতাদিশোভিত, তুষাঙ্গারাদি-রহিত যে মাটী কাল বা সোণার মত, নদী, সরোবর বা জলাশয়াদির দক্ষিণ বা পশ্চিম কূলে জলাশয়াদি হইতে ৭।৮ হাত দূরে সমতল স্থানে উত্তর বা পূর্ব্বদ্বারী একটী গোলাকার কুটরী প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ গৃহের উচ্চতা ও বিস্তার ১৬ হাত হইবে। গৃহটী যেন ভাল করিয়া মাটিলেপা হয় ও তাহাতে যেন অনেকগুলি জানালা থাকে। সেই ঘরের দেওয়ালের চারি ধারে এক হাত বিস্তৃত ও এক হাত উচ্চ মাটীর এক একটী বেদী থাকিবে। কেবল দ্বারদেশে থাকিবে না। মধ্যস্থলে কন্দুর ন্যায় একটী উচ্চ উনান করিয়া তাহার উর্দ্ধমুখ ঢাকিবার জন্য একটী ঢাকনী করিতে হইবে। ঐ উনানে খদির বা অশ্বকর্ণাদি কাষ্ঠের আগুন জ্বালাইতে হইবে। কাষ্ঠ উত্তম রূপে দগ্ধ ও ধূম হইলে তখন জেন্তাকস্বেদের উপযুক্ত জানিবে। [কিরূপ অবস্থায় জেন্তাকস্বেদ লইতে হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ জেন্তাক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

অশ্মঘনস্বেদ—স্বেদ্য ব্যক্তিকে সম পরিমাণ দীর্ঘ ও যথাযোগ্য বিস্তৃত একখানি অশ্ম বা পাথরে শোয়াইয়া এই স্বেদ দিতে হয়। দেবদারু প্রভৃতি বাতনাশক কাঠের আগুনে সেই পাথর তাতাইতে হইবে। পাথর বেশী তাতিয়া উঠিলে কয়লা ফেলিয়া দিয়া গরম জলে সেই পাথরখানি ধুইয়া ফেলিবে। পরে তাহার উপর কম্বল বা পাটের কাপড় বিছাইয়া, স্বেদ্য ব্যক্তিকে তৈলাদি মাখাইয়া তাহার উপর শোয়াইয়া তাহার গায়ে গরম কাপড় দিয়া ঢাকা দিবে। এইরূপে স্বেদ দেওয়ার নাম অশ্মঘনস্বেদ।

কর্ষূস্বেদ—স্বেদোপযুক্ত স্থানে কর্ষূ অর্থাৎ সরুমুখ ও অভ্যন্তর ভাগ বিস্তৃত এরূপ একটী গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে ধূমহীন কয়লা রাখিয়া আগুন দিবে। তাহার উপর খট্টাদি শয্যা পাতিয়া তাহাতে শোয়াইয়া স্বেদ দিতে হয়, এরূপ ভাবে স্বেদ দেওয়াকে কর্ষূস্বেদ বলে।

কুটীস্বেদ—অনতি উচ্চ ও অনতি বিস্তৃত গবাক্ষরহিত স্থূল ভিত্তিযুক্ত একটী গোলাকার কুটী বা ক্ষুদ্র গৃহ কুড় প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া লেপিবে, পরে তন্মধ্যে কৌশের বা গালিচাদি

পাতিয়া একটী শয্যা প্রস্তুত করিবে। এই গৃহমধ্যে চারিদিকে হসন্তিকা বা আগুনের গামলা রাখিতে হইবে। ঐ গৃহ বেশ উষ্ণ হইয়া উঠিলে তৈলাদি মাখাইয়া স্বেদ্য ব্যক্তিকে উক্ত বিছানায় শোয়াইয়া স্বেদ দিবে।" এরূপ স্বেদ লওয়াকে কুটীস্বেদ কহে।

ভূস্বেদ—এই ভূস্বেদের ব্যবস্থা অশ্মঘনস্বেদের মত। ইহাতে পাথরের পরিবর্ত্তে পুরুষের তুল্য পরিমাণ কোন ভূখণ্ডেই অশ্মঘনস্বেদের প্রণালী-অনুসারে স্বেদ দেওয়া হইয়া থাকে। ভূমিতে স্বেদ লওয়া হয় বলিয়া ইহার ভূস্বেদ নাম হইয়াছে।

কুম্ভীস্বেদ—দেবদারু প্রভৃতি বাতনাশক দ্রব্যের কাথ দ্বারা একটী কুম্ভ পূর্ণ করিয়া তাহার অর্দ্ধভাগ বা ত্রিভাগ ভূমি-মধ্যে পুতিয়া তাহার উপর খট্টাদিশয্যা প্রস্তুত করিবে এবং রোগীকে বাতঘ্ন তৈলাদি মাখাইয়া কাপড় দিয়া ভাল রকম ঢাকিয়া সেই বিছানায় বসাইবে। পরে অত্যুষ্ণ লৌহ বা প্রস্তরখণ্ড সেই কুম্ভমধ্যে ফেলিয়া দিবে, তাহাতে যে ভাবরা উঠিবে, রোগী সেই ভাবরা গায়ে লাগাইবে। এইরূপে স্বেদক্রিয়ার নাম কুম্ভীস্বেদ।

কূপস্বেদ—কোন বায়ু-হীন স্থানে রোগীর সমান একটী কূপ কাটিয়া তাহা হস্তী, অশ্ব, গো, গর্দ্দভ বা উষ্ট্রের শুষ্ক পুরীষ বা ঘুটে দিয়া পূর্ণ করিয়া জ্বালাইয়া দিবে। সমস্ত ঘুটে বেশ পুড়িয়া আসিলে ও নির্ধূম হইলে সেই কূপের উপর একখানি শয্যা বিছাইয়া ও রোগীকে তৈলাদি মাখাইয়া তাহাতে শুইয়া স্বেদ লইতে হইবে। ইহাকে কূপস্বেদ বলা হয়।

হোলাকস্বেদ—রোগীর শয্যা পরিমাণ গোগর্দ্দভাদির ঘুটে দিয়া একটী ধীতিকা বা গোময়ের একটী দীর্ঘাকার অগ্ন্যাধার প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিবে। যখন ঘুটেগুলি পুড়িয়া ধূমরহিত হইবে, তখন তাহার উপর খট্টাদি পাতিবে এবং রোগী তৈলাদি মাখিয়া ও কাপড়ে ঢাকিয়া সেই শয্যায় শুইয়া স্বেদ লইবে। এই সুখজনক স্বেদ হোলাকস্বেদ নামে অভিহিত হইয়াছে।

অগ্নিসম্বন্ধযুক্ত উক্ত ১৩ প্রকার স্বেদ ছাড়া অগ্নিসম্পর্কশূন্য আর ১০ প্রকার স্বেদ আছে, এই দশ প্রকার স্বেদ যথা—ব্যায়াম, উষ্ণগৃহ, স্থূল বস্ত্রাব্যাম, ক্ষুধা, অধিক উষ্ণ মদ্যাদিপান, ভয়, ক্রোধ, সলোম চর্ম্মাদি দ্বারা বন্ধন, যুদ্ধ ও আতপ। এই ১০ প্রকার স্বেদ উষ্ণবীর্য্য। এ ছাড়া একাঙ্গগত, সর্ব্বাঙ্গগত, স্নিগ্ধ ও রুক্ষভেদে ত্রিবিধ দ্বন্দ্বস্বেদ কথিত হইয়াছে।

রোগীকে অগ্রে স্নেহ-প্রয়োগে স্নিগ্ধ করিয়া স্বেদ প্রয়োগের পরে উপযুক্ত পথ্য দিতে হয়। স্বেদ-প্রয়োগের দিন ব্যায়াম নিষিদ্ধ।

স্বেদক (পুং) অয়স্কান্তভেদ, চলিত কান্তলৌহ। (রাজনি°)

স্বেদচূষক (পুং) স্বেদং চূষতি পিবতীতি চূষ-ণ্বুল্। শীতলবায়ু।

স্বেদজ (ত্রি) স্বেদাজ্জায়তে ইতি জন-ড। স্বেদ হইতে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, কৃমি, দংশমশকাদি প্রাণিসমূহ। ইহা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জভেদে চারি প্রকার। জন্মানুসারে জীব এই সকল যোনি পরিগ্রহ করে। দংশ, মশক, যূক, মক্ষিক ও মৎকুণ ইহারা স্বেদজ।

"স্বেদজং দংশমশকং যূকামক্ষিকমৎকুণং।
উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশং॥" (মনু ১।৪৫)

মানবের স্বেদমল হইতে মক্ষিকাদির উৎপত্তি হয়, নব-মেঘ-প্রসিক্তা ভূমি হইতে পিপীলিকাদি, মাষ, মুদ্গ, ফল, সমিধ্ প্রভৃতি হইতে ক্ষুদ্র কীট, কাষ্ঠ হইতে ঘুণকাদি, শুক্রবিকার হইতে পূতিকা, শুষ্ক গোময় হইতে বৃশ্চিক, গো, মহিষ, মানুষ ও মৎস্যাদির অন্তঃকুক্ষিপ্রদেশে নানা প্রকার কৃমি প্রভৃতি স্বেদজগণের উৎপত্তি হয়।

"সংস্বেদজবিকারাশ্চ যথা যেভ্যো ভবন্তি হি।
মানুষস্বেদমলজা মক্ষিকাস্তা ভবন্তি চ॥
নবমেঘপ্রসিক্তায়াং পিপীলিকগণাদয়ঃ।
সংস্বেদজাপি বিজ্ঞেয়া বৃক্ষগোপশুজন্তবঃ॥
সমিদ্ভ্যো মাষমুদ্গেভ্যঃ ফলেভ্যশ্চৈব জন্তবঃ।
জায়ন্তে কৃময়ো বিপ্রাঃ কাষ্ঠেভ্যো ঘুণকাদয়ঃ।
তথা শুক্রবিকারেভ্যঃ পূতিকাঃ প্রভবন্তি চ॥
সংস্বেদজাশ্চ জায়ন্তে বৃশ্চিকাঃ শুষ্কগোময়াৎ।
গোভ্যো হি মহিষেভ্যশ্চ মানুষেভ্যশ্চ জন্তবঃ॥" (অগ্নিপু°)

পাপকর্ম্মীরা পাপফলে স্বেদজ হইয়া জন্মে।

স্বেদজশাক (ক্লী) স্বেদাজ্জাতং শাকং। শাকভেদ, এই শাক ভূ, গোময় ও কাষ্ঠাদি হইতে উদ্ভূত, ইহাকে চলিত ভাষায় ছাতা এবং সংস্কৃতে ছত্রাক কহে। গুণ—শীতল, দোষবর্দ্ধক, পিচ্ছিল, গুরু, ছর্দ্দি, অতীসার, জ্বর ও শ্লেষ্মরোগনাশক। (ভাবপ্র°)

স্বেদজল (ক্লী) ঘর্ম্ম।

স্বেদন (ক্লী) স্বিদ্-ল্যুট্। ১ স্বেদ। (মেদিনী) ২ স্বেদন-যন্ত্র। এই যন্ত্রের বিষয় বৈদ্যকশাস্ত্রে নিম্নোক্ত প্রকার লিখিত আছে—পারদসংযুক্ত ঔষধ একটী ত্রিফল ভূর্জ্জপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া একটী পোটলী প্রস্তুত করিবে। পরে সূত্র দ্বারা ঐ পোটলীটি একখণ্ড কাষ্ঠের সহিত দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিবে। অনন্তর কাঞ্জিকাদিপূর্ণ একটী পাত্রের উপরি ভাগে ঐ কাষ্ঠখণ্ড এমন ভাবে রাখিবে, যেন ঐ সূত্রবদ্ধ পোটলীটি ঐ পাত্রের মধ্যে ঝুলিতে থাকে। তৎপরে ঐ পাত্রের অধোদেশে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। ইহাকে স্বেদন-যন্ত্র কহে। এই যন্ত্রের অপর নাম দোলাযন্ত্র। বৈদ্যকে

স্বেদনযন্ত্রে যেথানে পাক করিবার বিধান আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে করিতে হইবে।

অন্যবিধ—একটী স্থালী জলপূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা মুখ বদ্ধ করিয়া দিবে। পরে ঐ বস্ত্রের উপরে স্বেদ্য ঔষধ স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নি দ্বারা পাক করিবে। ইহাকে স্বেদনযন্ত্র কহে।

"সাধু স্থালীমুখে বদ্ধে বস্ত্রে স্বেদ্যং নিধায় চ।
পিধায় বাচ্যতে যন্ত্রং তদযন্ত্রং স্বেদনং স্মৃতং ॥" (ভাবপ্রকাশ)

বৈদ্যকে পারদের স্বেদন, মারণ ও অধঃপতন প্রভৃতির বিষয় বিশেষভাবে লিখিত আছে—যথা—বিবিধ ধান্য তুষ নিষ্কাসিত করিয়া জলের সহিত একটা মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে রাখিবে। পরে উহা অম্লরসাস্বাদ হইলে ভৃঙ্গরাজ, মুন্তী, শ্বেতাপরাজিতা, পুনর্নবা, ব্রাহ্মীশাক, গন্ধচাকুলী, মহাবলা, শতাবরী, ত্রিফলা, নীলপুষ্প, অপরাজিতা, হংসপদী ও চিতা এই কয়েকটী দ্রব্য মূলের সহিত কুট্টিত করিয়া উক্ত অম্লভাণ্ড-মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, ইহাকে ধান্যাম্ল কহে। এই ধান্যাম্ল পারদের স্বেদন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রাইসরিষা, হরিদ্রা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, আদা, মহাবলা, নাগবলা, নটেশাক, পুনর্নবা, মেষশৃঙ্গী, চিতা ও নিশাদল এই কয়েকটী দ্রব্য সম-ভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত একত্রই হউক বা পৃথক্‌ভাবেই হউক ধান্যাম্লের সহিত পেষণ করিয়া তাহার বল্ক দ্বারা এক অঙ্গুলি পরিমিত বস্ত্র লেপন করিবে, পরে ঐ বস্ত্রমধ্যে পারদ পূরিয়া বন্ধন করিবে, এবং একটি পাত্র ঐ অম্লে পূর্ণ করিয়া দোলাযন্ত্রে পারদকে তিন দিন পাক করিলেই স্বেদন সিদ্ধ হয়। এইরূপ প্রণালীতে পারদের স্বেদন করিলে পারদ তীব্র হয়। (ভাবপ্র°) [বিশেষ বিবরণ পারদ শব্দে দেখ] স্বেদয়তীতি স্বিদ্-ণিচ্-ল্যু। (ত্রি) ৩ স্বেদক।

স্বেদনত্ব (ক্লী) স্বেদনস্য ভাবঃ ত্ব। স্বেদনের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্বেদনাশ (পুং) বায়ু। (বৈদ্যকনি°)

স্বেদনিকা (স্ত্রী) স্বেদনমস্ত্যস্যা ইতি ঠন্। ১ কন্দ। (হেম) ২ ভর্জ্জনপত্র, লৌহপাত্রবিশেষ, চলিত তাওয়া, এই পাত্রে দ্রব্য রাখিয়া সেকা হয়। ৩ ভর্জ্জনশালা। ৪ সুরানির্ম্মাণার্থ পাত্র-বিশেষ, চলিত ভাটী। (বৈদ্যকনি°)

স্বেদনী (স্ত্রী) স্বিদ্যতে অনয়েতি স্বিদ-ল্যুট্-ঙীপ্। লৌহময়-পাত্র, তাওয়া। (অমর)

স্বেদমলোজ্ঝিতদেহ (পুং) স্বেদমলেন উজ্ঝিতো দেহো যস্য। ১ সর্ব্বকল্পীয় জিনোত্তম। (হেম) (ত্রি) ২ স্বেদমলত্যক্তকায়, যাহার শরীর স্বেদমল হইতে বিরহিত।

স্বেদবিপ্রুষ (স্ত্রী) স্বেদস্য বিপ্রুট্, বিন্দুঃ। ঘর্ম্মবিন্দু।

স্বেদাঞ্জি (ত্রি) মরুদ্গণ। "স্বেদাঞ্জিভি রাশিরং" (ঋক্ ১০।৬৭।৬) 'স্বেদাঞ্জিভিঃ মরুতঃ' (সায়ণ)

স্বেদাম্বু (ক্লী) স্বেদজং অম্বু। স্বেদজল, ঘর্ম্মজল।

স্বেদায়ন (ক্লী) স্বেদনির্গমনপথ, লোমকূপ।

স্বেদিন্ (ত্রি) স্বেদ-ইনি। স্বেদযুক্ত, স্বেদবিশিষ্ট।

স্বেদুহব্য (ত্রি) স্বভূত সমৃদ্ধ হবিষ্ক। "স্বেদুহব্যৈঃ ক্রবেণ" (ঋক্ ১।১২১।৬) 'স্বেদুহব্যৈঃ স্বভূতসমৃদ্ধহবিষ্কৈঃ' (সায়ণ) ২ স্বায়ত্তেদ্ধহবিষ্ক, স্বায়ত্ত ইদ্ধহবির্যুক্ত। ঋক্ ১।১৭৩।২)

স্বেদমাতৃ (স্ত্রী) শরীরস্থ রসধাতু। (রাজনি°)

স্বেদবাহিস্রোতস্ (ক্লী) ঘর্ম্মবাহি-নাড়ী, ইহার মূল মেদ ও রোমকূপ। (চরক বি° ৫ অ°)

স্বেদস্রাব (পুং) পিত্তজ রোগ, ঘাম হওয়া। (নিদান)

স্বেদাপ্রবর্ত্তন (ক্লী) ১ ঘর্ম্মাতিশয়। ২ ঘর্ম্মনিগ্রহ।

স্বেদাবরোধ (পুং) স্বেদস্য অবরোধঃ। ১ ঘর্ম্মাবরোধ। ২ জঠরাগ্নির অবরোধ। (মাধবনি°)

স্বেদ্য (ত্রি) স্বিদ-যৎ। স্বেদার্হ, স্বেদের উপযুক্ত।

স্বেষ্ট (ত্রি) স্বস্য ইষ্টঃ। নিজের ইষ্ট, নিজের অভিলষিত।

স্বেষ্টদেবতা (স্ত্রী) নিজের ইষ্টদেবতা। যিনি যে দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই দেবতাই তাহার ইষ্টদেবতা।

স্বৈতু (ত্রি) শোভনগমন, শোভন গমনযুক্ত। "সন্তু স্বৈতবো যে বসবঃ" (ঋক্ ৫।৪১।৯) 'স্বৈতবঃ শোভনগমনাঃ' (সায়ণ)

স্বৈদায়ন (পুং) স্বেদের গোত্রাপত্য, শৌনক। (শত° ব্রা°)

স্বৈর (ত্রি) স্বেন স্বাতন্ত্র্যেণ ঈর্ত্তে ইতি ঈর গতৌ অচ্ (স্বাদী-রেরিণোঃ। পা ৬।১।৮৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা বৃদ্ধিঃ। ১ স্বচ্ছন্দ। স্বাধীন, আত্মবশ। "অব্যাহতৈঃ স্বৈরগতৈঃ স তস্যাঃ সম্রাট্ সমারাধনতৎপরোঽভূৎ।" (রঘু ২।৫) ২ মন্দবার। (মেদিনী) ৩ বৃথালাপ।

"নৈবাস্তথেদং ভবিতা পিতরেষ ব্রবীমি তে।
নাহং মৃষা ব্রবীম্যেবং স্বৈরেষপি কুতঃ শপন্ ॥" (ভারত ১।৪২।২)

(ক্লী) ৪ স্বেচ্ছাধীনতা, স্বাধীনতা।

স্বৈরগতি (ত্রি) স্বৈরা গতির্যস্য। স্বচ্ছন্দগতি, স্বাধীনগতি।

স্বৈরচারিন্ (ত্রি) স্বৈরং চরতি চর-ণিনি। স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য। স্বাধীনভাবে বিচরণকারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। স্বৈর-চারিণী ব্যভিচারিণী স্ত্রী, যে সকল স্ত্রী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

স্বৈরতা (স্ত্রী) স্বৈরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বাধীনতা, যথেচ্ছ-চারিতা। পর্য্যায়—স্বচ্ছন্দতা, যদৃচ্ছা। (অমর)

স্বৈরবর্ত্তিন্ (ত্রি) স্বৈরং বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। স্বাধীন, যিনি স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন।

"বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
স্বৈরবর্ত্তী গুণৈর্হীনঃ সপর্য্যাং কথমর্হতি॥" (ভাগ° ১০।৭৫।৩৫)

স্বৈরবৃত্ত (ত্রি) স্বৈরং বৃত্তং যস্য। স্বাধীন ভাবে আচরণকারী, স্বাধীন।

স্বৈরবৃত্তি (ত্রি) স্বৈরা স্বাধীনা বৃত্তির্যস্য। স্বাধীনবৃত্তি।

স্বৈরস্থ (ত্রি) স্বৈরং তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। স্বাধীন ভাবে অবস্থিত।

স্বৈরিতা (স্ত্রী) স্বৈরিণো ভাবঃ তল্-টাপ্। স্বচ্ছন্দতা, পর্য্যায়—যদৃচ্ছা। (অমর)

স্বৈরিন্ (ত্রি) স্বেনৈব ঈরিতুং শীলমস্য, ঈর গতৌ ণিনি। স্বতন্ত্র। স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য।

স্বৈরিণী (স্ত্রী) স্বৈরিন্-ঙীষ্, স্বাদীরেরিণোরিতি বৃদ্ধিঃ। ব্যভিচারিণী স্ত্রী। (অমর) চতুঃপুরুষগামিনী স্ত্রীকে স্বৈরিণী কহে।

"নাতশ্চতুর্থং প্রসবমাপৎস্বপি বদন্ত্যত।
অতঃপরং স্বৈরিণী স্যাদ্বন্ধকী পঞ্চমে ভবেৎ॥"(ভারত ১।১২৩।৭৭)

সৈরিন্ধ্রী (স্ত্রী) পরবেশ্মস্থিতা স্ববশা শিল্পকারিণী নারী, পরগৃহে অবস্থিতা শিল্পকর্ম্মকারিণী স্ত্রী। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"পরগৃহস্থা স্বতন্ত্রা প্রসাধনানুলেপনাদিশিল্পকারিণীতি বিশেষণত্রয়যুক্তা যা সা সৈরিন্ধ্রী স্বৈরং স্বাচ্ছন্দ্যং ধরতীতি সৈরিন্ধ্রী নিপাতনাৎ।" (ভরত)

যে সকল নারী পরগৃহে স্বাধীন ভাবে থাকিয়া প্রসাধন, অনুলেপন ও শিল্পকর্ম্মাদি করে, তাহাকে সৈরিন্ধ্রী কহে। পর্য্যায়—স্বৈরন্ধ্রী। দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটভবনে বিরাটমহিষীর নিকট সৈরিন্ধ্রীর কার্য্য করিয়া সৈরিন্ধ্রী এই নামে অবস্থান করিয়া ছিলেন।

স্বোচিত (ত্রি) স্বস্য উচিতঃ। আপনার উপযুক্ত।

স্বোজস্ (ত্রি) সু শোভনং ওজো যস্য। উত্তম ওজোযুক্ত।

স্বোত্থ (ত্রি) স্বেন উত্থঃ। স্বোত্থিত, আপনা হইতে উত্থিত।

স্বোদরপূরক (ত্রি) স্বস্য উদরপূরকঃ। আপনার উদরপূরক, যিনি আপনার উদর পূরণ করেন।

স্বোপার্জ্জিত (ত্রি) স্বেন উপার্জ্জিতঃ। স্বয়মর্জ্জিত, নিজে যাহা উপার্জ্জন করা যায়। স্বোপার্জ্জিত ধনে ভ্রাতাদির অধিকার নাই, তদুত্তরাধিকারীই এই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। এই স্বোপার্জ্জিত ধন এবং তাহার বিভাগাদির বিষয় দায়ভাগে বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। নিজে ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকুরী প্রভৃতি করিয়া যে ধন অর্জ্জন করা যায়, তাহাকে স্বোপার্জ্জিত ধন কহে। এই স্বোপার্জ্জিত ধনে উপার্জ্জকের পূর্ণ অধিকার, উপার্জ্জক এই ধন যাহা ইচ্ছা, করিতে পারেন, উপার্জ্জক স্বীয় উপার্জ্জিত ধন ইচ্ছামত ব্যয় করিলে কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না এবং দিলেও তাহা সিদ্ধ হইবে না। সোপার্জ্জিত ধন পিতার ইচ্ছানুসারে বিভাগ হইবে। কিন্তু পৈতামহধনে সেরূপ হইতে পারে না, কারণ ঐ ধনে পিতা ও পুত্রের স্বামিত্ব একরূপ।

"সোপার্জ্জিতে ধনে পিতুরিচ্ছৈব নিয়ামিকা। পিতা চেৎ পুত্রান্ বিভজেৎ তস্য স্বেচ্ছা স্বয়মুপাত্তে, পৈতামহে তু পিতাপুত্রয়োস্তুল্যং স্বাম্যং। স্বোপাত্তে যাবদেব গ্রহীতুমিচ্ছতি অর্দ্ধং ভাগদ্বয়ং ত্রয়ং বা তৎ সর্ব্বং তস্য শাস্ত্রানুমতং ন তু পৈতামহেঽপি।" (দায়ভাগ)

পিতা স্বোপার্জ্জিত ধনের যত ইচ্ছা তত গ্রহণ করিতে পারেন, অর্দ্ধেক, দুই ভাগ, কিংবা তিন ভাগ তৎ সকলই শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু পিতামহধনে তিনি এইরূপ করিতে পারেন না। স্বোপার্জ্জিত ধন হইতে পিতা কোন পুত্রকে গুণী বিবেচনা করিয়া এবং কাহাকেও অযোগ্য বিবেচনা করিলে তাহার যেরূপ ইচ্ছা তদনুসারেই তিনি তাহাদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতে পারিবেন, এবং তদনুসারে বিভাগ করিলে তাহা শাস্ত্রসম্মত হইবে। উক্ত গুণী ও অযোগ্যাদি কারণ ব্যতীত বৃথা ন্যূনাধিক বিভাগ করা বিধিসিদ্ধ নহে। অত্যন্ত ব্যাধি ও ক্রোধাদি জন্য আকুলচিত্ত, কিংবা কামাদিবিষয়ে অত্যন্ত আশক্ত হইয়া পিতা যদি এক পুত্রকে অধিক কিংবা অল্প বিভাগ করিয়া দেন এবং যদি কাহাকেও না দেন, তাহা হইলে সেই বিভাগ অসিদ্ধ। পিতা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি হইলেও এইরূপ বিভাগ করিতে পারিবেন না এবং করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।

"অত্যন্তব্যাধিক্রোধাদ্যাকুলচিত্ততয়া কামাদিবিষয়সেবাবশীকৃতচিত্ততয়া বা যদি তু একস্মৈ পুত্রায় অধিকং ন্যূনং বা দদাতি কিঞ্চিন্ন দদাতি বা তদা স বিভাগোঽসিদ্ধঃ" (দায়ভাগ)

[বিশেষ বিবরণ দায়ভাগ শব্দে দেখ]

স্বোরস (পুং) শিলাপিষ্টকল্ক।

'স্বোরসঃ স্বরসঃ প্রোক্তঃ কল্কো দৃষদি পেষিতঃ।' (শব্দচ°)

স্বৌজস (ক্লী) স্বস্য ওজঃ। নিজের ওজঃ, নিজের তেজ।

স্বৌপশ (ত্রি) শোভন অবয়ববিশিষ্ট, শোভন অর্থাৎ শয়নবিদগ্ধ ও বিলাসচতুর অবয়বসমূহবিশিষ্ট। "সিনীবালী সুকপর্দ্দা সুকুরীরা স্বৌপশা" (শুক্লযজু° ১১।৫৬) 'স্বৌপশা সম্যক্ উপশেতে শয়নং কুরুতে যৈরবয়বিশেষৈস্তে সর্ব্বেঽপ্যুপশাঃ তেষাং সমূহ ঔপশং, শোভনঃ শয়নবিদগ্ধো বিলাসচতুর ঔপশোঽবয়বসমূহো যস্যাঃ সা' (মহীধর)

হ

হ, হকার। ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়স্ত্রিংশবর্ণ। ব্যাকরণমতে অষ্টম বর্গীয় চতুর্থবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ।

"অকুহ বিসর্জ্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ" (ব্যাকরণ)

কামধেনুতন্ত্রে এই বর্ণের রূপ এইরূপ লিখিত আছে—হকার চতুর্ব্বর্গপ্রদায়ক, কুণ্ডলীদ্বয়সংযুক্ত, রক্তবিদ্যুল্লতোপম, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত, পঞ্চ দেবময়, পঞ্চ প্রাণাত্মক, ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুযুক্ত। এই হকারকে হৃদয়ে ভাবনা করিলে সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

"হকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কং।
কুণ্ডলীদ্বয়সংযুক্তং রক্তবিদ্যুল্লতোপমং।
রজঃসত্ত্বতমোযুক্তং পঞ্চদেবময়ং সদা॥
পঞ্চ প্রাণাত্মকং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং সদা।
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি॥" (কামধেনুতন্ত্র)

তন্ত্রে এই বর্ণের লিখনপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে,—ঊর্দ্ধ হইতে আকুঞ্চিত ও মধ্য দেশে কুণ্ডলী করিয়া দিবে; পরে উহার ঊর্দ্ধদিকে মাত্রা দিতে হইবে। এই সকল কুণ্ডলীতে ব্রহ্মাদি এবং মাত্রায় পার্ব্বতী অবস্থান করেন। এই হকার সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা এবং ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষদায়িনী। এই হকারের ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপকরিলে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ লাভ হয়।

"ঊর্দ্ধাদাকুঞ্চিতা মধ্যে কুণ্ডলীত্বং গতা ত্বধঃ।
ঊর্দ্ধং গতা পুনঃ সৈব তাসু ব্রহ্মাদয়ঃ ক্রমাৎ।
মাত্রা চ পার্ব্বতী জ্ঞেয়া ধ্যানমস্য প্রচক্ষ্যতে॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার ধ্যান—"করীষভূষিতাঙ্গীঞ্চ সাট্টহাসাং দিগম্বরীং।
অস্থিমাল্যামষ্টভুজাং বরদামম্বুজেক্ষণাং॥
নাগেন্দ্রহারভূষাঢ্যাং জটামুকুটমণ্ডিতাং।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং নিত্যাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং।
এবং ধ্যাত্বা হকারস্য তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

এই বর্ণের নাম বা পর্য্যায়—হঃ, শিব, গগন, হংস, নাগলোক, অম্বিকাপতি, শিব, নকুলীশ, জগৎপ্রাণ, প্রাণেশ, কপিলামল, পরমাত্মাত্মজ, জীব, যবাক, শান্তিদ, অঙ্গন, মৃগ, ভয়, অরুণ, স্থাণু, কূটকূপবিরাবণ, লক্ষ্মীর্ম্মবিহর, শম্ভু, প্রাণশক্তি, ললাটজ, স্বকোপবারণ, শূলী, চৈতন্য, পাদপূরণ, মহালক্ষ্মী, পর, শম্ভু, শাখোট, সোমমণ্ডল, শুক্র, অথ, হকার, অংশ, প্রাণ, সান্ত, শিব, বিয়ৎ, অকুল, নকুলীশ, অনন্ত, নকুলী, জীব, পরমাত্মা, ললাটজ, নকুলীশ, হংস, অঙ্কুশ, মহেশ, বরাব, গগন, রবি, লিঙ্গ, শূন্য, মহাশূন্য ও প্রাণ।

"হঃ শিবো গগনং হংসো নাগলোকোঽম্বিকাপতিঃ।
নকুলীশো জগৎপ্রাণঃ প্রাণেশঃ কপিলামলঃ॥
পরমাত্মাত্মজো জীবো যবাকঃ শান্তিদোঽঙ্গনঃ॥
মৃগো ভয়োঽরুণা স্থাণুঃ কূটকূপবিরাবণঃ।
লক্ষ্মীর্ম্মবিহরঃ শম্ভুঃ প্রাণশক্তির্ললাটজঃ॥
স্বকোপবারণঃ শূলী চৈতন্যং পাদপূরণঃ।
মহালক্ষ্মীঃ পরং শম্ভুঃ শাখোটঃ সোমমণ্ডলঃ॥" (বর্ণাভিধানতন্ত্র)

"শুক্রশ্চাথ হকারোঽংশঃ প্রাণঃ সান্তঃ শিবো বিয়ৎ।
অকুলো নকুলীশশ্চ হংসঃ শূন্যঞ্চ হাকিনী।
অনন্তো নকুলী জীবঃ পরমাত্মা ললাটজঃ॥" (বীজবর্ণাভিধান)

এই বর্ণের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। তন্ত্রমতানুসারে পূজাকার্য্যে মাতৃকান্যাসস্থলে এই বর্ণ দক্ষপাদে ন্যাস করিতে হয়। কাব্যে এই বর্ণ প্রথম প্রয়োগ করিতে নাই, প্রয়োগ করিলে খেদ হইয়া থাকে।

"সঃ সৌখ্যং হস্তু খেদং বিনয়মপি চ লংক্ষঃ সমৃদ্ধিং করোতি।"
(বৃত্তরত্না° টীকা)

হ (অব্য°) হন হিংসাগত্যোঃ অন্যেভ্যোঽপীতি ড। ১ পাদপূরণ। শ্লোকের পাদপূরণস্থলে চ, বা, তু, হ প্রভৃতির ব্যবহার হয়।

"পম্পাতীরে হনূমতা সঙ্গতো বানরেণ হ।"

২ সম্বোধন। ৩ বিনিগ্রহ। ৪ নিয়োগ। ৫ ক্ষেপ। ৬ কুৎসা। (মেদিনী)

হ (পুং) ১ শিব। ২ জল। ৩ শূন্য। ৪ ধারণ। ৫ মঙ্গল। ৬ গগন। ৭ নকুলীশ। ৮ রক্ত। ৯ স্বর্গ। (মেদিনী) ১০ পাপহরণ। ১১ চন্দ্র। ১২ সকোপবারণ। ১৩ শুষ্ক। (একাক্ষরকোষ)

হওবাল (আরবী) অধীন।

হওবালদার (পারসী) হাবিলদার, সৈনিকপুরুষ।

হওবালদারী (পারসী) সৈনিক পুরুষের কার্য্য।

হওলাৎ (আরবী), ১ বিশ্বাসপূর্ব্বক দ্রব্য গচ্ছিত রাখা। ২ ধার।

হওলাতী (আরবী) ১ যাহা বিশ্বাসপূর্ব্বক গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। ২ যাহা ধার করা হইয়াছে।

হং (অব্য) ১ রুষোক্তি, রাগ করিয়া কথন। ২ অনুনয়।

হংকং, চীনদেশের প্রান্তভাগে কাণ্টননদীর মোহানায় অবস্থিত দ্বীপাবলীর মধ্যে একটী। অক্ষা° ২২° ১৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ১১৪° ১২´ পূঃ। মকাও হইতে ৪২ মাইল ও কাণ্টন সহর হইতে ১০৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল, প্রস্থে ৪॥ মাইল, ইহার বন্দর লম্বে প্রায় ৪ মাইল। এই দ্বীপের বেড় প্রায় ২২ মাইল, ইহার অধিকাংশই উষর ও শৈলময়। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৈলশৃঙ্গটী ১৮০৫ ফিট্ উচ্চ। এই দ্বীপ ও ইহার উত্তরাংশে সংলগ্ন ভিক্টোরিয়া সহর ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অধিকারভুক্ত হইবার পর হইতেই বহু ইংরাজ এখানকার নাতিদীর্ঘ শৈলোপরি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর সুন্দর বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করেন। চীনেরা এই দ্বীপকে 'হেঅংকেঅং' অর্থাৎ সুগন্ধিজল বলিয়া থাকে।

পর্ত্তুগীজেরা উক্ত দ্বীপপুঞ্জকে লাড্রোনেশ বা জলদস্যুদের দ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রশান্ত মহাসাগরে হংকং এখন একটী প্রধান বৃটীশ বন্দর বলিয়া গণ্য।

হংস, অবধূতভেদ, চারি প্রকার অবধূতের মধ্যে হংস তৃতীয় অবধূত। প্রাণতোষিণীধৃত মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এই হংসের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"চতুর্ণামবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে।
ত্রয়োঽন্যে যোগভোগাঢ্যা মুক্তাঃ সর্ব্বে শিবোপমাঃ॥
হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বিধত্তে প্রতিগ্রহম্।
প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরেৎ নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ॥
ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্।
তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ॥
সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ।
নির্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যান্নিঃসঙ্গো নিরুপদ্রবঃ॥
নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধারণা।
মুক্তো বিমুক্তো নির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ॥"

হংসনামা এই অবধূত স্ত্রীসহবাস ও প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবেন না। প্রত্যাখান ও প্রার্থনাহীন অবস্থায় যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা ভক্ষণ করিয়াই জীবনধারণ করিবেন। ইনি স্ববংশের চিহ্ন সকল ও গৃহাশ্রমের সাধারণ ক্রিয়াসমূহ ত্যাগ করিয়া কামনারহিত ও চেষ্টারহিত হইবেন এবং ক্রোধ ও মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবেন। ইহাকে গৃহত্যাগ, ত্যাগশীল, লোকসম্পর্করহিত ও উপদ্রবশূন্য হইতে হইবে। ইনি ধ্যানধারণা করিবেন না ও ভক্ষ্যপানীয় নিবেদন করিবেন না। এবম্বিধ যতি মুক্ত, বিমুক্ত, নির্ব্বিবাদ ও হংসাচারপরায়ণ হইবেন।

হংস (পুং) হন্তি সুন্দরং গচ্ছতীতি হন হিংসগত্যোঃ (বৃতৃবদিহনীতি। উণ্ ৩।৬২) ইতি স। পক্ষিবিশেষ, প্লবজাতীয় জলচর পক্ষী, চলিত হাঁস, মহারাষ্ট্র বল্লকি। পর্য্যায়—শ্বেতগরুৎ, চক্রাঙ্গ, মানসৌকস, কলকণ্ঠ, সিতচ্ছদ, সিতপক্ষ, সরঃকাক, পুরুদংশক, ধবলপক্ষ, মানসালয়। (রাজনি°)

হংস, সারস, কারণ্ডব, বক প্রভৃতি প্লবঙ্গজাতীয় জলচর পক্ষী। ইহারা জলে ভাসিয়া ভাসিয়া বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে প্লবজাতীয় পক্ষী কহে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ হংসদিগকে যুক্তপদ পক্ষিশ্রেণিমধ্যে ধরিয়াছেন। ইহারা উভচর; সম্মুখের পদাঙ্গুলীত্রয় পাতলা চর্ম্মবন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় ইহারা বিশেষ সন্তরণপটু। ইহারা জলে সন্তরণ করিতে করিতে জলজ উদ্ভিদ্, পঙ্কজ শৈবাল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ও কীটাদি আনন্দের সহিত ভক্ষণ করে। স্থলভাগে বিচরণকালে তরুণ তৃণাগ্র, কর্দ্দমময় স্থানজাত কীট ও গৃহস্থের পরিত্যক্ত অন্নাদিই ইহাদের প্রধান আহার্য্য।

এই জাতীয় পক্ষীর দুইটী পাখা, চঞ্চুদ্বয় সম প্রশস্ত ও দীর্ঘাকার এবং মস্তকের সংযোগস্থল বিস্তার অপেক্ষা উচ্চাকার হইয়া থাকে। গলা সরু ও লম্বা এবং পদদ্বয় খর্ব্বাকার হয়। পদদ্বয়ের সম্মুখভাগে তিনটী অঙ্গুলীতে তিনটী নখ, ঐ তিনটী অঙ্গুলী পটহবৎ সূক্ষ্ম চর্ম্মাচ্ছাদনে পরস্পর সংলগ্ন। পদতলের পশ্চাদ্ভাগে একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুলীর নখ, উহা অন্যান্য অঙ্গুলী হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। দেহভাগ স্থূল ও মাংসল, সর্ব্বাবয়ব কোমল পক্ষাচ্ছাদনে আবৃত। পুচ্ছের পালকগুলি খর্ব্বাকার।

পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ হংসকে Anatidæ জাতিভুক্ত করিয়া পক্ষের, গলের, পদের ও চঞ্চুর বিভিন্নতা অবলম্বনে হংসবংশের স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে হংসের *Natatores*, *Anserina*, *Cereopsina Anatina*, *Cygnina* প্রভৃতি কয়েকটী থাক আছে। শেষোক্ত cygnina শাখায় Colymbidæ, Alcadæ, Pelecanidæ ও Laridæ নামক চারিটী থাক স্বতন্ত্র হংসবংশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ক্যানিনোর রাজকুমারকৃত 'Birds of Europe and North America' নামক গ্রন্থে Cygnus Olor, C. immutabilis, C. musicus, C. Bewickib নামক হংসবংশ য়ুরোপীয় এবং C. Americanus ও C. Buccinator আমেরিকার

আদি হংসজাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে প্রাণি-তত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে C. ferus (শ্বেতবর্ণ হংস) ও C. mansuetus নামে আরও দুইটী জাতি জীবতত্ত্বের তালিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকে C. ferusকেই C. musicus বলিয়া অবধারিত করেন।

C. musicus শ্রেণীর হংস উড়িবার কালে পাণকৌড়ি পক্ষীর ন্যায় এক প্রকার সিস্ দিবার মত শব্দ করে। ঐ শব্দটী সঙ্গীতের ন্যায় বড়ই মধুর। এই কারণে ইহারা য়ুরোপীয় মাত্রেরই প্রিয়। ইংরাজগণ ইহাকে Hooper, Elk বা whistling Swan, ওয়েলস্‌বাসী—Alarch gwylt, ফরাসীরা—Cygne Sauvage, ইতালী—Cigno বা Cigno Salvatico, জর্ম্মণ Singschwan, Nordostliche Singschwan, দিনেমার—Vild Svane প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করে।

এই হংসজাতি প্রধানতঃ উত্তরমেরুতে বাস করে। গ্রীষ্ম ঋতুতে ইহারা এসিয়া ও য়ুরোপের উত্তরমেরুস্থ দ্বীপসমূহে, স্কন্দনাভ রাজ্যের উত্তরে এবং আইসলণ্ড দ্বীপে চলিয়া যায়। প্রবল শীতের সময় ইহারা ক্রমশঃ উত্তরদেশ ত্যাগ করিয়া আকাশমার্গে সমুদ্র উত্তরণপূর্ব্বক বৃটীশ রাজ্যের সেট্‌লাণ্ড ও অর্কানি দ্বীপে আইসে এবং তথায় ডিম্বপ্রসবান্তে শাবক উৎপাদন করিয়া থাকে। বিমানচারী হংসগণ এইরূপে ক্রমশঃ দক্ষিণে আসিয়া হলণ্ড, ফ্রান্স, প্রোভেন্স ও ইতালী হইয়া ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার উত্তর-সীমান্তস্থ বার্ব্বরি ও মিশর রাজ্যে আসিয়া সমুপস্থিত হয়। ইহার পর আর দক্ষিণে ইহাদের বাস লক্ষিত হয় না। পূর্ব্বাঞ্চলে জাপান দ্বীপ পর্য্যন্ত ইহাদের বাস আছে। তাহার দক্ষিণে আর বড় দেখা যায় না। এই হংসগুলির গলা লম্বা করিয়া ধরিলে ওষ্ঠাগ্র হইতে পুচ্ছান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ৫ ফিট্ লম্বা হয় এবং পক্ষদ্বয় বিস্তার করিলে উভয় প্রান্তদ্বয়ের বিস্তৃতি ৮ ফিটের কম হয় না।

ইহারা সাধারণতঃ ৬।৭টী ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি ৪″ লম্বা ২৬″ চওড়া হয়। ইহারা অর্দ্ধপালিত ভাবে গৃহস্থের বাটীতে পুষ্করিণী বা তৎসংলগ্ন ভূমিতে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। ইহারাই আমাদের দেশে রাজহংস নামে খ্যাত। C. Bewickii নামক রাজহংসগুলি উক্ত Hooper নামক হংস হইতে আকৃতি, গঠন ও বর্ণে অনেকটা পৃথক্। ইহারা ৩ ফুট্ ১০″ ইঞ্চ হইতে ৪ ফিট্ ২″ পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহাদের চঞ্চু ও পদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ, চঞ্চুমূল হরিদ্রাবর্ণ, কখনও কমলা-নেবুর মত হয়। বক্ষ ও মস্তক লাল বর্ণ। ইহারা শৈবালস্তূপের মধ্যে বাসা নির্ম্মাণ করে। উহার বহিরায়তন প্রায় ৬ ফিট্ লম্বা ৪৮০ ফিট্ বিস্তার ও খাড়াই ২ ফিট্ হইয়া থাকে। অণ্ডরক্ষাস্থানের গর্ত্ত ১ ফিট্ ও তাহার ব্যাস অর্দ্ধ ফিট্। ডিম্বগুলি ঈষৎ হরিদ্রাভ লালবর্ণের ও ৬।৭টী হয়। ইহারা ২৫।৩০টী দলবদ্ধ ভাবে কর্কশ শব্দ করিতে করিতে আকাশমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে।

C. immutabilis বা পোলণ্ডীয় হংস (Polish swan) শ্বেত বর্ণের হয়, কিন্তু পদদ্বয় ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থলে বর্ণান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ওষ্ঠাগ্র হইতে পুচ্ছান্ত পর্য্যন্ত ইহারা ৫৭ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

C. olor বা Mute swan দেখিতে অতি সুন্দর। গাত্রের পালক শ্বেতবর্ণ এবং ঠোঁঠদ্বয় হরিদ্রাভ লাল। ঠোঁটের শেষ ভাগ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত স্থানে লালবর্ণ মাংসপিণ্ড দৃষ্ট হয়। জাতীয় কোন কোন হাঁসের চক্ষুর নিকটস্থ ঐ লাল এই ফুল চক্ষুর চারিধার বেষ্টন করিয়া এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, উহাতে ঐ হংসের সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

C. Buccinator নামক হংসজাতি উত্তর আমেরিকার ফার্-প্রদেশে জন্মে। ইহাদের গাত্রবর্ণ সাদা, ঠোঁট ও পদদ্বয় কাল। কপোলদেশ কমলা-নেবুর ন্যায় লাল। ইহারা সাধারণতঃ ৭০ ইঞ্চ লম্বা হয়। ৬১° দক্ষিণ অক্ষাংশেও ইহাদের ডিম্ব ফুটিয়া ছানা বাহির হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রধানতঃ উত্তর-মেরু-প্রদেশেই ইহাদের ডিম ফুটিয়া থাকে।

C. atratus বা Anas Plutonia অষ্ট্রেলিয়া দেশে জন্মে। ইহাদের সমস্ত দেহই কৃষ্ণবর্ণ-পালকে আচ্ছাদিত, কেবল পক্ষের দুই চারিটী মাত্র পালক সাদা হইয়া থাকে, ঠোঁট লাল এবং পদদ্বয় পাঁশুটে কাল হয়। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের পশ্চিম উপকূল ও নিউ-সাউথ ওয়েলসে এবং ভান ডিমেন্স লণ্ড নামক দেশভাগে এই জাতীয় হংস প্রভূত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে রামায়ণীয় যুগ ব্যতীত যেরূপ নীলপদ্মের অস্তিত্ব অলীক বলিয়াই সাধারণের ধারণা ছিল, সেইরূপ কোন অসত্য বস্তুর বা বিষয়ের ব্যাপার বুঝাইতে য়ুরোপবাসী ইংরাজগণ কথায় কথায় কালহাঁসের (Black swan) কথা উদাহরণ স্বরূপ উত্থাপন করিতেন। কালহাঁস যে জগতে আছে, ইহা তাঁহাদের ধারণায় আসিত না। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী ওলন্দাজ-নাবিক Willem de Vlaming কার্য্যব্যপদেশে অষ্ট্রেলিয়াদ্বীপে যাইয়া সর্ব্বপ্রথম কালহাঁস দেখিয়া য়ুরোপবাসীদিগের নিকট কালহাঁসের অস্তিত্ব প্রকাশ করেন। কালহাঁস হ্রদাদিতে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। মনুষ্যের আগমনে ভীত হইয়া দ্রুত বেগে এতদূরে সরিয়া যায় যে, সহজে উহাদিগকে গুলি করিয়া মারা যায় না।

উপরি উক্ত রাজহাঁস অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার পাতিহাঁসগুলি Anserinæ শাখাভুক্ত এবং ইংরাজী ভাষায় Ducks, goose প্রভৃতিসংজ্ঞায় অভিহিত। এই শ্রেণীর হংস শীতহিমানী-মণ্ডিত

সুমেরু-শৃঙ্গ হইতে গ্রীষ্মপ্রধান মরুময় ভূপৃষ্ঠেও বিচরণ করিতে দেখা যায়। স্থানভেদে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন জন্য এই সকল হংসের আকৃতিগত যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কোথাও গাত্রবর্ণ চিত্রবিচিত্রাকারে রঞ্জিত, কোথাও চঞ্চুক্ষুদ্র, কোথাও বা বিস্তৃত, কোথাও গলদেশ দীর্ঘ ও বক্র, কোথাও পাদদ্বয় ক্ষুদ্র, কোথাও বা অতি বৃহৎ ইত্যাদি অন্যেতর বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

A. hyperboreus বা the Snow goose দেখিতে সাদা গায় কাল কাল ফুট্‌কি দাগ আছে। ঠোঁট, পা ও পাদগ্রন্থি ঘোর লাল। আমেরিকার উত্তরাংশে কানাডারাজ্যের স্থানে স্থানে, দেলাওয়ার নদীতটে, নিউফাউণ্ডলণ্ড, হড্‌সন বে, কামস্কাটকা হইতে ওরেগন্ নদীর মোহানা পর্য্যন্ত স্থানে বসন্তকালে ও শীতের প্রাক্কালে আসিয়া থাকে। ইহাদের আগমনের পূর্ব্বে ঐ সকল দেশ কানাডাদেশ-জাত হংসে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

A. ferus বা the Gray-Lag-goose য়ুরোপের পূর্ব্বাংশে এবং এসিয়া মাইনর ও পারস্য পর্য্যন্ত স্থানে বাস করে। ইহারা কখনও ৫৩° উঃ অক্ষাংশে গমন করে না। সমুদ্র ও তাহার তীরভূমি এবং জলাভূমিতে ইহারা প্রধানতঃ বাস করে। জলজ উদ্ভিজ্জ,কচি ঘাস,বীজ ও কলাই ইহাদের প্রধান আহার। ইহারা সাধারণতঃ ৬টী হইতে ৮টী পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে, কিন্তু কখন কখন ১২।১৪টী ডিম পাড়িতেও দেখা গিয়াছে। এই শ্রেণীর হংসের সহিত *A. albifrons* বা শ্বেতবক্ষ হংস (the White-Fronted Goose) ও A. segetum বা the Bean-goose জাতির কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। শ্বেতকণ্ঠ বন্য হংসগুলি লম্বে দুই ফিট্ নয় ইঞ্চ পর্য্যন্ত বড় হয়। Willughby লিখিয়াছেন, কোন একটী ভদ্র লোকের Gray-lag জাতীয় একটী ৮০ বৎসরের পালিত হংস ছিল। ঐ হংসটী আরও কতকাল বাঁচিত; কিন্তু হংসপালক ঐ হংসের (দৌরাত্ম্যে) উত্যক্ত হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে, কারণ বৃদ্ধ হংসটী তাহার বিলক্ষণ ক্ষতি করিত। সে ছোট ছোট হংসগুলিকে ঠুক্‌রাইয়া কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিত।

গ্রে-লাগ হংসগুলির সহিত বীন্-গুজগুলির একটু সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত হংসগুলির ঠোঁট ক্ষুদ্রাকার ও অগ্রভাগ ছুঁচাল। ইহাদের ঠোঁটগুলি কাল, কিন্তু গে-লাগের ঠোঁট কমলানেবুর ন্যায় লালবর্ণ। বীন্‌গুজের ডানাগুলি পুচ্ছের শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে। ইহারা সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের প্রারম্ভে উত্তর দেশ হইয়া ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে আসিয়া বাস করে, শেষে এপ্রিল হইতে মে মাসের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাহারা তথায় থাকিয়া গ্রীষ্মকালে পুনরায় উত্তর দেশে চলিয়া যায়। বসন্তকালে তাহারা শস্যক্ষেত্রে পড়িয়া কলাই, মটর ও কচি গম প্রভৃতি শস্য খাইয়া ক্ষেত্রের বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। ইহারা খুব ঊর্দ্ধে উড়িতে পারে এবং বায়ুর অনুকূলে প্রতিঘণ্টায় প্রায় ৪০।৫০ মাইল পথ পর্য্যন্ত গমন করে। এই কারণে ইহারা সুদূর উত্তর মেরুদেশে যাইয়া স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়িয়া শাবক উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের ঠোঁটের উভয় পার্শ্বদেশে দন্তাকার মাড়ী আছে। উহা দ্বারা ইহারা শস্য ও তৃণাদি উদ্ভিজ্জ সহজে কর্ত্তন করিয়া উদরসাৎ করিতে পারে। A. palustris শ্রেণীর পক্ষীগুলির সহিত ইহাদের দন্তমাড়ীর কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। শরীরের আকৃতিতে Bean-goose-গুলি Gray-lag অপেক্ষা অনেকটা ছোট বলিয়া অনেকেই ইহাদিগকে Small Gray goose বলিয়া থাকে।

A. Ægyptiacus মিসরদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হংসজাতি। আরিষ্টটল্, আরিষ্টোফেনিস্, হেরোদোতস প্রভৃতি এই পক্ষীকে Chenalopex বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা নদী ও হ্রদের তীরদেশে বিচরণ করিয়া থাকে। মিসরবাসীরা পবিত্র জ্ঞানে ইহাদের মাংস ভক্ষণ করিত। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের Chenalopexশব্দ হইতে অনেকে এই হংসশ্রেণীকে C. Ægyptiacus নামে বিবৃত করিয়া থাকেন। এই হংসশ্রেণীর ঠোঁটগুলি মস্তকের মত লম্বা, সরু ও সরল এবং অগ্রভাগ গোলাকার। পাদদ্বয় ও অঙ্গুলি মাংসের ন্যায় লালবর্ণ। গলা সাদা ও সর্ব্বাঙ্গ ধূসর কৃষ্ণ, স্থানে স্থানে ঘোর লাল হইতে কাল কাল রেখার দাগ দৃষ্ট হয়।

এই শ্রেণীর হংসের সহিত A. Gambensis (Plectropterus gambensis) বা gambo goose নামক হংস জাতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। জীবতত্ত্ববিদ্ বোঁফো এবং উইলোবি ভ্রম বশতঃ ইহাকে মিশরদেশীয় হংস বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। ইহাদের আকৃতি সাধারণ হংসাপেক্ষা কিছু বড়, ঠোঁট লম্বা ও অগ্রভাগ চেপ্‌টা। প্রধানতঃ উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকায় ইহাদের বাস।

A Canadensis বা কানাডা দেশীয় হংস। ইহা Cravatgoose নামেও পরিচিত। ইহাদের গলা রাজহংসদিগের ন্যায় বক্র ভাবাপন্ন ও লম্বা। এই জন্য কেহ কেহ ইহাদিগকে রাজহংস শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করে, বাস্তবিক পক্ষে ইহারা রাজহংস অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার এবং Cygnus শ্রেণীর গলনালীতে যে প্রকার শিরাসংস্থান দৃষ্ট হয়, ইহাদের গলদেশে সে প্রকার শিরাসমাবেশ নাই, ইহাদের আভ্যন্তরিক গঠন পাতিহাঁস জাতিরই অনুরূপ।

ইহারা সর্ব্বদাই ২৫।৩০টী একত্র দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, এই কারণে শিকারীর লক্ষ্য প্রায়ই ব্যর্থ যায় না। ফাররাজ্যবাসীর ইহা গ্রীষ্মকালে প্রধান আহার্য্য। ইহাদের আগমনে ঐ দেশের বনবাসীরা উল্লাসে নাচিয়া উঠে। কানাডায় আসিবার মাসখানেকের মধ্যেই তাহারা সন্তানোৎপাদনের চেষ্টায় ব্যস্ত হয় এবং প্রত্যেক হংস ও হংসী দলবিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে স্বতন্ত্র দিকে ৫০° হইতে ৬৭° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যবর্ত্তী আপন পচ্ছন্দ মত নিভৃত স্থানে চলিয়া যায়। ঐ সময়ে হডসন্ বে' নামক উপসাগরতীরে অথবা উত্তরমেরুস্থ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী দেশে আর তাহাদিগকে ভ্রমণ করিতে দেখা যায় না। জুলাই মাসে তাহারা ডিমে তা' দিয়া ছানা বাহির করে। ঐ সময়ে বৃদ্ধ হংস ও হংসী পক্ষত্যাগ করিয়া থাকে, সেই জন্য তাহারা উড়িতেও অক্ষম হয়। তখন তাহারা নিকটবর্ত্তী নদীতে বা ক্ষুদ্র হ্রদাদিতে আহারের অন্বেষণে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। দেশবাসিগণ তখন ছোট ছোট ডিঙ্গিতে চড়িয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হয়। হংসগণ প্রাণের ভয়ে পুনঃ পুনঃ জলে ডুব দিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া তীরে উঠিয়া আত্মরক্ষার জন্য স্থানান্বেষণের চেষ্টা পায়। ঐ সময়ে আক্রমণকারীরা তাহাদিগকে সহজে শিকার করে।

শরৎকালে পুনরায় ইহাদের পালক গজাইয়া উঠে। তখন ইহারা হডসন-বে নামক উপসাগরতীরে দলে দলে আসিয়া সমবেত হয় এবং তিন সপ্তাহ কাল পরে শীতের আগমন বুঝিতে পারিয়া তথা হইতে আরও দক্ষিণ দেশে চলিয়া আইসে। কানাডার হংসেরা সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ডিম্বস্থাপন করে। কেবল কতকগুলি হংসদম্পতী সাস্কাট চুওয়ান নদীতটে যাইয়া তত্তীরবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। লাব্রোডোর উপকূলে ইহাদের ডিমগুলি হরিতাভ শ্বেত এবং একেবারে ৬।৭টী হয়। এতদ্ভিন্ন উত্তর আমেরিকার উত্তর-মেরুস্থ সমুদ্রতীরে *A. Bernicla* ও A. Hutchiosis আরও দুইটী বিভিন্ন প্রকারের হংস দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা উত্তর মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অথবা তাহার উপকূলদেশে ডিম্ব প্রসব করিয়া সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে এবং সমুদ্রজ গুল্মের শম্বুকাদি আহার করে। উপকূলজাত জলজ তৃণ ও নানা জাতীয় বেরী নামক ফলও তাহাদের প্রধান আহার্য্য।

উত্তরআমেরিকা ব্যতীত ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য স্থানেও এই Anserina শাখাভুক্ত হংস দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হিমালয়প্রদেশের ও ভারতের অন্যান্য স্থানের *A. Indicus* বা শিরঃরেখহংস (Barred headed goose) ও A. melanotos বা কৃষ্ণপৃষ্ঠহংস (Black-backed goose) এবং করমণ্ডল উপকূলের A. Coromandeliana (Anas girra) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত গঙ্গা নদীর সৈকতভূমে যে হংসজাতি সচরাচর বিচরণ করে, ইংরাজীতে তাহারা Girra Teal নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন সমগ্র দাক্ষিণাত্য, বিন্ধ্যশৈলমালা হইতে নর্ম্মদাতটবর্ত্তী গড়-মণ্ডল পর্য্যন্ত স্থানে ধবলাকার এক প্রকার হংসজাতি বিচরণ করে, য়ুরোপীয়েরা উহাকে Cotton Teal বলে। পাশ্চাত্য শাকুনতত্ত্ববিদ্গণ উহাকে Anser girra নাম দিয়াছেন। মগলহাএন প্রণালীতে (Straits of Magalhaens) Anser inornatus নামে আরও এক প্রকার হাঁস আছে।

পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্ববিদ্গণ *Anatinae* শাখায় যে সকল বিভিন্ন শ্রেণীর হংসকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন,য়ুরোপীয়গণ তাহাকে True Ducks বলিয়া থাকেন। এই শাখার হংসগুলির মধ্যে Anas clypeata শ্রেণীর হংসগুলি shoveler নামে পরিচিত। ইহাদের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু মস্তকের পার্শ্বদ্বয়, গ্রাবা ও চূড়াদেশ উজ্জ্বল মসৃণ হরিদ্বর্ণবিভূষিত। পুচ্ছ ও পাদমূল হরিতাভ কৃষ্ণ। পদদ্বয় কমলানেবুর ন্যায় লালবর্ণ। উদর ও পার্শ্বদ্বয় কমলানেবু অপেক্ষা গাঢ় লাল। গ্রীবার নিম্নার্দ্ধ, বক্ষ, স্কন্ধদ্বয় ও পাদমূলের পার্শ্ব ইত্যাদি স্থান সাদা, নীল ও কৃষ্ণাভ লালবর্ণে রঞ্জিত। *A rubens* শ্রেণীর হংসগুলির পক্ষ A. clypeata অপেক্ষা নীলবর্ণ। এই কারণে ইহারা Blue-winged shoveler বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহাদের ঠোঁট মস্তকের সংযোগস্থলে নাতি বিস্তৃত, কিন্তু অন্যান্য হংসের ঠোঁট অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ। গোড়া অপেক্ষা আবার ঠোঁটের অগ্র ভাগ চুঁচাল, কিন্তু তাহার অব্যবহিত উর্দ্ধদেশ অতি বিস্তৃত। উহা বিলাতী সাবলের (shovel) আকারের ন্যায় বলিয়া উহাদিগকে "সোভেলার" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। উপরের ঠোঁটটী সূচাগ্র ও বক্র এবং নিম্নের ঠোঁট অপেক্ষা বর্দ্ধিতায়তন হওয়ায় উহা জলোপরিস্থ কীটাদি গ্রহণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই জাতীয় হংসীগুলি হংস হইতে ভিন্ন বর্ণের হয়। ইহাদের ডানা পুচ্ছ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং উহা ২১ ইঞ্চির বেশী লম্বা হইয়া থাকে। হ্রদ, জলাভূমি অথবা নদীতীরেই ইহারা ডিম পাড়ে এবং একেবারে ১০টী হইতে ১৪টী পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায়। জলজ মৎস্য, কীট ও তৃণগুল্মাদিই ইহাদের প্রধান আহার্য্য।

ভারতের নানা স্থান ও করমণ্ডল উপকূল, অষ্ট্রেলিয়া, এসিয়া মহাদেশের নানা স্থানে, রুসিয়া, হলণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, রোম ও ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি স্থানে এই শ্রেণীর হংস দেখা যায়। অক্টোবর মাসের দারুণ শীতে ইহারা অন্যদেশ হইতে ইংলণ্ডে

যাইয়া উপস্থিত হয়। ইতালীর রোমনগরের সন্নিহিত প্রদেশে ও আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া রাজধানীতে শীতকালে ইহারা আসিয়া থাকে।

দক্ষিণ গোলার্দ্ধে "সোভেলারের" ন্যায় Malacorhynchus নামে আর এক প্রকার হংস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ঠোঁট য়ুরোপীয় সোভেলার অপেক্ষা অনেক সুন্দর ও ঢেউ খেলান ভাবে বিন্যস্ত। *Chauliodus* (A. Strepera) শ্রেণীর হংসগুলির ঠোঁটের আকৃতি অনেকটা সোভেলারের মত; কিন্তু ইহাদের পুচ্ছ শেষোক্ত শ্রেণীর হংসের অপেক্ষা কিছু বড়। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Gadwall বলে। ইহাদের গাত্রবর্ণ অতীব বিচিত্র। মস্তক ও তাহার পার্শ্ব গাঢ় লাল, গ্রীবা ধূসর ও ছোট ছোট লাল দাগযুক্ত; কণ্ঠ, বক্ষ, উদর ও পুচ্ছের নিম্ন ভাগ সাদা ও নীলাভ কৃষ্ণ। পৃষ্ঠোপরিস্থ পালকের ডানার ও পার্শ্বদ্বয়ের বর্ণ কোথাও লবঙ্গের রঙ, কোথাও সুপারীর রঙ্। প্রত্যেক পালকের অগ্রভাগ অর্দ্ধ চন্দ্রাকার সাদা রেখায় সুশোভিত। ইহারা ২৩ ইঞ্চ লম্বা হয় এবং ১০।১২টী ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইহাদের পক্ষগুলি পুচ্ছাপেক্ষা কিছু বড় হয়।

Dafila caudacuta (A. acuta) শ্রেণীর হংসগুলি ইংরাজীতে Pintail-Duck নামে পরিচিত। ইহাদের ঠোঁটগুলি খুব বড়। সোভেলারের ন্যায় গোড়া সরু নহে, কিন্তু অগ্রভাগ অনুরূপ বক্র। ইহাদের গাত্রবর্ণ সাদা কাল ও ধূসর বর্ণে রঞ্জিত। ঠোঁট কাল ও পদদ্বয় ধূসরকৃষ্ণ। ইহাদের পুচ্ছ ডানা অপেক্ষা অনেক বড় হয়। হংস সাধারণতঃ ২৬ ইঞ্চির কিছু বেশী হয়, কিন্তু হংসীগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার হইয়া থাকে এবং ইহাদের গাত্রবর্ণও বিচিত্র হয়। হংসীগুলির কপাল ও শিরোদেশ সুপারির ন্যায় লালবর্ণ ও মধ্যে মধ্যে কাল রেখা আছে। কপোল ও গ্রীবাদেশ পেউড়ীর ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ ও কালদাগ-বিশিষ্ট। হনুদেশ ও কণ্ঠ কাঁচা হলুদের মত। বক্ষস্থল কটাচুলের মত লাল ও সাদা বিন্দুযুক্ত। ইহারা ৮ হইতে ১০টী পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। আফ্রিকার C. capensis শ্রেণীর হংসগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উপরি বর্ণিত 'সোভেলার' ও 'গড্ওয়াল' শ্রেণীর হংসদ্বয়ের মধ্যে অনুরূপ আকৃতিনিবন্ধন Boschas Formosa, B. Javensis ও B. domastica শ্রেণীর হংসগুলি স্থান পাইতে পারে। Boschus discors শ্রেণীর হংসগুলির সহিত নিউহলণ্ড (অষ্ট্রেলিয়া) দেশীয় "সোভেলার" হংসের বর্ণসাদৃশ্য আছে, কেবল উহাদের ন্যায় এই শ্রেণীর হংসের পালকগুলির অগ্রভাগে সাদা সাদা অর্দ্ধচন্দ্রাকার রেখা নাই। ইহাদের পক্ষ নীলবর্ণ বলিয়া ইংরাজেরা ইহাদিগকে Blue-winged Teal সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন। Boschas domastica শ্রেণীর হংসগুলি দেখিতে সুন্দর ও বিচিত্র। ইংলণ্ডে ইহা Cammon Mallard বা wild duck নামে পরিচিত। এই শ্রেণীতে Boschus Crecea নামে আর এক প্রকারের হংসও দেখিতে পাওয়া যায়। Mareca Americana বা মার্কিন্ দেশীয় widgeon নামক পক্ষী এবং Dendronersa sponsa ও D. galericulata শাখার হংসগণও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকার উইজন্গুলি শীতকালে ফ্লোরিডা হইতে রোডস্ দ্বীপ পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূলে, সেণ্ট-ডেমিঙ্গো, গুয়েন, মার্টিনিকা, যুক্তরাজ্যের স্থানে স্থানে এবং মে মাসে হড্সন-বে নামক উপসাগরোপকূলে যাইয়া বাস করে। ইহাদের উদর, বক্ষ ও পুচ্ছের নিম্ন এবং পাদমূল শ্বেতবর্ণ। মস্তক ও গ্রীবা ক্ষুদ্র, পুচ্ছের উপরিভাগ গাঢ় হরিৎ গাঢ় লাল, লবঙ্গ বর্ণ, কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণে সুরঞ্জিত। ঠোঁট নীলাভ ধূসর। D. Sponsa গ্রীষ্মকালে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া Summer Duck নামে উক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের চক্ষুর পার্শ্ব ও মস্তক উজ্জ্বল গাঢ় হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত, কণ্ঠ ও গলায় কতকাংশ বেগুনী বর্ণ ও তাহা হইতে নীল আভা বাহির হইতেছে। বক্ষের মধ্যস্থল ও উদর সাদা, পার্শ্বদ্বয় হরিদ্রাভ ধূসর ও মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ-বর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ঢেউযুক্ত। পক্ষ, পুচ্ছ, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা হরিৎ, বেগুণী, নীল সাদা ও কাল মখমলের ন্যায় সুন্দর বর্ণে সুরঞ্জিত। এক কথায় ইহাদের গাত্রের সমুদায় পালকে যেন ধাতব দ্যুতি-বিশিষ্ট বর্ণমালা খেলা করিতেছে। ঠোঁট লাল এবং পাদদ্বয় কমলানেবুর বর্ণযুক্ত।

D. Galericulata বা জটাধারী হংসের বাস দাক্ষিণাত্যেই অধিক। ইহাদের মাথার পালকগুলি লম্বা লম্বা, যেন জটার আকারে বিলম্বিত, এই কারণে য়ুরোপীয়েরা ইহাকে Mandarin Duck বলিয়া থাকেন। D. sponsa ও D. galericulata শাখার হংসগণ পালিত অবস্থায় থাকিয়াও ডিম্বপ্রসবান্তে শাবকোৎপাদন করে।

অপর একটী ভিন্ন শ্রেণীর Fuligulinæ নামে অভিহিত। এই শ্রেণীতে *Somateria, Oidemia, Fuligula, Clangula* ও *Harelda* নামে কয়েকটী স্বতন্ত্র শাখাও আছে। ইহারা সাধারণতঃ সমুদ্রতীরে বাস করে এবং সমুদ্রজ শম্বুকাদি ও গুল্ম প্রভৃতি উদরসাৎ করিয়া থাকে। লবণাক্ত সমুদ্রতীর ইহাদের প্রিয় বলিয়া ইহারা Sea-ducks নামে পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত। উত্তর গোলার্দ্ধের প্রান্তসীমাই প্রধানতঃ ইহাদের বাসোপযোগী। ইহারা সুমিষ্ট জলপূর্ণ নদী ও হ্রদাদিতে বাস করে।

Somateria শাখার হংসগুলির ঠোঁট ছোট ও ঠোঁটের গোড়া অত্যন্ত মোটা, ঘাড় মোটা, গলা ছোট ও ডানা ছোট। পা হরিতাভ হরিদ্রাবর্ণ ও ঠোঁট তেলা-সবুজ। ইহাদের গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ সাদা, মধ্যে মধ্যে কাল, হরিদ্রা ও সবুজের আভা বিদ্যমান। এই শাখায় S. spectabilis ও S. mollissima নামে দুইটী বিভিন্ন প্রকারের হংস দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত হংসশ্রেণী ইংরাজীতে Eider-Duck নামে কথিত। উত্তর আমেরিকার উত্তরমেরু প্রান্তের নবস্কোসিয়া, নিউফাউণ্ডলণ্ড, নিউজার্সি প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক হংস বিচরণ করে।

Oidemia শাখার হংসের ঠোঁট মোটা ও প্রশস্ত, ইহাদের দাঁত আছে। ইহাদের গাত্রবর্ণ মকমলের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণ, হংসীগুলির বর্ণ ধূসরকৃষ্ণ, পা কটা, কিন্তু পাদমূলের সংযোগচর্ম্ম কাল, ঠোঁট কাল, কোথাও হরিদ্রাবর্ণের আভাযুক্ত ছাই রঙ্ দৃষ্ট হয়। ইহারা সমুদ্রতীরে আহারান্বেষণে নিরন্তর নিরত থাকে বলিয়া Surf-Duck নামে কথিত হয়। এই শাখায় O. fusca, O. perspicillata ও O. nigra নামে তিন প্রকার স্বতন্ত্র হংস দেখিতে পাওয়া যায়।

Fuligula-শাখার হংসগণও সমুদ্রতীরবাসী। ইহাদের ঠোঁট লম্বা, চওড়া ও প্রশস্ত, পুচ্ছ ক্ষুদ্র। এই শাখায় F. Valisneria, F. ferina, F. marila, F. rufitorques ও F. rubida নামে কয়েটী স্বতন্ত্র থাক আছে। F. Valisneria থাকের হংসগুলির বর্ণ বিচিত্র, এই কারণে ইহারা Canvass-back Duck নামে বিদিত।

Clangula শাখার হংসদিগের ঠোঁট সরু ও ছোট, কেবল মস্তকের সংযোগস্থল কিছু উচ্চ। ইহারা সমুদ্রতীরে ও সুমিষ্ট জলপূর্ণ প্রদেশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। এই শাখার C. Vulgaris নূতন ও পুরাতন মহাদ্বীপের সুমেরুসন্নিহিত তুষারমণ্ডিত প্রদেশে বাস করে। ইহা সাধারণতঃ the Common Golden eye Duck বা Garrot নামে খ্যাত। সুইজর্লণ্ডের হ্রদসমূহে এই শ্রেণীর হংস দেখা যায়। C. albeola গুলির ঠোঁট নীলাভ কৃষ্ণ এবং পা হরিদ্রাভ। গায়ের পালকের অধিকাংশই সাদা, কেবল মাথার উপর, ঘাড়, গলা, পুচ্ছ, পক্ষ প্রভৃতি স্থলে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। হংসগুলির মাথার উপর চক্ষুর পার্শ্ব হইতে বড় বড় পালক ঝুঁটির মত রহিয়াছে, কিন্তু হংসীর তাহা নাই। ইংরাজীতে ইহারা Spirit Duck নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন এই শাখায় C. Barrovii ও C. histrionica নামে আরও দুইটী থাক আছে। আমেরিকার রকি-মাউণ্টেন্স নামক পর্ব্বতোপত্যকায়, আইসলণ্ড দ্বীপে ও য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে এই দুইটী শাখার হংস দেখিতে পাওয়া যায়।

Harelda শাখার হংসগুলির ঠোঁট অতিশয় ক্ষুদ্র ও গোড়ার নিকট উচ্চ, নখ চওড়া ও গোলাকার, গ্রীবা মোটা ও পুচ্ছ অন্যান্য হংসশ্রেণী অপেক্ষা সুদীর্ঘ। পদতালু ক্ষুদ্র। এই Harelda glacialis শাখার হংসগুলি ইংরাজীতে Long-tailed Duck বলিয়া কথিত, সপুচ্ছ হংসগুলি ২০।২১ ইঞ্চ লম্বা হয়; কিন্তু হংসীগুলি ১৬ ইঞ্চের অধিক লম্বা হয় না। এই সকল সমুদ্রহংস (Sea-Ducks) শাখার মধ্যে Gymnura, Macropus, ও Micropterus প্রভৃতি শাখার হংসও স্থান পাইতে পারে। M. Patachonicus শাখার হংসগুলি Steamer-Ducks নামে সাধারণে পরিচিত।

Merganinæ শ্রেণীতে যে সকল হংস গৃহীত হইয়াছে তাহাদের ঠোঁট সরল সরু ও প্রায় চোঙ্গের ন্যায় লম্বাকার এবং অগ্রভাগ হুকের কাঁটার ন্যায় বক্র। জিহ্বা সরু ও লম্বা, পা ক্ষুদ্র। মাথায় ঝুঁট আছে। *Mergus Castor* ইংরাজদিগের Goosander বা Mersander,—এই শাখার হংসগুলি Mergus Merganser ও Mergus rubricapillus নামেও কথিত হয়। Mergus albelus ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌দিগের নিকট Smew অথবা White-nun নামে বিদিত। ইহাদের গাত্রবর্ণ সাদা ছাই রং ও কাল বিচিত্রাকারে রঞ্জিত। পুরুষগুলির মাথায় কাকাতুয়ার ন্যায় ঝুঁট আছে। এক বৎসর পর্য্যন্ত শাবকদিগের মাথায় ঝুঁট উঠে না। এই কাল পর্য্যন্ত পুংহংসশাবকগুলি হংসীদিগের মতই দেখায়। পুংশাবকগুলি বড় হইলেই ঠোঁটের পরবর্ত্তী চক্ষু পর্য্যন্ত স্থান কৃষ্ণাভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকে সমাচ্ছাদিত হয় ও মস্তক শ্বেতবর্ণ পালকে পূর্ণ হইয়া যায়। পৃষ্ঠ কৃষ্ণ ও ধূসরবর্ণ পালকে এরূপ ভাবে সজ্জিত, যেন একত্র নানা বর্ণের সমাবেশ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বক্ষে দুইটী কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাকৃতি পালকের এবং পক্ষে ঐরূপ দুই সার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ চন্দ্রাকার পালকের রেখা আছে। এই শ্রেণীর হংসীগুলির মস্তকের উপরি ভাগ, চক্ষুর চারি পার্শ্ব ও কপোল রক্তাভ পিঙ্গল। কণ্ঠ, গ্রীবা ও উদর সাদা, বক্ষ ও গ্রীবার নিম্নার্দ্ধ উজ্জ্বল ধূসর। পক্ষ সাদা, কাল ও ধূসর বর্ণে রঞ্জিত। এই হংসগুলি সাধারণতঃ ১৫ ইঞ্চ লম্বা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর হংসশাবক ও হংসীগুলিকে বিভিন্ন পক্ষিতত্ত্ববিদেরা M. minutus, M. Asiaticus ও M. Stellatus প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ণিত হংস ব্যতীত আরও অনেক প্রকার হংস দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল হংস আফ্রিকা, আমেরিকা ও য়ুরোপের নানা স্থানে বাস করে।

প্রাণিবিদ্‌গণ হংসতত্ত্ব আলোচনা করিয়া অবধারণ করিয়াছেন

যে, রাজহংস ও অধিকাংশ শ্রেণীর পাতিহাঁস উত্তর-মেরুর সন্নিহিত প্রদেশে বাস করে। তাহারা শীতের ন্যূনাধিক্য অনুসারে য়ুরোপ, এসিয়া ও আমেরিকার দক্ষিণ অংশে উড়িয়া চলিয়া আইসে; আবার গরম পড়িলে শীতপ্রধান উত্তর প্রদেশে চলিয়া যায়। এই সকল হংস উত্তর মহাসাগরস্থ তুষারমণ্ডিত দ্বীপবাসী অনেকের একটী প্রধান আহার্য্য। তত্তদ্দেশে গ্রীষ্মের সময় যখন হংসজাতি অন্য স্থান হইতে এদেশে উড়িয়া আইসে, তখন দেশবাসীরা তীর বা বন্দুক দিয়া লক্ষ লক্ষ হংস মারিয়া ভবিষ্যতের খাদ্যরূপে সংগ্রহ করিয়া রাখে। কোথাও কোথাও বা নিহত হংসরাজি কাষ্ঠনির্ম্মিত "পিপায়" পূর্ণ করিয়া স্থানান্তরে বিক্রয়ার্থ চালান দেওয়া হইয়া থাকে। দক্ষিণ-মেরুদেশে Penguin Duck (পেঙ্গুইন্) নামে এক প্রকার হংস আছে। উহারা সম্পূর্ণ রূপে হংসের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বটে, কিন্তু সাধারণ হংসের ন্যায় পার উপর ভর রাখিয়া চলিতে এবং উত্তর-মেরুর হংসের ন্যায় উড়িতে পারে না। ইহাদের ডানা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। ইহারা জানু পর্য্যন্ত পা ভূপৃষ্ঠে সংলগ্ন রাখিয়া মানুষের ন্যায় উচ্চ হইয়া দাঁড়ায় এবং যখন শিকার অন্বেষণে জলে সন্তরণ করে, তখন হংসের মত দেখায়।

Colymbidæ শ্রেণীতে পেঙ্গুইনের ন্যায় Guillemot নামে আর এক প্রকার হংসাকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের সর্ব্বাবয়ব হংসের ন্যায় কেবল ঠোঁটগুলি কোণাকার ছুচাল। এই শ্রেণীর পক্ষী জীববিজ্ঞানে Uria নামে খ্যাত। এই শ্রেণীতে U. Troile, U. Brunnichii, U. Grylle, U. Alle, U Baltica প্রভৃতি কয়টী স্বতন্ত্র শাখার পক্ষী আছে। নরওয়ে, ইংলণ্ড, বল্টিক সাগরোপকূলে, স্পিট্‌স্‌বর্জ্জেন, লাপমার্ক, কামস্কাট্‌কা, নিউফাউণ্ডলণ্ড ও লাব্রেডরের উপকূলে এই সকল পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য শাকুনতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা হংস উত্তরমেরু দেশের প্রধানতম পক্ষী। ইহারা দক্ষিণপথে চালিত হইয়া ক্রমে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজলণ্ড, জর্ম্মণি ও ইতালী দেশে পৌছিয়াছে এবং তথা হইতে কোন কোন শাখা সুদূর আফ্রিকা মহাদেশে চলিয়া আসিয়াছে। য়ুরোপের মত ঐরূপে সাইবিরিয়া রাজ্য অতিক্রম করিয়া হংসগণ ক্রমে ক্রমে এসিয়ার সমস্ত স্থানে, এমন কি, ভারতে, দক্ষিণ ব্রহ্মেও গিয়াছে। তাঁহাদের এই মতটী আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ভারতে যে বহু পূর্ব্বেই হংসের প্রচলন ছিল, আমরা প্রাচীন গ্রন্থপাঠে তাহা জানিতে পারি। হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে যে, এক স্বতন্ত্র প্রকার হংস বিরাজ করিতেছে, তাহা ভারত ভিন্ন পৃথিবীর অপর কোথাও দৃষ্টি গোচর হয় না।

আমরা ঋগ্বেদ (১।৬৫।৫) হইতে জানিতে পারি যে হংস অন্তরীক্ষে দ্রুতগমনশীল ও জলসঞ্চারী। মহাভারত বনপর্ব্বের ৫৩ অধ্যায়ে নলোপাখ্যানপ্রসঙ্গে হংসের দৌত্য এবং নল ও দময়ন্তীর পরস্পরকে সংবাদ জ্ঞাপন বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। হংস যে তৎকালে Messenger Bird নামক পক্ষীর মত এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে সংবাদ লইয়া যাইত, উক্ত উপাখ্যান হইতে তাহাই উপলব্ধি হয়। পুরাণে এই হংস ব্রহ্মার বাহন রূপে গৃহীত। চীনদেশে হোঙ্গ য়ুএন-সুই নামক জনৈক মৃত মহাপুরুষের পূজকদিগের নিকট হংস উক্ত সাধকপ্রবরের পবিত্র পদার্থ বলিয়া পরিরক্ষিত। ক্যাণ্টন ও চীনের অন্যান্য নগরবাসিবর্গ হংসকে বিশেষ যত্নের সহিত এরূপ শিক্ষা দেয় যে, তাহারা সিস্ বা সাঙ্কেতিক শব্দ শ্রবণ মাত্রেই শস্যক্ষেত্র ও খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আইসে এবং তাহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে আপনাপন কুলায় অথবা নদীজলে সন্তরণ করিতে যায়। ইংলণ্ডে ও য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে ঐরূপ হংসপালনের বিধি আছে। মহারাণী কুইন্ ভিক্টোরিয়ার টেমস্ নদীতীরে ঐরূপ হংসপালনের জন্য একটী হংসাবাস ছিল। উক্ত নদীর মোহানায় মহারাণী ব্যতীত আর ও কএকটী ভদ্র লোকের হংসাবাস আছে।

রাজপুত জাতির নিকট লাল হংস বিশ্বস্ততার প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মরাজের সিংহাসন সমক্ষে একটী সোণার হংসমূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। উহার সাধারণ নাম হন্থ। হন্থ শব্দটী সংস্কৃত হংস শব্দেরই অপভ্রংশ।

বৈদ্যকমতে—হংসমাংস পিত্তঘ্ন, স্নিগ্ধ, মধুররস, গুরু, শীতবীর্য্য, সারক, বায়ু, কফ, বল ও শুক্রবর্দ্ধক। (ভাবপ্র°) রাজবল্লভমতে বাতহর, বৃষ্য, স্বরবর্দ্ধক, মাংস ও বলপ্রদ। রাজনির্ঘণ্টমতে স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, বৃষ্য ও বাতনাশক। ডিম্বগুণ—রেতঃক্ষীণ, কাস, হৃদ্রোগ ও ক্ষত প্রভৃতি রোগে হিতকর, গুরুপাক এবং সদ্যোবলকারক। (চরক সূত্র ৭ অ°)

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে,হংসমাংস বা ডিম্বভোজন করিতে নাই, কামতঃ ইহা ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

"হংসং পারাবতঞ্চৈব ভুক্‌ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।" (স্মৃতি)

কিন্তু এই মাংসভোজনে রোগীর পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা।

কবিগণ শরৎকাল-বর্ণনস্থলে মানস-সরোবরে হংসগমন বর্ণনা করিয়া থাকেন। বসন্তরাজশাকুনে (৮ সর্গ) হংসের দর্শন বা শব্দশ্রবণে এইরূপ ফল লিখিত আছে—

"কাষ্ঠাসু সর্ব্বাস্বপি দর্শনেন হংসস্য শব্দেন তু সর্ব্বসিদ্ধিঃ।
নামানি হংসস্য শৃণোতি যস্য প্রযান্তি নাশং দুরিতানি তস্য॥
চৌরৈঃ সমং দর্শনমাদ্যশব্দে নিধির্দ্বিতীয়েঽথ ভয়ং তৃতীয়ে।
যুদ্ধং চতুর্থে নৃপতিপ্রসাদঃ স্যাৎ পঞ্চমে হংসরবে নরাণাং॥"

যে কোন দিকে গমনকালে যদি হংসের শব্দ শ্রবণ বা হংস দর্শন করা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় এবং যিনি গমনকালে হংস এই নাম শ্রবণ করেন, তাহার সকল দুরিত বিনষ্ট হয়। হংসরবের আদ্যশব্দশ্রবণে চৌরের দর্শন, দ্বিতীয়ে নিধিলাভ, তৃতীয়ে ভয়, চতুর্থে বিবাদ এবং পঞ্চমে নৃপতিপ্রসাদ লাভ হয়। ২ নির্লোভ নৃপ। ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৩।৭) ৪ সূর্য্য। (ভারত ৩।৩।৬১) ৫ পরমাত্মা। ৬ মৎসর। ৭ যোগিভেদ। ৮ শরীরস্থ বায়ুবিশেষ। ৯ তুরঙ্গমভেদ। ১০ গোবিশেষ।

"সিতবর্ণঃ পিঙ্গাক্ষস্তাম্রবিষাণেক্ষণো মহাবক্ত্রঃ।
হংসো নাম শুভফলো যূথস্য বিবর্দ্ধনঃ প্রোক্তঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৬১।১৭)

যে গাভীর বর্ণ শুক্ল, চক্ষু পিঙ্গল, ঈক্ষণ ও বিষাণ তাম্রবর্ণ, মুখ বৃহৎ তাহাকে হংস নামক গাভী কহে। গোযূথে এই হংসনামক গাভী বিশেষ ফলপ্রদ।

১১ গুরু। ১২ পর্ব্বত। (শব্দরত্না°) ১৩ শিব। ১৪ অগ্রে অবস্থিত। ১৫ শ্রেষ্ঠ। ১৬ বিশুদ্ধ। ১৭ মন্ত্রভেদ, অজপামন্ত্র।

"হঙ্কারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥" (তন্ত্রসা°)

হং এই শব্দ দ্বারা বাহিরে গমন এবং স এই শব্দ দ্বারা অন্তঃপ্রবেশ করে, অর্থাৎ জীব হং মন্ত্রে বহির্গমন এবং স মন্ত্রে অন্তঃপ্রবেশ করিতে পারে, এই জন্য এই মন্ত্রের নাম হংস হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে এই মন্ত্রের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

হংস এই অজপামন্ত্র কল্পবৃক্ষস্বরূপ, অর্থাৎ এই মন্ত্রের উপাসনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিলে সকল অভিলাষই সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্রের পূজাবিধান তন্ত্রসারে এইরূপ লিখিত আছে, প্রথমে সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হইবে, যথা—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীগিরিজাপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। হংসাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হংসীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি রূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান—

"উদ্যদ্ভানুস্ফুরিততড়িদাকারমর্দ্ধাম্বিকেশং
পাশাভীতিং বরদপরশুং সন্দধানং করাব্জৈঃ।
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং
সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবতু বশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং॥"

এইরূপে ধ্যান, মানসপূজা ও শঙ্খস্থাপন প্রভৃতি পূজাপদ্ধতির নিয়মে সমস্ত কার্য্য করিবে, তৎপরে পীঠপূজা পুনর্ব্বার ধ্যান, আবাহন ও পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আবরণদেবতার পূজা করিতে হইবে। অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশানকোণে, মধ্যে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে 'হংসাং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি রূপে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া পূর্ব্বদলে ওঁ ঋতায় নমঃ, দক্ষিণদলে ওঁ রবয়ে নমঃ, পশ্চিমদলে ওঁ বসবে নমঃ, আগ্নেয় দলে ওঁ ঋতজায়ৈ নমঃ, নৈঋত দলে ওঁ গোজায়ৈ নমঃ, বায়ুদলে ওঁ অব্জজায়ৈ নমঃ, ঈশানদলে ওঁ অদ্রিজায়ৈ নমঃ, এই প্রকারে পূজা করিয়া তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদি লোকপাল এবং বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিতে হয়। তৎপরে পূজাপদ্ধতির নিয়মে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কর্ম্ম শেষ করিবে। দ্বাদশ লক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ। জপাবসানে ঘৃতযুক্ত পায়স দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। পূর্ব্বোক্তরূপ অনুষ্ঠান করিলে অচিরে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। সাধক এই হংসমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিলে তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়। (তন্ত্রসার)

এই হংসমন্ত্র দ্বিবিধ ব্যক্ত ও গুপ্ত।

"হংসেতি প্রকৃতির্জ্ঞেয়া ওঙ্কারঃ প্রকৃতের্গুণঃ।
হঙ্কারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ॥
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ॥
অরূপা দ্বিবিধা দেবী ব্যক্তা গুপ্তা ক্রমেণ চ।
ব্যক্তা চ দ্বিবিধা প্রোক্তা শব্দজ্যোতিঃস্বরূপিণী॥"
(নিরুত্তরতন্ত্র ৪ প°)

১৭ জরাসন্ধ নৃপতির একজন সেনাপতি। (ভারত ২।২২।৩১)

১৮ মেরুর উত্তরস্থ পর্ব্বতবিশেষ। (বিষ্ণুপু° ২।২।২৮)

১৯ ব্রহ্মসূত্রের একজন ভাষ্যকার।

হংসক (পুং) হংস ইব কায়তি মধুরধ্বনিত্বাৎ কৈ শব্দে ক। ১ পাদকটক। হংসাকৃতি চরণভূষণ। এই চরণভূষণ রবশূন্য।

'পাদাঙ্গদং তুলাকোটির্মঞ্জীরো নূপুরোঽস্ত্রিয়াং।
হংসকঃ পাদকটকঃ কিঙ্কিনী ক্ষুদ্রঘণ্টিকা॥' (অমর)

'ষট্ নূপুরে। কেচিত্তু পাদাঙ্গদাদিচতুষ্কং চরণভূষণে নূপুর ইতি খ্যাতে। হংসকাদিদ্বয়ং রবশূন্যে হংসাকৃতিচরণভূষণে।' (ভরত)

হংস ইবেতি ইবে প্রতিকৃতাবিতি কন্, স্বার্থে কন্ বা। ২ রাজহংস। (শব্দচ°) ৩ সঙ্গীতে তালভেদ।

"লঘুগুরু লর্ঘুযত্র সতালো হংসকঃ স্মৃতঃ।" (সঙ্গীতদা°)

হংসকবতী (স্ত্রী) হংসক-মতুপ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। নগরীবিশেষ।

হংসকাকীয় (ত্রি) হংস ও কাকসম্বন্ধীয়, মহাভারতের আদিপর্ব্বে হংসকাকীয় নামে একটী আখ্যান আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

হংসকান্তা (স্ত্রী) হংসস্য কান্তা। হংসপত্নী।

হংসকায়ন (পুং) মহাভারতোক্ত জনপদভেদ। (২।৫১।১৪)

হংসকালীতনয় (পুং) মহিষ।

হংসকীলক (পুং) হংস ইব কীলতীতি কীল বন্ধনে-ণ্বুল্। রতিবন্ধবিশেষ।

"নারী পাদদ্বয়ং কৃত্বা কান্তস্তোরুযুগোপরি।
কটীমান্দোলয়েদ্‌যস্মাৎ বন্ধোঽয়ং হংসকীলকঃ॥" (স্মরদীপিকা)

হংসকূট (পুং) ১ ককুৎ। ২ পর্ব্বতবিশেষ।

হংসক্রীড় (ক্লী) জনপদভেদ।

হংসগ (ত্রি) হংসেন গচ্ছতীতি হংস-গম-ড। ১ হংসবাহন ব্রহ্মা। (হেম) (ত্রি) ২ হংসগামিমাত্র।

হংসগদ্‌গদা (স্ত্রী) হংস ইব গদ্‌গদো যস্যাঃ। মধুরভাষিণী, মধুরনিস্বনা। (ত্রিকা°)

হংসগামিনী (স্ত্রী) হংস ইব গচ্ছতীতি গম-ণিনি ঙীপ্। হংসগমনমিব গমনং যস্যাঃ সা। ১ নারীবিশেষ। নারীদিগের গমন হংসের ন্যায়, এই জন্য উহাদিগকে হংসগামিনী কহে। হংসেন গচ্ছতীতি। ২ ব্রহ্মাণী।

হংসগুহ্য (ক্লী) স্তোত্রবিশেষ, হংসগুহ্যাখ্য স্তোত্র।

"অস্তৌষীদ্ধংসগুহ্যেন ভগবন্তমধোক্ষজং।
তুভ্যং তদভিধাস্যামি কস্যাতুষ্যদ্‌যথা হরিঃ॥" (ভাগ° ৬।৪।২২)

হংসচূড় (পুং) যক্ষ। (ভারত সভাপ°)

হংসজ (পুং) স্কন্দানুচরবিশেষ। (ভারত)

হংসত্ব (ক্লী) হংসস্য ভাবঃ ত্ব। হংসতা, হংসের ভাব বা ধর্ম্ম।

হংসতীর্থ (ক্লী) পুণ্যতীর্থবিশেষ। (সৌরপু° ৬ অ°)

হংসদাহন (ক্লী) হংসং শ্রেষ্ঠং সুরভিত্বাৎ দাহনং যস্য। অগুরু।

হংসদ্বীপ (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত দ্বীপভেদ।

হংসধ্বজ (পুং) পৌরাণিক রাজভেদ।

হংসনাদিন্ (ত্রি) হংস ইব নদতীতি নদ-ণিনি। ১ হংসের ন্যায় নাদকারী।

হংসনাদিনী (স্ত্রী) নারীবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

'গজেন্দ্রগমনা তন্বী কোকিলানাং রুতান্বিতা।
নিতম্বগুর্ব্বিণী যা সা কথ্যতে হংসনাদিনী॥' (শব্দমালা)

যে সকল স্ত্রী গজেন্দ্রগামিনী, যাহাদের স্বর কোকিলের মত এবং যাহারা স্থূলনিতম্বা, তাহাদিগকে হংসনাদিনী কহে।

হংসনাদোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌বিশেষ।

হংসনাভ (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৫ অ°)

হংসপক্ষ (পুং) হলায়ুধের পুরাণসর্ব্বস্ববর্ণিত হস্তের শুভরেখাভেদ।

হংসপথ (পুং) হংসমার্গ। [হংসমার্গ দেখ।]

হংসপদ (ক্লী) কর্ষপরিমাণ, দুই তোলা।

হংসপদিকা (স্ত্রী) রাজা দুষ্মন্তের পত্নীভেদ। নামান্তর হংসবতী।

হংসপাকাগ্নি (পুং) হংসপাকযন্ত্রে পাকযোগ্য অগ্নি।

হংসপাকযন্ত্র (ক্লী) ঔষধপাকার্থ যন্ত্রবিশেষ।

"খর্পরং সিকতাপূর্ণং কৃত্বা তস্যোপরি ক্ষিপেৎ।
তৎসমং খর্পরং তত্র শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥"
"হংসপাকং সমাখ্যাতং যন্ত্রং" (রসচি° ৬ অ°)

হংসপাদ (ক্লী) ১ হিঙ্গুল। এই শব্দ পুংলিঙ্গও দেখা যায়।

"চর্ম্মারঃ শুকবর্ণঃ স্যাৎ সপীতঃ শুকতুণ্ডকঃ।
জবাকুসুমসঙ্কাশো হংসপাদো মহত্তমঃ॥" (ভাবপ্র°)

(পুং) ২ হংসের চরণ, হাঁসের পা।

হংসপাদিকা (স্ত্রী) হংসপাদী এব স্বার্থে কন্, টাপ্। হংসপদী। (রাজনি°)

হংসপাদা (স্ত্রী) হংসস্য পাদা ইব পাদমূলান্যস্যাঃ, ঙীষ্ পাদস্য পদ্‌ভাবঃ। ১ গোধাপদী, গোয়ালে। পর্য্যায়—মধুস্রবা, হংসপাদী, ত্রিপদী, কীটমাতা, ত্রিপাদিকা। ইহার গুণ—গুরু, শীতল, রক্ত, বিষ, ব্রণরোগ, বিসর্প, দাহ, অতীসার ও লূতাবিষনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

হংসপাদী (স্ত্রী) হংসস্যেবপাদমূলানি অস্যাঃ ঙীষ্। ১ গোধাপদী, গোয়ালেলতা। ২ হিঙ্গুল। ৩ হংসের ন্যায় পাদবিশিষ্ট।

হংসপাদীতৈল (ক্লী) নাড়ীব্রণরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের। গোয়ালিয়ালতা, নিম ও জাতী ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের পত্রের রস সমপরিমাণে মিলিত ১৬ সের। কল্কার্থ—উহাদের পত্র মিলিত ১ সের। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। নালীঘাতে এই তৈল দিলে অচিরে নালী ঘা শুষ্ক হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না° নাড়ীব্রণাধি°)

হংসপাল (পুং) প্রাগ্‌বাটবংশীয় একজন হিন্দুনৃপতি। ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

হংসপোট্টলী (স্ত্রী) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত বটিকৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কড়িভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা, বিষ, গন্ধক, পারা, সমভাগ জম্বীর লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া পুটপাকে পাক করিতে হয়। পরে উহাদ্বারা এক মাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া মরিচচূর্ণ ও আদা লেহন করিতে হয়। পথ্য—ঘোল ও ভাত। ইহা সেবনে গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° গ্রহণীরোগাধি°)

হংসপ্রপতন (ক্লী) তীর্থবিশেষ। মহাভারতের বনপর্ব্বে এই তীর্থের বিবরণ লিখিত আছে। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডের মতে এই স্থান ভোজদেশের অন্তর্গত। (২৯।১৬)

হংসবীজ (ক্লী) হংসস্য বীজং। হংসডিম্ব, হাঁসের ডিম, গুণ—

অতিশয় বলকারক, বৃংহণ, বাতনাশক, পাকে অতিশয় লঘু এবং সকল আময়নাশক।

"হংসবীজং পরং বল্যং বৃংহণং বাতনাশনং।
পাকে লঘুতরং প্রোক্তং সর্ব্বাময়বিনাশনং ॥" (ভাবপ্রকাশ)

হংসভট্ট, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

হংসভূপাল, সঙ্গীতরত্নাকরটীকারচয়িতা।

হংসমণ্ডূরক (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত মিশ্র ঔষধবিশেষ।

হংসমার্গ (পুং) পুরাণোক্ত পার্ব্বত্যদেশভেদ। (মার্কপু° ৫৭।৪১)

হংসমালা (স্ত্রী) হংসস্য মালা। ১ কাদম্ব। (শব্দচ°) ২ হংসসমূহ।

"তাং হংসমালাং শরদীব গঙ্গাং
মহৌষধীর্নক্তমিবাত্মভাসঃ॥" (কুমারস° ১।৩০)

হংসমাষা (স্ত্রী) হংসঃ শ্রেষ্ঠো মাষো যস্যাঃ। মাষপর্ণী।

হংসযান (ক্লী) হংসরূপং যানং। ১ হংসরূপ-যান, ব্রহ্মার যান হংস। (ত্রি) হংসো যানং যস্য। ২ হংসবাহন ব্রহ্মা। স্ত্রিয়াং টাপ্। হংসযানা—সরস্বতী।

হংসরথ (পুং) হংসো রথো বাহনং যস্য। ব্রহ্মা। (ত্রিকা°)

হংসরাজ (পুং) হংসানাং রাজা। শ্রেষ্ঠ হংস। রাজহাঁস।

হংসরাজ, ১ বালবোধিনী নামে শ্রুতবোধটীকাকার। ২ একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্য। ইনি 'ভিষক্চক্রচিত্তোৎসব' নামক একখানি বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন।

হংসরুত (ক্লী) হংসস্য রুতং। ১ হংসস্বর, হাঁসের শব্দ। ২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ৮টী করিয়া শব্দ থাকিবে। ইহার মধ্যে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ণ লঘু, ইহা ভিন্ন আর সকল গুরু। লক্ষণ—"ম্নৌ গ্নৌ হংসরুতমেতৎ" (ছন্দোম°)

হংসলোমশ (ক্লী) হংস ইব লোমশং। কাসীস।

হংসবক্ত্র (পুং) স্কন্দানুচরবিশেষ। (ভারত)

হংসবৎ (ত্রি) হংস অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। ১ হংসযুক্ত, হংসবিশিষ্ট।

হংসবতী (স্ত্রী) হংস ইব হংসপদাকার ইব মূলমস্ত্যস্যা ইতি হংস-মতুপ্-ঙীপ্। ১ হংসপদী লতা। ২ রাজা দুষ্মন্তের পত্নীভেদ। ইহার নামান্তর হংসপদিকা। (শকু°)

হংসবাহ (ত্রি) হংসো বাহো বাহনং যস্য। ব্রহ্মা।

"স নিরীক্ষ্যাম্বরে দেবং হংসবাহমুপস্থিতং।"
(ভাগবত ৭।৩।২৪)

হংসবাহন (পুং) হংসো বাহনং যস্য। ব্রহ্মা। (ভাগ° ৭।৯।১৬)

হংসসাচি (পুং) পক্ষিভেদ। (তৈত্তিরীয়স°)

হংসাঙ্ঘ্রি (পুং) হংসস্য অঙ্ঘ্রিরিব রক্তবর্ণত্বাৎ। ১ হিঙ্গুল। ২ হংসের চরণ, হাঁসের পা।

হংসাণ্ড (ক্লী) হংসস্য অণ্ডং। হংসডিম্ব, হাঁসের ডিম।

হংসাধিরূঢ় (পুং) হংসমধিরূঢ়ঃ। ১ ব্রহ্মা। স্ত্রিয়াং টাপ্। হংসাধিরূঢ়া—সরস্বতী।

হংসাভিখ্য (ক্লী) হংসস্যেব অভিখ্যা শোভা যস্য শুক্লবর্ণত্বাৎ। রূপা। (হেম)

হংসারূঢ় (পুং) হংসমারূঢ়ঃ। ১ ব্রহ্মা। স্ত্রিয়াং টাপ্। হংসারূঢ়া—ব্রহ্মাণী।

হংসাবলী (স্ত্রী) হংসস্য আবলী। হংসশ্রেণী, হংসমালা।

হংসাস্য (পুং) হস্তের শুভচিহ্ন, শুভরেখাভেদ। (সামুদ্রিক)

হংসাহ্বয়া (স্ত্রী) হংসপদীলতা, চলিত গোয়ালে লতা।

হংসিকা (স্ত্রী) হংসী এব স্বার্থে কন্ টাপ্। হংসী। (শব্দরত্না°)

হংসির (পুং) মূষিকবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৬ অ°)

হংসী (স্ত্রী) হংসস্য পত্নী। হংস-ঙীপ্। হংসভার্য্যা, মেয়ে হাঁস। পর্য্যায়—চক্রাঙ্গী, বরটা, চক্রাকী, বরটী, সরঃকাকী, হংসিকা, বারলা, হংসযোষিৎ, বরলা, মরালী, মঞ্জুগমনা, মৃদুগামিনী। (রাজনি°) ২ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২২টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ২১ ও ২২ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন অক্ষর সকল লঘু। এই ছন্দের অষ্টম ও দ্বাবিংশতি অক্ষরে যতি। লক্ষণ—

"মৌ গৌ নাশ্চত্বারো গো গো বসুভুবনযতিরিতি ভবতি হংসী"

উদাহরণ—"সার্দ্ধং কান্তে নৈকান্তেহংসৌ বিকচকমলমধুসুরভি-
পিবন্তী কামক্রীড়াকৃতস্ফীতপ্রমদরভসভরমলঘু রসন্তী।
কালিন্দীয়ে পদ্মারণ্যে পবনপতনপরিতরলপরাগে কংসারাতে
পশ্য স্বেচ্ছং সরভসগতিরিহ বিলসতি হংসী ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

হংসীয় (ত্রি) হংস (গহাদিভ্যশ্ছ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। হংসসম্বন্ধীয়।

হংসেশ্বরতীর্থ (ক্লী) পুণ্যতীর্থবিশেষ।

হংসোদক (ক্লী) হংসং শ্রেষ্ঠং উদকং। পানীয়বিশেষ। ইহার লক্ষণ—"নাদেয়ং নবমৃদ্ঘটেষু নিহিতং সন্তপ্তমর্কাংশুভি-
র্যামিন্যাঞ্চ নিবিষ্টমিন্দুকিরণৈর্মন্দানিলান্দোলিতং।
এলাদ্যৈঃ পরিবাসিতং শ্রমহরং পিত্তোষ্ণদাহে বিষে
মূর্চ্ছারক্তমদাত্যয়েষু চ হিতং সংশন্তি হংসোদকং ॥" (রাজনি°)

কোন একটী নূতন মৃৎপাত্রে জল রাখিয়া দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত করিবে, এবং রাত্রিকালে চন্দ্রকিরণ ও মন্দ মন্দ বায়ুতে শীতল করিয়া ঐ জল এলাদি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সুবাসিত করিবে। এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত জলকে হংসোদক কহে। এই জল অতি শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ উপকারক। এই জলের গুণ—শ্রমনাশক, পিত্ত, উষ্ণ, দাহ, বিষ, মূর্চ্ছা, রক্তবমন ও মদাত্যয়ে বিশেষ হিতকর।

হংসোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্বিশেষ।

হংহো (অব্য°) ১ সম্বোধন, ভোঃ, অহে।
"হংহো বেদা যদি মতা ধর্ম্মাঃ কে নাপরে মতাঃ।"
(ভারত ১২।১৬৭।৯)
২ দর্প। ৩ দম্ভ। ৪ প্রশ্ন। (শব্দরত্না°)

হক্ (আরবী) ১ সত্য। ২ বিশুদ্ধতা। ৩ ন্যায়।

হকার (পুং) হ স্বরূপে কার। হ এই বর্ণ।

হকীকৎ (আরবী) ১ সত্য। ২ সরলতা। ৩ সত্যবিবরণ। ৪ কাহিনী। ৫ বর্ণনা।

হকীম্ (আরবী) চিকিৎসক।

হক্দার (পারসী) স্বত্বাধিকারী, প্রকৃত অধিকারী।

হক্দারী (পারসী) স্বত্ব।

হক্নাহক্ (পারসী) সত্য ও মিথ্যা।

হক্ক (পুং) হক্ ইত্যব্যক্তশব্দেন কায়তীতি, কৈ-ক। গজ-সমাহ্বান। হাতীর ডাক। (জটাধর)

হক্কার (পুং) হক্ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং। আহ্বান।

হঙ্গামা (পারসী) ১ গোলযোগ। ২ জনতা।

হঙ্গামী (পারসী) গোলযোগকারী।

হজদেশ (পুং) দেশভেদ, আরবদেশ।

হজম্ (আরবী) ১ পরিপাক। ২ আত্মসাৎ করা।

হজম্রো, সিন্ধুপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। সিন্ধুনদেরই একটা শাখা। করাচীর নিকট সমুদ্রে মিশিয়াছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহা এত অপ্রশস্ত ছিল যে, বর্ষার সময় কেবল ছোট ছোট ডিঙ্গী যাতায়াত করিত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে খেদকরি নামক সমুদ্রের খাড়ীতে মিশিয়া বিশালাকার ধারণ করে এবং সমুদ্র হইতে সিন্ধুনদে প্রবেশের প্রধান পথ রূপে পরিণত হয়। ইহার পূর্ব্ব প্রবেশমুখ প্রায় ৯৫ ফিট্ দীর্ঘ।

হজমী (আরবী) পরিপাকদ্রব্য, যাহাতে পরিপাক হয়।

হজরত্ (আরবী) ১ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিবার জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ২ মহাপ্রভু। ভগবান্।

হজরৎপাণ্ডুয়া [পাণ্ডুয়া দেখ।]

হজুত (আরবী) ১ তর্কবিতর্ক। ২ ঝগড়া।

হজাম্ (আরবী) ১ নাপিত।

হজামৎ (আরবী) ক্ষৌরকার্য্য।

হজারা, সম্ভবতঃ ইহা পারস্য 'হজার' শব্দ হইতে উদ্ভূত। চেঙ্গিঁজ খাঁ যখন হজারাদের বাসস্থান জয় করেন, তখন এই স্থানে অন্যূন দশটি সেনোপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সেনানিবাসের সৈন্যসংখ্যা মোটামুটি বোধহয় সহস্র ছিল; সেইজন্য পারসিকগণ তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসিগণকে 'হজারা' নামে অভিহিত করিয়াছিল।

হজারাগণ ভারত-গবর্ণমেন্ট অধিকৃত প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমতম সীমান্তে বাস করে। এই প্রদেশটি অন্যান্য বৃটীশ গমর্মেণ্ট অধিকৃত সীমান্তপ্রদেশ অপেক্ষা বৃহৎ। পূর্ব্বদিকে কাবুল ও পশ্চিমদিকে পারস্য সীমান্ত, দক্ষিণদিকে গান্ধার ও উত্তরদিকে বল্খ-বেষ্টিত প্রদেশ ইহাদের বাসস্থান।

ইহাদিগের শারীরিক গঠন দেখিলে অনুমিত হয় যে, ইহারা তাতার কিম্বা মোঙ্গলজাতীয়। বাবরের সময় পর্য্যন্ত ইহারা তাতার ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত। তাহার পর হইতে ইহারা পারস্য ভাষা ও সিয়াধর্ম্ম অবলম্বন করিল। এখনও উত্তর ও পশ্চিমদিকে ইহাদের মধ্যে কয়েকটি জাতি সুন্নিসম্প্রদায়ভুক্ত। হজারাদিগের ভাষার সহিত কতকগুলি তুর্কশব্দের সংমিশ্রণ রহিয়াছে। এখন ইহাই কেবল তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি।

হজারাগণ নানাজাতিতে বিভক্ত। ইহাদিগের প্রধান কয়েকটি জাতির নাম—জাঘুরি, সুদ, দাহিজবিঙ্গি, দাহিকুন্দী গৌর। ইহাদিগের মধ্যে কেহই হজারা বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয় না। সাধারণতঃ ইহারা কাবুলি, খিলাজ কিংবা অওগণ নামে পরিচিত।

এই জাতীয়ের ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। হজারাদিগের বাস স্থানের নিকট এখনও বহু প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

হজারাদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে এখনও সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহারা সবল ও অশিক্ষিত এবং সম্পূর্ণরূপে মোল্লাদ্বারা পরিচালিত। ইহাদিগের মধ্যে যিনি দলপতি, তিনিই বিচারকর্ত্তা এবং তাহারই শাসন অপ্রতিহত। ইহারা অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু কর্ম্মঠ। শীতের সময়ে ইহারা কার্য্যান্বেষণে দলে দলে পঞ্জাবে আগমন করে এবং তথায় কূপ-খনন ও প্রাচীরগাঁথা ইত্যাদি কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। দেশে ইহারা সাহসী ও কর্ম্মক্ষম এবং আফগানিস্থানে বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান্ ভৃত্য বলিয়া খ্যাত। শীতকালে যখন গজনী ও কাবুল তুষারে আচ্ছাদিত থাকে, তখন ইহাদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক এই সকল দেশে উপার্জ্জনোপযোগী কাজ করিয়া থাকে। এই কষ্টসহিষ্ণু বলিষ্ঠ হজারাগণ রাস্তা ও বাড়ীর ছাদগুলিকে তুষার হইতে মুক্ত করিয়া জীবিকা আহরণ করে। সিয়া বলিয়া আফগান সুন্নিগণ ইহাদিগের প্রতি দাসের ন্যায় ব্যবহার করে এবং ইহাদিগের স্ত্রীজাতির মধ্য হইতে বহুসহস্র দাসী; প্রত্যেক বৎসরে এই সকল দেশে বিক্রীত হইয়া থাকে।'

অন্যূন পঞ্চাশটি দলে ইহারা বিভক্ত। এই সকল দলমধ্যে সর্ব্বদাই জাতিগত ও ধর্ম্মগত দলাদলি লাগিয়া

রহিয়াছে। সিয়াগণ সুন্নিগণের বিরুদ্ধে ও সুন্নিগণ সিয়াগণের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই শত্রুতা করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া প্রবল দলপতি দুর্ব্বলকে পরাজিত করিয়া অন্য দলকে স্বীয় দলের পদানত করিতে সকল সময়েই ব্যগ্র।

এই জাতি যুদ্ধপ্রিয়, এমন কি ইহাদের স্ত্রীলোকগণও যুদ্ধে যোগদান করিয়া থাকে। শত্রুগণ হিংসা ও নিষ্ঠুরতার জন্য হজারা পুরুষ অপেক্ষা ইহাদের রমণীদিগকে অধিকতর ভয় করে। ইহারা অশ্বচালনায় যেরূপ অসিচালনায়ও সেইরূপ সুদক্ষ। রমণীগণ যে কোনও য়ুরোপীয় সৈন্য অপেক্ষা শারীরিক বলে কিংবা সামর্থ্যে ন্যূন নহে। যুদ্ধে ও হত্যাদি অপরাধে ইহারা পুরুষের ন্যায় অকুতোভয়ে যোগ দিয়া থাকে। আলেকজান্দার ভারতাভিযানের পথে যে যোদ্ধাদিগের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহারা আধুনিক হজারাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষ।

হজারাদিগের সহিত আফগান্‌দিগের চিরকালের বিরোধ। গবর্মেণ্ট যখন কয়েকবার আফগানিস্থানে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন হজারাজাতি তাহাদিগের সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছে। বহুবার চেষ্টা করিয়াও ইহাদিগকে বশে আনিতে পারে নাই। বস্তুতঃ ইহাদিগের জাতীয় চরিত্র অনেকটা গুর্থাদিগের মত সরল, পরিশ্রমী, নির্ভীক, অসম সাহসিক এবং অনেক সময়ে দুঃসাহসিক। ইহারা মোঙ্গল জাতি সম্ভূত বলিয়া আকৃতিতে গুর্থাদিগের সহিত ইহাদিগের সাদৃশ্য আছে। বর্ণ গুর্থাদিগের বর্ণ অপেক্ষা ঈষৎ উজ্জ্বলতর।

এখনও হজারাদিগের লোকসংখ্যা ঠিক হয় নাই। সাধারণতঃ ধরিতে গেলে এই জাতির লোকসংখ্যা একলক্ষ পচিশ হাজারের কম হইবে না।

হজারা, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। ইহার উত্তর দিকে কৃষ্ণপর্ব্বত, স্বাধীন স্বাতী প্রদেশ, কোহিস্থান এবং চিলাস্‌দেশ, পূর্ব্বদিকে কাশ্মীর রাজ্য, দক্ষিণে রাবলপিণ্ডি জেলা ও পশ্চিমে সিন্ধুনদ। ৭২° ৩৫´ ৩০´´ হইতে ৪° ৯´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে এবং ৩৪° ৪৫´ হইতে ৩৫° ২´ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার ভূপরিমাণ ৩০৩৯, লোকসংখ্যা চারি লক্ষের অধিক। আবটাবাদ এই জেলার শাসনকেন্দ্র।

হজারা জেলাটী একটী দীর্ঘ ও সংকীর্ণ পার্ব্বত্য উপত্যকা। ইহার চারিদিক্ উচ্চ পর্ব্বতপরিবেষ্টিত। এই পর্ব্বতগুলি অতীব উত্তুঙ্গ। এই প্রদেশটী রাবলপিণ্ডি হইতে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া হিমালয়ের অন্তস্থলে অসির মত ঢুকিয়া গিয়াছে। এই উপত্যকা-ভূমিটী দৈর্ঘ্যে ৬০ মাইল। হজারার উত্তরে খাগান নামক একটী মনোহর সমভূমি। দক্ষিণে ও বামে তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বতশ্রেণী। মধ্য হইতে কোনহার নদ পর্ব্বতের গুহা ভেদ করিয়া বাহির হইয়া বরাবর উপত্যকাভূমি দিয়া আসিয়া অবশেষে ঝিলাম নদীতে পড়িয়াছে। খাগানকে বেষ্টিত করিয়া তৎপার্শ্বস্থ পর্ব্বত সমবাহুসূত্রে দক্ষিণে অনেকগুলি গিরিশ্রেণী ভেদ করিয়াছে। রাবলপিণ্ডিতে আসিয়া ইহাদের শেষ। এই পর্ব্বতগুলির সন্নিবেশ হেতু এই উপত্যকাটী আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকা দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকার মধ্যে অগ্রোর, মানসেরা, আবটাবাদ এবং খানপুর উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত উপত্যকায় আবার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নদী বহিয়া গিয়াছে।

এই বিস্তৃত জেলাটির ভূপরিমাণ মাত্র ২৫০ হইতে ৩০০ মাইল। ঝিলাম্‌নদীটি এই জিলার ২০ মাইল-ব্যাপী পূর্ব্ব সীমান্ত।

এই জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর, নানা প্রকার স্থানীয় শোভা ইহাকে ভূস্বর্গ করিয়া তুলিয়াছে। উত্তরে হিমানী পর্ব্বতের শৃঙ্গসকল সর্ব্বদাই তুষারাবৃত। মধ্যবর্ত্তী স্থানে পর্ব্বতের গোলাকার তুঙ্গশৃঙ্গ সকল আশ্রয় করিয়া নানা-প্রকার মূল্যবান্ ও বৃহৎ বনস্পতি সকল শোভা পাইতেছে। দেবদারু ও ঝাউগাছ প্রচুর ভাবে এই স্থানে উৎপন্ন হয়। পাহাড়গুলি জুড়িয়া শ্যামল তৃণক্ষেত্র ও ছোট ছোট ঝোপ হজারা দেশকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। দক্ষিণদিকে ঢালু পাহাড়ের গাত্রে বহু যোজনব্যাপী কৃষিক্ষেত্র। পার্ব্বত্য নদীগুলিও এদেশের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে সহায়তা করিতেছে। হরিপুর ও পাক্লীর সমতল দেশগুলিতে কৃত্রিম উপায়ে খাল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্র সকলকে উর্ব্বর ও প্রচুর শস্যশালী করা হইয়াছে। প্রত্যেক সমভূমি সমৃদ্ধিশালী গ্রামের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং অনেক ছোট ছোট গ্রামকে পর্ব্বতগাত্রে ঝুলিতে দেখা যায়।

হজারা জেলার পুরাতন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই স্থান মোগল, দুরাণী, শিখ এবং অবশেষে ইংরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। নানারূপ ভগ্নাবশেষ হইতে ক্যানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে, পুরাতন তক্ষশিলা প্রদেশ হজারা জেলা ও রাবলপিণ্ডির অন্তর্গত ছিল। এই দেশ হইতে অনেকগুলি বাক্‌ট্রীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কারলাঘ হজারা নামে একটি তুর্কবংশ তাইমুরের সহিত আসিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই দেশটি অধিকার করে এবং এইখানে রাজত্ব করিতে থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই পরিবার হইতে এই দেশটী হজারা নামে খ্যাত। অনেকেই আবার অনুমান করেন যে চেঙ্গিস্ খাঁ এইখানে সহস্রসংখ্যক সৈন্যের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া পারস্য 'হজার' শব্দ হইতে

এই প্রদেশ হজারা নাম লাভ করিয়াছে। এই পরবর্ত্তী অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত যে, এই প্রদেশস্থ হজারাগণ আফগানিস্থানের হজারাদিগেরই একটি শাখা।

ভারতবর্ষে মোগল* রাজত্ব কালে এখানকার দক্ষিণদিক্স্থ সমতলভূমি আটক জেলার অন্তর্গত ছিল। পূর্ব্বদিক্ রাবলপিণ্ডির গাক্কর বংশের একটি শাখা দ্বারা শাসিত হইত। উত্তরাঞ্চল হজারাগণের অধীনে ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্বাত্ হইতে আফগানগণ আসিয়া সমগ্র উত্তরাংশটি অধিকার করিয়া লইল। এই সময়ে নানা পার্ব্বত্যজাতি হজারা জেলার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং হজারাদেশীয় অনেকগুলি জাতি স্ব স্ব স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিল। এই সময়ে কোনও একজন প্রধান রাজ্যশাসকের অভাববশতঃ নানা প্রকার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আহ্মদ শাহ দুরাণী ইহার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুরাণী আধিপত্য সময়ের আবর্ত্তে পড়িয়া লয়প্রাপ্ত হইল। তখন পুনরায় আন্তর্জাতিক বিপ্লব ও কলহ জাগিয়া উঠিল। অতঃপর যখন মহারাজ রণজিৎসিংহ পঞ্জাবে শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন তিনি এই জেলা স্বকীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। ১৮২৬ খৃঃ অঃ হইতে ১৮৪৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত লাহোরের শিখ গবর্মেণ্ট এই জেলার শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর হইতে শিখ-পরাধীনতা হজারাদিগের নিকট দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। ১৮৪৫ খৃঃ অঃ তাহারা পঞ্জাব গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল এবং সিত্তানার সৈয়দ আকবর নামক একটি হিন্দুস্থানী মুসলমানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের সন্ধির সর্ত্তানুসারে হজারা জেলা কাশ্মীররাজ গোলাবসিংহের প্রাপ্য হইল এবং তাহা ইংরাজসৈন্যের সহায়তায় মহারাজ গোলাপসিংহ অধিকার করিলেন। পরিশেষে কাশ্মীরের মহারাজ হজারা জেলা ইংরেজদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে তিনি জম্মুর দক্ষিণ সীমান্তপ্রদেশ লাভ করিলেন। মিঃ আবট সাহেব প্রথমে এই জেলায় রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত ও শাসনের ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময়ে হজারাগণ ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিল এবং যুদ্ধ° অবসানে হজারা জেলা ইংরাজশাসনান্তর্গত হয়। মিঃ আবট সাহেব হরিপুর হইতে শাসনকেন্দ্র উঠাইয়া লইয়া তাহা অন্যত্র স্থাপিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানেই হজারা জেলার শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার সম্মানার্থ এই নূতন সহরের আবটাবাদ নামকরণ করা হয়।

হজারা মুসলমানপ্রধান জেলা। লোকসংখ্যায় শতকরা ৯৪০৭ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী এবং অবশিষ্ট সকলেই হিন্দু না হয় খৃষ্টান কিংবা শিখ। মুসলমানগণ নানা দলে বিভক্ত, নিম্নে সেই সকলের নাম প্রদত্ত হইল—১ গুজর, ২ তানোলি, ৩ ধুন্দ, ৪ কাশ্মীরী, ৫ সৈয়দ, ৬ রাজপুত, ৭ সেখ, ৮ লহোর, ৯ মোগল, ১০ তুর্ক, ১১ জুলাহা, ১২ গাক্কর ও ১৩ মোচি। হিন্দুদিগের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষেত্রি এবং অবশিষ্ট সকলেই ব্রাহ্মণ।

আকৃতিতে হজারাজাতি তাহাদিগের প্রতিবেশী রাবলপিণ্ডী ও পেশোয়ারীদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পার্ব্বত্য জাতিদিগের বলিষ্ঠতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা ইহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ধুন্দ, খরিলে এবং স্বাতিগণ খর্ব্বকায়। ইহারা যদিও সাধারণতঃ শান্তশিষ্ট, তথাপি ইহাদিগের উপরে অত্যাচার হইলে ইহারা দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। ইহারা প্রকাশ্য ভাবে শত্রুতা অবলম্বন করে না। প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের দ্বারা ইহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া থাকে। কৃষিকর্ম্মে নিপুণতা অপেক্ষা হজারাগণ শ্রমশীলতা ও ধৈর্য্যের পক্ষপাতী। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

১৮৬৯-৭০ খৃঃ অব্দের প্রথম আদমসুমারীতে শতকরা ২২.২১ জমি কৃষিক্ষেত্র ছিল। কিন্তু এখন সেখানে চাষবাসের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। অধিকাংশ জমিই কৃষিক্ষেত্রে পরিণত। যব, গোধূম, সরিষা, সেখানকার রবিশস্য, ভুট্টা, ধান্য, তুলা ইত্যাদি শরতে উৎপন্ন হয়। হরিপুরে হলুদ ও ইক্ষুর চাষ আছে।

হঞ্জা (অব্য) নাট্যোক্তিতে চেটীসম্বোধন।

হঞ্জি (পুং) ক্ষুৎ, চলিত হাঁচী। (জটাধর)

হঞ্জিকা (স্ত্রী) ভার্গী, চলিত বামনহাটী। (ভাবপ্র°)

হঞ্জে (অব্য) নাট্যোক্তিতে চেটীসম্বোধন। নাটকে চেটীকে হঞ্জে বলিয়া ডাকিতে হয়।

'হণ্ডে হঞ্জে হলাহ্বানং নীচাং চেটীং সখীং প্রতি।' (অমর)

'হঞ্জে চেটীসম্বোধনং হঞ্জেতি চেটিকাহ্বানং সখ্যাহ্বানং হলেতি চ। হন্তেতি কুৎসিতাহ্বানমার্য্যো মারিষ উচ্যতে॥' (ভরত)

হট, দীপ্তি। ভ্বাদি, পরস্মৈ°, অক°, সেট্। লট্ হটতি। লোট্ হটতু। লিট্ জহাট, জহটতুঃ। লুট্ হটিতা। লুঙ্ অহটীৎ অহাটীৎ। ণিচ্ হাটয়তি। লুঙ্ অজীহটৎ। সন্ জিহটিষতি। যঙ্ জাহট্যতে। যঙ্লুক্ জাহটীতি।

হটা (দেশজ) পশ্চাদ্গমন।

হটন (দেশজ) ১ পশ্চাদ্গমন। ২ পরাস্ত হওন।

হটপর্ণি (স্ত্রী) শৈবাল। (শব্দরত্না°)

হট্ট (পুং) ক্রয়বিক্রয়স্থান, চলিত হাট।

হট্টচন্দ্র (পুং) অমরকোষের জনৈক টীকাকার।

হট্টচৌরক (পুং) হট্টস্য চৌরঃ ততঃ কন্। চৌরবিশেষ, হাট-চোর, পর্য্যায়—মল্লীকর, মাচল, চিল্লাভ, বন্দীকার, প্রসহ্যচৌর।

হট্টবিলাসিনী (স্ত্রী) হট্টে বিলসতীতি বি-লস-ণিনি-ঙীপ্। ১ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। পর্য্যায়—ধমনী, অঞ্জন, কেশী, হনু। (অমর) ২ হরিদ্রা। (ভাবপ্রকাশ) ৩ বারাঙ্গনা, বেশ্যা।

"মৃগমদনিদানমটবী কুঙ্কুমমপি কৃষকবাটিকা বহতি।
হট্টবিলাসিনী ভবতি পরমেকা পৌরসর্ব্বস্বং॥" (আর্য্যাস° ৪৩৩)

হট্টাধ্যক্ষ (পুং) হট্টস্য অধ্যক্ষঃ। হট্টের অধ্যক্ষ, হাটের অধ্যক্ষ।

হট্টীপাল, দেশাবলিবর্ণিত নাটোরের ৩ যোজন দূরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম।

হঠ, প্লুতি। ২ শাঠ্য। ৩ বলাৎকার। ভ্বাদি°, পরস্মৈ° সক°, প্লুতি অর্থে অক°, সেট্। লট্ হঠতি। লোট্ হঠতু। লিট্ জহাঠ, জহঠতুঃ। লুট্ হঠিতা। লুঙ্ অহঠীৎ, অহাঠীৎ।

হঠ (পুং) হঠ পুংসীতি ঘ। ১ বলাৎকার। (অমর) ২ লুট্। ৩ প্রসভ। ৪ পশ্চাদ্গতি। ৫ হঠযোগ।

"অশেষতাপতপ্তানাং সমাশ্রয়মঠো হঠঃ।
অশেষযোগযুক্তানামাধারকমঠো হঠঃ॥" (হঠযোগপ্রদীপিকা)

হঠপর্ণি (স্ত্রী) হঠতি প্লবতে ইতি হঠ-অচ্, তাদৃশং পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। শৈবাল। (ত্রিকা°)

হঠযোগ (পুং) হঠেন বলাৎকারেণ যোগঃ। যোগবিশেষ। পরমাত্মসাধক যোগ, যোগ দুই প্রকার রাজযোগ ও হঠযোগ। হঠযোগী এই যোগানুষ্ঠান করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। যোগস্বরোদয়ে লিখিত আছে যে—

"ইদানীং হঠযোগস্য কথ্যতে হঠসিদ্ধিদঃ।
কৃত্বাসনং পবনাশং শরীরে রোগহারকং॥
পূরকং কুম্ভকঞ্চৈব রেচকং বায়ুনা ভজেৎ।
ইত্থং ক্রমোৎক্রমং জ্ঞাত্বা পবনং সাধয়েৎ সদা॥
ধৌত্যাদিকর্ম্মষট্ কৃত্ব সংস্কুর্য্যাদ্ধঠসাধকঃ।
এতন্নাড্যাস্তু দেবেশি বায়ুপূর্ণং প্রতিষ্ঠিতং॥
ততো মনো নিশ্চলং স্যাত্তত আনন্দ এব হি।
হঠযোগান্ন কালঃ স্যান্মনঃ শূন্যে ভবেদ্‌যদি॥
ইদানীং হঠযোগস্য দ্বিতীয়ং ভেদবৎ শৃণু।
আকাশে নাসিকাগ্রে তু সূর্য্যকোটিসমং স্মরেৎ॥" (যোগস্ব°)

হঠাং সিদ্ধিলাভ হয়, এই জন্য ইহার নাম হঠযোগ হইয়াছে। হঠযোগ করিতে হইলে প্রথমে আসনসিদ্ধি করিয়া রেচক, পূরক ও কুম্ভক দ্বারা বায়ুজয়, তৎপরে ধৌতী প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মন নিশ্চল এবং আনন্দপূর্ণ হইয়া থাকে। এই হঠযোগ অনুষ্ঠানবিষয়ে সময়ের কোন নিয়ম নাই। ইহা ভিন্ন আরও এক প্রকারভেদ আছে, আকাশ বা নাসিকাগ্রে সূর্য্যকোটিসম শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ ইত্যাদি রূপে ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ জ্যোতির্ম্ময় রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পাতঞ্জলাদিদর্শনে যেমন রাজযোগের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, হঠদীপিকাদিতে সেইরূপ হঠযোগের বিবরণ বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা ইহার আলোচনা করিলাম। রাজযোগ না করিয়া এই হঠযোগে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াভ্যাসজ পরমাত্মসাক্ষাৎকাররূপ চিত্তবৃত্তি-রোধ করা হয়। যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, তাহাকে যোগ কহে, অতএব বলপূর্ব্বক যে ক্রিয়া দ্বারা চিত্তের বৃত্তি সকল নিরোধ করা যায়, তাহাকেই হঠযোগ বলা যায়। ইহার ফল পরমাত্মসাক্ষাৎকার। রাজযোগেও পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অতএব উভয় প্রকার যোগের ফল একই। এই উভয় প্রকারযোগে পরস্পরের অপেক্ষা আছে, রাজযোগ ব্যতীত হঠযোগ সিদ্ধ হয় না, হঠযোগ ব্যতীতও রাজযোগ সিদ্ধ হয় না, সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া হঠযোগ অভ্যাস করিতে হয়। গুরুর উপদেশ ব্যতীত এই যোগসাধন করিলে যোগে সিদ্ধির অলাভ এবং কঠিন পীড়া হইয়া থাকে।

"হঠং বিনা সিধ্যতি রাজযোগো
নার্থী হঠাচ্চাপি ন রাজযোগঃ।
তদাভ্যসেৎ পূর্ব্বমতস্থনিষ্ঠ-
স্ত্যক্তং হঠং সদ্‌গুরুতোঽভিলব্ধং॥" (হঠদীপি°)

নাস্তিক, অভ্যাসবিহীন, উগ্রপ্রকৃতি, বহুভাষী, কুপথ্যাশী, অমিতভোজী ও দরিদ্র এই সকল ব্যক্তির কখনই যোগ সিদ্ধ হয় না। যিনি এই হঠযোগ অভ্যাস করিবেন, তিনি শাস্ত্রে যত প্রকার দুর্নীতি আছে, তৎসমস্ত বর্জ্জন করিয়া সুনীতিপরায়ণ হইবেন, তবেই তাহার যোগসিদ্ধি হইবে, নচেৎ তাঁহার চেষ্টা বিফল।

যিনি হঠযোগ করিবেন, তিনি প্রথমে সকল কদাচার বর্জ্জন করিয়া পুণ্যতীর্থাদিতে স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হইয়া গুরুর উপদেশ অনুসারে ধীরে ধীরে যোগক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন। গুরু ঠিক যেরূপ ভাবে উপদেশ দিবেন, তিনিও ঠিক তদনুসারেই সেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। তাহার ব্যতিক্রম করিলে সিদ্ধিলাভে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। 'যোগে রোগভয়ং' এই যোগানুষ্ঠান করিতে হইলে রোগের ভয় আছে, রোগ হইবে বলিয়া ভীত হইয়া যোগের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হওয়া উচিত

নহে। রোগ হইলে গুরু তাহার প্রতীকার করিবেন। যোগ-জন্য যে রোগ হয়, লৌকিক ঔষধ প্রভৃতিতে তাহার কোনই প্রতিকার হয় না।

যে কোন স্থানে অবস্থান করিয়া এই যোগাভ্যাস করা বিধেয় নহে। যে স্থানে ধার্ম্মিকগণ বাস করেন, যেথানে দুর্ভিক্ষ ও মারী প্রভৃতির ভয় নাই, যেথানে সাধু রাজার সুশাসন বিদ্যমান, যে স্থান সকল প্রকার ভয়শূন্য, শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান নহে, স্বভাবতঃ যে স্থানে গমন করিলে মন প্রফুল্ল হয়, উষর ও কণ্টকাদিপরিশূন্য বল্মীক, চতুষ্পথ, জনসমাকীর্ণ ও বাত্যাভিঘাতরহিত এইরূপ স্থানের কোন এক নির্জন প্রদেশে অবস্থান করিয়া এই যোগানুষ্ঠান করা বিধেয়। যে স্থানে মন চঞ্চল হয়, চিত্তের প্রসন্নতা থাকে না, সেই স্থানে কথনই এই যোগাভ্যাস করিবে না।

প্রথমে হঠযোগী উপরি উক্ত নির্দ্দোষ স্থানে প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া বায়ুজয় করিবেন, এই প্রাণায়াম প্রতিদিন একবার, দুইবার বা তিনবার মধ্য রাত্রে অনুষ্ঠান করিবেন। ক্রমে প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইয়া আসিলে প্রহরে প্রহরে ইহার অনুষ্ঠান বিধেয়। এই যোগের প্রথম সাধনই প্রাণায়াম। [প্রাণায়ামের বিশেষ বিবরণ প্রাণায়াম শব্দে দেখ।]

ক্ষুধিতাবস্থায়, পেট ফুলিলে, অজীর্ণ, অম্লোদ্গার প্রভৃতি যে কোন পীড়ায় পীড়িত হইলে অথবা শ্রমবিকল দেহে কদাপি প্রাণায়াম করিবে না, করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া শরীর বিকল করিয়া থাকে। অতএব এই প্রাণায়ামকালে বিশেষ সাবধান হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। বায়ুর কোনরূপ প্রকোপাবস্থায় ইহার অনুষ্ঠান বিধেয় নহে।

কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়া এই যোগ করিতে হইবে। এই যোগানুষ্ঠানকালে স্ত্রীসেবন, অভক্ষ্যভোজন প্রভৃতি করিলে এই যোগ ভঙ্গ হইয়া থাকে। আহার দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি হয়। অতএব যে দ্রব্যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়, সেই দ্রব্য আহার করিবে। যাহাতে রজোগুণ ও তমোগুণ বৃদ্ধি হয়, তাদৃশ আহার একেবারেই বর্জ্জনীয়। এই অবস্থায় অতি লঘু ভোজন প্রশস্ত। যত্নপূর্ব্বক গুরুভোজন পরিত্যাগ করিবে। অত্যাহার, কোন বিষয়ে প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য এই ৬টী হঠযোগীর বিশেষ নিষিদ্ধ। হঠযোগী এই ৬টীর যদি কোন একটীরও আচরণ করে, তাহা হইলে অচিরে তাহার যোগভঙ্গ হয়। এই জন্য এই ৬টী হঠযোগের বিশেষ অনিষ্টকারক। কাম, ভয়, অতিনিদ্রা ও লোভ এই সকলও বর্জ্জনীয়, ইহার মধ্যে সত্ত্ব-নিষেবণ দ্বারা নিদ্রা এবং ধৃতি দ্বারা কামাদি জয় করিবে। যোগাবস্থায় চিত্ত সর্ব্বদা নিরলস হইবে।

এই যোগী অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, ধৃতি, ক্ষমা, দয়া, ঋজুতা, মিতাহার, শৌচ, তপঃ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর-পূজন, শাস্ত্রের সিদ্ধান্তবাক্যশ্রবণ, অর্থাৎ শাস্ত্রের বিচারাংশাদি ত্যাগ করিয়া যে সকল মীমাংসা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, সর্ব্বদা সেই সকল বাক্যের শ্রবণ ও উচিত কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

ভোজন ব্যতীত শরীর রক্ষা হয় না, শরীর রক্ষা না হইলে যোগানুষ্ঠান কিরূপে হইবে, অতএব যাহাতে কেবল মাত্র শরীর রক্ষা হয়, এই পরিমাণে ভোজন করিবে। আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল দ্রব্যভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক বর্জন করিবে। আহারাদির বিষয় হঠ-সংহিতাতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থানে লিখিত হইল না। এই প্রাণায়ামকালে প্রথমে অতি অল্প পরিমাণ আহার করিতে হয়, ক্রমে ক্রমে উক্ত ভোজনেরও হ্রাস করা আবশ্যক। এই যোগানুষ্ঠানকালে দুগ্ধ ভোজনই প্রশস্ত। দুগ্ধের অভাবে শালিতণ্ডুলাদির অন্ন ভোজন করিতে হয়। প্রথমে দুই মুষ্টি চাউলের অন্ন ভোজন করিবে, ক্রমে কুম্ভকের পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার কমাইতে হইবে।

"স্থাচ্ছালিমুদ্গাদিকমুষ্টিকদ্বয়ং প্রাক্ পূর্ণোদরকেঽশনন্তু।
হ্রাসো বিধেয়ো হঠসাধকেন দুগ্ধাদ্যভাবে ক্রমকুম্ভবৃদ্ধ্যা॥" (হঠস°)

এই রূপে আহারের বিধিনিষেধাদি প্রতিপালন করিয়া এই যোগাভ্যাস করিতে হয়। চিত্তের মলিনাবস্থায় এই যোগ হয় না। যোগক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে কর্ম্ম দ্বারা ঐ সকল শোধন করিয়া চিত্ত যোগের উপযুক্ত হইলে উহার অনুষ্ঠান করা বিধেয়। এইরূপ অবস্থায় গুরুর উপদেশ অনুসারে যোগানুষ্ঠান করিলে অচিরে তাহা সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

"অন্তর্দ্ধ্বতাঃ সান্দ্রতমা বিশুষ্কাঃ
অপদ্রবাঃ পঙ্কমলাদয়োঽপি বা।
অভ্যাসিনঃ প্রাণনিরোধ এষ
তদা বিধেয়ঃ শুভযোগসিদ্ধিদঃ॥" (হঠসং)

হঠযোগী এই যোগানুষ্ঠানকালে প্রত্যূষে শিরঃস্নান অর্থাৎ মস্তক ধুইয়া ফেলিবে না, প্রাতঃস্নান এই যোগীর পক্ষে অনিষ্টকারক। স্নানের আবশ্যক হইলে মধ্যাহ্নে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করা বিধেয়। কদাচ শীতল জলে স্নান বিধেয় নহে।

"প্রাতঃ শিরঃস্নানমথো ন রোচয়েৎ
আরূঢ়যোগোঽপি কদাপি যোগী।
আবশ্যকে তূষ্ণজলৈর্বিধেয়ং
স্নানং ন কার্য্যং হিমবারিণা তৎ॥" (হঠসং)

যোগানুষ্ঠানকালে দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, চিন্তা ও যাহাতে আত্মার ক্লেশ হয়, এই সকল পরিত্যাগ করিবে। এই

অবস্থায়, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, অনশন, প্রাণিপীড়া প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ নিয়মে প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুজয় করিবে। প্রাণায়াম করিতে করিতে যখন অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইবে, তখন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা আবশ্যক।

তৎপরে ত্রাটক দ্বারা কূর্ম্ম বায়ুর জয়, মূলবন্ধ দ্বারা অপান বায়ুর জয়, জালন্ধর দ্বারা সমান বায়ু প্রভৃতির জয় করিবে। এই রূপে সকল বায়ুর জয় করিয়া আসনসাধন করিতে হয়। আসন অনেক প্রকার, যে কোন আসন আশ্রয় করিয়া এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে এই যোগসিদ্ধি হয়। আসনসিদ্ধি হইলে চিত্ত স্থির হয়। যোগী আসন করিয়া বসিলে যে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হউক না কেন, কিছুতেই তাহার যোগভঙ্গ হইবে না।

পদ্মাসন, কুক্কুটাসন, উত্তানকূর্ম্মক, ধনুরাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন, পশ্চিম তানাসন, ময়ূরাসন, শবাসন, সিংহাসন, ভদ্রাসন, কূর্ম্মাসন, বজ্রর্যাসন, বৃশ্চিকাসন, মূলবন্ধাসন, গোমুখাসন, কুব্জিকাসন, পার্শ্বোপধানাসন, উৎকটাসন, প্রাণায়ামাঙ্গ পদ্মাসন, করসংপুটপদ্মাসন, সিদ্ধাসন, সুখাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি বহুবিধ আসন আছে, ইহার যে কোন প্রকার আসন আশ্রয় করিয়া যোগানুষ্ঠান করা বিধেয়। 'স্থিরসুখমাসনং' যেরূপ ভাবে উপবেশন করিলে চিত্তের স্থৈর্য্য ও সুখলাভ হয়, তাহাকেই আসন কহে। অতএব যে সকল আসনের নাম কথিত হইয়াছে, ঐ সকল আসনে আসীন হইলে অচিরে চিত্ত স্থির হইয়া থাকে। [এই সকল আসনের লক্ষণ যোগ শব্দে দেখ]

ফলে এই হঠযোগে বায়ুজয়ই প্রধান। যতক্ষণ দেহে বায়ু থাকে, ততক্ষণ জীবন থাকে। অতএব এই হঠযোগী বায়ুজয় করিয়া চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে।

"অথাসনে দৃঢ়ো যোগী বশী হিতমিতাশনঃ।
গুরূপদেশমার্গেণ প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ ॥
যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে।
মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তিস্তস্মাৎ বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥
চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং তথা।
যোগী স্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥" (হঠসং)

হঠযোগী শীতলীকুম্ভক, ভস্ত্রিকা, ভ্রমরীকুম্ভক, মূর্চ্ছনাকুম্ভক, সংহিতকুম্ভক, কেবলকুম্ভক প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবেন। মুদ্রামহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরীমুদ্রা, মূলবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ, বিপরীতকরণ, লম্বিকাচ্ছেদন, নাদানুসন্ধান, আরম্ভাবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা, নিষ্ঠাবস্থা প্রভৃতিরও অনুষ্ঠান করিবেন।

হঠযোগের ফল—হঠযোগী পূর্ব্বোক্তবিধানে যোগানুষ্ঠান করিলে সমাধি লাভ করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন। তখন তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, রোগ, শোক, তাপ ও সুখদুঃখের লয় হয়। তখন তিনি স্বাত্মারাম হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। (হঠস°) [যোগ শব্দ দেখ।]

হঠালু (স্ত্রী) হঠে প্লবনে অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি অল-উন্। কুম্ভিকা, চলিত পানা। (শব্দচ°)

হঠী (স্ত্রী) বারিপর্ণী, পানা। (ধরণি)

হড় (দেশজ) ব্রাহ্মণাদিবর্ণের উপাধিবিশেষ। এই উপাধি গাঁই হইতে হইয়াছে।

হড়্গড়ানিয়া (দেশজ) অপমান।

হড়্বড়ি (দেশজ) তাড়াতাড়ি কথা কহন।

হড়্মড়ি (দেশজ) ভঙ্গপ্রবণ।

হড়্হড়্ (দেশজ) পিচ্ছল।

হড়াগড়া (দেশজ) কাঠিন্য।

হড়ি (পুং) কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ। চলিত হাইড়, হাড়িকাঠ।

হড়িক (পুং) নীচ জাতিবিশেষ। চলিত হাড়ি।

'হড়িকস্তু মলাকর্ষী হড্ডকশ্চাবপুষ্কিকা।' (শব্দমালা)

হড্ড (ক্লী) অস্থি, চলিত হাড়। (শব্দচ°)

হড্ডক (পুং) নীচ জাতিবিশেষ, হাড়িজাতি।

হড্ডচন্দ্র (পুং) হট্টচন্দ্র, অমরকোষের জনৈক টীকাকার।

হড্ডজ (ক্লী) মজ্জা ও অস্থি হইতে উৎপন্ন, মজ্জাজন্ম।

হড্ডি (ক) নীচ জাতিবিশেষ। হাড়িজাতি, মলাপকর্ষণ এই জাতির জীবিকা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই জাতির উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—চাণ্ডালীর গর্ভে এবং লেটজাতির ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। [হাড়ি দেখ।]

"সত্তশ্চাণ্ডালকন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক।
বভূবতুস্তৌ দ্বৌ পুত্রৌ হড্ডিকবাগ্ডিকৌ তথা ॥"

হড্ডিপ (পুং) মলেগ্রাহি, চলিত হাড়িজাতি।

হণ্ডা (অব্য) ১ নাট্যোক্তিতে নীচসম্বোধন। নাটকের কথোপকথন স্থলে নীচ ব্যক্তিকে হণ্ডা এই নামে সম্বোধন করিতে হয়। (স্ত্রী) ২ মৃৎপাত্রবিশেষ, চলিত হাঁড়ী।

হণ্ডিকা (স্ত্রী) হণ্ডা স্বার্থে কন্, টাপি অত ইত্বং। মৃৎপাত্রবিশেষ, চলিত হাঁড়ী।

হণ্ডিকাসুত (পুং) হণ্ডিকায়াঃ সুত ইব। ক্ষুদ্র হণ্ডিকা, ছোট হাঁড়ী, ক্ষুদে হাঁড়ী। পর্য্যায়—কণন। (ত্রিকা°)

হণ্ডী (স্ত্রী) হণ্ডিকা, হাঁড়ী।

হণ্ডে (অব্য°) নাট্যোক্তিতে নীচসম্বোধন। নাটকে নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকের প্রতি সম্বোধনসূচক শব্দ।

হত (ত্রি) হন-ক্ত। ১ আশারহিত। পর্য্যায়—মনোহত, প্রতিহত, প্রতিবদ্ধ। (অমর) ২ বিনষ্ট, প্রমাপিত, নিবর্হিত, নিকারিত, নিশারিত, প্রবাসিত পরাসিত, নিষূদিত, নিহিংসিত, নির্ব্বাসিত,

সংজ্ঞপিত, নিগ্রন্থিত, অপাসিত, নিস্তর্হিত, নিহত, ক্ষণিত, পরিবর্জ্জিত, নির্ব্বাপিত, বিশসিত, মারিত, প্রতিঘাতিত, উদ্বাসিত, প্রমথিত, ক্রথিত, উজ্জাসিত, আলম্ভিত, পিঞ্জিত, বিশরিত, ঘাতিত, উন্মথিত, বধিত। (অমর) ৩ পূরিতাঙ্ক। পর্য্যায়—পিণ্ডিত, গুণিত। (ত্রিকা°) ৪ ব্যাহত, প্রতিহত। ৫ কুৎসিত। ৬ দগ্ধ। ৭ তুচ্ছ। (স্ত্রী) ৮ হনন। ৯ গুণন।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পারিভাষিক হতলক্ষণ এইরূপ—

"অবৈষ্ণবো হতো বিপ্রো হতং শ্রাদ্ধমভূসুরং।
অব্রহ্মণ্যং হতং ক্ষেত্রমনাচারং হতং কুলং॥
সদম্ভশ্চ হতো ধর্ম্মঃ ক্রোধেনৈব হতং তপঃ।
অদৃঢ়ঞ্চ হতং জ্ঞানং প্রমাদেন হতং শ্রুতং॥"(পাদ্মোত্তরখ° ৪অ°)

যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ নহেন, তিনি হত, যে শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণবিহীন সেই শ্রাদ্ধ হত, যে স্থানে ব্রাহ্মণ নাই সেই স্থান হত, আচারহীনকুল, অহঙ্কারের সহিত সেবিত ধর্ম্ম, তপস্বীর ক্রোধ, অদৃঢ় জ্ঞান, প্রমাদযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুভক্তিহীনা নারী ও ব্রহ্মচারী, অদীপ্ত অগ্নিতে হোম, নিজের জন্য পাক, উপজীব্যা কন্যা, শূদ্র জাতীয় ভিক্ষুর যোগ, কৃপণের ধন, অভ্যাসবিহীন বিদ্যা, বিরোধকৃৎ রাজা, অসত্যভাষণ, সন্দিগ্ধ মন্ত্র, ব্যাকুল চিত্তে জপ,অব্রাহ্মণে দান, অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান ও দরিদ্র লোকের ইহলোক এই সকল হত। (পদ্মপু° উত্তরখ° ৪অ°)

হতক (পুং) হত ইব কন্। নীচলোক।

"দেব অজাতশত্রো অদ্যাপি দুর্য্যোধনহতকঃ।"(সাহিত্যদ° ৬।৩৯৫)

হতচূর্ণক (পুং) সোমলতা।

হতপুত্র (ত্রি) মৃতপুত্র, যাহার পুত্র মরিয়া গিয়াছে।

হতপিতৃ (ত্রি) হতঃ পিতা যস্য (ঋতশ্ছন্দসি। পা ৫।৪।১৫৮) ইতি কব্ নিষেধঃ। যাহার পিতা হত হইয়াছে, বেদেই এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, অন্যত্র হতপিতৃক এইরূপ পদ হইবে।

হতমাতৃ (ত্রি) হতা মাতা যস্য, বেদে কব্ নিষেধঃ। যাহার মাতা হত হইয়াছে।

হতমূর্খ (ত্রি) মূর্খো হত ইব। অতিশয় মূর্খ, গণ্ডমূর্খ।

"ক্রূরঃ খলো হতমূর্খঃ পাপশীলো ভবেন্নরঃ।
বুধস্যাগমনে নিত্যং জায়তে স নরাধমঃ॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

হতবর্চ্চস্ (ত্রি) হতং বর্চ্চো যস্য। তেজোহীন, যাহার তেজ বিনষ্ট হইয়াছে।

হতবৃত্ত (ত্রি) কাব্যের দোষবিশেষ। যে স্থলে শ্লোকের ছন্দঃ ও যতিভঙ্গ প্রভৃতি হয়, তথায় এই দোষ হয়।

"বর্ণানাং প্রতিকূলত্বং লুপ্তাহতবিসর্গতে।
অধিকন্যূনকথিতপদতাহতবৃত্ততা॥" (সাহিত্যদ° ৭।৫৩৭)

হতবৃষ্ণী (স্ত্রী) যে সকল স্ত্রীদিগের বৃত্র হইয়াছে, সেই সকল নিবারণরহিত স্ত্রী। "আপো জবসা হতবৃষ্ণীঃ" (ঋক্ ৪।১৭।৩)

'হতবৃষ্ণী হতো বৃষা বৃত্রো যাসাং তা হতবৃষ্ণ্যঃ তা বৃত্রবধানন্তরং নিরাবরণরহিতাঃ সত্যঃ' (সায়ণ)

হতস্বর (ত্রি) হতঃ স্বরো যস্য। যাহার স্বর নষ্ট হইয়াছে, যাহার গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, স্বরভঙ্গ। (সুশ্রুত)

হতস্বসৃ (ত্রি) হতা স্বসা যস্য। যাহার স্বসা হত হইয়াছে।

হতাঘশংস (ত্রি) পাপিনিবৃত্তক। 'হতাঘশংসা বাভাষ্টাং' (শুক্লযজুঃ ২৮।১৭) 'হতাঘশংসৌ অঘং পাপং শংসতীচ্ছতি অঘশংসো পাপো হতো অঘশংসো যাভ্যাং তৌ পাপিনিবৃত্তকৌ' (মহীধর)

হতাধিমন্থ (পুং) সর্ব্বগত অক্ষিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"উপেক্ষণাদক্ষি যদাধিমন্থো
বাতাত্মিকঃ সোদয়তি প্রসহ্য।
রুজাভিরুগ্রাভিরসাধ্য এষ
হতাধিমন্থঃ খলু নামরোগঃ॥" (ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি°)

যে রোগে নেত্র উৎপাটিত ও মথিত হওয়ার ন্যায় বোধ হয়, এবং আধকপালে মাথাব্যথা হয়, তাহাকে অধিমন্থ কহে। বাতজ অধিমন্থ রোগ উপযুক্তরূপে চিকিৎসিত না হইলে সহসা শোধিত হইয়া অক্ষিনাশ হয় এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়া অসাধ্য হইয়া থাকে। এই রোগকে হতাধিমন্থ কহে। [নেত্ররোগ দেখ।]

হতাশ (ত্রি) হতা আশা যস্য। ১ নির্দ্দয়। ২ আশারহিত। ৩ পিশুন। (মেদিনী) ৪ বন্ধ্যা। (শব্দরত্না°)

হতাদর (ত্রি) হত আদরো যস্য। ১ অবজ্ঞাত, অবমানিত, যাহার আদর বিনষ্ট হইয়াছে। (পুং) ২ অসম্মান, অমর্য্যাদা।

হতাধ্বর (পুং) হতো অধ্বরো যেন। মহাদেব, শিবের মানহানি করিবার জন্য দক্ষ শিববিহীন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। দক্ষকন্যা শিবানী এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হইয়া গমন করেন এবং তথায় শিবনিন্দা শুনিয়া জীবন ত্যাগ করেন। সতীর বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহাদেব ক্রোধে দক্ষের যজ্ঞ নাশ করেন, এই জন্য তাঁহার নাম হতাধ্বর হইয়াছে।

হতি (স্ত্রী) হন-ক্তিন্। ১ অপকর্ষ। ২ হত্যা, হনন। ৩ ব্যাঘাত। ৪ তাড়ন।

"বহসি বপুষি বিষদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং।" (গীতগোবিন্দ ১।১২)

হতিয়ার্ (হিন্দী) ১ অস্ত্র। ২ লিঙ্গ, শিশ্ন।

হতিয়ারবন্দ (পারসী) শাস্ত্রদ্বারা সজ্জিত।

হতৌজস্ (ত্রি) হতং ওজো যস্য। তেজোহীন, হীনবল। (পুং) দৌর্ব্বল্যসহকৃত জ্বর।

হত্নু (পুং) হন্তি শরীরমিতি হন (কৃহনিভ্যাং ক্নুঃ। উণ্ ৩।৩৮)

ইতি কৃত্নুঃ (অনুদাত্তোপদেশেতি। পা ৬।৪।৩৭) ইতি অনুনাসিকলোপঃ। ১ ব্যাধি। ২ শস্ত্র। (ত্রি) ৩ হননশীল। (ঋক্ ১।২৫।২)

হত্যা (স্ত্রী) হন ভাবে ক্যপ্, টাপ্। হনন, বধ।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।

মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥"(প্রায়শ্চিত্তবি°)

হথ (পুং) হন্তি সুখমিতি হন (হনিকুষীতি। উণ্ ২।২) কৃথন্। বিষণ্ণ।

হদ্, পুরীষোৎসর্গ, মলত্যাগ। ভ্বাদি, আত্মনে°, অক°, অনিট্। লট্ হদতে। লোট্ হদতাং। লিট্ জহদে। লুট্ হত্তা। লৃট্ হৎস্যতে। লুঙ্ অহত্ত, অহৎসাতাং অহৎসত। সন্ জিহৎসতে। যঙ্ জাহদ্যতে। যঙ্-লুক্ জাহত্তি। ণিচ্ হাদয়তি। লুঙ্ অজীহদৎ। ক্ত হন্ন। কেহ কেহ এই ধাতু উভয়পদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে হদতি এইরূপ রূপ হইবে। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

হদন (ক্লী) হদ-ল্যুট্। পুরীষত্যাগ, চলিত হাগা।

হদিয়া, (আরব্য) উচ্চবংশসম্ভূতা বেদুইন্‌দিগের বীররমণী। কথিত আছে যুদ্ধের সময়ে উষ্ট্রারোহী সদ্বংশীয়া বেদুইন্‌ললনাগণ সৈন্যদলের অগ্রণী হইয়া যুদ্ধে যোগদান করেন। ইহারা বিদ্রূপ বাক্যে নিরুৎসাহীদিগকে উৎসাহিত এবং সাহসীদিগকে প্রশংসা দ্বারা উত্তেজিত করেন। ইহাই ইহাদিগের প্রকৃত কার্য্য।

হদিস্ (আরব) মহম্মদের উপদেশসংগ্রহ ও আচারপদ্ধতির বিবরণী, সংখ্যায় এগুলি ৫২৬৬। এগুলি কোরাণের পরিশিষ্টরূপে বিবেচিত হয়। ইহাদিগকে কথনও সুন্না, আবার কথনও বা আহদিস নববেয়া অর্থাৎ মহাপুরুষদিগের অনুশাসন বলা হয়। মুসলমানদিগের মধ্যে শিয়া, সুন্নি এবং ওহাবি এই তিন সম্প্রদায়ই হদিস্ মানিয়া চলেন। কিন্তু সুন্নিরা যে বিশেষ সংগ্রহটি মানিয়া চলেন, শিয়ারা তাহা মানেন না এবং ওহাবিরা কেবল সুন্নিসংগ্রহের ছয়টি অধ্যায়কে স্বীকার করেন।

হদ্দমুদ্দ (দেশজ) যথাসাধ্য।

হদ্দা (স্ত্রী) তাজকোক্ত মেষাদি লগ্নের ত্রিংশদংশ। এই অংশ দ্বারা দ্বাদশ লগ্নে পাঁচটী গ্রহের সংখ্যাবিশেষে ভাগবিশেষ হইয়া থাকে, এই হদ্দা স্থির করিয়া বর্ষপ্রবেশের শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিতে হয়। যে দিন যে সময়ে জাতকের জন্ম হইয়াছে,সেই দিনের এবং সেই সময়ের লগ্ন ও রাশি প্রভৃতি স্থির করিয়া জাতচক্র প্রস্তুত করিবে। অতঃপর ঠিক এক বৎসর পূর্ণ হইলে জন্ম-সময়ের গ্রহসন্নিবেশ ও লগ্ন স্থির করিয়া বর্ষপ্রবেশচক্র অঙ্কিত করিবে। বর্ষপ্রবেশচক্র অঙ্কিত করিয়া চক্রস্থ দ্বাদশ রাশির হদ্দা নিরূপণ করিতে হয়। এক একটী রাশির ৩০ অংশ, এই ৩০ অংশের মধ্যে অংশবিশেষ গ্রহবিশেষের অধিকার-ভুক্ত হইয়া থাকে। এই সকল হদ্দা যথা—

মেষলগ্ন—এই লগ্ন বা রাশি ৩০ অংশ, এই ৩০ অংশের মধ্যে মেষের প্রথম ৬ অংশ, বৃহস্পতির ৮ অংশ, বুধের ৫ অংশ, মঙ্গলের ৫ অংশ ও শনির ৫ অংশ। এই ৩০ অংশ উক্তরূপে মেষলগ্নের হদ্দা জানিতে হইবে।

বৃষলগ্ন—ইহার ৮ অংশ শুক্রের, তৎপরে বুধের ৮ অংশ, মঙ্গলের ৫ অংশ ও শনির ৫ অংশ।

মিথুনলগ্ন—ইহার প্রথম ৬ অংশ বুধের, তৎপরে শুক্রের, বৃহস্পতির ৫ অংশ, মঙ্গলের ৭ অংশ, শনির ৬ অংশ।

কর্কটলগ্ন—এই লগ্নের প্রথম ৭ অংশ মঙ্গলের, তৎপরে শুক্রের ৬ অংশ, বুধের ৬ অংশ, বৃহস্পতির ৭ অংশ, শনির ৪ অংশ।

সিংহলগ্ন—এই লগ্নের প্রথম ৬ ভাগ বৃহস্পতির, তৎপরে শুক্রের ৫ অংশ,শনির ৭ অংশ, বুধের ৬ অংশ, মঙ্গলের ৬ অংশ।

কন্যালগ্ন—এই লগ্নের প্রথম ৭ অংশ বুধের, তৎপরে শুক্রের ১০ অংশ, বৃহস্পতির ৪ অংশ, মঙ্গলের ৭ অংশ, শনির ২ অংশ।

তুলালগ্ন—এই লগ্নের প্রথম ৬ অংশ শনির, তৎপরে ৮ অংশ বুধের, ৭ অংশ বৃহস্পতির,৭ অংশ শুক্রের এবং মঙ্গলের ২ অংশ।

বৃশ্চিকলগ্ন—ইহার প্রথম ৭ অংশ মঙ্গলের, তৎপরে শুক্রের ৪ অংশ, ৮ অংশ বুধের, বৃহস্পতির ৫ অংশ, শনির ৬ অংশ।

ধনুর্লগ্ন—ইহার প্রথম ১২ অংশ বৃহস্পতির, তৎপরে শুক্রের ৫ অংশ, বুধের ৪ অংশ, মঙ্গলের ৫ অংশ এবং শনির ৪ অংশ।

কুম্ভলগ্ন—এই লগ্নের প্রথম ৭ অংশ বুধের, তৎপরে শুক্রের ৬ অংশ, বৃহস্পতির ৭ অংশ,মঙ্গলের ৫ অংশ এবং শনির ৫অংশ।

মীনলগ্ন—এই লগ্নের প্রথম ১২ অংশ শুক্রের, ৪ অংশ বৃহস্পতির, বুধের ৩ অংশ, মঙ্গলের ৯ অংশ এবং শনির ২ অংশ।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ লগ্নের পূর্ব্বোক্ত অংশসকল পূর্ব্বোক্ত গ্রহ সকলের হদ্দা বলিয়া জানিতে হইবে। এই হদ্দা স্থির করিতে হইলে রাশি ও লগ্নের স্ফুটসাধন করা আবশ্যক, কারণ স্ফুটসাধন না করিলে অংশ স্থির হয় না। বর্ষপ্রবেশ-বিচার করিতে হইলে এইরূপে হদ্দা স্থির করিয়া গ্রহবিচার-প্রণালীতে বিচার করিয়া শুভাশুভ নিরূপণ করিতে হয়। মেষের প্রথম ৬ অংশ বৃহস্পতির হদ্দা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, মেষরাশির এই ৬ অংশের মধ্যে বৃহস্পতির শুভ বা অশুভ যেরূপ ভাবে থাকে, এবং ইহাতে অন্যান্য গ্রহের যেরূপ দৃষ্টি থাকে, তদনুসারে ফল হইয়া থাকে। এই হদ্দা দ্বারা কিরূপ প্রণালীতে শুভাশুভ বিচার করিতে হয়, নীলকণ্ঠতাজকে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

হন, ১ হিংসা। ২ গতি। গণপাঠে এই দুইটী অর্থ লিখিত

আছে, কিন্তু গতি-অর্থে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না, গতি-অর্থে প্রয়োগ করিলে অসমর্থদোষ হইয়া থাকে। "গতৌ ন প্রযুজ্যতে অসমর্থদোষাপত্তেঃ" (ধাতুগণ) অদাদি, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্। লট্ হন্তি, হতঃ, ঘ্নন্তি, হংসি, হন্মি। লোট্ হন্তু, হতাং, ঘ্নন্তু, জহি, হনানি। লিঙ্ হন্যাৎ। লঙ্ অহন্, অহতাং, অঘ্নন্। লিট্ জঘান, জঘ্নতুঃ, জঘনিথ, জঘন্থ। লুট্ হন্তা। লৃট্ হনিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ বধ্যাৎ। লুঙ্ অবধীৎ, অবধিষ্টাং, অবধিষুঃ। কর্ম্ম-বাচ্য হন্যতে, জঘ্নে, হন্তা, ঘানিতা, হনিষ্যতে, ঘানিষ্যতে, ঘানিষীষ্ট, অঘানি, অঘানিষাতাং অহসাতাং, অঘানিষত, অহসত। সন্ জিঘাংসতি। এই ধাতুর হিংসার্থে যঙ্ হয়। যঙ্ জেঘ্নীয়তে। যঙ্-লুক্ যঙ্ঘন্তি। ণিচ্ ঘাতয়তি। লুঙ্ অজীঘতৎ।

অপ+হন=ধ্বংসকরণ। অভি+হন=আঘাত। আ+হন=আঘাত। বি+আ+হন=ব্যাঘাত। উদ+হন=উদ্ধতভাব। উপ+হন=উপঘাত। নি+হন=আঘাত। প্রতি+হন=প্রতিঘাত। বি+হন=বিঘাত। সম্+হন্=সংযোগ।

হন্ (অব্য) ১ রুষোক্তি। ২ অনুনয়। (মেদিনী)

হন (পুং) হননকর্ত্তা, হন্তা। 'হন্তের্যত্তক, ঘত্বমভ্যাসস্য উত্তরস্য অভ্যাসাচ্চেতি ঘত্বং ঘনাঘনঃ পক্ষে হনঃ পটঃ' (সিদ্ধান্তকৌ°) হন্ ধাতু ক্বিপ্ করিয়া হন্ এই পদ সিদ্ধ হয়, এই শব্দ প্রায়ই উপপদপূর্ব্বক হইয়া থাকে। যথা বৃত্রহন্ প্রভৃতি। এই শব্দের প্রথমার একবচনে হা এইরূপ পদ হয়।

হনন (ক্লী) হন্-ল্যুট্। মারণ।

"স্যাৎ প্রাণবিয়োগফলকব্যাপারো হননং স্মৃতঃ।" (প্রায়শ্চি°)

প্রাণবিয়োগফলকব্যাপারকে হনন কহে, যে ক্রিয়া দ্বারা প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাহার নাম হনন, হত্যা, বধ। ২ অঙ্কশাস্ত্র-মতে পূরণ, গুণন।

হননীয়, নামধাতু। হননমিচ্ছতি ক্যচ্। পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হননীয়িষতি। যিনি আপনার হনন ইচ্ছা করিতেছেন।

হনবল, (ইমাম) আহম্মদ ইব্‌ন্ হনবল, মহম্মদ ইব্‌ন্ হনবলের পুত্র; ইনি সুন্নিদিগের চারিটি গোঁড়াসম্প্রদায়ের মধ্যে একটির প্রবর্ত্তক। সেই জন্য ইহাকে ইমাম্ বলা হয়। খলিফা অল্ মুক্তাদির রাজত্বসময়ে এই সম্প্রদায়টি বোগ্দাদে ভয়ানক আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, ভগবান্ মহম্মদকে সিংহাসনে স্থাপিত করেন, কারণ কোরাণে লিখিত আছে, যে, "ভগবান্ শীঘ্রই তোমাকে (মহম্মদকে) উপযুক্ত পদমর্য্যাদা প্রদান করিবেন।" এইরূপ মত সাধারণ মুসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে আঘাত করিল। তাঁহারা মনে করেন যে, উপযুক্ত "পদমর্য্যাদা" এই কথাটির অর্থ সিংহাসন নহে, মধ্যস্থের পদ এবং মহম্মদ জগতে মধ্যস্থের পদই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাদের মুখামুখী শীঘ্রই হাতাহাতিতে পরিণত হইল। এইরূপ মারামারির ফলে বহুসহস্র লোকের প্রাণ গেল। ৯৩৫ খৃঃ অব্দে হনবলের শিষ্যসম্প্রদায় এতটা উদ্ধত হইয়া উঠিল যে, তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বোগ্দাদ্ আক্রমণ করিল এবং মদ্যপান করা হয় বলিয়া ইহারা অনেক দোকানপাট লুণ্ঠন করিল। আহম্মদ অনেক জনপ্রবাদ সংগ্রহ ও মুখস্থ করিয়াছিলেন, ইহার মধ্য হইতে ঐতিহাসিক জনপ্রবাদগুলি বাছিয়া "মস্‌নদ" নামক পুস্তকাকারে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি দশলক্ষ জনপ্রবাদ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ৭৮০ খৃঃ অঃ জন্মলাভ এবং ৮৫৫ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সমাধির সময়ে ৮,০০০০০ লোক এবং ৬০,০০০ স্ত্রীলোক সমবেত হইয়াছিল। ইহাও জনপ্রবাদ এরূপ আছে যে, তাঁহাকে সকলেই এরূপ ভক্তি করিত যে, তাঁহার মৃত্যুর দিন ২০,০০০ খৃষ্টান, য়িহুদি এবং মাগীয়গণ মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তিনি খলিফার অনুজ্ঞায় প্রহৃত এবং বন্দী হইয়াও স্বীকার করেন নাই যে, কোরাণ কাহার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। নিষ্ঠাবান্ মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, কোরাণ ভগবন্মুখনিঃসৃত বাণী।

হনীয়স্ (ত্রি) হন-ঈয়সুন্। অতিশয় হন্তা।

"নমো হন্ত্রে চ হনীয়সে চ" (শুক্লযজু° ১৬।৪০)

'হনীয়সে অতিশয়েন হন্তা হনীয়ান্' (মহীধর)

হনীল (পুং) কেতকী। (রত্নমালা) ইহার পাঠান্তর 'হলীন'।

হনু (পুং স্ত্রী) হন্তি কঠিনদ্রব্যাদিকমিতি হন (শৃস্বৃস্নিহীতি। উণ্ ১।১১) ইতি উ, স চ ণিৎ। কপোলদ্বয়পরমুখভাগ, গণ্ডদেশের উপরিভাগ, চলিত চোয়ালি।

"তাভ্যাং কপোলাভ্যাং পরো মুখভাগো হনুরুচ্যতে। যত্র জম্ভাখ্যা দন্তা জায়ন্তে ইতি সুভূতিঃ, হন্তি কঠোরমপি দ্রব্যং হনুঃ নাম্নীতি উঃ।' (ভরত) সুভূতি বলেন, এই হনুপ্রদেশে জম্ভাখ্য দন্ত সকল জন্মে। কঠিন দ্রব্য সকল এই স্থানে হত হয় এই জন্য ইহার নাম হনু।

(স্ত্রী) হন্তি পুরুষমিতি হন-উ। ২ হট্টবিলাসিনী। (অমর) ৩ রোগ। ৪ অস্ত্র। ৫ মৃত্যু। (জটাধর) চলিত কথায় হনু শব্দে হনুমান্ বুঝায়।

হনুকা (স্ত্রী) হনু। (বৃহৎস° ৫৮।৫)

হনুগ্রহ (পুং) বাতব্যাধিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"জিহ্বানির্লেখনাচ্ছুষ্কভক্ষণাদভিঘাততঃ।
কুপিতো হনুমূলস্থঃ স্রংসয়িত্বাঽনিলো হনুং ॥

করোতি বিবৃতাস্যত্বমথবা সংবৃতাস্যতাং।
হনুগ্রহঃ স তেন স্যাৎ কৃচ্ছ্রাচ্চর্ব্বণভাষণং॥" (মাধবনিদান)

জিহ্বা নির্লেখন অর্থাৎ জিবছোলা, শুষ্ক দ্রব্যচর্ব্বণ, অথবা কোন প্রকার অভিঘাত দ্বারা হনুমূলস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া হনুদ্বয়কে অধঃস্খলন, কখন বিস্তৃত এবং কখন বা সংবৃত অর্থাৎ দন্তকবাট বন্ধ করে, তাহাকে হনুগ্রহরোগ কহে। ইহাকে চলিত চোয়াল-ধরা বলা যাইতে পারে। এই রোগ হইলে রোগী অতি কষ্টে চর্ব্বণ ও বাক্যোচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়।

চিকিৎসা—সংবৃতমুখান্বিত হনুগ্রহরোগীর হনুদ্বয় স্নিগ্ধ স্বেদ প্রয়োগ করিয়া উন্নমিত অর্থাৎ ঊর্দ্ধ হনুকে ঊর্দ্ধদিকে এবং নিম্ন হনুকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিবে। বিস্তৃত মুখ-সমন্বিত হনুগ্রহরোগীর হনুদ্বয়ে ঐরূপ স্নিগ্ধস্বেদ দিয়া দুইটী হনুধারণ করিয়া একত্র করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ ক্রিয়া করিয়া পিপ্পলী ও আদা পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ ও উষ্ণ জলপান করাইয়া বমন করাইতে হইবে এবং মুখের অভ্যন্তর-ভাগ শোধন করান আবশ্যক। ত্বক্‌রহিত রসোন সৈন্ধবের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তিলতৈলের ন্যায় তরল হইলে উহা ভক্ষণ করাইলে হনুগ্রহরোগ প্রশমিত হয়। রসোনগুটিকা এবং মাষকলায় পেষণ করিয়া সৈন্ধব, আদা ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বটক প্রস্তুত করিবে, ঐ বটক তিল তৈলে মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহাতে হনুগ্রহরোগ প্রশমিত এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয়। পক্ব তৈলমর্দ্দন, মৃদু অগ্নি দ্বারা স্বেদ এবং তৈল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া শিরোবস্তি প্রয়োগ করিলেও ইহা প্রশমিত হয়। এই রোগে প্রসারিণী তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। (ভাবপ্র°)

২ অশ্বের বাতব্যাধিরোগবিশেষ। অশ্বের এই রোগ হইলে হনুদ্বয় সঙ্কুচিত ও নিশ্চল হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা লালা-স্রাব হয়। (জয়দ°)

হনুভেদ (পুং) হনুদ্বয়ের বিদারণ। "স্তব্ধোর্দ্ধকর্ণং গিরিকন্দরাদ্ভুত-ব্যাত্তাস্যনাসং হনুভেদভীষণং।" (ভাগ° ৭।৮।২১)

হনুমৎ (পুং) হনুরস্ত্যস্যেতি হনু-মতুপ্। বানরবিশেষ, অঞ্জনা-গর্ভজাত বানরনন্দন। [হনূমৎ শব্দ দেখ]

হনুমৎ, খণ্ডপ্রশস্তি ও হনুমন্নাটকরচয়িতা। সুভাষিতাবলি, সদুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি প্রাচীন পদ্যসংগ্রহগ্রন্থে হনুমানের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

হনুমদাচার্য্য—একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। বাসবর্য্যের পুত্র ও বীররাঘবের শিষ্য। ইনি তর্কদীপিকার টীকা এবং নিজ শিষ্য নন্দরামের জন্য 'তত্ত্বচিন্তামণিবাক্যার্থদীপিকা' রচনা করেন।

হনুমন্ত—একজন হিন্দী কবি। ইনি রাজা ভানুপ্রতাপ সিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

হনুমন্তগুড়ি, মদুরাজেলাস্থ রামনাদ রাজ্যের অন্তর্গত একটী তালুক ও সেই তালুকের সদর। সদরটী রামনাদ হইতে ৩৭½ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে অতিপ্রাচীন শিবমন্দির ও পুরাতন মস্‌জিদ্ আছে। মস্‌জিদে শিলাফলকে খোদিত আছে যে তিরুমলয় সেতুপতি, ৫৯৫ শকে একজন মুসলমানকে জমি দান করেন। মস্‌জিদে তামিল অক্ষরে একখানি তাম্রশাসন খোদিত আছে, তাহা হইতেও জানা যায় যে মুত্তুকুমার-বিজয় রঘুনাথ সেতুপতি ১৬৬৬ শকে একজন মুসলমানকে জমি দান করিতেছেন। এখানে একটী প্রাচীন জৈনমন্দিরও দৃষ্ট হয়।

হনুমূলবন্ধনাস্থি (ক্লী) অস্থিবিশেষ। হনুদেশস্থ অস্থিমূলের বন্ধনভূত অস্থি। যে অস্থি হনুদেশের মূল বন্ধন করিয়া আছে।

হনুমোক্ষ (পুং) দন্তগত মুখরোগবিশেষ। ইহার নিদান—

"বাতেন তৈস্তৈর্ভাবৈস্তু হনুসন্ধির্বিসংহতঃ।
হনুমোক্ষ ইতি জ্ঞেয়ো ব্যাধিরর্দ্দিতলক্ষণঃ॥"
(সুশ্রুত নি° ১৬অ°)

হনুস্তম্ভ (পুং) বাতব্যাধিরোগভেদ, হনুগ্রহরোগ।

হনূ (স্ত্রী) হনু পক্ষে ঊঙ্। হনু। (ভরত)

হনূমৎ (পুং) হনূরস্ত্যস্যেতি হনূ-মতুপ্। হনূমান, বানরবিশেষ। পর্য্যায়—হনুমান্, আঞ্জনেয়, যোগচর, অনিলী, হিড়িম্বারমণ, রামদূত, অর্জ্জুনধ্বজ, মরুতাত্মজ। (জটাধর) পবনের ঔরসে অঞ্জনার গর্ভে এই বানরের জন্ম হয়। এই হনূমান্ পবনের অবতার এবং পবনসদৃশ মহাবেগশালী। সীতা উদ্ধারের সময় এই হনুমান্ রামচন্দ্রের প্রধান সহায়। রামায়ণে ইহার জন্ম-বৃত্তান্ত প্রভৃতি লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে আমরা ইহার বিষয় লিখিতেছি—

অপ্সরোদিগের মধ্যে পরমরূপবতী পুঞ্জিকস্থলা নামে লোক-বিখ্যাতা এক অপ্সরা ছিলেন। তিনি কপিশ্রেষ্ঠ কেশরীর ভার্য্যা হইয়া অঞ্জনা নামে বিখ্যাতা হন, এই অপ্সরা ঋষির শাপে কামরূপিণী বানরী হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরুপর্ব্বতে কেশরী রাজ্যশাসন করিতেন। অঞ্জনা তাঁহার এক প্রিয়তমা মহিষী। বানরপতি ও কুঞ্জর-দুহিতা অঞ্জনা একদা মনুষ্যবেশ ধারণপূর্ব্বক পর্ব্বতশিখরে ক্রীড়া করিতেছিলেন। পবন তাহার মনোহর রূপ দেখিয়া কামমোহিত হইলেন এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সাধুচরিত্রা অঞ্জনা ইহাতে অতিশয় বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, কোন্ দুরাত্মা আমার এই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে উদ্যত

হইয়াছে। অঞ্জনার এই কথা শুনিয়া পবন কহিলেন, সুশ্রোণি! আমি তোমার পাতিব্রত্য নষ্ট করি নাই, সুতরাং তোমার মনের ভয় দূর হউক, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে যে তোমাতে গমন করিয়াছি, তাহাতে তোমার বুদ্ধিশালী এবং অতি বীর্য্যবান্ এক পুত্র জন্মিবে, এই পুত্র সকল বিষয়েই আমার অনুরূপ হইবে। এইরূপে বায়ু তাহার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অঞ্জনা এই পুত্র প্রসব করিয়া ফলসংগ্রহের জন্য অরণ্যে গমন করিলে এই শিশু ক্ষুধাতুর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে সূর্য্যদেব জবাপুষ্পবৎ রক্তিমরূপবর্ণ পরিগ্রহ করিয়া উদিত হইতেছিলেন, শিশু তাহা দেখিয়া ফল মনে করিয়া সূর্য্যের অভিমুখে লম্ফ দিল। যখন ঐ বালক সূর্য্যদেবকে ধরিতে ইচ্ছুক হইয়া তরুণ দিবাকরের দিকে নভোমণ্ডলের মধ্য পথ দিয়া বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। তৎকালে তাহাকে লম্ফ প্রদান করিতে দেখিয়া দেব, দানব, যক্ষ সকলেই বিস্মিত হইল। নিজ পুত্র প্রবমান হইলে বায়ু তুষারের ন্যায় শীতল হইয়া সূর্য্যের দাহ-ভয় হইতে পুত্রকে রক্ষা করিতে করিতে হনুমানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। পিতৃশক্তিপ্রভাবে বহুসহস্র যোজন আকাশপথ অতিক্রম করিয়া এই বানর সূর্য্যের সন্নিহিত হইল। সূর্য্যদেবও এই শিশু দ্বারা অনেক দেবকার্য্য সাধন হইবে ভাবিয়া তাহাকে দগ্ধ করিলেন না।

এই বানর যে দিন ভাস্করকে ধরিবার জন্য উৎপ্লুত হয়, সেই দিনই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিতে যায়, কিন্তু এই শিশু সূর্য্যদেবের রথের উপরে রাহুকে স্পর্শ করে, এই জন্য রাহু ভীত হইয়া সূর্য্য-মণ্ডল হইতে পলায়ন করিল। রাহু তখন কুপিত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া কহিল, ইন্দ্রদেব! আপনি চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমায় গ্রাস করিবার অধিকার দান করিয়া আবার অপর এক জনকে অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে ইন্দ্র কুপিত হইয়া রাহুর সহিত তথায় গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাহু ইন্দ্রের পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইল। হনুমান্ রাহুকে দেখিয়া একটী ফল মনে করিয়া সূর্য্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রাহুকে ধরিবার জন্য উৎপতিত হইল। রাহু ইহার বৃহৎ শরীরদর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন রাহু অতিশয় ভীত হইয়া ইন্দ্রকে ত্রাতা মনে করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। ইন্দ্র রাহুর আর্ত্তনাদ শুনিয়া 'ভয় নাই, আমি ইহাকে বধ করিতেছি', এই বলিয়া তাহার সন্নিহিত হইলেন। হনুমান্ ইন্দ্র-বাহন ঐরাবতকে দর্শন করিয়া তাহাকে ধরিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইলে ইন্দ্র কুপিত হইয়া তাহাকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিলেন। ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে তাড়িত হইয়া বানর পর্ব্বতোপরি পতিত হইল এবং তথায় পড়িয়া ইহার বামহনু ভাঙ্গিয়া গেল।

হনুমান্ বজ্রাঘাতে আকুল হইয়া পড়িলে পবন ইহাকে লইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি দেবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিভুবনের বায়ু রোধ করিতে লাগিলেন। বায়ু রুদ্ধ হইলে ত্রিলোক বায়ুহীন হইয়া কাষ্ঠবৎ হইয়া উঠিল। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে তাঁহারা সকলে বায়ুর নিকটে গমন করিয়া বায়ুকে স্তব করিতে লাগিলেন। বায়ু পিতামহকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে পিতামহ বজ্রাঘাতে আহত শিশুকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন। ব্রহ্মা স্পর্শ করিবামাত্রই শিশু জীবন লাভ করিল। বায়ু ইহাকে প্রাপ্তজীবন এবং সকল প্রকার বেদনাদি অপগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং পুনরায় সকল ভূতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা বায়ুর হিত-কামনায় দেবগণকে কহিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ! এই শিশু দ্বারা তোমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হইবে, অতএব তোমরা সকলে ইহাকে বরপ্রদান কর। তখন ইন্দ্র কহিলেন, আমার করচ্যুত বজ্রের আঘাতে এই বানরের হনুভঙ্গ হইয়াছে, সুতরাং এই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইবে। আমি ইহাকে আরও একটী অদ্ভুত বর দিতেছি যে, আজ অবধি হনুমান্ আমার বজ্রের আঘাতে নিহত হইবে না। তখন সূর্য্য কহিলেন, ইহাকে আমার তেজের শতাংশের এক অংশ দিলাম। যখন এই বানর শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে পারিবে, তখন আমি ইহাকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইব। হনুমান্ বাগ্মী হইবে। বরুণ বর দিলেন, আমার পাশ অথবা বারি হইতে শতঅযুত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না। যম প্রীত হইয়া ইহাকে দণ্ডের অবধ্য, নিয়ত আরোগিত্ব এবং যুদ্ধে অবিষাদ বর দিলেন। কুবের বর দিলেন, এই হনুমান্ আমার অবধ্য। মহাদেবও এইরূপ বর দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বর দিলেন যে, আমি যে সকল অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং আমার যে সকল দিব্য অস্ত্র আছে, এই বালক সেই সকল অস্ত্রে অবধ্য হইয়া চিরজীবী হইবে। তখন ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন, তুমি ব্রহ্মজ্ঞ ও চীরায়ু, সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র এবং ব্রহ্মশাপের অবধ্য হইবে।

এইরূপে দেবগণ বরপ্রদান করিলে ব্রহ্মা বায়ুকে কহিলেন, পবন! তোমার এই পুত্র শত্রুগণের ভয়ঙ্কর, মিত্রগণের আহ্লাদজনক এবং অজেয় হইবে। অধিকন্তু হনুমান্ ইচ্ছানু-সারে নানা রূপ-ধারণ, নানা স্থানে গমন এবং নানা দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারিবে, কীর্ত্তিমান্ ও অপ্রতিহতগতি হইবে। আর রাবণবিনাশে রামচন্দ্রের সহায়তা করিয়া রামের প্রীতিপদ এবং সময়ে লোমহর্ষণ কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে। পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ এইরূপ বর দিয়া ফিরিয়া গেলেন।

দেবকৃপায় হনূমান্ পূর্ব্বোক্ত বর সকল লাভ করিয়া সকল প্রকার শারীরিক বলে বলীয়ান্ হইল। তখন সে বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া নির্ভয়হৃদয়ে ঋষিগণের আশ্রমপীড়া জন্মাইতে লাগিল। ব্রহ্মার বরে হনূমান্ ব্রহ্ম-দণ্ডের অবধ্য, ঋষিগণ ইহা জানিতেন বলিয়া দণ্ড-প্রদানের শক্তি থাকিতেও তাহার অপরাধ সহ্ করিতে বাধ্য হইলেন। হনূমান্ মুনিগণের প্রতি অত্যাচার করিত, কেশরী এবং পবন তাহাকে বারংবার নিষেধ করিতেন। তথাপি হনূমান্ ইঁহাদের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ঋষিদিগের প্রতি উপদ্রব করিত। এইরূপে প্রতিনিয়ত বিপর্য্যস্ত হইয়া অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ হনুমান্‌কে শাপ দিলেন যে, তুমি যে বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছ, দীর্ঘকাল তুমি তোমার এই বল বিস্মৃত হইয়া থাকিবে। যখন তোমার কীর্ত্তি তোমাকে কেহ মনে করাইয়া দিবে, তখন পুনর্ব্বার তোমার বল বৰ্দ্ধিত হইবে।

হনূমান্ ঋষিগণের শাপপ্রভাবে বলবীর্য্য-হীন হইয়া মন্দভাবে আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিল। বালী এবং সুগ্রীবের পিতা ঋক্ষরাজ সমস্ত বানরগণের রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে মন্ত্রিগণ বালীকে পিতৃ-সিংহাসনে বসাইয়া সুগ্রীবকে বালীর পদে অভিষিক্ত করেন। অগ্নির সহিত বায়ুর যেরূপ সৈহার্দ্দ্য, সুগ্রীবের সহিত হনুমানেরও তদ্রূপ সখ্য ছিল। যখন বালীসুগ্রীবে পরস্পর বিবাদ সঙ্ঘটিত হয়, তখন হনূমান্ শাপ বশতঃ নিজের বল জানিত না, এই জন্য সে সুগ্রীবের কোন উপকার করিতে পারে নাই। কিন্তু সর্ব্বদাই সুগ্রীবের সহিত থাকিত। সুগ্রীব বালীভয়ে যখন ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে অবস্থান করিতেন, হনূমান্ তখনও সুগ্রীবের সহচর ছিল। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য বনগমন করিলে পঞ্চবটী বনে রাবণ সীতাহরণ করেন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতাদেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে উপনীত হন। তথায় হনূমান্ রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া সন্ন্যাসীর বেশধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁহাদের নিকট সীতাহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করাইয়া দেয়। রাম বালী-বধ করিয়া সুগ্রাবকে রাজ্যপ্রদান করেন। তখন সুগ্রীব হনূমান্ প্রভৃতি বানরদিগকে সীতা অন্বেষণে প্রেরণ করেন। হনমান্ রামচন্দ্রের অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করে। পরে সম্পাতিপক্ষীর নিকট লঙ্কাপতি রাবণ সীতা হরণ করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া বানরগণের সহিত সমুদ্র-তীরে গমন করে এবং স্বয়ং হনূমান্ মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপর হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সমুদ্র পার হয়। অনন্তর সে রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ এবং অশোকবনে সীতাকে দেখিয়া ও তাঁহার নিকট হইতে অভিজ্ঞান লইয়া পুনর্ব্বার সমুদ্র পার হইয়া রামচন্দ্রের নিকট সীতার সংবাদ প্রদান করে।

রামচন্দ্র হনূমান্, অঙ্গদ ও সুগ্রীব প্রভৃতিকে লইয়া সমুদ্র-বন্ধন করিয়া রাবণকে সংহার ও সীতাকে উদ্ধার করেন। সীতা-উদ্ধার এবং রাবণবধে হনুমানই রামের প্রধান সহায়। হনু-মানের তুল্য রামভক্ত কেহই ছিল না। হনূমান্ রামচন্দ্রকে অভীষ্ট দেব এবং সীতাকে জননীর তুল্য জ্ঞান করিত। হনূমান্ সহায় না হইলে রামচন্দ্র রাবণবধ করিতে সমর্থ হইতেন না। [রাম, লক্ষণ, সীতা ও রাবণ শব্দে এই সকলের বিবরণ দ্রষ্টব্য]

রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য অনেক পুরাণেই হনুমান্ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে, হনূমান্ মহাদেবের অবতার। প্রবাদ আছে যে, রাম পিতৃ-সত্য-পালন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে সীতা স্বয়ং রন্ধন করিয়া হনুমান্‌কে ভোজন করাইতে গেলেন। কিন্তু অন্ন ব্যঞ্জনাদি যতই তাঁহাকে দেওয়া হইতে লাগিল হনূমান্ তৎসমস্তই নিঃশেষে খাইতে লাগিলেন। তখন সীতা নিরূপায় হইয়া হনুমানের পশ্চাদ্‌ভাগে তাঁহার মস্তকে 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলিয়া অন্ন প্রদান করিলেন। ইহাতে হনু-মানের পরিতোষ হইল, হনূমান্ তখন আর ভোজন করিতে পারিলেন না। এস্থানে প্রবাদ এইরূপ যে, হনূমান্ যে শিবের অবতার ইহা জানাইয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

হনূমান্ চিরজীবী। জন্মতিথি প্রভৃতিতে সপ্ত চিরজীবী-দিগের পূজা করিতে হয়, হনূমান্, মার্কণ্ডেয়, অশ্বথামা প্রভৃতি সপ্ত চিরজীবীর মধ্যে পরিগণিত।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতে হনূমানের পূজা প্রচলিত। বাঙ্গালার মঙ্গলগ্রন্থসমূহে হনূমানের প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কি ধর্ম্মমঙ্গলে কি মনসামঙ্গলে যেখানেই ঝঞ্ঝাবাত বা ঝটিকার প্রয়োজন, সেখানেই ধর্ম্মঠাকুর বা মনসাদেবী হনূমানকে স্মরণ করিয়াছেন। ভারতীয় বণিক্‌গণের বাণিজ্য-গৃহে হনূমানের মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। ভারতের সর্ব্বত্রই হনূমানের পূজা প্রচলিত আছে। নানা প্রাচীন পুরাণ ও তন্ত্রে হনূমানের পূজাবিধি দৃষ্ট হয়। [হনূমৎকল্প দেখ।]

২ বানরশ্রেণীর মধ্যে যাহাদের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগকে হনুমান্ বলা হয়। কথিত আছে—লঙ্কাদহনে বীর হনুমানের মুখ দগ্ধ হইয়া যায়। তখন সীতা লজ্জিত হনুমানকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, হনুমানের আত্মীয়স্বজনদিগের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইবে। তাহা হইলে আর এই বিশ্বাসী ভৃত্যকে স্বজাতিবর্গের মধ্যে লজ্জিত হইতে হইবে না। সীতার বরে

হনুমানের জাতিবর্গ আমাদের দেশে "মুখ-পোড়া" বলিয়া খ্যাত। শুদ্ধ ভাষায় ইহারাই হনুমান্।

এই বানরজাতির মুখের অন্যান্য অস্থি অপেক্ষা চুয়াল (হনু) অস্থিখণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ইহাকে হনুমান্ বলা হয়।

হনুমানদিগের চোয়াল বড়; দীর্ঘপুচ্ছ। বানরদিগের মত ইহাদের গর্ভের থলি বৃহৎ নহে। মাথা গোলাকৃতি ও মুখ সম্পূর্ণ চেপ্টা নহে। অস্থির সন্নিবেশহেতু মুখকোণ সুস্পষ্ট। কর্ত্তনদন্ত অপেক্ষা শৌবনদন্তগুলি বড়। ইহাদিগের হাত পা সরু সরু। গর্ভের থলির পরিবর্ত্তে ইহাদের পাকস্থলীটি বিশেষভাবে রসযুক্ত থাকে। ইহার জন্য ভক্ষণের অনেক পরেও বানরের মত ইহারা রোমন্থন করিতে পারে।

ভারতবর্ষের অনেক বনে ও জঙ্গলে ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহাদিগের ডাক অনেকদূর হইতে শোনা যায়। ইহারা ২০।৩০ ফিট্ পর্য্যন্ত লাফাইয়া যাইতে পারে। দৌড়াইতেও খুব পটু। ইহারা নিরামিশাষী। ফল মূল পাতাই ইহাদের আহার্য্য।

[বানর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

হনুমৎকল্প (পুং) হনুমতঃ কল্পঃ। হনুমানের মন্ত্রাদি। শিব, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতির ন্যায় হনুমানও পূজ্য। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার মন্ত্র ও পূজাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, এখানে অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল। হনুমৎসাধন অতি পবিত্র পাপনাশক, গুহ্যতম এবং আশুফলপ্রদ। অর্জ্জুন এই মন্ত্র সাধন করিয়া চরাচর জগৎ জয় করিয়াছিলেন।

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়।
হনুমৎসাধনং পুণ্যং মহাপাতকনাশনং॥
এতদ্‌গুহ্যতমং লোকে শীঘ্রসিদ্ধিকরং পরং।
জয়ো যস্য প্রসাদেন লোকত্রয়জিতোঽভবৎ॥
তৎসাধনবিধিং বক্ষ্যে নৃণাং সিদ্ধিকরং দ্রুতং।
বিয়ৎসনবকং হনুমতে তদনন্তরং॥
রুদ্রাত্মকায় কবচং ফড়িতি দ্বাদশাক্ষরঃ।
এতন্মন্ত্রং ময়াখ্যাতং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥" (তন্ত্রসার)

'হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুঁ ফট্' এই দ্বাদশাক্ষর হনুমানের মন্ত্র, এই মন্ত্র অতি গোপনীয় এবং আশু সিদ্ধিপ্রদ। নদীকূল, বিষ্ণুমন্দির, নির্জ্জন স্থান বা পর্ব্বত এই সকল স্থানে একাগ্রমনে এই মন্ত্র সাধন করিতে হয়। যে সাধক এই মন্ত্রের সাধনা করেন, তিনি অতি পবিত্র চিত্তে নদীকূল প্রভৃতি স্থানে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মে পীঠন্যাসাদি সমস্ত কার্য্য করিবেন। তৎপরে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মূলমন্ত্রে অষ্ট পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া সীতার সহিত রামচন্দ্রের ধ্যান করিয়া তাম্রপাত্রে হনুমানের যন্ত্র অঙ্কিত করিবেন। সকেশর অষ্টদল পদ্ম এই যন্ত্রে অঙ্কিত করিতে হয়। এই পদ্মমধ্যে হনুমানের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্॥
লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমং।
জ্বলদগ্নিলসন্নেত্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভং।
অঙ্গদাদ্যৈর্ম্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণং॥"

এই ধ্যান করিয়া শঙ্খস্থাপন প্রভৃতি করিবে ও হনুমানের আবাহনপূর্ব্বক পাদ্যাদি যথোপযুক্ত উপচার দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি প্রদান করিয়া সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, নল, নীল, জাম্বুবান্, কুমুদ ও কেশরী পদ্মের অষ্টদলে এই ৮টী আবরণ দেবতার পূজা করিবে। পরে ইহার দক্ষিণে পবন এবং বামে অঞ্জনার পূজা করিতে হয়। দলাগ্রে 'ওঁ কপিভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে অষ্ট পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ করিবে। ইহার মন্ত্র লক্ষ জপ করিতে হয়। জপপূর্ণদিনে মহাপূজা করা আবশ্যক। একাগ্র মনে অহর্নিশি জপ করিলে হনুমদ্দেবের দর্শন লাভ হয়। হনুমান্ সাধককে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ জানিয়া নিশীথে প্রসন্ন হইয়া উপস্থিত হন এবং সাধককে বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন।

হনুমতের বীরসাধন—হনুমদ্দেবের এই বীরসাধন করিতে হইলে নিম্নোক্ত প্রকারে করিতে হয়। সাধক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্নান, নিত্যক্রিয়া ও তীর্থাবাহনপূর্ব্বক আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর সেই জল দ্বারা দ্বাদশ বার স্বীয় মস্তকে অভিষেক করিয়া নদীতীর বা পর্ব্বতাদিতে উপবেশন করিয়া 'হ্রাঁং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইত্যাদিরূপে করাঙ্গন্যাসের প্রণালী অনুসারে করাঙ্গন্যাস করিয়া তিনবার প্রাণায়াম ও পুনরঙ্গন্যাস করিতে হয়। ইহার পর হনুমানের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"ধ্যায়েদ্রণে হনুমন্তং কোটিকপিসমন্বিতং।
ধাবন্তং রাবণং জেতুং দৃষ্ট্বা সত্বরমুত্থিতং॥
লক্ষ্মণঞ্চ মহাবীরং পতিতং রণভূতলে।
গুরুঞ্চ ক্রোধমুৎপাদ্য গৃহীত্বা গুরুপর্ব্বতং॥
হাহাকারৈঃ সদর্পৈশ্চ কম্পয়ন্তং জগত্রয়ং।
আব্রহ্মাণ্ডং সমাব্যাপ্য কৃত্বা ভীমং কলেবরং॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান, শঙ্খস্থাপন ও পূজাদি করিয়া 'হং পবননন্দনায় স্বাহা' এই দশাক্ষর মন্ত্র ষট্‌সহস্র জপ করিবে। হনুমানের এই দশাক্ষর মন্ত্র কল্পতরুস্বরূপ। এই মন্ত্র ছয়দিনে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জপ করিয়া সপ্তম দিবসে অহোরাত্র জপ করিতে হইবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে রাত্রির চতুর্থ প্রহরে হনুমদ্দেব সাধক-সকাশে উপস্থিত হইয়া থাকেন। সাধক যদি ভয় ও মায়া পরিত্যাগ করিয়া তৎসকাশে অবস্থান করিতে পারেন,

তাহা হইলে তিনি বিদ্যা, ধন, রাজ্য বা শত্রুনিগ্রহ প্রভৃতি যাহা কিছু ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহাই লাভ করিতে পারেন।

"বিদ্যাং বাপি ধনং বাপি রাজ্যং বা শত্রুনিগ্রহং।
তৎক্ষণাদেব চাপ্নোতি সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতং ॥" (তন্ত্রসার)

হনুমন্তেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

হনুমান্, [হনুমৎ দেখ।]

হনুমান্‌গড়, বিকানের রাজ্যের অন্তর্গত, ভাটনের অপর নাম। [ভাটনের দেখ।]

হনুমান্‌নাটক, হনুমদ্‌বিরচিত সুপ্রাচীন নাটক। ইহাতে রামচরিত চিত্রিত হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, মহামতি হনুমান্ প্রথমে শৈলগাত্রে এই নাটকখানি লিখিয়া রাখেন। তৎপরে কালবশে সেই গিরিলিপি অস্পষ্ট হইয়া যায়। তখন বহু কবি সেই প্রাচীন নাটকখানি উদ্ধারের চেষ্টা করেন। অবশেষে খৃষ্টীয় ১০ম কি ১১শ শতাব্দে ভোজরাজের আদেশে দামোদরমিশ্র এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ সঙ্কলন করেন।

হনুষ (পুং) হন্তি মনুষ্যানিতি হন (ঋহনিভ্যামূষন্। উণ্ ৪।৭৩ ইতি উষন্। রাক্ষস। (ত্রিকা°)

হন্ত (অব্য°) হন-ক্ত। ১ হর্ষ। ২ অনুকম্পা।

"হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥" (গীতা ১০।১৯)

৩ বাক্যারম্ভ। ৪ বিষাদ। (অমর) ৫ অর্ত্তি। ৬ বাদ। ৭ সম্ভ্রম। ৮ খেদ। (মেদিনী) ৯ অস্তকল্পন। (অজয়পাল)

হন্তকার (পুং) হন্ত ইত্যস্য কারঃ করণং। ১ অতিথিকে দেয় তণ্ডুল, অতিথিদিগকে যে তণ্ডুল দান করা হয়। ২ হন্তশব্দ।

"নিবীতী হন্তকারেণ মনুষ্যাংস্তর্পয়েদথ।
কুশস্য মধ্যদেশেন নৃতীর্থেন উদঙ্‌মুখঃ ॥
হন্তপ্রয়োগেন জলদানমুক্তং" (আহ্নিকতত্ত্ব)

৩ অতিথিকে দানার্থ ষোড়শ গ্রাস, অতিথিকে যে ষোড়শ দান করা হয়, তাহাকে হন্তকার কহে।

"ভিক্ষাঞ্চ যাচতাং দদ্যাৎ পরিব্রাড়্‌ব্রহ্মচারিণাং।
গ্রাসপ্রমাণং ভিক্ষা স্যাদগ্রং গ্রাসচতুষ্টয়ং ॥
অগ্রং চতুর্গুণং প্রাহুর্হন্তকারং দ্বিজোত্তমাঃ।
ভোজনং হন্তকারং বা অগ্রং ভিক্ষা মথাপি বা।
অদত্ত্বা তু ন ভোক্তব্যং যথাবিভবমাত্মনঃ ॥" (মার্ক°পু° ২৯ অ°)

হন্তব্য (ত্রি) হন-তব্য। হননীয়, হননযোগ্য, বধ্য, বধের উপযুক্ত। ২ গুণ্য, গুণনীয়।

হন্তু (পুং) হন-তু। ১ মৃত্যু। ২ বুষ। ৩ বিনাশ।

"ভুভারাসুররাজন্যহন্তবে গুপ্তয়ে সতাং।
অবতীর্ণস্য নির্বৃত্যৈ যশো লোকে বিতন্যতে ॥ (ভাগ° ১১।৫।৫০)

হন্তৃ (ত্রি) হন্তীতি হন-তৃচ্। হননকর্ত্তা, যিনি হনন করেন, বধকর্ত্তা, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হন্ত্রী, হননকারিণী।

হন্তৃত্ব (ক্লী) হন্তুর্ভাবঃ ত্ব। হন্তার ভাব বা ধর্ম্ম, হনন, বধ।

হন্তোক্তি (স্ত্রী) হন্ত ইত্যস্য উক্তিঃ। অনুকম্পোক্তি।

হন্ত্ব (ত্রি) হন্ হিংসাগত্যোঃ কৃত্যার্থে ত্বন্। হননীয়, বধযোগ্য।

"নিষঙ্গিণো রিপবো হন্ত্বাসঃ" (ঋক্ ৩।৩০।১৫)
'হন্ত্বাসঃ ত্বয়া হননীয়াঃ' (সায়ণ)

হন্থবদী, বৃটীশ বর্ম্মার পেগুবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ইরাবতী নদীর মুখ হইতে রেঙ্গুন নদীর মুখবর্ত্তী সমুদ্রতীরস্থ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে ইহা বোক্‌খার-দেশ নামে খ্যাত ছিল এবং এখনও এই জেলাটী চীন বকির প্রভৃতি স্থানে সেই পুরাতন নামেই অভিহিত হয়। এই জেলার উত্তরে থোনেগবা ও থরবদি, পূর্ব্বে পেগু এবং পশ্চিমে থোনেগবা দ্বারা বেষ্টিত।

চীন বকিরের নিকট সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া পেগুয়োম পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সমতল ক্ষেত্র দ্বারা এই জেলাটি আচ্ছাদিত। কেবল পেগুয়োমের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া নদী পর্য্যন্ত যে সঙ্কীর্ণ দেশটি রহিয়াছে, তাহা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিতেই বড় বড় নৌকা এবং কতকগুলিতে ষ্টিমার যাতায়াত করে। ইহাদের মধ্যে বব্‌লয়, পকুবুন্ ও পনলেইঙ্গ উল্লেখযোগ্য। যখন গ্রীষ্মের সময় পনলেইঙ্গে বড় নৌকা কিংবা ষ্টিমার চলাচল করিতে পারে না, তখন থক্‌বাতপিন নদী দিয়া এই দেশের যাতায়াত ও বাণিজ্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

পেগুয়োম পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কেবলমাত্র ২০০০ ফিট্ উচ্চ। কিছু দূর দক্ষিণে গিয়া এই পাহাড়টি দুইটি শাখায় বিভক্ত এবং তৎপরে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট পাহাড়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

লেইঙ্গ নদী এই জেলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। এই নদীটী প্রোমের নিকট উত্থিত হইয়া হন্থবদী জেলায় ১৭°৩০´ উঃ অক্ষাংশে প্রবেশ করিয়াছে এবং তৎপরে রেঙ্গুন নদী নাম ধারণ করিয়া ১৬°৩০´ উত্তর অক্ষাংশে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। রেঙ্গুন পর্য্যন্ত সমস্ত ঋতুতেই ইহাতে বৃহৎ জাহাজ চলাচল করিতে পারে।

স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে তৈলঙ্গ-বাসিগণ এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেই সময় মুনগণ পেগুতে বাস করিতেছিল। তৈলঙ্গগণ যে এক সময়ে এখানে আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছিল, তাহা এতদ্দেশীয় 'তৈলঙ্গ' শব্দ হইতে অনুমিত হইতে পারে। স্থানীয় পুথি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দুই ভ্রাতা মিলিয়া সিউদাগোন

পাগোডা স্থাপন করেন। তাঁহারা বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন, কারণ তাঁহাদের সঙ্গে বুদ্ধের পরিচয় ছিল। অতঃপর তৃতীয় খৃষ্টাব্দে যখন তৃতীয়বার বৌদ্ধসভার অধিবেশন হয়, তখন স্বুবর্ণ-ভূমিতে সোন এবং উত্তরকে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ পাঠান হয়।

পেগুর রাজা অনরব্‌ত একাদশ খৃষ্টাব্দে এই দেশটি জয় করেন এবং প্রায় দুই শতাব্দী ব্রহ্মদিগের দ্বারা ইহা অধিকৃত ছিল। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈলঙ্গগণ স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু আলংপরা এই প্রদেশটি পুনরায় জয় করে, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহা বৃটীশ গবর্মেণ্টের শাসনাধীন হয়।

এই জেলায় দুইটি পাগোডা সিউ-দাগোন ও সাণ্ডো বিখ্যাত। কথিত আছে যে, গৌতম বুদ্ধের কয়েকটি কেশগুচ্ছ সিউদাগোন পাগোডাতে রক্ষিত আছে। সেই জন্য বৌদ্ধজগতে এই মন্দিরটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া গণ্য এবং সহস্র সহস্র বৌদ্ধ এই স্থানে তীর্থ করিতে আগমন করেন।

এই স্থানের বাণিজ্যদ্রব্য, লবণ, মৃত্তিকাপাত্র, মাছ ধরিবার জাল, মাদুর এবং রেশমী ও তুলার কাপড়। এই জেলাটি একজন ডেপুটী কমিশনারের শাসনাধীন।

এই স্থানের স্থানীয় স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল নহে। শীতের সময় এই জেলার স্বাস্থ্য কিছু ভাল হয়, তখন ঠাণ্ডা পড়ে ও শরীরের অবসন্নতা দূর হয়।

হন্দাল মির্জা, মোগলবাদশাহ বাবরের এক পুত্র। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম। কাম্‌রানের পক্ষ হইয়া হুমায়ুনের বিরুদ্ধে নিশীথ যুদ্ধে থাইবারের নিকট প্রাণত্যাগ করেন এবং বাবরের সমাধির নিকটই ইহাকে গোর দেওয়া হয়। ইহার কন্যা রজিয়া সুলতানার সহিত অকবরের বিবাহ হয়।

হন্ন (ত্রি) হদ-ক্ত। কৃতপুরীষোৎসর্গ, যে মলত্যাগ করিয়াছে।

হন্মান্ (ক্লী) হন্তে অনেনেতি অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি দৃশি-গ্রহণাৎ করণেঽপি মনিন্। হননসাধন, যাহা দ্বারা হনন করা যায়।

"ইন্দ্র ওজিষ্ঠেন হন্মনা অহন্‌" (ঋক্ ১।৩৩।১১)

'হন্মনা হননসাধনেন' (সায়ণ)

হন্যমান (ত্রি) হন কর্ম্মণি শানচ্। বর্ত্তমান হননীয় বস্তু, যাহাকে হনন করা হইতেছে।

হপুষা (স্ত্রী) বণিক্‌দ্রব্যবিশেষ, মরীচবৃন্তবৎ দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ বস্তু, চলিত হবুষ, হিন্দী হৌহবের, ইহা দুই প্রকার, প্রথম প্রকার মৎস্যসদৃশ, এবং বিস্রগন্ধযুক্ত, দ্বিতীয় প্রকার অশ্বত্থ ফলসদৃশ এবং মৎস্যগন্ধযুক্ত। পর্য্যায়—হবুষা, বিস্রা, পরাশ্বত্থফলা, মৎস্যগন্ধা, প্লীহহন্ত্রী, বিষঘ্নী ও ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী। গুণ—দীপন, তিক্ত, মৃদু, উষ্ণ, গুরু ; পিত্ত, উদর, প্রমেহ, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম ও শূলরোগনাশক। (ভাবপ্র°)

হপ্তা (পারসী) সপ্তাহ, সাতদিন।

হপ্ত্-হিন্দ্, জন্দ অবস্থায় পঞ্জাব হপ্ত্-হিন্দু, হপ্তসিন্ কিংবা হপ্তহিন্ নামে উল্লিখিত। ইহার অর্থ সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সাতটী নদী। বেদে 'সপ্তসিন্ধব' নামে পঞ্জাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিন্ধুনদ ও তৎসহ তাহার ছয়টি নদীর সমষ্টি সপ্তসিন্ধব, যথা—

	সংস্কৃতনাম	গ্রীকনাম	সংস্কৃতনাম	গ্রীকনাম
(১)	বিতস্তা	Hydaspes	(৪) বিপাশা	Hyphasis
(২)	অসিক্নী	Ascesines	(৫) শতদ্রু	Hesydrus
(৩)	পরুষ্ণী	Hydraotis	(৬) কুভা	Kophen

সিন্ধু ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশই বেদে 'সপ্তসিন্ধব' নামে অভিহিত। কেহ কেহ মনে করেন যে, সরস্বতী নদী এই দেশটির অন্তর্ভুক্ত।

হব্, নদী, বোম্বাই ও সিন্ধুপ্রদেশের সীমান্তে এই নদীটি প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, এই নদী কিছুদূর বেলুচিস্থান ও বৃটীশ রাজত্বের সীমানির্দ্দেশক। এই নদী খিলাত হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বদিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া আরব্যোপসাগরে ২৪°৫২´ উত্তর অক্ষাংশে পতিত হইয়াছে। দীর্ঘে এই নদীটি ১০০ মাইল। সিন্ধুদেশের অন্যান্য নদীর ন্যায় এই হব্‌নদী ও সিন্ধুনদ আপন আপন গতি পরিবর্ত্তন করে না। এই নদী মৎস্যে পরিপূর্ণ। ইহা সিন্ধুপ্রদেশের একটি প্রধান নদী।

হবীগঞ্জ, ১ শ্রীহট্ট জেলার অধীনস্থ একটি মহকুমা। ইহাতে চারিটি থানা আছে, যথা—হবীগঞ্জ, নবীগঞ্জ, মাধবপুর এবং বানিয়াচুঙ্গ। ভূপরিমাণ ৯৭১ মাইল। গ্রামসংখ্যা ২৪৯৫টি। এখানে মুসলমানসংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা কিছু বেশী।

২ উক্ত মহকুমার অধীন একটী গ্রাম। এখানে একটী বড়বাজার আছে। গ্রামটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র।

হবুষা (স্ত্রী) হপুষা। (রাজনি°)

হবীব, কাশ্মীরের একজন মুসলমান রাজা, ইনি ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

হবীব ইবন্ অল্ মুহল্লব, সিন্ধুপ্রদেশের একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা। মহম্মদ ইবন্ কাসিমের মৃত্যুর পর খলিফা সুলেমান যজীদ্ ইবন্ আবু কব্‌থাকে সিন্ধুর শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। এখানে পৌছিবার ১৮ দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় হবীব ঐ পদলাভ করেন। (৭১৫খৃঃ) ইনি আলোর জয় করিয়াছিলেন।

হবুরা, ভ্রমণশীল নীচ জাতিভেদ। [হাবুরা দেখ।]

হমিদ্‌উল্লা মুস্তৌফি-বিন্-আবু-বকর-অল্ কজবিনি, এক জন প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক, হমিদ্ উদ্দীন্ মুস্তৌফী নামেও খ্যাত। ইনি ১৩২৯ খৃষ্টাব্দে 'তারিখ গুজীদা' বা ইতিহাসসংগ্রহ রচনা করেন, এই গ্রন্থখানি 'জামাউৎ তবারিখ'-রচয়িতা রসিদ্‌উদ্দীনের পুত্র গয়াসুদ্দীনের নামে উৎসর্গ করা হয়। হমিদ্ পিতাপুত্র উভয়েরই মুন্সী ছিলেন। তাঁহার রচিত পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসখানি প্রাচ্যজগতে একখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত। এই গ্রন্থরচনার ১১ বর্ষ পরে তিনি 'নুজ্‌হৎ উল্ কল্‌ব্' নামে ভূগোল ও প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ অনেকেই এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে হমিদ্‌উল্লা ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

হমিদা বনো বেগম, অকবর বাদশাহের মাতা। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ইহার সহিত সম্রাট্ হুমায়ুনের বিবাহ হয়। তিনি অতিশয় ধর্ম্মশীলা ছিলেন। ইনি মক্কায় গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ৩০০ আরব সঙ্গে লইয়া আসেন। ঐ সকল আরবের বাসের জন্য পুরাতন দিল্লীতে তাঁহার পতি হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরের নিকট ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে 'আরবসরাই' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রা সহরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মরিয়ম্ মকানী ও হাজী বেগম্ নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন।

হমিদ্‌উদ্দীন নাগোরী, নাগোরবাসী একজন কাজী। দিল্লীতে কুতব্ উদ্দীনের সমাধির নিকট ইহাঁকে গোর দেওয়া হয়। ইঁহার গোরস্থানের উপর যে শিলালিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ৬৯৫ হিজরীতে (১২৯৬ খৃষ্টাব্দে) ইহাঁর মৃত্যু হয়। 'তবালা-উস্-সমুস্' নামে তিনি ধর্ম্ম ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

হম্‌কাটাজুলী (দেশজ) গুল্মভেদ।

হম্ (অব্য°) হা-ডমু। ১ রুষোক্তি, রোষভাষণ। ২ অনুশয়। ৩ অনুনয়। (মেদিনী)

হম্বা (স্ত্রী) গোধ্বনি, গাভীর শব্দ। পর্য্যায়—হম্মা. রেভণ, হম্ভা, রম্ভা।

"ক্রোধরক্তেক্ষণা সা গৌর্হম্বারবঘনস্বনা।
বিশ্বামিত্রস্য তৎ সৈন্যং ব্যদ্রাবয়ত সর্ব্বশঃ॥" (ভারত ১।১৭৬।৩১)

হম্ভা (স্ত্রী) গোধ্বনি। (হেম)

হম্ম, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ হম্মতি। লিট্ জহম্ম। লুট্ হম্মিতা। লুঙ্ অহম্মীৎ।

হম্মীর (পুং) তন্নামপ্রসিদ্ধ কএকজন হিন্দুনরপতি। প্রাচীন বাঙ্গালায় এই শব্দ 'হাম্বীর' ও আধুনিক বাঙ্গালায় 'হামীর' রূপে উচ্চারিত। [হামীর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হয়, ১ গতি। ২ ক্লম। ৩ ভক্তি। ৪ শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ°, গত্যর্থে সক°, ক্লমাদি অর্থে অক°, সেট্। লট্ হয়তি। লোট্ হয়তু। লিট্ জহায়। লুট্ হয়িতা। লুঙ্ অহয়ীৎ। সন্ জিহয়িষতি। যঙ্ জাহয্যতে। যঙ্-লুক্ জাহয়ীতি। ণিচ্ হায়য়তি, লুঙ্ অজীহয়ৎ।

হয় (পুং) হয়তি গচ্ছতীতি হয়-অচ্, হিনোতীতি হি-অচ্ বা। ১ ঘোটক, ঘোড়া, অশ্ব। অশ্ববৈদ্যক ও গরুড়পুরাণে ২০৭ অধ্যায়ে হয়ায়ুর্ব্বেদের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

[অশ্ব ও ঘোটক শব্দ দেখ।]

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, হয়বর্ণন-স্থলে হয়ের বেগ, ঔন্নত্য, তেজঃ, উত্তম লক্ষণসমূহের অবস্থান, খুরোৎখাত রজঃ, রূপ, জাতি এবং গতির বিচিত্রতা, এই সকল বর্ণন করিতে হয়। বসন্তরাজশাকুনে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"হ্রেষারবং মুঞ্চতি বামতো যঃ ক্ষুণ্ণক্ষিতির্দক্ষিণপাদঘাতৈঃ।
কণ্ডূয়তে দক্ষিণমঙ্গভাগং তুঙ্গং তুরঙ্গঃ স পদং দদাতি॥"

(বসন্তরাজ হয়শ° ১৩ সর্গ)

অশ্ব যাহার বাম ভাগে অবস্থান করিয়া হ্রেষারব করে এবং দক্ষিণ পাদঘাত দ্বারা ক্ষিতিতল বিদারিত ও দক্ষিণ অঙ্গভাগ কণ্ডূয়ন করে, তাহার উন্নত পদ লাভ হয়।

হয়কন্থরা (স্ত্রী) হয়কাতরাবৃক্ষ।

হয়কর্ম্মন্ (ক্লী) হয়স্য কর্ম্ম। অশ্বকর্ম্ম।

হয়কাতরা (স্ত্রী) হয়ঃ কাতরো যস্যাঃ। অশ্বকাতরাবৃক্ষ, হিন্দী ঘোড়কাথরা।

হয়কাতরিকা (স্ত্রী) হয়কাতরা এব স্বার্থে কন্, টাপ্ অত ইত্বং। অশ্বকাতরাবৃক্ষ। গুণ—তিক্ত, বাতঘ্ন ও দীপন।

"কাতরা হয়পর্য্যায়ৈঃ কাতরান্তৈঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অশ্বকাতরিকা তিক্তা বাতঘ্নী দীপনী পরা॥" (রাজনি°)

হয়গন্ধ (ক্লী) হয়স্যেব গন্ধো যস্য। কাচলবণ। [কাচলবণ দেখ]

হয়গন্ধা (স্ত্রী) হয়স্যেব গন্ধো যস্যাঃ। ১ অশ্বগন্ধা। পর্য্যায়—গন্ধান্তা, অশ্বগন্ধা, হয়াহ্বয়া, বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা, কুষ্ঠগন্ধিনী। (ভাবপ্র°) [অশ্বগন্ধা শব্দ দেখ] ২ অজমোদা।

হয়গর্দ্দভি (পুং) শিব। (ভারত অনুশাসনপর্ব্ব)

হয়গ্রীব (পুং) হয়স্য গ্রীবা ইব গ্রীবা যস্য। ১ দৈত্যভেদ। ২ বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। ভগবান্ বিষ্ণু এই দৈত্যকে বধ করিবার জন্য হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। দেবীভাগবতে লিখিত আছে—এই অসুর দিতির পুত্র। এই অসুর জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তম বরলাভের জন্য সরস্বতীনদীতীরে মহামায়ার উদ্দেশে অতি কঠোর তপোঽনুষ্ঠান করে। এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হয়। মহামায়া ইহার তপস্যায় তুষ্ট

হইয়া ইহাকে বর দিতে আগমন করেন। হয়গ্রীব তাঁহাকে দেখিয়া কহিল, মাতঃ, যদি আপনি আমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন কাহারও হস্তে আমার মৃত্যু না হয়। দেব কি অসুর কেহই যেন আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে না পারে। যোগের অষ্টাদশ সিদ্ধি আসিয়া যেন আমার করায়ত্ত হয়। ফলতঃ আমি যেন অমর হইয়া চিরদিন এই জগতে বিচরণ করিতে পারি।

দেবী হয়গ্রীবের এই কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, এ জগতে কেহ অমর হইতে পারে না, জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ইহা নিয়তির নিয়ম, অতএব ইহা কাহারও অন্যথা করিবার সাধ্য নাই, তুমি অন্যবর প্রার্থনা কর! দেবীর এই কথা শুনিয়া হয়গ্রীব কহিল, মাতঃ! যদি আপনি অমর বর না দেন,তাহা হইলে আমায় এই বর প্রদান করুন,যেন হয়গ্রীব ভিন্ন অপর কোন প্রাণী হইতে আমার মৃত্যু না হয়। তখন দেবী তাহাকে সেই বর দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। অসুর অভিলষিত বরলাভে পরমানন্দিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিল। অতঃপর এই অসুর অত্যন্ত বলদীপ্ত হইয়া সমস্ত দেবতা, মুনি ও ঋষি প্রভৃতিকে অতিশয় পীড়া দিতে লাগিল। তখন ত্রিলোকমধ্যে এমন কোন শক্তিশালী পুরুষ ছিল না যে, তাহাকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। দেবগণ তাহার উৎপীড়নে নিতান্ত পীড়িত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলে ভগবান্ হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই অসুরকে বধ করেন। (দেবীভাগ° ১।৫ অঃ)

পুরাণে লিখিত আছে যে, কল্পান্ত কালে ব্রহ্মার প্রসুপ্তাবস্থায় এই হয়গ্রীব বেদ হরণ করে। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু এই বেদ উদ্ধারের জন্য মৎস্যাবতার হইয়া ইহাকে হনন করেন।

মহাভারতে হয়গ্রীব-অবতারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে— যখন কল্পান্তকালে এই পৃথিবী জলমগ্না হইয়াছিল, তখন ভগবান্ বিষ্ণু জগতের বিবিধ বিচিত্র রচনার বিষয় চিন্তা করিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া সলিলমধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন। এক আমি বহু হইব, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আত্মগুণ মহান্‌কে স্মরণ করিলেন। সেই মহান্ হইতে অহঙ্কার জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনিই চতুর্ম্মুখ হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা। তিনি উৎপন্ন হইয়া সহস্রদল পদ্মে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে উপবিষ্ট রহিলেন। সেই ব্রহ্মা প্রথমে জলময় লোক সকল নিরীক্ষণ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ পদ্মের মধ্যে জলবিন্দুদ্বয় দেখিতে পাইলেন, ইহার একটী বিন্দু হইতে মধু এবং অপর বিন্দু হইতে কৈটভ জন্ম গ্রহণ করিল। এই দৈত্যদ্বয় জন্ম গ্রহণ করিবামাত্রই পদ্মমধ্যে ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইল। পরিশেষে সেই দুই দানব-শ্রেষ্ঠ সনাতন বেদসকল গ্রহণ করিয়া সলিলপূর্ণ মহোদধি-মধ্যে অবিলম্বে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। বেদ অপহৃত হইলে, ব্রহ্মা মোহাবিষ্ট হইলেন, বেদসকল আমার পরম চক্ষু, বেদ ব্যতীত আমি কি প্রকারে লোক সৃষ্টি করিব। তখন তিনি এই বেদ উদ্ধারের জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে ভগবান্ বিষ্ণু হয়গ্রীব-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এই হয়গ্রীবের নক্ষত্র ও তারকা-সমন্বিত আকাশমণ্ডল মস্তক হইল, সূর্য্যকিরণ সম প্রভাসম্পন্ন তদীয় কেশসমূহ অতিশয় দীর্ঘ হইল। আকাশ ও পাতাল তাঁহার কর্ণযুগল এবং ভূতধারিণী ধরণী তাঁহার ললাট, গঙ্গা ও সরস্বতী তাঁহার কটিদ্বয়, সমুদ্র তাঁহার ভ্রূযুগল, চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নয়নদ্বয় ও সন্ধ্যা তাঁহার নাসিকা হইল। ওঙ্কার-দ্বারা তাঁহার সংস্কার হইল। এইরূপে তিনি হয়গ্রীবমূর্ত্তি পরিগ্রহ ও রসাতলে গমন করিয়া যে স্থলে মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয় অবস্থান করিতেছিল, তথায় তাহাদের নিকট হইতে বেদ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। এই দানবদ্বয় পরে হয়গ্রীবাবতার বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হন। (ভারত শান্তিপ° ৩৪৭ অ°)

হয়গ্রীবমন্ত্র (ক্লী) হয়গ্রীবস্য মন্ত্র। ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার হয়গ্রীবের মন্ত্র, এই হয়গ্রীবের পূজামন্ত্র ও সাধনপ্রণালী প্রভৃতির বিষয় তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ রূপে লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে এখানে লিখিত হইল।

"ওঁ উদ্গিরৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর।
সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয় ॥"

এই মন্ত্রে হয়গ্রীবের পূজাদি করিতে হয়। এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী যথা—সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি সকল কার্য্য শেষ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম শেষ করিবে। তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হয়, যথা—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীহয়গ্রীবায় দেবতায়ৈ নমঃ। তৎপরে করাঙ্গন্যাস করিবে যথা—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, উদ্গিরৎপ্রণবোদ্গীথ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর মধ্যমাভ্যাং বষট্, সর্ব্বদেবময়াচিন্ত্য অনামিকাভ্যাং হুঁ, সর্ব্বং বোধয় বোধয় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্, এই প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিয়া যথাবিধানে অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। অতঃপর হয়গ্রীবের ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"শরচ্ছশাঙ্কপ্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈঃ প্রদীপ্তং।
রথাঙ্গশঙ্খার্চ্চিতবাহুযুগ্মং জানুদ্বয়ন্যস্তকরং ভজামঃ ॥"

এই ধ্যান, শঙ্খস্থাপন এবং বৈষ্ণবোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিবে। পরে 'হস্ঠং' এই মন্ত্রে হয়গ্রীবের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। পূজা শেষ হইলে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া

আবরণপূজা করিতে হইবে। যথা—চারিদিকে কেশরে ওঁ ঋগ্‌বেদায় নমঃ, ওঁ যজুর্ব্বেদায় নমঃ, ওঁ সামবেদায় নমঃ, ওঁ অথর্ব্ববেদায় নমঃ, চতুষ্কোণে ওঁ অঙ্গশাস্ত্রায় নমঃ ওঁ স্মৃতিশাস্ত্রায় নমঃ ওঁ ন্যায়শাস্ত্রায় নমঃ, ওঁ সর্ব্বশাস্ত্রায় নমঃ এই প্রকারে পূজা করিতে হইবে। পত্রাগ্রে অগ্নি প্রভৃতি কোণে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ইত্যাদি পঞ্চাঙ্গপূজা করিতে হইবে। তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম শেষ করিবে। ত্রয়স্ত্রিংশৎলক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ, এবং মধুযুক্ত কুন্দপুষ্প দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিয়া যথাবিধানে এই মন্ত্রের সাধন করিলে হয়গ্রীবদেব প্রসন্ন হন, তাহার ইহকালে নানাপ্রকার সুখ এবং অন্তিমে স্বর্গাদি-লোক লাভ হয়। হয়গ্রীবের একাক্ষর মন্ত্র—'হস্‌ং' এই একাক্ষর মন্ত্র চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ।

"বিয়দ্ভৃগুস্থমর্ঘীশবিন্দুমদ্বীজমীরিতং।

একাক্ষরো মন্ত্রঃ প্রোক্তশ্চতুর্বর্গফলপ্রদঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী—প্রথমে সামান্যপূজা-পদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি সকল কর্ম্ম শেষ করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠ-ন্যাসান্ত ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। 'অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণুর্দেবতা হকারো বীজং উকারঃ শক্তিঃ।' তৎপরে হসাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হসীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি ক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। অতঃপর ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান—

"ধবলনলিননিষ্ঠং ক্ষীরগৌরং করাব্জৈ-

র্জপবলয়সরোজে পুস্তকাভীষ্টদানে।

দধতমমলবস্ত্রাকল্পযানাভিরামং

তুরগবদনজিষ্ণুং নৌমি বিদ্যাগ্র-বিষ্ণুং॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, শঙ্খস্থাপন, পীঠ-পূজা, পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম শেষ করিতে হয়। আবরণপূজা করিয়া অষ্টহয়ের পূজা করিবে, অষ্টহয় যথা—প্রজ্ঞাহয়, মেধাহয়, স্মৃতিহয়, বিদ্যাহয়, লক্ষ্মীহয়, বাগীশহয়, বিদ্যাবিনাশহয় ও নাদবিমর্দ্দনহয়। ইহার পর লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, প্রীতি, কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি এবং কুমুদাদি ও ইন্দ্রাদির পূজা করিয়া বিসর্জ্জনান্ত সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিবে। চারিলক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ। জপের দশাংশ হোম করিবে। সাধক এই মন্ত্র সাধন করিলে ইহকালে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য এবং পরকালে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। হয়গ্রীবের অন্যমন্ত্র—

"হয়শিরঃ পদং ঙেন্তং হৃদন্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ।

স্ববীজাদিরয়ং মন্ত্রশ্চতুর্বর্গফলপ্রদঃ॥" (তন্ত্রসার)

'হস্‌ং হয়শিরসে নমঃ' এই মন্ত্রে হয়গ্রীবের জপপূজাদি করিলে চতুর্ব্বর্গফল হয়। এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্‌, দেবতা হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু। ইহার পূজাদি একাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় করিতে হয়। (তন্ত্রসার)

হয়গ্রীবহন্‌ (পুং) হয়গ্রীবং হন্তীতি হন্‌-ক্বিপ্‌। বিষ্ণু। (হেম)

হয়গ্রীবা (স্ত্রী) দুর্গা।

"নারসিংহী হয়গ্রীবা হিরণ্যাক্ষবিনাশিনী।"(দুর্গার সহস্রনাম)

হয়ঘ্ন (পুং) করবীরবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

হয়ঘ্নী (স্ত্রী) তেজোবতী, চলিত তেজবল। (বৈদ্যকনি°)

হয়ঙ্কষ (পুং) হয়ং উচ্চৈঃশ্রবসং কষতীতি কষ-খচ্‌। ইন্দ্র-সারথি মাতলি। (ত্রিকা°)

হয়চর্য্যা (স্ত্রী) অশ্বমেধযজ্ঞীয় অশ্বের পরিচর্য্যা।

হয়জ্ঞ (ত্রি) হয়ং হয়শাস্ত্রং জানাতীতি জ্ঞা-ক। অশ্বায়ুর্ব্বেদ।

হয়জ্ঞতা (স্ত্রী) হয়জ্ঞস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। হয়জ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম, হয়বিদের কার্য্য।

হয়তত্ত্ব (ক্লী) হয়স্য তত্ত্বং। হয়বিষয়ক তত্ত্ব। হয়শাস্ত্র।

হয়দানব (পুং) দানববিশেষ। (হরিবংশ)

হয়দ্বিষৎ (পুং) মহিষ।

হয়ন (ক্লী) হয়তি গচ্ছত্যনেনেতি হয়-ল্যুট্‌। কর্ণীরথ।

হয়প (পুং) হয়ং পাতি রক্ষতি পা-ক। হয়পতি, অশ্বপালক।

হয়পুচ্ছিকা (স্ত্রী) মাষপর্ণী, মাষাণী। (অমর)

হয়পুচ্ছী (স্ত্রী) হয়স্য পুচ্ছমিব আকৃতির্যস্যাঃ ঙীষ্‌। মাষপর্ণী মাষাণী।

হয়প্রিয় (পুং) হয়স্য প্রিয়ঃ। যব। (হেম)

হয়প্রিয়া (স্ত্রী) হয়স্য প্রিয়া। ১ অশ্বগন্ধা। ২ খর্জ্জুরী।

হয়মার (পুং) হয়ং মারয়তীতি মৃ-ণিচ্‌-অণ্‌। করবীর।

হয়মারক (পুং) হয়ং মারয়তীতি মৃ-নিচ্‌-ণ্বুল্‌। করবীরবৃক্ষ।

হয়মারণ (পুং) হয়ং মারয়তীতি মৃ-ণিচ্‌-ল্যু। অশ্বত্থবৃক্ষ।

হয়মুখ (ক্লী) হয়স্য মুখং। ১ অশ্বের বদন (পুং) হয়স্যেব মুখং যস্য। ২ রাক্ষসবিশেষ। (রামা° ৫।২৫।৩৪)

হয়মেধ (পুং) অশ্বমেধযজ্ঞ। এই যজ্ঞ সকল যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাদিগেরই এই যজ্ঞে অধিকার আছে, রাজা ভিন্ন অপরে এই যজ্ঞ করিতে পারিবে না। শুক্লযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, প্রজাপতি এই যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া কামনা করেন যে, আমি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।

"প্রজাপতিরশ্বমেধমসৃজত, প্রজাপতিরকাময়ত অশ্বমেধেন যজেয়মিতি" (শত° ব্রা° ১৩ প্র°) কাত্যায়নীয় শ্রৌতসূত্রের ২০ অধ্যায়ে এই যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত আছে, যে রাজা যথাবিধানে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনিই মাত্র এই যজ্ঞ করিতে পারিবেন, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা অপর কোন ক্ষত্রিয় এই যজ্ঞ করিতে পারিবেন না।

এই যজ্ঞের প্রধান অশ্ব, এই জন্য ইহার নাম অশ্বমেধ হইয়াছে। এই যজ্ঞে অশ্বপ্রধান হইলেও ছাগ প্রভৃতি অন্যান্য পশুও এই যজ্ঞে আবশ্যক হইয়া থাকে। এই যজ্ঞস্থলে যজ্ঞ-মণ্ডপের দ্বারদেশে একবিংশতি যূপ উচ্ছ্রিত করা আবশ্যক। অন্যান্য যজ্ঞে এক বা একাদশটী যূপের প্রয়োজন। অন্যান্য যজ্ঞের ন্যায় এই যজ্ঞেও হোতা, উদ্‌গাতা ও ঋত্বিক্‌ প্রভৃতির আবশ্যক হইয়া থাকে। উক্ত যূপসকলের মধ্যবর্ত্তী যূপে যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করিতে হয়। তৎপরে বেদমন্ত্র দ্বারা এই অশ্বের সংস্কার করিয়া ইহাকে যথেষ্ট সঞ্চরণের জন্য মুক্ত করা হয়। এই অশ্বরক্ষার জন্য রাজকুমার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া তাহার অনুগমন করেন। রাজা অনুগামীদিগের প্রতি এই আজ্ঞা করেন যে, তোমরা এই অশ্বকে বাড়বানল, দাবানল, জল ও বিবিধ শঙ্কট হইতে রক্ষা করিবে। এই অশ্ব পররাজ্যে সঞ্চরণ করিবার কালে যদি কোন রাজা এই অশ্বের গতিরোধ করেন, তবে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধাদি করিয়া এই অশ্বের গতি অপ্রতিহত করিবে।

অনন্তর রাজকুমারাদি সকল দিকেই এই অশ্ব সঞ্চালিত করিয়া পুনরায় যজ্ঞস্থলে আনয়ন করেন। এই কার্য্যে অন্যূন ৬ মাস কি একবৎসর অতিবাহিত হয়। অশ্বের সহিত বৎসর-মধ্যে ফিরিয়া আসাই বিধি, যদি কোনও কারণে এক বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে কালবিলম্বের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞ সমাধা করিবে। অশ্ব প্রত্যাগত হইলে তাহাকে হনন করিয়া তাহার মেদ দ্বারা হোম করিতে হয়। শতপথব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়সংহিতা, বৈতানসূত্র, কাত্যায়নসূত্র প্রভৃতিতে এই যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

জৈমিনীয় আশ্বমেধিক গ্রন্থে মহারাজ যুধিষ্ঠির ও ব্যাসদেবের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই যজ্ঞে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কিরূপ দক্ষিণা ও কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত অশ্বের আবশ্যক, তাহা এইরূপ লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাকাঃ দক্ষিণা কীদৃশী ক্রতোঃ।
হয়শ্চ কীদৃশো ভাব্যস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥
দ্বিজা বিংশতিসাহস্রা মখাদৌ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কুলীনাঃ সম্মতাঃ প্রাজ্ঞা বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
একৈকস্মৈ দ্বিজায়াত্র দক্ষিণাং প্রবদামি তে॥
একো গজো রথশ্চৈকো হয়শ্চৈকঃ সকাঞ্চনঃ।
প্রত্যেকং গোসহস্রঞ্চ রত্নপ্রস্থং সকাঞ্চনং॥
ভারশ্চ কাঞ্চনস্যৈকঃ প্রদেয়া দক্ষিণা মখে।
যস্মিন্‌ দিনে হয়ো রাজন্‌ মুচ্যতে প্রথমা হি সা॥
দক্ষিণা কথিতা রম্যা তুরগং কথয়ামি তে।
গোক্ষীরসমবর্ণঞ্চ কুন্দেন্দুহিমসন্নিভং॥
পীতপুচ্ছং শ্যামবর্ণং সর্ব্বতো গতিমুত্তমং।
শ্যামকর্ণাপি মহীপাল যজ্ঞেঽস্মিন্‌ তুরগং বিদুঃ॥
চৈত্রমাসস্য রাকায়াং মোচ্যোঽয়ং তুরগো নৃপ।
বর্ষমাত্রং রক্ষণীয়ঃ সর্ব্বযোধৈর্মহাবলৈঃ॥" (১।৩৮-৪৪)

ব্যাস বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞে বিংশত্যধিক সহস্র ব্রাহ্মণের আবশ্যক। এই সকল ব্রাহ্মণ সংকুলসম্ভূত, জিতেন্দ্রিয়, প্রাজ্ঞ এবং বেদশাস্ত্রে পারদর্শী হইবেন। এই সকল ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে নিম্নোক্তরূপ দক্ষিণা দিতে হয়। যথা—এক হস্তী, এক রথ, এক কাঞ্চনভূষিত অশ্ব, সহস্রসংখ্যক গাভী ও প্রস্থপরিমিত কাঞ্চনযুক্ত রত্ন। এই যজ্ঞের অশ্ব দুগ্ধ, কুন্দপুষ্প বা চন্দ্ররশ্মির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পীতপুচ্ছ, শ্যামবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার উত্তম গতিযুক্ত হইবে। চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই অশ্বমোচন করিতে হয়। একবৎসরকাল যুদ্ধবিশারদ মহাবল ক্ষত্রিয়সমূহ এই অশ্ব রক্ষা করিবেন। এই একবৎসর-কাল তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিতে হইবে। অশ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ভোগবিমুখ হইয়া নারীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে হয়। যজ্ঞকর্ত্তা অশ্বমোচন করিয়া স্বয়ং অসিপত্র-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন।

যে যে স্থানে এই অশ্বের মূত্র ও পুরীষত্যাগ হইবে, সেই স্থানে গোদান ও হোমকরা বিধেয়। যাঁহারা এই হোম করিবেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপ দক্ষিণা দিতে হয়। অশ্বমোচন করিবার কালে তাহার ললাটে আপনার নাম ও প্রতাপ-চিহ্নযুক্ত কাঞ্চনপত্র বাঁধিয়া দিবে এবং এই বাক্য উচ্চারণ করিতে হইবে যে, আমি এই উৎকৃষ্ট অশ্ব বিমুক্ত করিলাম, যদি কেহ বলবান্‌ রাজা থাকেন, তবে তিনি ইহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করুন, যদি কেহ এই অশ্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাকে পরাজয় করিয়া অশ্ব গ্রহণ করিতে হইবে। এই অশ্ব প্রত্যাগত হইলে যথাবিধানে এই যজ্ঞ সমাধা করিবে। ইন্দ্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। [অশ্বমেধ দেখ।]

হয়বরপ্রিয় (পুং) কদম্বরক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

হয়বাহন (পুং) হয়ো বাহনো যস্য। ১ রেবন্ত, সূর্য্যপুত্র। ২ কুবের।

হয়বাহনশঙ্কর (পুং) রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ। (শব্দচ°)

হয়বৈরী (পুং) মহিষ। (বৈদ্যকনি°)

হয়্‌রান্‌ (আরবী) ১ আশ্চর্য্যান্বিত। ২ ক্লান্ত। ৩ কষ্টযুক্ত। কষ্ট দেওয়া।

হয়্‌রানী (আরবী) হয়রানের কার্য্য, কষ্ট।

হয়বিদ্যা (স্ত্রী) হয়স্য বিদ্যা। হয়বিষয়ক বিদ্যা, অশ্ববিদ্যা।

হয়শালা (স্ত্রী) হয়স্য শালা। অশ্বালয়, যে গৃহে অশ্ব থাকে, আস্তাবল। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, হয়শালাতে কুক্কুট, বানর, মর্কট, সবৎসা ধেনু ও ছাগ থাকিলে অশ্বদিগের বিশেষ উপকার হয়। সূর্য্য অস্তমিত হইলে অশ্বশালা হইতে পুরীষাদি বাহির করিতে নাই। সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা আবশ্যক।

"কুক্কুটা বানরাশ্চৈব মর্কটাশ্চ নরাধিপঃ।
ধারয়েদশ্বশালায়াং সবৎসাং ধেনুমেব চ ॥
অজাশ্চ ধার্য্যা যত্নেন তুরগানাং হিতৈষিণা ॥
গোগজাশ্বাদিশালায়াং তৎপুরীষস্য নির্গমঃ।
অস্তং গতে ন কুর্ব্বীত দেবদেবদিবাকরে ॥" (মৎস্যপু° ২১৩ অ°)

হয়শাস্ত্র (ক্লী) হয়বিষয়কং শাস্ত্রং। অশ্বশাস্ত্র।

হয়শিক্ষা (স্ত্রী) হয়স্য শিক্ষা। অশ্বদিগের শিক্ষা।

হয়শিরস্ (পুং) অশ্বমুখ বিষ্ণু।

হয়শিরা (স্ত্রী) বৈশ্বানরকন্যা। (ভাগ° ৬।৬।৩২)

হয়শীর্ষ (পুং) হয়স্য শীর্ষং যস্য। বিষ্ণু। (ভাগ° ৬।৮।১৫)

হয়স্কন্ধ (পুং) হয়গ্রীব, হয়শীর্ষ।

হয়া (স্ত্রী) হয়-টাপ্। অশ্বগন্ধা। (রাজনি°)

হয়াঙ্গ (ত্রি) অশ্বাঙ্গবিশিষ্ট।

হয়াগার (পুং) হয়স্য আগারঃ। অশ্বশালা।

হয়াধ্যক্ষ (পুং) হয়স্য অধ্যক্ষঃ। অশ্বাধ্যক্ষ।

"হয়শিক্ষাবিধানজ্ঞস্তচ্চিকিৎসিতপারগঃ।
অশ্বাধ্যক্ষো মহীভর্ত্তুঃ স্বাসনশ্চ প্রশস্যতে ॥"
(মৎস্যপু° ২১৫।৩৭)

যিনি হয়সমূহের শিক্ষাপ্রণালী বিশেষরূপ অবগত এবং অশ্বের চিকিৎসায় পারদর্শী, তাহাকে রাজা হয়াধ্যক্ষ করিবেন।

হয়ানন্দ (পুং) হয়স্য আনন্দো যস্মাৎ। মুদ্গ। (রাজনি°)

হয়ায়ুর্ব্বেদ (পুং) হয়স্য আয়ুর্ব্বেদ। অশ্বের চিকিৎসা-শাস্ত্রবিশেষ, অশ্ববৈদ্যক। নকুল, জয়দত্ত প্রভৃতির অশ্বচিকিৎসা-সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ আছে।

হয়ারি (পুং) হয়স্য অরিঃ। করবীর। (রত্নমালা)

হয়ারোহ (পুং) হয়স্য আরোহঃ। অশ্বারোহী।

হয়ালয় (পুং) হয়স্য আলয়ঃ। হয়শালা, অশ্বশালা।

হয়াশনা (স্ত্রী) হয়মাশনং যস্যাঃ। শল্লকীবৃক্ষ। (শব্দচ°)

হয়াস্য (পুং) বিষ্ণু, হয়গ্রীব, হয়শিরস্।

হয়াহ্বয়া (স্ত্রী) হয় ইতি আহ্বয়ো যস্যাঃ। অশ্বগন্ধা। (বৈদ্যকনি°)

হয়িন্ (ত্রি) হয় অস্ত্যর্থে ইনি। হয়যুক্ত, অশ্ববিশিষ্ট।

হয়ী (স্ত্রী) হয়স্য স্ত্রী হয়-ঙীপ্। ঘোটকী। (জটাধর)

হয়েষ্ট (পুং) হয়ানামিষ্টঃ। ১ যব। (রাজনি°)

হয়োত্তম (পুং) হয়েষু উত্তমঃ। কুলীনাশ্ব, পর্য্যায়—বাতশ্ব, জাত্য, অজানেয়। (ত্রিকা°)

হয্যঙ্গবীন (ক্লী) সদ্যোজাতঘৃত। (বৈদ্যকনি°)

হর (পুং) হরতি পাপানীতি হৃ-অচ্। ১ শিব, মহাদেব। (অমর) ২ অগ্নি। ৩ গর্দ্দভ। ৪ ভাজক, অঙ্ক, ভগ্নাংশসম্বন্ধীয় রাশি যত সমান অংশে বিভক্ত হয়। ৫ হরণ, ভাগ। (ত্রি) ৬ বহনকারক, যে লইয়া যায়। ৭ হরণকারী।

"এতে বয়ং ন্যাসহরা রসৌকসাং
গতহ্রিয়ো গদয়া দ্রাবিতাস্তে।" (ভাগ° ৩।১৮।১১)

হর, ১ পদ্মাবলিধৃত একজন সংস্কৃত কবি। ২ আশৌচদশক-টীকারচয়িতা।

হরক (পুং) হর এব স্বার্থে কন্। ১ শিব। ২ চৌর। (ত্রি) ৩ হরণকর্ত্তা।

হরকরণ, মুলতানবাসী একজন কম্বোজ-কায়স্থ। মথুরাদাসের পুত্র। নবাব খাৎবার খাঁর অধীনে মুন্সী ছিলেন। ইনি 'ইন্শাই হরকরন্' নামে পারসী ভাষায় পত্র-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ডাক্তার বালফুর ইংরাজী ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

হরকৎ (আরবী) ক্ষতি, হানি।

হরকরা (পারসী) ১ যে প্রত্যেক কার্য্য করে, যে সকল প্রকার কার্য্য করে। ২ পত্রাদিবাহক। ৩ চর, দূত।

হরকুমার ঠাকুর, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশোদ্ভব স্বনাম-প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি; মহারাজ সর্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতা। ইনি একজন সংস্কৃত শাস্ত্রানুরাগী ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি বহু সংস্কৃতগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে 'হরতত্ত্ব-দীধিতি' নামক তান্ত্রিক পুজাপদ্ধতি-বিষয়ক গ্রন্থখানি তাঁহার তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞানের প্রগাঢ় পরিচায়ক।

হরকেলিনাটক, অজমীরপতি বিগ্রহরাজ-রচিত একখানি সংস্কৃত নাটক। শিলাফলকে এই নাটকখানি উৎকীর্ণ। প্রায় ১২১০ সংবতে এই নাটক রচিত হয়। (Indian Antiquary, xix. p 515)

হরকেশ (পুং) হরিকেশ শব্দার্থ।

হরক্ষেত্র (ক্লী) হরস্য ক্ষেত্রং, মহাদেবের ক্ষেত্র, মহাদেবের স্থান।

হরগাম্, অযোধ্যাপ্রদেশে সীতাপুর জেলাস্থ একটী পরগণা ও ঐ পরগণার প্রধান নগর। নগরটী অক্ষা° ২৭° ৪৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০°৪৭´ পূঃ। এখানেই হরগাম্ তহসীলের সদর। প্রবাদ এইরূপ যে, সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার বহুকাল পরে এখানে বৈরাট ও বিক্রমাদিত্যবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে গৌড়-রাজপুতগণ পশ্চিম হইতে

আসিয়া এই স্থান দখল করেন। এখানকার সূর্য্যকুণ্ড হিন্দুগণের নিকট একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। কার্ত্তিক ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যকুণ্ডে মেলা হয়। তাহাতে পঞ্চাশহাজার লোক মিলিত হইয়া থাকে। এ ছাড়া এখানে চারিটী প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ও একটী মস্‌জিদ্ এবং নগরের পার্শ্বেই সৈনিক-শিবিরের স্থান আছে। এস্থানে সপ্তাহে দুইবার হাট হয়।

হরগুপ্ত, সুভাষিতাবলী-ধৃত একজন প্রাচীন সংস্কতকবি।

হরগোবিন্দ, ১ দক্ষিণাকল্প নামক তান্ত্রিকগ্রন্থ-রচয়িতা। ২ বৈষ্ণবপক্ষে মহিম্নঃস্তবটীকা-প্রণেতা।

হরগৌরী (স্ত্রী) হরেণ সহ গৌরী। অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি, অর্দ্ধভাগ হর এবং অর্দ্ধভাগ গৌরী। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্। আমি ছায়ার ন্যায় অনুগতা হইয়া যাহাতে আপনার সহচারিণী হইতে পারি, আপনি তাহাই করুন। আমি সর্ব্বদা আপনার শরীর-সংঘর্ষ এবং অবিচ্ছিন্নআলিঙ্গনসুখ ইচ্ছা করি, অতএব আমাকে সেই সুখভাগিনী করাই আপনার উচিত। ভগবান্ কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে। এখন তুমি যদি সমর্থ হও, তাহা হইলে আমার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ কর, ইহাতে আমার অর্দ্ধভাগ নারীমূর্ত্তি হইবে এবং অর্দ্ধভাগ পুংমূর্ত্তি থাকিবে। যদি তুমি এই শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিতে না পার, তাহা হইলে আমিই তোমার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিতেছি, তাহা হইলে তোমারই দেহের অর্দ্ধভাগ পুরুষ এবং অর্দ্ধভাগ নারী থাকিবে। তোমার সেই শরীরার্দ্ধ পুরুষরূপে আমার শক্তিই থাকিবে। মহাদেবের এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী কহিলেন, ভগবন্! আমিই আপনার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। কিন্তু যে সময়ে দেহার্দ্ধ পরিত্যাগ করিবে, সেই সময়ে উভয় দেহ যেন: পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপ হয়। এইরূপে অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করা যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি আপনার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। ইহার উত্তরে মহাদেব কহিলেন, তাহাই হউক।

তখন গৌরী স্বীয় যোগনিদ্রাস্বরূপ চিন্তা করিলেন, তৎপরে তিনি হরকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে প্রণাম করিলেন। জগন্ময়ী তাঁহাদের একরূপতা ও আপনাকে যোগনিদ্রাস্বরূপা চিন্তা করিয়া স্বশরীরের দক্ষিণ ভাগে শিবশরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিলেন। শিবও তখন গৌরীর প্রীতিসাধনের জন্য নিজ দেহার্দ্ধভাগ গৌরীদেহে নিবেশ করিলেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের দেহার্দ্ধ ভাগ উভয়ের দেহে নিলীন করিয়া হরগৌরীরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অর্দ্ধভাগ সংযত কেশপাশযুক্ত ও অর্দ্ধভাগ জটাজুটবিভূষিত, এক ভাগ স্বর্ণখচিত শ্রবণালঙ্কারে শোভিত, অপর ভাগ শ্রবণকুণ্ডলযুক্ত, অর্দ্ধ মৃগলোচনা, অর্দ্ধ বৃষভাক্ষ, নাসিকা এক দিকে স্থূল, অপর দিকে তিলকুসুমসদৃশ, এক ভাগ দীর্ঘ শ্মশ্রুযুক্ত, অপর ভাগ শ্মশ্রুরহিত, এক দিকে আরক্তদর্শন এবং রক্ত বর্ণ ওষ্ঠ, অপর দিকে শুক্ল বর্ণ বিপুল নেত্র ও দীর্ঘ দন্ত, অর্দ্ধ গলদেশ নীলবর্ণ, অপরার্দ্ধ মনোহর হারে শোভিত, তাহার এক বাহু কনকময় কেয়ূরভূষিত, অপর বাহু নাগরূপকেয়ূরযুক্ত, স্থূল ও দীপ্তিহীন; এক বাহু মৃণালসদৃশ আয়ত, অপরটী করিকরসদৃশ স্থূল, একটী হস্ত দীপ্তিশালী শিখাস্বরূপ, অপরটী তাহা নহে, বক্ষের অর্দ্ধ ভাগ এক স্তনযুক্ত, অপরার্দ্ধ রোমাবলীবিরাজিত, এক পার্শ্বস্থিত উরু রম্ভাতরু সদৃশ, পার্ষ্ণি মনোহর এবং চরণতল অতি কোমল, অপর পার্শ্বে উরু স্থূল, কটি পর্য্যন্ত বদ্ধ। একটী জঙ্ঘা মৃদু এবং মনোহর, অপরটী দৃঢ়রূপে পদ ও কটি পর্য্যন্ত সম্বদ্ধ। দেবীর শরীরের একাংশ ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও বিভূতিযুক্ত, অপরাংশ চন্দনসিক্ত মৃদু বস্ত্রশোভিত। এইরূপে অর্দ্ধভাগ স্ত্রীলক্ষণসম্পন্ন এবং অপরার্দ্ধ সুদৃঢ় পুরুষাকৃতি হইল। শিব ও পার্ব্বতী উভয়ে এই রূপে হরগৌরীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ইহাই ভগবান্ মহাদেবের অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির উপাসনা করিলে সকল পাপ দূর ও ইহকালে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য লাভ এবং অন্তকালে শিবলোকে গতি হইয়া থাকে। যিনি হরগৌরীর প্রীতিকর এই শরীরার্দ্ধগ্রহণবিষয়ক পুণ্যকথা শ্রবণ করেন বা অপরকে শ্রবণ করান, তিনি কোনরূপ বিঘ্নাক্রান্ত না হইয়া দীর্ঘায়ু, সুখী, পুত্রপৌত্রযুক্ত, শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যবান্ এবং অন্তকালে তাহার শিবলোক লাভ হয়। (কালিকাপু° ৪৪ অ°)

হরঘড়ি (দেশজ) সর্ব্বদা, সকল সময়।

হরচন্দ্র, থানেশ্বরের একজন অধিপতি। আবুল ফজলের মতে ইনি মহম্মদ ইবন্ কাসিমের সমসাময়িক।

হরচূড়ামণি (পুং) হরস্য চূড়ামণিঃ শিরোভূষণমিব। ১ চন্দ্র। ২ শিবশিরোরত্ন।

হরচোকা, ছোটনাগপুরের চাঙ্‌ভকার রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৩°৫১´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১°৪৫´৩০´´ পূঃ। চাঙ্গভাকরের সীমান্তে মুবাহি নদীতীরে অবস্থিত। এখানে গিরিগুহা খোদিত করিয়া অতি চমৎকার ও বিশাল মঠ ও মন্দিরাদি;নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখন তাহার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

হরজ (পুং) হরাজ্জায়তে জন-ড। পারদ, মহাদেবের বীর্য্য হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, এই জন্য ইহার নাম হরজ।

হরজী ভট্ট, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। ইনি ফলদীপিকা ও মুহূর্ত্তচন্দ্রকলা রচনা করেন। ইহার পুত্র হরিদত্তও একজন জ্যোতিষী ছিলেন। [হরদত্ত দেখ।]

হরজুকবি, একজন প্রাচীন হিন্দী কবি। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

হরণ (ক্লী) হ্রিয়তে ইতি হৃ ল্যুট্। যৌতুকাদি দেয় দ্রব্য, উপনয়ন প্রভৃতি কালে ভিক্ষা বা প্রসাদস্বরূপ যে ধন দেওয়া হয়, তাহাকে হরণ কহে। পর্য্যায়—দায়। (অমর)

"যৌতকমাদিনা উপনয়নভিক্ষাপ্রসাদাদি চ যৎ দেয়ং তৎ দায়হরণপদবাচ্যং কন্যাদানকালে জামাত্রাদিভ্যো ব্রতভিক্ষাদৌ ব্রাহ্মণাদিভ্যশ্চ যৎ দ্রব্যং দীয়তে তত্র দায়াদিদ্বয়ং" (ভরত)

২ গ্রহণ। ৩ অপহরণ। ৪ বহন। ৫ ভাগকরণ। ভাজ্য অঙ্ক হইতে ভাজক অঙ্ক দ্বারা গ্রহণ। ৬ ভুজ, বাহু। ৭ স্বর্ণ। ৮ শুক্র। ৯ কপর্দ্দক। ১০ উষ্ণোদক।

হরণহল্লী, মহিসুররাজ্যের হসন জেলাস্থ একটী তালুক ও সেই তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। গ্রামটীর অক্ষা° ১৩°১৪´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬°১৫´৪০´´ পূঃ। ১০৭০ খৃষ্টাব্দে দুর্গ ও বৃহৎ সরোবর সহ এই প্রাচীন নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। এস্থানে প্রাচীন মন্দির ও পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ইহা এখন একটী সামান্য গ্রামে পরিণত।

হরণীয় (ত্রি) হৃ-অনীয়র্। হরণযোগ্য, হরণের উপযুক্ত, হরণার্হ।

হরতেজস্ (ক্লী) হরস্য তেজঃ। ১ পারদ। ২ শিববীর্য্য।

হরদগ্ধমূর্ত্তি (পুং) হরেণ দগ্ধা মূর্ত্তির্যস্য। কাম। "ন চাস্যকার্য্যস্মরণং রহঃস্থা মনো হি মূলং হরদগ্ধমূর্ত্তেঃ।" (বৃহৎস° ৮।১৪)

হরদত্ত, প্রসিদ্ধ শৈব পণ্ডিত। রুদ্রকুমারের পুত্র ও অগ্নিকুমারের কনিষ্ঠ সহোদর। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইনি আপস্তম্ব ও আশ্বলায়নগৃহ্য-সূত্রের ব্যাখ্যা, আপস্তম্ব ও গৌতমীয় ধর্ম্মসূত্রের বিবৃতি, মন্ত্রপ্রশ্নভাষ্য, চতুর্ব্বেদ-তাৎপর্য্যসংগ্রহ, পদমঞ্জরী নামে কাশিকাবৃত্তির টীকা, অধ্যায়নভাষ্য, শিবলীলার্ণব, শিবস্তোত্র, হরিহরতারতম্য প্রভৃতি গ্রন্থরচনা করেন।

২ অনর্ঘরাঘবটীকা-রচয়িতা। ৩ জাতকরত্ন-প্রণেতা। ৪ মথুরার একজন নৃপতি। গজনীর মাহ্মুদ মথুরা আক্রমণ করিয়া ইঁহাকে পরাজিত করেন।

হরদেও লালা, বুন্দেলখণ্ডের একজন রাজা। স্থানীয় অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে, ইহার উদ্যানে গোহত্যা হওয়ায় ইঁহার প্রেতাত্মা ওলাউঠা লইয়া বড়লাট্ হেষ্টিংসের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিল। এখনও একটী উচ্চ স্তূপে হরদেওর স্মরণার্থ স্থানীয় লোক ধ্বজা দান করিয়া থাকে। সাধারণে মনে করে যে, এরূপ নিশান পুতিয়া দিলে সংক্রামক রোগ বা মারী ভয় দূর হয়।

হরদেব কবি, একজন বিখ্যাত হিন্দী কবি। ইনি প্রায় ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের রঘুনাথ রাওর সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

হরদেব শাহ, পন্নার একজন রাজা। [পন্না দেখ।]

হরনর্ত্তক (ক্লী) ছন্দোভেদ, হরিণপ্লুতছন্দ।

হরনাথ, সপ্তশতীপ্রয়োগপটল-প্রণেতা।

হরনারায়ণ, একজন বিখ্যাত নব্য নৈয়ায়িক। ইনি গদাধরী ও জাগদীশীর টীকা লিখিয়া গিয়াছেন।

হরনেত্র (ক্লী) হরস্য নেত্রং। ১ শিবচক্ষুঃ। ২ সংখ্যাত্রয়, মহাদেব ত্রিনয়ন, এই জন্য হরনেত্র যে স্থলে সংখ্যা বোধক হয়, তথায় তিন এই অঙ্ক বুঝাইয়া থাকে।

হরপতি, বৈজল্লীগ্রামবাসী রুচিপতির পুত্র, মন্ত্রপ্রদীপ-রচয়িতা।

হরপাল, দেবগিরির যাদববংশীয় একজন রাজা। ইঁহার শ্বশুর যাদবরাজ শঙ্করের মৃত্যুর পর ইনি দেবগিরির সিংহাসন লাভ করেন। ইনি একজন স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ ছিলেন, ইনি মুসলমানের অধীনতা অস্বীকার করায় দিল্লীপতি মুবারক শাহ নিজে আসিয়া ইঁহাকে পরাজয় করিয়া ইহার বধসাধন করেন। (১৩১৮ খৃঃ অঃ) এই হরপালের সহিত যাদব রাজবংশের অবসান হইল।

হরপ্পা, পঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলাস্থ একটী অতি প্রাচীন গ্রাম। অক্ষা° ৩০°৪০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২°৫০´ পূঃ। রাবিনদীর দক্ষিণকূলে, কোট-কমালিয়া হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। পুরাবিদ্‌গণ মনে করেন, এই স্থানেই এক সময়ে মল্লি-দিগের রাজধানী ছিল। মাকিদনবীর আলেক্‌সান্দার তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। এখন সেই প্রাচীন সহরের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ, রাজা হরপ্পা এই নগর পত্তন করিয়াছিলেন।

হরপুর (ক্লী) হরস্য পুরং। শিবলোক, মহাদেবের পুরী।

হরপ্রসাদশাস্ত্রী, (মহামহোপাধ্যায়) একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যিক। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারের পৌত্র ও রামকমল ন্যায়রত্নের পুত্র। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন, তিনি তাঁহার সমসাময়িক নবদ্বীপের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে বালক হরপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার নিকট পরিচিত হন ও কলিকাতা সংস্কৃতকলেজে শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। বি, এ, পড়িবার সময় তিনি "ভারতমহিলা" লিখিয়া হোলকারপ্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। এই সময় বঙ্কিমবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "বাল্মিকীর জয়" প্রকাশিত হয়। কি ভাবে ও কি ভাষার

সৌন্দর্য্যে বাল্মিকীরজয় বাঙ্গালা ভাষার একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইংরেজী, হিন্দী, মরাঠী, তেলগু ও সংস্কৃত ভাষায় বাল্মিকীর জয়ের অনুবাদ হইয়াছে। তাঁহার 'কাঞ্চনমালা' ও 'মেঘদূত' উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মেঘদূতে তিনি কালিদাসের প্রকৃত ভাব ও সৌন্দর্য্য অতি সুললিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষারও একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত-বহুল শব্দপ্রয়োগের পক্ষপাতী নহেন, কথিত ভাষার লালিত্য রক্ষা করিয়া ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্যবিকাশ তাঁহার রচনার লক্ষ্য। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতির বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস থাকিলেও তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার Vernacular Literature প্রবন্ধে দেখাইয়া দেন যে, বাঙ্গালাসাহিত্য কত বিস্তৃত ও প্রাচীন। তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন যে, রাঢ়দেশে যে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা প্রচলিত আছে, তাহা বঙ্গীয় বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ। এ দেশে যে তন্ত্রশাস্ত্র ও তাসখেলা প্রচলিত, তাহাও ১২ শত বর্ষের অধিক প্রাচীন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, হাজার বর্ষ পূর্ব্বেও বাঙ্গালী নৌকেরা কীর্ত্তন করিত। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধদেবের সময় হইতে মুসলমানআক্রমণকাল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের হিন্দুরাজাসমূহের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশ করেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর বেঙ্গল গবর্মেণ্ট তাঁহার উপর সংস্কৃত পুথি সংগ্রহের ভার দিয়াছেন, এই পুথি-সংগ্রহকল্পে তিনি যে সকল বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণও তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতেছেন।

এম্ এ পাশ করিয়া তিনি প্রথমে হেয়ারস্কুলের হেড্‌পণ্ডিত, তৎপরে যথাক্রমে বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান, প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ও শেষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে থাকিতেই তিনি গবর্মেণ্ট প্রদত্ত 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন।

হরপ্রিয় (পুং) হরস্য প্রিয়ঃ। ১ মহাদেবের প্রিয়। ২ ধুস্তূরবৃক্ষ।

হরফ্ (আরবী) ১ অক্ষর, বর্ণমালার অক্ষর। ২ পদাতিক।

হরবক্ত্ (পারসী) সকল সময়।

হরবীজ (ক্লী) হরস্য বীজং। ১ পারদ। ২ মহাদেবের বীর্য্য।

হরবোলা (পারসী) নানাভাষার নানাপ্রকার শব্দ যে অনুকরণ করিতে পারে।

হরভুজ (ক্লী) জনপদবিশেষ।

হরমোহন চূড়ামণি, নবদ্বীপের একজন প্রধান নব্য নৈয়ায়িক। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণির জ্যেষ্ঠপুত্র ও মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ১৭৮৫ শকে (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে) ইনি জগদীশের সামান্য-লক্ষণা পরিচ্ছেদের 'সামান্যলক্ষণা-ব্যাখ্যা' নামে একখানি সুন্দর টীকা রচনা করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনিই নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকের পদলাভ করিয়াছিলেন এবং ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার ভ্রাতা ভুবনমোহন এইপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

হরয়াণ (পুং) শত্রুজীবিতৈশ্বর্য্যাদিহরণশীল যান।

"রজতং হরয়াণে" (ঋক্ ৮।২৫।২২) 'হরযাণে শত্রুজীবিতৈশ্বর্য্যাদিহরণশীলযানে এতাদৃশে সুসামণি' (সায়ণ)

হররাত, কুষ্মাণ্ডদীপকরচয়িতা।

হররূপ (পুং) হরস্য রূপমিব রূপং যস্য। শিব। (শব্দরত্না°)

হরশেখরা (স্ত্রী) হরস্য শেখরং আবাসস্থেনাস্ত্যস্যাঃ ইতি অচ্, টাপ্। গঙ্গা। গঙ্গা শিবজটায় অবস্থান করেন, এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে। (হেম)

হরস্ (ক্লী) হরণশীল। "জোষা সবিতুর্যস্য তে হরঃ" (ঋক্ ১০।১৫৮।২) 'হরঃ রসহরণশীলং' (সায়ণ)

হরসমুদ্র, মান্দ্রাজপ্রদেশে বেল্লরি জেলাস্থ একটী প্রধান গ্রাম। রায়দুর্গের ১৯ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে শঙ্করপল্লী উপবনের নিকট মন্দিরপ্রতিষ্ঠানির্দ্দেশক ১৫৭৬ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

হরসাগর, পাবনাজেলায় প্রবাহিত একটী প্রসিদ্ধ নদ। করতোয়া বা ফুল্‌ঝর নদী ইহারই শাখা। এই নদীতে বারমাসই একশত মণ বোঝাই নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। ইহারই তীরে প্রসিদ্ধ শাহাজাদপুর সহর।

হরসিংহ, কর্ণাটকরাজবংশীয় একজন নৃপতি। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে মিথিলা পরিত্যাগ করিয়া নেপালে গিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন।

২ মিথিলার ব্রাহ্মণবংশীয় এক জন নৃপতি। ইনি হরিসিংহ নামেও পরিচিত। ইঁহারই উৎসাহে মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর স্মৃতিরত্নাকর রচনা করেন। [স্মৃতিশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৩ এতাবার একজন স্বাধীনচেতা হিন্দু-নৃপতি। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে ৩য় মহম্মদশাহ এতাবাপতিকে পরাজয় করিয়া এতাবা-দুর্গ ধ্বংস করেন। হরসিংহ কাঠেহরে আসিয়া রক্ষা পান। ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে দৌলতখান্ লোদী কাঠেহরে উপস্থিত হইলে হরসিংহ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। ইহার অল্পকাল পরেই হরসিংহ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য ১৪১৮খৃষ্টাব্দে খিজির খাঁ তাজুল মুলক্‌কে পাঠাইয়া দেন। তাজুল কাঠেহরে উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত হরসিংহের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, অবশেষে কাঠেহরপতি পরাস্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য কুমায়ুনের পার্ব্বত্যপ্রদেশে পলায়ন করেন।

হরসূনু (পুং) হরস্য সূনুঃ। হরপুত্র স্কন্দ, কার্ত্তিকেয়।

হরস্বৎ (ত্রি) বেগবৎ, বেগবিশিষ্ট। "ত্বং মর্ম্মত্ত্ৰ্, চক্ষুনা হরস্বতী (ঋক্ ২।২৩।৬) 'হরস্বতী বেগবতী' (সায়ণ)

হরহুরা (স্ত্রী) ১ হারহুরা, চলিত হড়হুড়ে। ২ দ্রাক্ষা।

হরাক (ক্লী) জনপদভেদ, ইরাক।

হরাদ্রি (পুং) হরস্য অদ্রিঃ। কৈলাসপর্ব্বত, এই পর্ব্বতে হর স্বয়ং অবস্থান করেন।

হরাম্ (আরবী) ১ নিষিদ্ধ। ২ পবিত্র। ৩ মুসলমান-অন্তঃপুর।

হরামজাদা (পারসী) অবৈধভাবে জাত, জারজ।

হরায়তন (ক্লী) হরস্য আয়তনং। শিবের আয়তন, শিবগৃহ, শিবমন্দির।

হরাই, মধ্যপ্রদেশে ছিন্দবাড়া জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্ররাজ্য বা জমিদারী। ভূপরিমাণ ১৬৪ বর্গমাইল। ৯০ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। ইহার মধ্যে অমরবাড়ার উত্তরে পার্ব্বত্য ভূভাগ এবং নর্ম্মদা উপত্যকার নাবাল জমি। এখানকার সামন্তরাজ গোঁড়জাতীয়, তিনি এই জমিদারীর মধ্যবর্ত্তী হরাই নামক গ্রামে একটী পাকা দুর্গমধ্যে বাস করেন। হরাই গ্রাম অক্ষা° ২২° ৩৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯°১৮´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

হরামক, কাশ্মীররাজ্যের উত্তরাংশে যে সমুচ্চ পর্ব্বতমালা বিস্তৃত, হরামক তাহারই একটী শৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩০০০ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ৩৪° ২৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° পূ°। ইহার উত্তর পাদদেশে গঙ্গাবল নামে একটি সুন্দর হ্রদ আছে, হিন্দুদিগের নিকট তাহা অতি পবিত্র পুণ্যপ্রদ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত।

হরাবতী, রাজপুতানার একটী প্রাচীন ভূভাগ, এখন কোটা নামে প্রসিদ্ধ। [কোটা দেখ।]

হরাবাস (পুং) হরস্য আবাসঃ। হরের আবাসস্থান, মহাদেবের বসতিস্থান, কৈলাসপর্ব্বত।

হরাস্পদ (ক্লী) হরস্য আস্পদঃ। কৈলাসপর্ব্বত।

হরাহর (পুং) দানববিশেষ। (ভারত আদিপ°)

হরি (পুং) হরতি পাপানীতি (হৃহৃপিষিরুহীতি। উণ্ ৪।১১৮) ইতি ইন্। ১ বিষ্ণু, ইনি জীবের পাপ হরণ করেন, এই জন্য ইহাকে হরি কহে। ২ সিংহ। ৩ শুকপক্ষী। ৪ সর্প। ৫ বানর। ৬ ভেক। ৭ চন্দ্র। ৮ সূর্য্য। ৯ বায়ু। ১০ অশ্ব। ১১ যম। ১২ শিব। ১৩ ব্রহ্মা। ১৪ কিরণ। ১৫ ইন্দ্র। ১৬ ষষ্টিসম্বৎসরের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ। এই বর্ষ শুভ, এই বর্ষে নানা প্রকার শুভফল হইয়া থাকে। ১৭ ময়ূর। ১৮ কোকিল। ১৯ হংস। ২০ অগ্নি। ২১ ভর্ত্তিহরি। (ত্রিকা) ২১ পিঙ্গলবর্ণ। ২২ হরিদ্বর্ণ। (হেম) ২৩ বংশ। ২৪ মুদ্গ। (বৈদ্যকনি°)

।*। পুরাণাদি শাস্ত্রে হরিনামমাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই কলিকালে এক হরিনামই জীবের উদ্ধারের উপায়।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ (হরিভক্তিবি°)

কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের আর কোন গতি নাই। কেবল হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারাই জীব শুভগতি লাভ করিয়া থাকে। বিষ্ণুর নামই একমাত্র পাপনাশক। হরিনাম-কীর্ত্তন করিলেও জীবের ইহ-পরকালে মঙ্গল হইয়া থাকে।

"কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ চ।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং॥
বিক্রতানি বহূন্যেব তীর্থানি বহুধানি চ।
কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নামসঙ্কীর্ত্তনাৎ হরেঃ॥
ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি সুবহূনি কৃতান্যপি।
ভবহেতূনি তান্যেব হরের্নাম তু মুক্তিদং॥
পরিহাসেঽপি হাস্যাদ্বৈ বিষ্ণোর্গৃহ্ণন্তি নাম যে।
কৃতার্থাস্তেঽপি মনুজা স্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥
স্ত্রী শূদ্রঃ পুরুষো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ নামলুব্ধস্য শ্রীহরেঃ॥
ন কালাশৌচনিয়মো ন দেশাশৌচনির্ণয়ঃ।
হরেঃ সঙ্কীর্ত্তনাদেব নাম্নো নারদমুচ্যতে॥"
(পদ্মপু° উ° খ° ৯৮ অ°)

যাহার মুখে সদা 'হরি' এই দুইটী অক্ষর আছে, তাহার কুরুক্ষেত্র, কাশী, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ গমনের কোন আবশ্যক নাই। হরিনামকীর্ত্তনে যে পুণ্য হয়, শত শত তীর্থগমন তাহার কোটি অংশের এক অংশের তুল্য নহে। ইষ্টা পূর্ত্ত প্রভৃতি যে সকল পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে স্বর্গভোগের পর পুনর্ব্বার জন্ম হইয়া থাকে, কিন্তু হরিনাম একমাত্র মুক্তিপ্রদ। জীব পরিহাসাদি যে কোন প্রকারে হরিনাম করিলে ধন্য ও কৃতার্থ হয়। স্ত্রী, শূদ্র, পুরুষ, পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা প্রভৃতি যে কেহ ভক্তিপূর্ব্বক হরিনাম করিলে তাহার সকল পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। আচণ্ডাল সকলেরই এই মধুর হরিনামে অধিকার আছে। এই হরিনাম-কীর্ত্তনে দেশ, কাল, শৌচাশৌচ প্রভৃতি নিয়ম নাই। সকল সময় এবং সকল স্থানেই এই হরিনাম করা যাইতে পারে।

"অবশ্চিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্ব্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনস্ত ততো বরং॥
যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবসমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥
যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাৎ॥

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবরনরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥" (হরিভক্তিবি° ১১বি°)

ভগবান্ শ্রীহরির নাম স্মরণে সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু নাম সঙ্কীর্ত্তনে ওষ্ঠ মাত্র স্পন্দিত হইলে ভবভয় প্রশমিত হয়, এই হরিণাম-স্মরণ অপেক্ষা হরিনামকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে বাসুদেবের সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়াছেন, তন্মুখেই হরিনাম বিরাজিত থাকে। সত্যযুগে শত শত যজ্ঞানুষ্ঠানে ও ভক্তি ভাবে হরির অর্চ্চনায় যে ফল পাওয়া যাইত, কলিকালে এক হরিনাম-কীর্ত্তনে সেই ফল হইয়া থাকে। ভগবানের এই নাম সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল মধুরের মধুর, সকল নিগমলতার সুন্দর ফল, অধিক কি বলিব, ইহা চৈতন্যস্বরূপ, যদি হেলা বা শ্রদ্ধা ক্রমে এই নাম কীর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তনকারীকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। ভগবানের নাম কীর্ত্তনই পরজ্ঞান, শ্রেষ্ঠ তপস্তা এবং ইহাই পরম তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। নারদ স্বয়ং বলিয়াছেন যে—

"হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম চিদাত্মকং।
ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ॥"(হরিভ°বি°১১বি)

হরিনামই আমার জীবন, এই কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, ইহা দ্বারা বিশেষ করিয়া বলা হইল, জীব কলিকালে এক নামমাহাত্ম্যেই উদ্ধার হইবে। একবার মাত্র চৈতন্যময় হরির নামোচ্চারণে যে ফললাভ হয়, সহস্রমুখ অনন্তও সে ফল বর্ণনায় সমর্থ হন না।

ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, শ্রদ্ধা বা অবহেলাক্রমেও যাহারা আমার নাম জপ করে, সর্ব্বদা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে তাহাদের নাম জাগরিত থাকে, এই হরিনামসদৃশ জ্ঞান, নাম-তুল্য ব্রত, নামতুল্য ধ্যান, নামতুল্য দান, নামতুল্য শান্তি, নামতুল্য পুণ্য এবং নামতুল্য গতি আর নাই। পাপকারী ব্যক্তিগণ যদি হরিনামজপে একান্ত আসক্তচিত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকটে কোনও বিঘ্ন অর্থাৎ কামাদিরিপু, ত্রিতাপ এবং ভীষণ কৃতান্তকিঙ্করগণ অগ্রসর হইতে পারে না। এই নামজপের নিকট স্বর্গফলও তুচ্ছ, ইহা মুক্তির উত্তম বীজস্বরূপ। যাহারা কলিযুগে হরিনাম স্মরণ করে বা অন্যকে ঐ নাম স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহারা কৃতার্থ হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিযোগে তৃণরাশি দগ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ হরিনামসঙ্কীর্ত্তনে পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা নিরন্তর নানাপ্রকার সুখান্বেষণ করেন, তাঁহাদের সতত হরিনাম জপ, হরিনাম চিন্তা এবং হরিনামকীর্ত্তন করাই বিহিত। কলিকালে যে ব্যক্তি হরিনাম কীর্ত্তন করে, তাহার দ্বারা অতীত সপ্তপুরুষ এবং ভবিষ্যৎ চতুর্দ্দশপুরুষ উদ্ধার হইয়া থাকে। হরিনামশ্রবণে যাহার হৃদয়ের প্রেমাশ্রু বিগলিত ও রোমাঞ্চ প্রকটিত না হয়, তাহার হৃদয় নিশ্চয় পাষাণগঠিত এবং বজ্রতুল্য কঠোর। হরিনামকীর্ত্তনের নিত্যতা—যে সকল ব্যক্তি নাম-সঙ্কীর্ত্তন-জাত সুকৃতি সঞ্চয় না করে, তাহারা শতজন্মেও ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় না। বাস্তবিক যে মুহূর্ত্ত বা যে ক্ষণ হরিনাম কীর্ত্তনে ব্যয়িত না হয়, তাহাই মহৎ হানি, মহাচ্ছিদ্র, মোহ ও ভ্রম বলিয়া জানিও। যাহারা হরির নামকীর্ত্তনে লক্ষ্য না করিয়া অন্যত্র গমন করে, তাহাদের ঘোর নরক হইয়া থাকে। যাহারা হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করিয়া থাকে, তাহারা নিদারুণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে মানব নামকীর্ত্তনের নানাপ্রকার ফলশ্রুতি শ্রবণ করিয়াও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, প্রত্যুত তাহাকে অর্থবাদ বলিয়া মনে করে, আমি সংসারের নানাবিধ নিদারুণ যন্ত্রণায় তাহার অঙ্গ নিপীড়িত করিয়া তাহাকে ইহলোকেই দুঃখরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকি।

"অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটং॥
যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্ধধাতি মনুতে যদুতার্থবাদং।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি
সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গং॥" (হরিভক্তিবি° ১১ অ°)

সহস্রদোষে দোষী ব্যক্তিও ভগবানের নামাশ্রয় করিলে ভগবান্ তাহার কোন দোষই গ্রহণ করেন না। ফলকথা নাম পথের সম্বল, জীবের বন্ধু, বরং হরির নিকটে অপরাধী হইলে রক্ষা আছে, কিন্তু নামের নিকটে অপরাধী হইলে কোনও রূপে অব্যাহতি নাই। নামাপরাধ—এই সংসারে যে ব্যক্তি অন্তরে হরি বা হরের নাম ও লীলাদি ভিন্নভাবে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি নামাপরাধী। যে গুরুকে অবজ্ঞা করে, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অখ্যাতি রটনা এবং হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করে, এবং যাহারা নামপ্রভাব জানিয়াও পাপানুধ্যানে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নামাপরাধী। ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ ও হোমাদি এই সকল শুভকর কর্ম্মকে নামের সহিত সাম্য মনে করা, নামশ্রবণ বা গ্রহণে অনবধানতা, অবিশ্বাস, শ্রদ্ধাহীনতা, নামশ্রবণবিমুখজনে উপদেশপ্রদান এই সকল নামাপরাধ। যে ব্যক্তি হরি নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে প্রীতি বা অনুরক্তি প্রদর্শন না করে, এবং আমি, আমার ইত্যাদি জ্ঞান

বা নানাপ্রকার ভোগে তৎপর হইয়া থাকে, সে ব্যক্তিও নামাপরাধী। অনবধানতাবশতঃ নামাপরাধ হইলে সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করিয়া নামেরই শরণাপন্ন হইবে।

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥
নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥"(হরিভক্তিবি° ১১বি°)

যাঁহারা নামাপরাধে অপরাধী, নামসকলই তাঁহাদের পাপ হরণ করিয়া থাকে। অতএব তাঁহারা অনবচ্ছিন্নভাবে নাম-কীর্ত্তন করিবেন, ইহাতে নানা প্রয়োজন সাধিত হয়। একমাত্র ভগবানের নাম যাহার বচনগত, স্মৃতিপথগত, ও শ্রোত্রমূল পতিত হয়, তাহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ বা ব্যবহিত রহিত হইলেও উচ্চারণকারীকে উদ্ধার করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ নাম দেহ ও পরিবারাদি প্রতিপালনের জন্যে প্রযুক্ত বা লোভাসক্ত পাষণ্ডের মধ্যে সংন্যস্ত হইলে সত্বর ফলদায়ক হয় না। হরিভক্তিবিলাস, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে হরিনামকীর্ত্তন, শ্রবণ প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

হরি, ১ ত্রিগর্ত্ত বা কোটকাঙ্গড়ার একজন হিন্দুরাজা, প্রায় ১৪৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

২ পদ্যাবলিধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। ৩ একজন বিখ্যাত প্রাকৃত অলঙ্কারগ্রন্থ-রচয়িতা। নমি তাঁহার কাব্যালঙ্কারে ইহাঁর গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৪ অশৌচনির্ণয়-রচয়িতা। ৫ পদকৌমুদী নামে ব্যাকরণপ্রণেতা। ৬ প্রমাণপ্রমোদ নামে ন্যায়গ্রন্থকার। ৭ শিবারাধনদীপিকারচয়িতা। ৮ সপ্তপদার্থীব্যাখ্যাকার। ৯ সহৃদয় নামে স্মার্ত্তগ্রন্থকার। ১০ হৈহয়েন্দ্র-কাব্য ও তাহার টীকাকার।

হরি আচার্য্য, রামতত্ত্বপ্রকাশ নামক সংস্কৃত গ্রন্থ ও রামস্তবরাজটীকারচয়িতা।

হরিক (পুং) হরিরেব হরি স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। পীত ও হরিদ্বর্ণ অশ্ব, পর্য্যায়—হালক, (হেম) ২ চৌর। ৩ অক্ষক্রীড়ক।

হরিকালদেব (ক্লী) ত্রিপুরার একজন প্রাচীন রাজা।

হরিকালাব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ।

হরিকালীতৃতীয়া (স্ত্রী) ব্রতভেদ।

হরিকুৎস (পুং) গোত্রপ্রবরভেদ।

হরিকণ্ঠ, কিরাতার্জ্জুনীয়-টীকাকার।

হরিকবি, ১ শম্ভুরাজচরিত্র নামক সংস্কৃতকাব্য-রচয়িতা। ২ চক্রপাণির ভ্রাতা, শুভাষিত হরাবলি প্রণেতা। ৩ একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি হিন্দীপদ্যে কবিপ্রিয়ার 'কবিপ্রিয়াভরণ' নামক টীকা, ভাখা-ভূষণের টীকা এবং অমরকোষের হিন্দী অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ইনি খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

হরিকবীন্দ্র, স্বপ্নাধ্যায়-রচয়িতা।

হরিকান্ত, জৈন হরিবংশবর্ণিত দাক্ষিণাত্যের একটী পবিত্রগিরি। এখন হরিকান্তম্ নেল্লুর নামে খ্যাত।

হরিকান্তা, (স্ত্রী) জৈন হরিবংশবর্ণিত একটী নদী।

হরিকূট, লিঙ্গপুরাণোক্ত একটী পর্ব্বত।

হরিকৃষ্ণ, উপসর্গবাদ নামে ন্যায়গ্রন্থ-রচয়িতা।

হরিকৃষ্ণসিদ্ধান্ত, মকরন্দপ্রকাশ নামে স্মার্ত্তগ্রন্থকার।

হরিকেলীয় (পুং) হরিকেলির্ম্মর্হতীতি হরিকেলি-ছ। ১ বঙ্গদেশ (হেম) (ত্রি) ২ তদ্দেশস্থ, বঙ্গদেশবাসী।

হরিকেশ (পুং) হরিঃ পিঙ্গলঃ কেশো যস্য। ১ শিব। ২ বিষ্ণু। ৩ শিবভক্ত যক্ষবিশেষ। এই যক্ষ মহাদেবের অতিশয় প্রিয় ছিলেন, ইনি মহাদেবের উদ্দেশে তপস্যা করিলে মহাদেব ইঁহাকে বর দিয়াছিলেন, এই বরে উক্ত যক্ষ জরামরণবিমুক্ত, সকল শোকরহিত এবং গণাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। উক্ত যক্ষ লোকসমূহের অজেয় এবং যোগচর্য্যাযুক্ত হয়। ইঁহার উদ্‌ভ্রম ও সম্ভ্রম নামে দুই জন পরিচারক ছিল। এই পরিচারকদ্বয় যক্ষ যখন যে আদেশ দিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পরিপালন করিত। (মৎস্যপু° ১৮০ অ°)

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, এই যক্ষ কাশীতে মহাদেবের প্রসাদে দণ্ডপাণিত্ব লাভ করিয়াছিল। (কাশীখ° ২২ অ°)

হরিকেশ, ১ সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত রাজভেদ। (৫২।১) ২ বুন্দেলখণ্ডের জাহাঙ্গীরবাদবাসী একজন প্রাচীন হিন্দী কবি।

হরিকেশরিদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন কাদম্বরাজ। [কাদম্ববংশ দেখ।]

হরিক্রান্ত (পুং) ১ ঘোটক। (ত্রিকা°)

হরিক্রান্তা (স্ত্রী) বিষ্ণুক্রান্তা, চলিত কাল অপরাজিতা।

হরিক্ষেত্র (ক্লী) হরেঃ ক্ষেত্রং। হরিস্থান, বিষ্ণুস্থান, বিষ্ণু যে স্থানে অবস্থান করেন বা বিষ্ণুমূর্ত্তি যে স্থানে আছে।

হরিক্ষেত্র, ১ হিমালয়স্থ একটী প্রাচীন পুণ্যস্থান। (হিমবৎখ° ৮।৭৮) ২ নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী একটী পুণ্যস্থান। (রেবাখণ্ড°)

হরিগাঁও, আসামপ্রদেশে গাড়োপাহাড়ের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, তুরা ও সিঙ্গিমারী যাইবার পথে, কালুনদীর তীরে অবস্থিত। এখানে ইংরাজ যাত্রিগণের থাকিবার পান্থনিবাস আছে।

হরিগন্ধ (পুং) কুঙ্কুমাগুরুচন্দন। (বৈদ্যকনি°)

হরিগিরি (পুং) গিরিভেদ। (মহাভারত ভীষ্ম° ৯ অ°)

হরিগিরি, ১ কুশদ্বীপস্থ পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৫৩।৮) ২ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধরাজ ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক। ৩ প্রতিহাররাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা।

হরিগীতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

হরিগৃহ (ক্লী) হরের্গৃহং। ১ হরির আলয়। ২ পুরীবিশেষ, পর্য্যায়—একচক্র, গুপ্তপুরী। (ত্রিকা°)

হরিগ্রহ (পুং) অশ্বদিগের গ্রহবিশেষ। অশ্বগণ এই গ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ কম্পিত এবং পশ্চাদ্ভাগ নিশ্চল ও কম্পযুক্ত হইয়া অতিশয় পীড়িত হয়।

"কম্পতে পূর্ব্বকায়স্তু নিশ্চলো যস্য পশ্চিমঃ।
পশ্চাল্লঙ্গী সকম্পশ্চ খিদ্যতে হরিপীড়িতঃ ॥" (জয়দত্ত ৫৭অ°)

হরিচন্দন (ক্লী) হরেরিন্দ্রস্য প্রিয়ং চন্দনং। ১ দেবতরুবিশেষ।

'পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনং ॥' (অমর)

ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—'চন্দয়তি আহ্লাদয়তি চন্দনং চদি আহ্লাদে দীপ্তৌ নন্দাদিত্বাদনঃ, হরেরিন্দ্রস্য চন্দনং' (ভরত)

২ চন্দনবিশেষ, চলিত সারচন্দন। পর্য্যায়—তৈলপর্ণিক, গোশীর্ষচন্দন, সুরাহ্ব, হরিগন্ধ, সুরাহ, দিব্য, দিবিজ, মহাগন্ধ, নন্দনজ, লোহিতজ। গুণ—শীত, বমথু, ভ্রমদোষ, মান্দ্য ও মেদোদোষনাশক। (রাজনি°) [চন্দন দেখ।] ৩ পীতচন্দন। চলিত কদম্ব।

'কালীয়কন্তু কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনং।
হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালানুসার্য্যকঃ।' (ভাবপ্র°)

পারিভাষিক হরিচন্দন—তুলসীকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া কর্পূর ও অগুরুযোগ অথবা কেশর যোগ করিলে তাহাকে হরিচন্দন কহে।

"ঘৃষ্টঞ্চ তুলসীকাষ্ঠং কর্পূরাগুরুযোগতঃ।
অথবা কেশরৈর্যোজ্যং হরিচন্দনমুচ্যতে ॥" (পদ্মপু°পা° ১২অ°)

হরিচন্দনং তদ্বর্ণোঽস্ত্যস্যেতি অচ্। ৫ জ্যোৎস্না। ৬ কুঙ্কুম। ৭ পদ্মকেশর। ৮ কান্তাঙ্গ। ৯ রক্তচন্দন। (বৃহৎস° ৫।১৭)

হরিচন্দ্রগড়, বোম্বাইপ্রদেশে অকোলা হইতে ২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী গিরি ও গিরিদুর্গ, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৭০০ ফিট্ উচ্চ। ভীমা ও গোদাবরীর অববাহিকা এখানেই বাহির হইয়াছে। ইহার মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত অতি চমৎকার গুহামন্দির দৃষ্ট হয়।

হরিচন্দ্র, ১ একজন বিখ্যাত প্রাচীন সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য-রচয়িতা বাণ হর্ষচরিতের প্রারম্ভে ভট্টার হরিচন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২ সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন প্রাচীন কবি। ৩ সুভাষিতাবলীধৃত একজন বৈদ্যকবি। ৪ চরকসংহিতার একজন প্রাচীন ভাষ্যকার। মহেশ্বর, হেমাদ্রি প্রভৃতি ইহাঁর নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৫ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চর্খারিনিবাসী একজন হিন্দীকবি। ইনি ছন্দঃস্বরূপিণী নামে একখানি হিন্দী ছন্দোগ্রন্থ রচনা করেন।

হরিচরণদাস, ১ কুমারসম্ভবের দেবসেনানামে টীকা-রচয়িতা। ২ একজন বঙ্গীয় কবি। অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র অচ্যুতের শিষ্য। ইনি অদ্বৈতপ্রভুর জীবনী অবলম্বনে 'অদ্বৈতমঙ্গল' রচনা করেন।

হরিচাপ (পুং) হরেরিন্দ্রস্য চাপঃ। ইন্দ্রধনুঃ।

হরিজ (ক্লী) হরির পুত্র, হরি হইতে উৎপন্ন।

হরিজন, এই নামে চারিজন হিন্দী কবির নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কবিপ্রিয়ার পদ্যটীকাকার ও রসিকপ্রিয়ার টীকাকারই প্রসিদ্ধ।

হরিজাত (ত্রি) হরিতবর্ণ। "রাধো হরিজাতো হর্য্যতং" (ঋক্ ১০।৯৬।৫) 'হরিজাতঃ হরিতবর্ণঃ' (সায়ণ)

হরিজাবক (পুং) চণকবৃক্ষ, ছোলার গাছ। (বৈদ্যকনি°)

হরিজীবনমিশ্র, ১ লালমিশ্রের পুত্র, বৈদ্যনাথের বংশোদ্ভব। ইনি সংস্কৃতভাষায় "বিজয়পারিজাত" নাটক রচনা করেন। ২ স্নানসূত্রপদ্ধতি-রচয়িতা।

হরিণ (পুং) হরতি মনঃ হ্রিয়তে গীতাদিনা বা হৃ (শ্যাস্ত্যাহৃঞ-বিভ্যা ইনচ্। উণ্ ২।৪৬) ইতি ইনচ্। স্বনামখ্যাত পশু, পর্য্যায়—মৃগ, কুরঙ্গ, বাতায়ু, অজিনযোনি, সারঙ্গ, চলন, পৃষৎ, ভীরুহৃদয়, ময়ু, চারুলোচন, জিনযোনি, কুরঙ্গম, ঋষ্য, ঋষ্য, রিষ্য, রিশ্য, এণ, এণক, কৃষ্ণতার, সুলোচন ও পৃষত।

ইহারা স্তন্যপায়ী ও রোমন্থনকারী চতুষ্পদ পশুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গবাদির ন্যায় তৃণই ইহাদের প্রধান আহার। বনান্তরালে তৃণগুল্মাচ্ছাদিত প্রান্তরমধ্যে ইহারা দলে দলে বিচরণ করিয়া থাকে। শিকারী শত্রু বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপনে ইহাদের উপর তীর অথবা গুলি নিক্ষেপ করিয়া ইহাদিগকে নিহত করে। যখন ইহারা এইরূপ অতর্কিত অবস্থায় শত্রুর আগমন বুঝিতে পারে, তখন দীর্ঘাকার পদচতুষ্টয়ের সাহায্যে প্রাণের ভয়ে ইহারা এরূপ বেগের সহিত প্রধাবিত হয় যে, অধিকাংশ সময়ই বেগভরে শূন্যমার্গে অবস্থান করিয়া থাকে এবং অতি অল্প সময়ের জন্য ভূপৃষ্ঠে পদরক্ষা করে। মহাকবি কালিদাস তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "অভিজ্ঞানং-শকুন্তলং" নামক নাটকে শকুন্তলাপালিতা পলায়মানা হরিণীর যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হরিণমাত্রেরই দ্রুতগামিত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইহাদের গাত্র বড় বড় লোমে আবৃত। পদদ্বয়ে দুই ভাগে বিভক্ত ক্ষুর আছে। মস্তকোপরি দুইটী শৃঙ্গ, এই শৃঙ্গগুলি জাতিবিশেষে বিভিন্ন। কোন কোন শ্রেণীর হরিণের শৃঙ্গ ৪।৫টী ডাল

যুক্ত, কাহারও বা প্রশস্ত মাংসপিণ্ডবৎ চর্ম্মাচ্ছাদনে আবৃত এবং কোন কোনটী বা গবাদির ন্যায় দ্বিশৃঙ্গবিশিষ্ট। স্থানবিশেষে ও জাতিভেদে ইহাদের মুখাবয়ব এবং গাত্রবর্ণও স্বতন্ত্র হয়। অধিকাংশ হরিণের গাত্র গাঢ় অথবা ঈষৎ হরিদ্রারঞ্জিত রোমে আচ্ছাদিত; আবার তাহারই মাঝে মাঝে সাদা রঙ্গের ফুট্‌কি বা লম্বা ডোরা দেখা যায়। অপর কতকগুলির গাত্র পিঙ্গলবর্ণ লোমে সমাচ্ছাদিত।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ উপরি বর্ণিত বাহ্য পার্থক্য ও অস্থিগঠন লক্ষ্য করিয়া হরিণজাতিকে প্রধানতঃ দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—১ বহুধা বিভক্তশৃঙ্গ হরিণ—Cervidæ ও দ্বিশৃঙ্গ হরিণ—Bovidæ। প্রথমোক্ত শ্রেণীর হরিণগুলি ইংরাজীতে Deer এবং শেষোক্ত শ্রেণীর হরিণগুলি Antilope পদবাচ্য। যে সকল হরিণের শৃঙ্গ নিরেট অস্থিময় তাহারাই Deer এবং যাহাদের শৃঙ্গ ফাঁপা তাহারাই Antilope.

Cervus শ্রেণীর হরিণগুলি প্রকৃত হরিণপদবাচ্য। এই শ্রেণীতে য়ুরোপের Red-deer বা লালবর্ণ হরিণ ও তাহার সহিত নৈকট্যযুক্ত অন্যান্য হরিণ, Reindeer বা বল্‌গা হরিণ ও Fallow deer (ভূমিকর্ষণকার্য্যোপযোগী) গণ্য হইতে পারে। এসিয়া ও য়ুরোপ মহাদেশের উত্তর ভাগেই ইহাদের বাস। ইহাদের শৃঙ্গে একটী মধ্যশলাকা ও কতকগুলি ফেক্‌ড়া আছে। এই কারণে ইহাদিগকে শৃঙ্গরাজ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। অন্যান্য হরিণশ্রেণীতে এরূপ শৃঙ্গসজ্জা দেখিতে পাওয়া যায় না। শরীর ও পদ দীর্ঘাকার এবং গঠন অপর হরিণজাতি হইতে একটু স্বতন্ত্র। ইহাদের শৃঙ্গের গোড়া একটী, তাহার মধ্য শৃঙ্গ নিরেট ও মোটা, শৃঙ্গোপরিভাগ অধিক অথবা অল্প শাখায় বিভক্ত। মুখাগ্র কতকটা ছুঁচাল। চক্ষুর আবরক বিস্তৃত, ওষ্ঠের কিছু উপর দিকে এক গোছা লোম আছে, চক্ষুকোটর মধ্যম ভাবে প্রবিষ্ট, পুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র ও উহার চারিধারে একটী চক্রাকৃতি বিদ্যমান। লোমগুলি মোটা খোঁচা খোঁচা এবং বড়। মুখাভ্যন্তরে নিম্ন মাড়ীতে ৬টী বা ৮টী ছেদনদন্ত ও উপরের মাড়ীতে চর্ব্বণদন্ত আছে। Cervus শ্রেণীতে যে কয় প্রকার হরিণ দৃষ্ট হয়, নিম্নে তাহাদের নাম ও অবয়বের পার্থক্য বিবৃত হইল—

Cervus elaphus কাশ্মীরদেশ-প্রসিদ্ধ হোঙ্গুল বা হোঙ্গুল নামক হরিণ। হিন্দী বড়শিঙ্গা, ইহা C. Wallichib নামেও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌সমাজে পরিচিত। ইহা সাধারণতঃ ৭ হইতে ৭৷৹ ফিট্ লম্বা ও ১২৷১৩ হাত (অশ্বের মাপ) উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদের পুচ্ছ ৫ ইঞ্চি মাত্র হয়। কাশ্মীরের বয়োবৃদ্ধ বড়শিঙ্গাগুলির শৃঙ্গ সাধারণতঃ তিনটী শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া ১২টী হইতে ১৮টী পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণাগ্রবিশিষ্ট দেখা যায়। শৃঙ্গগুলি সাধারণতঃ ৪০ ইঞ্চ হইতে ৪৮ ইঞ্চ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং দুইটী শৃঙ্গের শিখরদেশ পরস্পরে ৪১ ইঞ্চ ব্যবধান। ইহাদের গাত্রবর্ণ পিঙ্গলাভ ধূসর বর্ণ। লাঙ্গুলচক্র শ্বেতবর্ণ, তাহার পর একটী কৃষ্ণাভ বলয়াকার রেখা, উহা ক্রমশঃ ফিকা হইয়া গাত্রবর্ণে মিশিয়া গিয়াছে। পদচতুষ্টয় ও গাত্রপার্শ্ব গাত্রবর্ণ অপেক্ষা ক্ষীণতর, ওষ্ঠদ্বয় ও চিবুক শ্বেতবর্ণ। গ্রীবাদেশে যে রোমগুচ্ছ আছে, তাহা গাত্রলোমের অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ, ঘন ও থোবার ন্যায় বিলম্বিত এবং অপর স্থানের রোমাপেক্ষা অধিকতর পিঙ্গল।

এই হরিণগুলি য়ুরোপে বিশেষতঃ স্কটলণ্ডের লাল হরিণের (Red Deer) অনুরূপাকৃতি; কিন্তু য়ুরোপীয় হরিণগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া থাকে এবং ইহাদের শৃঙ্গগুলি য়ুরোপীয় হরিণের ন্যায় থসকা নহে। বড়শিঙ্গাগুলি গ্রীষ্ম ঋতুতে কাশ্মীরের পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থ দেবদারুবনে ৯ হাজার হইতে ১২ হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া থাকে। শরতের প্রারম্ভে ও শীতের প্রাদুর্ভাবে ইহারা ঐ উচ্চ পর্ব্বতপৃষ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত নিম্নতর বনান্তরালে আসিয়া বাস করে। জের্ডন সাহেব লিখিয়াছেন যে,—১৫ই এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক হরিণই শৃঙ্গ পরিত্যাগ করে এবং অক্টোবর অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাহাদের শৃঙ্গ পুনরায় সম্পূর্ণ ভাবে বাড়িয়া উঠে। এই সময়ে তাহাদের মৈথুনকাল সমুপস্থিত হয়, হরিণগুলিকে ঐ সময়ে বনমধ্যে মুহুর্মুহুঃ চিৎকার করিতে শুনা যায়। এপ্রিল মাসে হরিণীরা শাবক প্রসব করে। ঐ শাবকগুলির গাত্র সাদা সাদা চক্র-চিহ্নাঙ্কিত হয়। পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ার, পারস্যে ককেসস্ পর্ব্বত ও আলটাই পর্ব্বতের পাদমূলস্থ বনদেশে, বৈকাল হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে ও লেনানদীতীরে এই শ্রেণীর হরিণ দলে দলে বিচরণ করিতে দেখা যায়।

এই শ্রেণীর মধ্যে যেগুলি য়ুরোপীয় Red Deer বলিয়া খ্যাত, তাহাদের বর্ণ পিঙ্গল, পাছার উপর পুচ্ছ হইতে একটী ফিকা রেখা আছে। ইহাদের এক একটী প্রায় ৪ মণ ওজনের হইয়া থাকে। কর্সিকাদ্বীপজাত এই শ্রেণীর হরিণগুলি C. Corsicus নামে স্বতন্ত্র শাখায় অভিহিত। C. Barbarus নামক হরিণ আফ্রিকার বার্ব্বারি রাজ্যোপকূলদেশে বাস করে। ইহা প্রাণিবিদ্-সমাজে আল্‌জিরিয়া দেশজ হরিণ বলিয়া আখ্যাত। তথাকার মুরগণ ইহাদিগকে বুষ্-গোট (Bush goat) বলিয়া থাকে।

C. affinis সিকিমরাজ্যের পার্ব্বত্যদেশজাত হরিণ—ইহা তিব্বতদেশে "যৌ" বা শিয়া রূপচু নামে খ্যাত। ইহারা প্রধানতঃ শালবনেই বিচরণ করিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমভারতপ্রান্তবাসী হিন্দুগণ ইহাদিগকে বড় শিঙ্গা ও বলিয়া থাকেন। ইহাদের অস্থি

স্থূলাকার এবং উত্তরআমেরিকার কানাড়া রাজ্যজাত বাহিতি নামক হরিণের ন্যায় বড়।

সিকিমজাত এই হরিণগুলি দীর্ঘশৃঙ্গ হয়। ইহাদের শৃঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত, গোলাকার মসৃণ ও ফেকাশে রঙের হইয়া থাকে। গাত্রবর্ণ শীতকালে উজ্জ্বল ধূসর দেখা যায়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ফিকা লালবর্ণের হয়। সচরাচর হরিণগুলি ৮ ফিট্ লম্বা এবং স্কন্ধের নিকটে ৪॥০ হইতে ৫ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। ইহার এক জোড়া শিঙ্গের বক্রতা ধরিয়া ৫৪ ইঞ্চ হইয়াছে। উহাদের বক্র ভাগের পরস্পর ব্যবধান ৪৭ ইঞ্চ। এই শ্রেণির হরিণ প্রধানতঃ তিব্বতের পূর্ব্বাংশে ও সিকিম সীমান্তবর্ত্তী চুম্বি-উপত্যকা নামক তিব্বত রাজ্যাংশে বাস করে। এই জাতীয় হরিণই বোধ হয়, উত্তর চীনপ্রদেশের বড় হরিণ ও সাইবেরিয়ায় ইর্ব্বিস্। ইহারা নেপালের পশ্চিম সীমার সর্ব্বশেষ দ্রাঘিমা অতিক্রম করিয়া আরও পশ্চিম এসিয়ায় বিচরণ করে না। জাপানদ্বীপজাত C. Sika (সিকা) নামক হরিণ এবং মাঞ্চুরিয়া ও ফর্ম্মোজাজাত C. mantchuricus ও C taiouanus নামক দুইটী স্বতন্ত্র শাখার হরিণকে এই শ্রেণীর অন্যতর শাখায় স্থান দেওয়া যাইতে পারে। রেন্-ডিয়ার (Rein deer) বা বল্গা হরিণ (Tarandus rangifer) এসিয়া ও য়ুরোপ মহাদেশের চিরতুষারাবৃত উত্তর মরুরাজ্যে এবং ফালোডিয়ার (Fallow-deer, Dama Vulgaris) সমগ্র য়ুরোপখণ্ডে ব্যাপ্ত। ইহাদের শৃঙ্গগুলি অল্পবিস্তর চেপ্টা। বল্গা হরিণের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম। স্থানভেদে ইহাদের মধ্যে প্রকারভেদ ঘটিয়াছে। জাতিগত পার্থক্যের মধ্যে নিম্নোক্ত কয় প্রকার হরিণ সাধারণের নিকট বিলক্ষণ প্রভেদসম্পন্ন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে—

১ উড্লণ্ড কারিবৌ (Woodland Caribou)

২ গ্রেট কারিবৌ (of the Rocky mountains)

৩ লাব্রেডর বা পোলার কারিবৌ।

৪ সাইবিরিয়ার বল্গা হরিণ।

৫ নিউফাউণ্ডলণ্ড কারিবৌ।

উপরি উক্ত 'কারিবৌ' বল্গা হরিণগুলি উত্তর এসিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার অধিবাসী। উড্লাণ্ড কারিবৌগুলি ফার রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবস্থিত বনমালাবিরাজিত ভূখণ্ডে বাস করে। আর এক শ্রেণীর কারিবৌগুলি Barren-ground Caribou নামে প্রসিদ্ধ, ইহারা শীতকালে বনভাগে যাইয়া বাস করে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহারা বনভাগ পরিত্যাগ করিয়া উত্তর মহাসাগরের উপকূলভূমে এবং তুষারময় বালুকাকীর্ণ মরুময় প্রান্তরে বিচরণ করে। সাইবেরিয়ার বল্গা হরিণগুলি বৃহদাকৃতি, ইহাদের শৃঙ্গগুলিও বড় এবং নানা প্রশাখাযুক্ত হয়। তঙ্গুসিয় নামক তথাকার অধিবাসীরা ইহার মুখে বল্গা লাগাইয়া গাড়ী টানাইয়া থাকে। লাপ্লাণ্ডদেশের অধিবাসিবর্গ তদ্দেশজাত বল্গা হরিণ লইয়া যানবাহনের কার্য্য করে। এই হরিণগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের হইয়া থাকে।

বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু ও শীতের প্রাচুর্ভাব অনুসারে এবং খাদ্যের ইতরবিশেষে ইহাদের শরীরের গঠন ও পুষ্টির বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। নরওয়ে ও সুইডেনের বল্গা হরিণগুলি ফিন্মার্ক ও লাপলণ্ডের বল্গা হরিণ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং শেষোক্ত দুই দেশের অপেক্ষা স্পিটসবর্জেন দ্বীপের হরিণগুলি বড়। ইহাদের অপেক্ষা এসিয়ার উত্তরদেশবাসী তুঙ্গসীয়দিগের পালিত বল্গা হরিণ আরও অনেক বড়। বনভাগে বৃক্ষপত্র, মরুদেশে গুল্ম, লিচেন ও নানারূপ মূল ও শৈবালাদি এবং জলাজমিজাত সুদীর্ঘ তৃণ ইহাদের প্রধান আহার্য্য। লাপলণ্ডদেশ দুই ভাগে বিভক্ত। তথাকার পার্ব্বত্যবিভাগ আল্পাইন্ ট্রাক্ট (Alpine tract) এবং পর্ব্বতসানুস্থ ক্রমোচ্চ নিম্ন বনভূমি Lowland Country নামে খ্যাত। এই শেষোক্ত স্থানটী হোয়াইট-সি নামক উপসাগরতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। লাপলণ্ডের পার্ব্বত্য অধিবাসীরা এক সঙ্গে দুই চারি শত হইতে সহস্রাধিক বল্গা হরিণ পালন করে। বনবাসীরা শতাধিকের অধিক রাখে না। ইহারা স্লেজ নামক যান টানিয়া লইয়া যায়। দ্রব্যাদি বহনার্থ ভারবাহী পশুরূপেও ইহাদের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। ইহারা স্লেজের উপর ৪ মণ পর্য্যন্ত মাল অক্লেশে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

ইহারা অতিশয় দ্রুতগামী, ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে ও তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত লইয়া অতি দ্রুত গতিতে ৪৮ ঘণ্টায় ৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া লইয়া যায়। গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াই হতভাগ্য পশুটী দেহত্যাগ করে। সুইডেন রাজ্যের ডোট্নিং-হোম রাজপ্রাসাদে ঐ হতভাগ্য পশুর চিত্র ও তাহার অত্যদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী লিখিত আছে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ পিকৃটেট্ শুক্রগ্রহের সূর্য্যাতিক্রমণ নিরীক্ষণ করিতে উত্তর লাপলণ্ডে গিয়াছিলেন। তিনি ও তাহার সঙ্গীরা যে স্লেজে চড়িয়া ছিলেন, তাহার চালক তাহাদের দ্রুত লইয়া যাইবার প্রত্যাশায় বেগে গাড়ী চালাইয়া দেয়, এই দৌড়ে মিঃ পিক্টেটের স্লেজের হরিণটী ঘণ্টায় ১৯ মাইল হিসাবে দৌড়াইয়া ছিল। তথাকার প্রায় সকল হরিণই ১৯ ঘণ্টায় ১৫০ মাইল পথ অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতে পারে।

উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা বিশেষতঃ গ্রীণলণ্ডবাসী ও তথাকার স্কুইমোগণ-বল্গা হরিণ শিকার করে। তাহারা

উহার মাংস খায়, চর্ম্ম দ্বারা শীতের আবরণবস্ত্র ও উহার লোমে এক প্রকার কম্বল প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐরূপ একখানি কম্বল ও হরিণচর্ম্মনির্ম্মিত জামা পরিধান করিয়া স্বচ্ছন্দে উত্তর মেরুতে শীতকালের রজনী অতিবাহিত করা যায়।

C. Canadenosis—উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যজাত হরিণ। ইহাদের গাত্রবর্ণ, আকৃতি ও শৃঙ্গের গঠন সর্ব্বতোভাবে য়ুরোপীয় লাল হরিণের মত। নূতন ইংলণ্ডে প্রকৃত এক্ (Elk or Black Moose) নামক হরিণের সহিত ইহাদের পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্য তথাকার লোক ইহাকে Gray Moose বলিয়া থাকে। উত্তর কানাডা প্রদেশে C. Macrotis নামে আর এক প্রকার হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের গাত্রবর্ণ রক্তাভ-পিঙ্গল; পাছার উপর ও পুচ্ছমূল হইতে কিছু দূরে বড় বড় দুইটী চক্র আছে এবং পার্শ্বদ্বয়ে দুইটী কালরেখা। এই জাতীয় হরিণগুলির গলার রোমাবলী অধিকতর বর্দ্ধিত দেখা যায় এবং উহা কৃষ্ণবর্ণ ও লাল বিন্দুযুক্ত। C. Canadensis নামক হরিণগুলি Wapiti (বাপিতি) নামে সাধারণে প্রচলিত। উইনিপেগ নামক হ্রদের দক্ষিণ সীমা হইতে সস্কাটচে বান নদীতীর ও তথা হইতে ১১১° দ্রাঘিমায় এক নদীতীর পর্য্যন্ত ইহাদের বসবাস আছে। কালিফর্ণিয়ার সমতল প্রান্তরে ও মিসৌরী নদীর উত্তরাংশে ইহারা দলে দলে বাস করে।

এই শ্রেণীর হরিণগুলির ককুদের নিকট প্রায় ৪॥০ ফিট্ উচ্চ। পুচ্ছ হরিদ্রাভ ও ২॥ ইঞ্চি লম্বা। ইহাদের শরীরের ও পদের রোমাবলী ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রীবা, কণ্ঠ ও মস্তকপার্শ্বের রোমাবলি দীর্ঘ। গ্রীবাস্থ লোমের বর্ণ লাল ও কালমিশ্রিত, গাত্রপার্শ্বের লোমাবলী কাল, চক্ষুর্দ্বয়ের চতুষ্পার্শ্বে পিঙ্গল বর্ণের একটী গোল রেখা আছে। ইহারা গর্দ্দভের ন্যায় তারস্বরে চিৎকার করে এবং মধ্যে মধ্যে গলা কাঁপাইয়া শিসবৎ শব্দ বাহির করিয়া থাকে। যত প্রকার হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বাপিতিরাই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বোধ পশু।

ইহাদের মাংস রুক্ষ। শরীরে অধিক পরিমাণে চর্ব্বি থাকায় মাংস রসহীন ও এই মাংসের আস্বাদ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাদের চর্ম্ম হইতে ভারতীয় প্রথায় চামড়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। মুজ্ বা বল্‌গা হরিণের চর্ম্মে এরূপ পরিষ্কার চামড়া প্রস্তুত হয় না। ইহাদের শৃঙ্গের উপর মখমলের ন্যায় এক প্রকার কোমল আবরণ থাকে। মৈথুনের সময়ে উহারা তাহা ঘসিয়া তুলিয়া ফেলে, কিন্তু সেই ঘর্ষণে শৃঙ্গ খসিয়া যায় না। পরবর্ত্তী মার্চ্চ বা এপ্রিল মাসে শৃঙ্গগুলি আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়ে। *Alces Malchis* হরিণজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার। ইংরাজ লেখকদিগের নিকট ইহারা Elk, Black Elk বা Moose deer প্রভৃতি নামে বর্ণিত। মৃত্তিকা হইতে ইহাদের ককুদের উচ্চতা অশ্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। শৃঙ্গদ্বয় প্রায় ৩০।৩৫ সের ভারি। বোধ হয় সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর এরূপ ভারযুক্ত শৃঙ্গবহনের উপযোগী করিয়াই স্কন্ধকার্য্যও সুদৃঢ় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কারণে ইহাদের গঠনসৌষ্টবের অনেক লাঘব হইয়াছে। হরিণী ও শাবকগুলিকে দেখিলে এক রূপই মনে হয় বটে, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক একটী হরিণকে সশৃঙ্গ নিরীক্ষণ করিলে তাহার বন্যসৌন্দর্য্যের গাম্ভীর্য্য অতীব রমণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাদের চক্ষু ক্ষুদ্র ও কোটরগত, কর্ণ সুদীর্ঘ রোমে সমাবৃত। গ্রীবা ও স্কন্ধসন্ধি নিবিড় জটার ন্যায় রোম-জালে সমাচ্ছন্ন। কণ্ঠেও লম্বা লম্বা মোটা লোম আছে। পুচ্ছ ৪ ইঞ্চির অধিক হয় না। পদচতুষ্টয় দীর্ঘাকার, রোমহীন, পরিচ্ছন্ন ও দৃঢ়গঠন। ইহাদের লোমগুলি এরূপ কঠিন যে, একটু বাঁকাইয়া ধরিলেই ভাঙ্গিয়া যায়।

ককুদ উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত পুষ্ট হওয়ায় ইহাদের আকৃতি অনেকটা বৃষের মত দেখা যায়, ইহাদের শৃঙ্গ ৬ ফুট্ বিস্তৃত এবং একেবারে দুইটী করিয়া শাবক হয়। ইহাদের মাংসাস্থি একত্র ১১ শত হইতে ১২ শত পাউণ্ড ওজনের হয়। এরূপ মাংস অন্যান্য হরিণের মাংস অপেক্ষা কঠিন ও দানাদার হইলেও খাইতে নিতান্ত মন্দ নহে। ধূঁয়ায় পক্ব অথবা টাট্‌কা মাংস রন্ধন করিয়া খাইতে সুমিষ্ট বোধ হয়।

ইহারা বড়ই ভীতস্বভাব। মনুষ্যের সমাগম বুঝিতে পারিলেই ইহারা প্রাণপণে পলায়ন করে, মৈথুনকালে ইহাদের স্বভাব মদনোন্মত্ত হইয়া বড়ই ভয়াবহ হয়। এমন কি, তখন পদের ক্ষুর, অথবা শৃঙ্গের আঘাতে ইহারা ব্যাঘ্রকেও মারিয়া ফেলে। এই সময় ক্রোধান্ধ হরিণগুলির এরূপ অবস্থা হয় যে, স্কন্ধের রোমগুলি সিংহকেশরের ন্যায় খাড়া হইয়া উঠে। তখন ইহাদের বন্য প্রকৃতি আরও ভীষণতর দেখায়। ইহারা লাফাইয়া লাফাইয়া যায়। ইহাদের পায়ের ক্ষুর এরূপ ভাবে গঠিত যে, দ্রুতগমনকালে বল্‌গা হরিণের ন্যায় এক প্রকার চটপট শব্দ উত্থিত হইতে থাকে। ইহারা অতিশয় সন্তরণপটু, গ্রীষ্মকালে প্রায়ই জলে থাকে। শীতকালে ইহারা গভীর জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করে এবং পাছে বনলতা শৃঙ্গে জড়াইয়া যায় এই আশঙ্কায় ইহারা আপনাপন শৃঙ্গ সমানভাবে লইয়া যায়। ঐ সময়ে ইহারা প্রায় এককই থাকে; কদাচ দু একটীতে একত্র বিচরণ করে। ইহাদের শাবকের কচি মাংস খাইতে স্বাদু ও উপাদেয়। বড়গুলির তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। স্কন্দনেভিয়া ও আমেরিকার অধিবাসিবর্গ এই মাংস বিশেষ আগ্রহের সহিত খায়। ইহার চর্ম্মে জামা, পায়জামা প্রভৃতি প্রস্তুত

হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সেনাবিভাগে সৈনিকবর্গের জন্য প্রায়ই হরিণের চামড়ার জামা প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বকালে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামবাসীরা হরিণচর্ম্মনির্ম্মিত পায়জামাকে পূর্ব্ব পুরুষ হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তির মত বিশেষ সমাদর করিত এবং অতিযত্নে রাখিয়া উত্তরাধিকারী-দিগকে দান করিয়া যাইত। এই শ্রেণীর হরিণ সহজেই পোষ মানে। পূর্ব্বে বহুলোকে স্লেজ চালাইবার জন্য এক একটী বাড়ীতে রাখিত। কিন্তু ইহারা অতিশয় গমনশীল। অপরাধিবর্গ রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবার ভয়ে স্লেজে চড়িয়া অবলীলাক্রমে দূর দেশে চলিয়া যাইত, আর তাহাদের সহজে ধরা যাইত না; এই কারণে রাজ-শাসনে স্লেজ চড়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুইডেনে বৎসরের সকল সময়ে এই হরিণহত্যা করা রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। নরওয়ে রাজ্যে সেরূপ কোন নিয়ম নাই; তবে ১লা জুলাই হইতে ১লা নবেম্বর মাসের মধ্যে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পশুহত্যা রাজার অভিমত। তথায় নিয়মিত সংখ্যার একটী অধিক হরিণ শিকার করিলে রাজদ্বারে ২০ পাউণ্ড মুদ্রাদণ্ড দিতে হয়।

Fallow deer (Dama Vulgaris) শ্রেণীর হরিণ য়ুরোপের উত্তরাংশে, স্পেন, গ্রীস, হেলিলাণ্ড, চীন, থাবোর শৌল ও ভু-হালডে নামক স্থানে প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে মোল্‌ডাভিয়া ও লিথুয়ানিয়া প্রদেশেও ইহার অভাব নাই। উপরিবর্ণিত হরিণশাখা ব্যতীত আরও কয়টী বিভিন্ন প্রকার হরিণ আছে, তন্মধ্যে একটী থাকের বর্ণ দুগ্ধের ন্যায় সাদা। নিনিভে নগরীর ভগ্ন প্রাসাদপ্রাচীরে এই শ্রেণীর হরিণের ভাস্করচিত্র উৎকীর্ণ আছে।

Panolia Eldii—এক প্রকার ভারতীয় হরিণ, ইহারা শিঙ্গ-নাই, সুঙ্গাই বা সুঙ্গনাই নামে খ্যাত। Rucirvus Duvancellii অন্য এক প্রকার ভারতীয় হরিণ। ইহাই সুন্দরবনের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রিত হরিণ। ইহারা শরতৃণমণ্ডিত জলাভূমিতে ও বড় বড় নদীর ব'দ্বীপভাগে সাধারণতঃ বিচরণ করে, কখনও পর্ব্বতে বা গভীর জঙ্গলে গমন করে না। য়ুরোপীয়দিগের নিকট ইহারা Swamp-Deer নামে পরিচিত। বাঙ্গালার ও হিন্দুস্থানের শিকারীরা ইহাকে 'বড়শিঙ্গা' বলে। হিমালয় পাদমূলে ইহারা মাহা, নেপালতরাই—বরায়া, খয়রাদুনে—ঝিকাড়, মুঙ্গেরে—পতিয়া-হরিণ, মধ্যভারতে—(পুং) গোঁওজক, ও (স্ত্রী) গাওনি নামে খ্যাত। ইহাদের শৃঙ্গগুলি বড়, দৃঢ় ও অর্দ্ধ বৃত্তাকার। গাত্রবর্ণ সাম্বর-হরিণ অপেক্ষা অনেকটা ফিকা। লোম সরু পশমের মত। গাত্রবর্ণ শীতকালে হরিদ্রাভ-পিঙ্গল এবং গ্রীষ্মকালে সুপারির রঙ্‌, অথবা গাঢ় পিঙ্গলাভ লালবর্ণ হইয়া থাকে। পুচ্ছের নিম্নভাগ সাদা। হরিণীগুলি সাদা ও পিঙ্গল-মিশ্রিত। ছানাগুলির গাত্র শ্বেতবিন্দুযুক্ত। ইহারা সাধারণতঃ লম্বে ৬ ফিট্, পুচ্ছ ৮।৯ ইঞ্চ এবং খাড়াই ১১ হইতে ১১।০ হাত অর্থাৎ ৪৪ হইতে ৪৬ ইঞ্চ হয়। শৃঙ্গগুলি ৩ ফিট্ বা কিছু অধিক হইয়া থাকে এবং বুড়া হরিণগুলির শৃঙ্গে প্রায় ১৪।১৫টী পয়েন্ট বা ছুঁচাল অগ্রভাগযুক্ত প্রশাখা দৃষ্ট হয়।

হিমালয়শৈলের পাদমূলস্থ বনভূমে, খয়রাদুন হইতে ভোটান পর্য্যন্ত স্থানে, আসাম প্রদেশে, ব্রহ্মপুত্রের চরে ও ব'দ্বীপাংশে, সুন্দরবনের পূর্ব্বাংশে, মধ্যভারতের বনভাগে ইহাদিগকে সাধারণতঃ এবং নর্ম্মদা-নদীর দক্ষিণে কদাচ দু-একটি দেখা যায়। ইহার সহিত উপরি উক্ত Panolia Eldii শাখার হরিণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌসাদৃশ্য আছে। C. Frontalis ও C. dimorpha নামক শাখাদ্বয়কে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। নেপালের Rusa dimorpha ও Panolia Eedii দুইটি স্বতন্ত্র জাতি। ব্রহ্মরাজ্যে ইহা থোমিন বা তে-মিন্ নামে খ্যাত। ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গে ইহারা ঘোষ এবং নেপাল-মোরঙ্গের শালবনে গৌর বা ঘোষ নামে পরিচিত।

Rusa Aristotelis—হিমালয় হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে ও তৎপ্রান্তদেশে ইহাদের বাস। ইহারাই ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ সাম্বর হরিণ। ইংরাজীতে Samboo বা Sambor Stag নামে খ্যাত। হিমালয় দেশে—জারৈ, জেরাও; নেপালতরাই—মাহা, মহারাষ্ট্ররাজ্যের ঘাটপ্রান্তে—মেরু; গোণ্ড—মাঙ্গাও, কণাড়ী—কড়বী, কড়বা; তেলগু—কন্নাডী, পূর্ব্ববঙ্গ—গাওজ ও ঘোষ এবং হরিণীগুলি ভালোঙ্গী নামে পরিচিত।

এই শ্রেণীতে C. hippelaphus বা ফর্সা জরাই, C. Aristotelis বা রক্ত জরাই ও C. hoterocereus বা কাল জরাই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ ভারতের—C. Leschenaultii; বাঙ্গালার—C. niger, সুমাত্রার—Rusa Tunguc, মলাক্কা দ্বীপের—C. moluccensis ও তিমোরের—C. Peronii এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। Axis maculatus—অপর এক শ্রেণীর হরিণ, ইহা হিন্দুস্থান বাসীর—চিতল, চিত্র বা চিত্রী। ভাগল-পুরে—ঝাঙ্ক, ছাতিদা; রঙ্গপুরে—বড় খোটিয়া, গোরখপুরে—বুড়িয়া, কণাড়ি—সরগ, তেলগু—ধুপী ও গোণ্ড-লুপী; ইংরাজীতে The Spotted Deer নামে উল্লিখিত। ইহারা লম্বে ৫ ফিট্ হয় এবং উচ্চতায় ৩৬ হইতে ৩৮ ইঞ্চি দেখা যায়। A. major, A. medius, A. minor, A. oryzeus শাখার হরিণগুলি প্রথমোক্ত বড় জাতীয় হরিণ অপেক্ষা খর্ব্বাকার।

A. porcinus—সুগোরিয়া বা শূকরিয়া হরিণ বলিয়া খ্যাত। বাঙ্গালায়—নথহারিণী হরিণ, নেপালতরাই—খরলগুনা ও হিন্দী—পারা; ইংরাজী—the Hog-deer.

Cervulus aureus—উত্তর ভারতের কাকুড়। বাঙ্গালার (রঙ্গপুরে)—মায়া, নেপাল—রাৎবা, ভোট—কাসিয়ার, লেপছা সিকু, সুকু, গোণ্ড—গুতরা ও গুতরী (পুংস্ত্রী), মহারাষ্ট্র—বেকড়া, বেকুড়, কণাড়ী—কানকুড়ি, তেলগু—কুকা-গোরী, দক্ষিণ ভারতবাসী মুসলমানেরা—জঙ্গলীবাকড়া এবং ইংরাজী the Rib faced or Barking Deer. যবদ্বীপ ও মলয় প্রায়োদ্বীপের মুন্তজক (C. Muntjac), C. Ratwa, C. styloceros ও C. allipes। কাকুড় হরিণশ্রেণীর অনুরূপ হইলেও পরস্পরে স্বতন্ত্র। যব ও সুমাত্রাদ্বীপের C. vaginalis ও চীনের C Reevesii ভারতীয় Cervulus হইতে বড় ও সুন্দর পশু। আমেরিকার Cariacus virginianus ও C. mexicanus তথাকার ভার্জিনিয়া ও মেক্সিকো প্রদেশ-জাত।

স্কটলণ্ডের Capreolus europœus (Roe-deer of Scotland) ও মধ্যএসিয়ার C. pygargus দীর্ঘাকৃতি ও দীর্ঘ লোমযুক্ত।

Moschus saturatus, M. chrysogasten ও M, leucogaster শ্রেণীর হরিণের নাভিমূলে একপ্রকার থলি উৎপন্ন হয়, ঐ থলিতে রক্তবৎ যে পদার্থ থাকে, তাহা অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত ও বৈদ্যক গুণপ্রধান। [মৃগনাভি ও কস্তুরিকা মৃগ দেখ।]

বাঙ্গালায় জিত্রি হরিণ (Memimna Indica) নামে যে হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুস্থানীরা উহাকে—পিশোড়া, পিশুরী বা পিসাই বলে। উড়িষ্যায়—গাণ্ডোয়া, মধ্যভারতে—মুগী, কোল জাতি—যার, তেলগু নাম —কুরুপণ্ডি এবং ইংরাজীতে Mouse deer। ব্রহ্ম রাজ্যের মলয় ও তেনাসেরিমপ্রদেশে Tragulus শ্রেণীর ৪।৫ প্রকার হরিণ আছে, তন্মধ্যে T. Ranchil উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া য়ুরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে আরও অনেক প্রকার হরিণ আছে, তাহাদের ইংরাজী নাম ভিন্ন বাঙ্গালা নাম নাই। বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত নাম উদ্ধৃত হইল না।

দ্বিশৃঙ্গ ক্ষুদ্র হরিণজাতি (Antilopinæ) নানা শাখায় বিভক্ত; তন্মধ্যে ভারতপ্রসিদ্ধ হরিণগুলির সংক্ষেপ-পরিচয় এখানে উদ্ধৃত হইল—

Tragelaphus scriptus—ভারতে ইহার দুই প্রকার ও আফ্রিকায় বহু প্রকার দেখা যায়। ইহার ইংরাজী নাম the Bush Antilope। (Portax pictus) নীল গাই বা রুই (T. hippelapheus) নামে এদেশে প্রসিদ্ধ। [নীলগাই দেখ।]

Tetraceros quadricornis—চৌকা বা চৌশিঙ্গা হরিণ (the Four-Horned Antilopes)। ইহা ভীলদিগের—ভিরুল, গোণ্ডজাতির—কুরুস, ভীরকুরা; মরাঠা—বেকড়া, হিন্দুস্থানী—জঙ্গলী বেকড়া। Tragelphine শাখায় আরও যে কয় প্রকার হরিণ দেখা যায়, তাহাদের নাম—Elands, Oreas Canna, O. Derbianus, the gnoos, Catoblarus Gnu, C. Gorgon, the Koodoo, Strepsiceros kuda, Gryslox, klipspringer, the harnessed Antilope এবং আরও কএক প্রকারের হরিণ আফ্রিকা মহাদেশে দেখা যায়।

Antilope bezoartica—ভারতীয় হরিণ (the Indian Antilope) নামে প্রথিত। ইহাই প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের কৃষ্ণসার মৃগও হরিণ পদবাচ্য। বাউরী জাতীয়েরা হরিণগুলিকে অলাপী ও হরিণীকে গাণ্ডোলী বলে। হিন্দী—কালবিৎ, হরিণ; ভাগলপুর—বুরেতা, নেপাল—বরোৎ,শাসিন; ত্রিহুত—গোরিয়া, বেহার—কালা, কাল্‌সার, মহারাষ্ট্র—ফণ্ডায়ৎ, কনাড়ী—ছিগ্‌রি, তেলগু—জিঙ্কা।

Gazella Bennettii ভারতীয় গজ্জাল নামক হরিণ। ইহারা অন্যান্য নামেও প্রসিদ্ধ। হিন্দী—চিকাড়া, কাল পাঙ্ক; মরাঠা—কাল্‌সিপি (কৃষ্ণপুচ্ছ), বাউরী—(পুং) পর্সিয়া, (স্ত্রী), ছারী; তেলগু—বুরুহু, জিঙ্কা; কণাড়ী—বুদারি, মুদারি। ইহারা Antilope dorcas সংজ্ঞায়ও পরিচিত। এই শাখায় G. sulgutturosa সিন্ধু ও কচ্ছপ্রদেশের চিকারা নামক হরিণ। কেহ কেহ G. Christiiকে স্বতন্ত্র থাকের হরিণ বলিয়া অবধারণ করেন। G. Dorcas ও G.Cora আরবদেশীয় সমশ্রেণীর হরিণ। তিব্বতের চিরু (Kemas Hodgsonii) বা গোয়া (Procapra picticandata), চীনের ও মধ্য এসিয়ার (Antilope gutturosa) তাতার ও মধ্য-এসিয়ার (Saiga tartarica), আফ্রিকার Oryx leucoryx, O. gazella, The Harte beast, Boselaphus Caanna, Aigoceros niger, A. equinus ও Addax. শাখার নানা প্রকার হরিণ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বলিয়া পরিগণিত। Cephalophinæ, Adenotinæ শ্রেণীর হরিণগুলি আফ্রিকাদেশজাত ও নানা শাখায় বিভক্ত। এই সকল হরিণ শৃঙ্গহীন ও চারিটী স্তনযুক্ত। এতদ্ভিন্ন য়ুরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক ক্ষুদ্র হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য বোধে সে সমুদায়ের নাম লিখিত হইল না।

বৈদ্যকমতে, হরিণের মাংসগুণ—লঘু, শীতল, বৃষ্য ত্রিদোষনাশক, বড়্‌রসযুক্ত ও রুচিকর, কফ ও পিত্তনাশক এবং বায়ুবর্দ্ধক (রাজনি°)

"হরিণঃ শীতলো বদ্ধবিণ্মূত্রো দীপনো লঘুঃ।
রসে পাকে চ মধুরঃ সুগন্ধিঃ সন্নিপাতহা॥" (ভাবপ্র°)

হরিণের মাংস শীতবীর্য্য, মলমূত্ররোধক, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, মধুররস, মধুর বিপাক, সুগন্ধি ও সন্নিপাতনাশক। মন্বাদিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হরিণমাংস বিশুদ্ধ, ইহার মাংসভোজন নিষিদ্ধ নহে। মাংসাষ্টকাদি শ্রাদ্ধকালে ইহার মাংস দিয়া শ্রাদ্ধ

করা যাইতে পারে। ইহার চর্ম্মও অতি বিশুদ্ধ। হরিণচর্ম্মের আসন অতি প্রশস্ত, এই চর্ম্মে উপবেশন করিয়া পূজা, যাগ ও যজ্ঞাদি সকল কার্য্য করা যাইতে পারে। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, হরিণ পঞ্চবিধ, ঋষ্য, খড়্গ, রুরু, পৃষত ও মৃগ। এই পঞ্চবিধ হরিণই দেবীর নিকট বলিদানে প্রশস্ত।

"হরিণশ্চাপি বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চভেদোহত্র ভৈরব।
ঋষ্যঃ খড়্গো রুরুশ্চৈব পৃষতশ্চ মৃগস্তথা॥"(কালিকাপু° ৬৬অ°)

২ শুক্লবর্ণ। ৩ বিষ্ণু। ৪ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১১৯) ৫ সূর্য্য। ৬ হংস। ৭ ঐরাবত বংশোদ্ভূত নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১১) ৮ পাণ্ডুবর্ণ। (ত্রি) ৯ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট।

হরিণক (পুং) হরিণ-কন্। ১ হরিণশিশু। ২ হরিণশব্দার্থ।

হরিণকলঙ্ক (পুং) হরিণঃ কলঙ্কো যস্য। মৃগাঙ্ক, চন্দ্র।

হরিণঘাটা, ১ বঙ্গের মধুমতীনদীর একটী নামান্তর। ২ বলেশ্বরের নামান্তর। [বলেশ্বর দেখ।]

হরিণধামন্ (পুং) চন্দ্র।

হরিণনর্ত্তক (পুং) হরিণ ইব নৃত্যতীতি নৃত-ণ্বুল্। কিন্নর।

হরিণপ্লুত (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫ এবং ১৭ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। কোন কোন স্থানে এই ছন্দঃ হরিণপ্লুতা নামেও অভিহিত।

"মাৎসো জৌভরসংযুতৌ করিবাণর্থৈর্হরিণপ্লুতং।" (ছন্দোম°)

হরিণলক্ষণ (পুং) হরিণং লক্ষণং চিহ্নং যস্য। মৃগাঙ্গ, হরিণকলঙ্গ, চন্দ্র।

হরিণহৃদয় (ত্রি) হরিণস্যেব ভীতং হৃদয়ং যস্য। ভীরু।

হরিণশৃঙ্গ (ক্লী) হরিণস্য শৃঙ্গং। হরিণের সিং।

হরিণাক্রীড়ন (ক্লী) মৃগয়া।

হরিণাক্ষ (ত্রি) হরিণস্য অক্ষিণীব অক্ষিণী যস্য, সমাসে অচ্-সমাসান্তঃ। হরিণলোচন, হরিণের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হরিণাক্ষী, হট্টবিলাসিনী নাম গন্ধদ্রব্য। চলিত নখী। ৩ হরিণনয়না স্ত্রী।

হরিণাঙ্ক (পুং) হরিণঃ অঙ্কং চিহ্নং যস্য। চন্দ্র। (শব্দরত্না°)

হরিণী (স্ত্রী) হরিণ-ঙীষ্। ১ মৃগী। ২ স্বর্ণপ্রতিমা। (অমর) হরিৎ-ঙীষ্, তস্য ন। ৩ হরিতা। ৪ নারীভেদ। ৫ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৭টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। এই ছন্দের ষষ্ঠ, চতুর্থ এবং সপ্তম অক্ষরে যতি। ইহার ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫ ও সপ্তদশ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ—

"নসমরসলা গঃ ষড়্বেদৈর্হয়ৈর্হরিণী মতা। উদাহরণ—
ব্যধিত স বিধিনে ত্রং নীত্বা ধ্রুবং হরিণীগণাদ্-
ব্রজমৃগদৃশাং সন্দোহস্তোল্লসন্নয়নশ্রিয়ং।
যদয়মনিশং দূর্ব্বাশ্যামুরারিকলেবরে
ব্যকিরদধিকং বদ্ধাকাঙ্ক্ষে বিলোলবিলোচনং॥" (ছন্দোম°)

৬ মঞ্জিষ্ঠা। ৭ স্বর্ণযূথী। (রাজনি°) ৮ বিজয়া, চলিত সিদ্ধি। ৯ শ্বেতযূথিকা, চলিত শ্বেতজুঁই। (বৈদ্যকনি°) ১০ তরুণী, বরস্ত্রী, বরাঙ্গনা। (শব্দরত্না°) ১১ সুরাঙ্গনাভেদ।

"প্রজিঘায় সমাধিভেদিনীঃ
হরিরস্মৈ হরিণীং সুরাঙ্গনাং।" (রঘু ৮।৭৯)

হরিৎ (পুং) হরতি নয়নমনাংসীতি। (দৃসৃরুদিযুষিভ্য ইতি। উণ্ ১।৯৯) নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ, চলিত সবুজবর্ণ। সবুজ রং। পর্য্যায়—পালাশ, হরিত, শ্যাম। (শব্দরত্না°) ২ অশ্ববিশেষ। (মেদিনী) ৩ সূর্য্যাশ্ব, (ত্রিকা°) ৪ মুদ্গ। ৫ সিংহ। ৬ সূর্য্য। ৭ বিষ্ণু। (ত্রি) ৮ হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট। (স্ত্রী) ৯ দিক্।

"ততার বিদ্যাঃ পবনাতিপাতিভি-
র্দিশো হরিদ্ভির্হরিতামিবেশ্বরঃ।" (রঘু ৩.৩০)

(পুং ক্লী) ১০ তৃণ। (মেদিনী)

হরিত (পুং) হরতি নয়নমনাংসীতি হৃ (হৃশ্যাভ্যামিতন্। উণ্ ৩।৯৩) ইতি ইতন্। ১ হরিদ্বর্ণ, নীলপীতমিশ্রিতবর্ণ। ২ সিংহ। ৩ মস্থানক তৃণ।

"হারীতো রক্তপিত্তঃ স্যাদ্ধরিতোহপি স কথ্যতে।" (ভাবপ্র°)

(ত্রি) ৩ হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট। "পরিসরবিষয়েষু লীঢ়মুক্তাঃ হরিততৃণোদ্গমশঙ্কয়া মৃগীভিঃ।" (কিরাত ৫।৩৮)

হরিতক (ক্লী) হরিতো বর্ণোহস্ত্যস্যেতি অচ্ ততঃ কন্। ১ শাক। ২ আর্দ্রকাদি।

হরিতচ্ছদ (পুং) শ্বেতশিগ্রু, শ্বেত সজিনা।

হরিতনেত্র (পুং) উলুক, পেচা। (ত্রিকা°)

২ গঙ্গাপত্রী, সুগন্ধ শাকবিশেষ, চলিত কর্পূরশাক। (রাজনি°)

হরিতলতা (স্ত্রী) ১ পাচীনামক লতা। (বৈদ্যকনি°) ২ হরিদ্বর্ণ লতা।

হরিতশাক (পুং) হরিতঃ হরিদ্বর্ণঃ শাকঃ। শিগ্রু, সজিনা।

হরিতা (স্ত্রী) হরিতো বর্ণোহস্ত্যস্যাঃ অচ্-টাপ্। ১ দূর্ব্বা। (মেদিনী) ২ জয়ন্তী। ৩ হরিদ্রা। ৪ কপিলদ্রাক্ষা। ৫ পাচী। ৬ নীলদূর্ব্বা। (রাজনি°) ৭ ব্রাহ্মীশাক। (বৈদ্যকনি°)

হরিতাল (ক্লী) হরিতং তদ্বর্ণং আলাতীতি আ-লা-ক। খনিজ পীতবর্ণ উপধাতুবিশেষ। ইহা এক প্রকার উপধাতু, চলিত হরেতাল। পর্য্যায়—পিঞ্জর, পীতক, তাল, আল, হরিতালক, গোদন্ত, পীতল, নটমণ্ডন, হরিবীজ, সিদ্ধধাতু, বর্ণক, নটভূষণ, পীত, গোরোচ, চিত্রাঙ্গ, পিঞ্জরক, বৈদল, তালক, কনকরস, কাঞ্চনক, বিড়ালক, চিত্রগন্ধ, পিঙ্গ, পিঙ্গসার, গৌরী, ললিত। (রাজনি°)

বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হরির বীর্য্য হইতে হরিতালের এবং লক্ষ্মীর বীর্য্য হইতে মনঃশিলার উৎপত্তি হইয়াছিল।

"হরিতালং হরেবীর্য্যং লক্ষ্মীবীর্য্যং মনঃশিলা।
পারদং শিববীর্য্যং স্যাৎ গন্ধকং পার্ব্বতীরজঃ॥" (বৈদ্যক)

"হরিতালং তু তালং স্যাদালং তালকমিত্যপি।
হরিতালং দ্বিধা প্রোক্তং পত্রাখ্যং পিণ্ডসংজ্ঞকং॥
তয়োরাদ্যং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং ততো হীনগুণং পরং।
স্বর্ণবর্ণং গুরু স্নিগ্ধং সপত্রং চাভ্রপত্রবৎ॥" (ভাবপ্র°)

তাল, আল ও তালক এই তিনটী হরিতালের পর্য্যায়। হরিতাল দুই প্রকার পত্রহরিতাল ও পিণ্ডহরিতাল। ইহার মধ্যে পত্রাখ্য হরিতাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পিণ্ড হরিতাল গুণহীন। পত্র হরিতালের বর্ণ সোণার ন্যায়, ভারবহুল, স্নিগ্ধ, অভ্রের ন্যায় স্তরসমন্বিত, শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক ও রসায়ন। পিণ্ড হরিতাল, পিণ্ড সদৃশ, স্তরহীন, স্বল্পসত্ত্ব ও অল্প গুণযুক্ত, লঘু এবং রজোনাশক।

হরিতাল এক প্রকার উপধাতু। সুতরাং ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হইলে ইহা শোধন করিয়া লইতে হয়। শোধিত হরিতাল কটু, কষায় রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং বিষ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ ও পিত্তনাশক। অশোধিত হরিতাল সেবন করিলে শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয় এবং বহুবিধ সন্তাপ, আক্ষেপ, কফ, বায়ুবৃদ্ধি এবং কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শোধনপ্রণালী—হরিতাল চূর্ণ করিয়া সই চূর্ণ কাঁজির সহিত কুষ্মাণ্ডরসে এক প্রহর কাল, তিলতৈলে এক প্রহর কাল, এবং ত্রিফলার কাথে এক প্রহর এই চারিপ্রহর কাল দোলাযন্ত্রে পাক করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

মারণপ্রণালী—উক্ত প্রকারে শোধিত হরিতাল পুনর্নবার রস দ্বারা এক দিন খলে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার ও শুষ্ক করিবে, অনন্তর একটী স্থালীর অর্দ্ধাংশ পুনর্নবার ক্ষার দ্বারা পূরণ করিয়া তদুপরি ঐ পিণ্ডাকৃতি হরিতাল স্থাপন করিয়া তাহার উপর পুনর্ব্বার ক্ষার দিয়া স্থালীটীর কণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে, অতঃপর শরাব দ্বারা স্থালীর মুখ ঢাকিয়া চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে এবং ক্রমান্বয়ে অগ্নির জ্বাল বর্দ্ধিত করিবে। এই প্রকারে পাঁচ দিন অবিচ্ছেদে হরিতাল পাক করিলে হরিতাল মারিত হয়। ইহার মাত্রা এক রতি। ইহা বিবেচনাপূর্ব্বক যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে। এই হরিতাল কটু, কষায়রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বিষ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ, পিত্ত ও কেশবর্ণনাশক। কুষ্ঠাদিরোগ, জরা ও মৃত্যুনাশক এবং শরীরের কান্তি, পরমায়ু ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

মনঃশিলা ও হরিতালের প্রকারভেদ—হরিতাল পীতবর্ণ, মনঃশিলা রক্তবর্ণ। [মনঃশিলার বিবরণ মনঃশিলা শব্দে দেখ]

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে হরিতালের শোধন, মারণ এবং গুণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, তাল, আল, মাল, শৈলূষভূষণ, পিঞ্জক, রোম ও হরণ ইত্যাদি হরিতালের নাম। এই হরিতাল দুই প্রকার, বংশপত্র ও পিণ্ড, ইহার মধ্যে বংশপত্রই গুণে প্রধান। এই বংশপত্র হরিতালই শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। অশুদ্ধ হরিতাল আয়ুর্নাশক, কফ, বায়ু ও মেহকর। তাপ, স্ফোট ও অঙ্গসংকোচক, তজ্জন্য ইহা সংশোধন আবশ্যক।

হরিতালশোধন—বংশপত্র হরিতাল কুষ্মাণ্ডের রসে, চূণের জলে ও তৈলে পাক করিলে ইহা শোধিত হয়। খণ্ড খণ্ড হরিতাল দশাংশের একাংশ সোহাগাতে মিশাইয়া জম্বীরলেবুর রসে ধুইয়া কাঞ্জিতে বার বার প্রক্ষালন করিবে এবং পুরু কাপড়ে বাঁধিয়া দোলাযন্ত্রে এক দিন পাক করিবে। পরে কাঁজিতে, কুষ্মাণ্ডের রসে ও শিমুলের ক্কাথে এক এক দিন স্বেদ দিলে বিশুদ্ধ হয়।

অন্য প্রকার—হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া কাঞ্জিতে, কুষ্মাণ্ডের রসে, তিলতৈলে ও ত্রিফলার কাথে এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিলে শোধিত হয়।

অন্যবিধ—বিশুদ্ধ হরিতাল চূণের জলে ও অপামার্গমূলের ক্ষার জলে মর্দ্দন করিয়া ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে যবক্ষারচূর্ণ দিয়া হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া শরা ঢাকা দিয়া কুষ্মাণ্ডে হাঁড়ি পূর্ণ করিবে। তাহার মুখ বন্ধ করিয়া চারি প্রহর পাক করিবে। এই হরিতালচূর্ণ কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক।

হরিতালমারণ—আমরুলের রসে, কাগজীলেবুর রসে ও চূণের জলে দ্বাদশ প্রহর ভাবনা দিয়া ধুইয়া শাল্মলীর ক্ষার মধ্যে রাখিয়া কবচীযন্ত্রে বালুকা দ্বারা ঊর্দ্ধদেশ পূর্ণ করিয়া বার প্রহর পাক করিলে শীতল হইবে এবং চূর্ণ করিয়া লইবে। এই হরিতাল এক রতি পরিমাণে সেবনীয়। এই হরিতালসেবনে কুষ্ঠ, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

হরিতালভস্ম সকল রোগের মহৌষধ। ভাল রূপে ভস্ম না করিয়া হরিতাল ব্যবহার করিলে অসাধ্য ব্যাধি হয়। কিন্তু ভস্মীভূত হরিতাল ব্যবহারে অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। সাধুসন্ন্যাসিগণই হরিতালভস্ম করিতে পারেন, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ আয়ুর্ব্বেদমতে দুঃসাধ্য, কিন্তু হরিতালভস্ম-সেবনে এই সকল রোগও আরোগ্য হইয়াছে শুনা যায়।

(পুং) ২ পীতবর্ণ পক্ষিবিশেষ। চলিত হরিয়াল।

"হরিতালোঽম্লবিট্‌কঃ স্যাৎ কষায়ো মধুরো লঘুঃ।
রক্তপিত্তপ্রশমনস্তৃষায়ো বাতকোপনঃ॥" (রাজবল্লভ)

ইহার মাংসগুণ কষায়, মধুর, লঘু, রক্তপিত্তনাশক, তৃষ্ণাঘ্ন এবং বাতকোপক।

হরিতালক (ক্লী) হরিতালমেব স্বার্থে কন্। হরিতাল। (অমর)

হরিতালিকা (স্ত্রী) ১ দূর্ব্বা। (ত্রিকা°) ২ সৌর ভাদ্রের শুক্লা চতুর্থী তিথিকে হরিতালিকা কহে। এই তিথিতে চন্দ্রদর্শন করিতে নাই। এই মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের চতুর্থী তিথিতেই চন্দ্রদর্শন করিবে না, দর্শন করিলে তাহার নামে মিথ্যাপবাদ হইয়া থাকে। চতুর্থী তিথি একথা বলায় প্রাতঃকালে চতুর্থী এবং বৈকালে পঞ্চমী হইয়াছে, এই প্রকার দিনে চন্দ্রদর্শন নিষিদ্ধ নহে।

শুক্লপক্ষে চতুর্থ্যান্তু সিংহে চন্দ্রস্য দর্শনং।
মিথ্যাভিশাপং কুরুতে ন পশ্যেত্তত্র তন্ততঃ ॥
চতুর্থ্যাং দর্শননিষেধাৎ তত্রোদিতস্য চন্দ্রস্য পঞ্চম্যাং দর্শনে ন দোষঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

এই তিথিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রদর্শন করিয়া মিথ্যা অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব কখনই এই তিথিতে চন্দ্র দর্শন করিবে না, দৈবাৎ যদি দর্শন হয়, তাহা হইলে সেই রাত্রি উপবাস করিয়া ধাত্রীয়িকাবাক্যপাঠ, এবং ঐ বাক্যে জল পড়িয়া পান করিবে, আর শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত স্যমন্তকোপাখ্যান-শ্রবণ করিবে। ইহাতে ঐ দোষ প্রশমিত হয়। দৈবাদ্দর্শনেই এই ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে, ইচ্ছাপূর্ব্বক চন্দ্র দেখিলে এই ব্যবস্থা নহে। জলপানের মন্ত্র—

"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মারোদীস্তবহ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥
অনেন মন্ত্রেণ অভিমন্ত্রিতং জলং পেয়ং" (তিথিতত্ত্ব)

হরিতালী (স্ত্রী) হরিতাল-ঙীষ্। ১ দূর্ব্বা। ২ আকাশরেখা। (মেদিনী) ৩ খড়্‌গলতা। (বিশ্ব) ৪ হরিতালিকা। সৌর-ভাদ্রীয় নক্ষত্রবিশেষযুক্ত চতুর্থী।

"ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে বসুদৈবতসংযুতা।
হরিতালী চতুর্থী স্যাৎ সর্ব্বাণীপ্রীতিদা সদা ॥" (রাজমার্ত্তণ্ড)

হরিতাশ্মন্ (ক্লী) হরিতং অশ্ম। তুথ, চলিত তুতে। (রাজনি°)

হরিতাশ্ব (পুং) সুদ্যুম্নের পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

হরিতোপল (পুং) মরকত মণি, মরকত শিলা।

"প্রোক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ।" (ভাগ° ৩।৯।২৪)
'হরিতোপলাদ্রের্ম রকতশিলাময়পর্ব্বতস্য' (স্বামী)

হরিৎপর্ণ (ক্লী) মূলক, চলিত মূলা। (পর্য্যায়মু°)

হরিত্মৎ (ত্রি) হরিৎবর্ণবিশিষ্ট।

হরিত্য (ত্রি) আর্দ্র কাষ্ঠাদিভব। "নমঃ শুষ্ক্যায় চ হরিত্যায় চ" (শুক্লযজু° ১৬।৪৫) 'হরিত্যায় হরিতে আর্দ্রে কাষ্ঠাদৌ ভবঃ' (মহীধর)

হরিত্বৎ (ত্রি) হরিৎ-মতুপ্, মস্য বঃ। হরিদ্বর্ণযুক্ত, হরিদ্বর্ণ-বিশিষ্ট। "হরিত্বতা বর্চসা সূর্য্যস্য" (ঋক্ ১০।১১২।৩) 'হরিত্বতা হরিদ্বর্ণযুক্তেন, হরিশব্দাৎ মতুপো ঝয় ইতি বত্বং' (সায়ণ)

হরিদত্ত (পুং) দানববিশেষ। (কথাসরিৎসা°)

হরিদত্ত, ১ সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন সংস্কৃত কবি। ২ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। শ্রীপতির পুত্র। ইনি গণিতনামমালা ও সুবোধ-জাতক রচনা করেন।

৩ 'কাণা হরিদত্ত' নামে বাঙ্গালার একজন প্রাচীন কবি। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে লিখিত আছে যে, এই কাণা হরিদত্তই প্রথম 'মনসার গীত' রচনা করেন। বিজয়গুপ্তের সময় তাঁহার গীত লুপ্ত হইয়াছিল, এরূপ স্থলে কাণা হরিদত্তকে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর লোক বলা যাইতে পারে।

হরিদত্ত ভট্ট, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। হরজী ভট্টের পুত্র। ইনি কর্ণসিংহের পুত্র রাজা জগৎসিংহের আদেশে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে 'জগদ্ভূষণ' নামে একখানি সংস্কৃত জ্যোতিগ্রন্থ-প্রণয়ন করেন।

হরিদত্ত মিশ্র, ১ তিথিচন্দ্রিকা-রচয়িতা। ২ ব্যবহারপরিভাষা-প্রণেতা।

হরিদর্ভ (পুং) হরিদ্বর্ণ কুশ, হরিৎদর্ভ। (রাজনি°)

হরিদশ্ব (পুং) হরিৎ অশ্বো যস্য। সূর্য্য, সূর্য্যের অশ্ব হরিদ্বর্ণ, এইজন্য সূর্য্যকে হরিদশ্ব কহে। "পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতে-

রণুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ।" (রঘু ৩।২২)

২ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ (অমর)

হরিদাস (পুং) হরের্দাসঃ। শ্রীহরির দাস, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ।

হরিদাস, ১ একজন বিখ্যাত ভক্তিশাস্ত্রবিৎ। বিট্‌ঠলেশ্বরের আত্মীয়। ইনি ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যবিবরণ, কামাখ্যাদোষবিবরণ, টিপ্পণ্যাশয়, নবরত্ন-প্রকাশ নামে বল্লভাচার্য্যরচিত নবরত্নের টীকা, নিরোধলক্ষণ-বিবৃতি, ভক্তিমার্গনিরূপণ, ভক্তিবৃদ্ধ্যুপায়, বিষ্ণুভক্তিবিবরণ, বেদান্তসিদ্ধান্তকৌমুদী, শ্রুতিকল্পদ্রুম, শ্লোকপঞ্চকবিবরণ, সিদ্ধান্তরহস্যবৃত্তিকারিকা, সেবনভাবনাকাব্য, সেবাফলস্তোত্র-বিবৃতি ও স্বমার্গধর্ম্মবিবরণ এই কয়খানি সংস্কৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থ উল্লেখ-যোগ্য। ২ পুরঞ্জন নামক সংস্কৃত নাটকরচয়িতা। ৩ মেঘদূত-টীকাকার। ৪ একজন কায়স্থ গ্রন্থকার, পুরুষোত্তমের পুত্র ও কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠভ্রাতা, ইনি ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রস্তাবরত্নাকরনামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ৫ বৎসরাজের পুত্র, লেখকমুক্তামণি নামক সংস্কৃতগ্রন্থরচয়িতা। ৬ বান্দার একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। রাধাভূষণ নামে একখানি আদিরসঘটিত কাব্য (প্রায় ১৮৩৪ খৃঃ) রচনা করেন। ইহাঁর পুত্র নোনেও একজন হিন্দী কবি।

৬ পল্লার একজন প্রসিদ্ধ কায়স্থকবি। ইনি রসকৌমুদী প্রভৃতি ১৩ খানি হিন্দীগ্রন্থ রচনা করেন।

হরিদাস ঠাকুর, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একজন প্রধান পার্ষদ। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুচর ও সহচরগণের মধ্যে আমরা কতিপয় হরিদাসের নাম দেখিতে পাই, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥" (১৮ পরি°)

ইঁহারা দুইজনই কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। ছোট হরিদাস বিখ্যাত। তিনি বঙ্গদেশবাসী গৃহত্যাগী ও নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব অথচ সুকণ্ঠ ও সুগায়ক ছিলেন; নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। একদিন ভগবান্ আচার্য্যের প্রেরণায় শিখী মাইতির ভগিনী মাধবী দাসীর নিকট হইতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভোজনের জন্য ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল পরিবর্ত্ত করিয়া সরুতণ্ডুল আনিয়াছিলেন, এই অপরাধে শ্রীগৌরাঙ্গ ইঁহাকে বর্জ্জন করেন। মাধবী তপস্বিনী শুদ্ধচারিণী, কিন্তু হরিদাস উদাসী বৈষ্ণব হইয়াও স্ত্রীলোক সম্ভাষণ করিলেন কেন, এই অপরাধে গৌরাঙ্গদেব তাঁহার প্রিয়তম ভক্তকে লোকশিক্ষার্থ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ছোট হরিদাস এই মনোবেদনায় প্রয়াগে ত্রিবেণীতে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামেও একজন হরিদাস ছিলেন। ইনি দ্বিজ হরিদাস নামে খ্যাত এবং রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ, ফুলিয়ার মুখটী, নৃসিংহের সন্তান ও গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রাম টেঞা বৈদ্যপুরের এক ক্রোশ উত্তরে। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ইনি প্রাণত্যাগ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য অপেক্ষা ইঁহার বয়স অনেক বেশী ছিল। ইনি গৌরাঙ্গগতপ্রাণ ছিলেন বলিয়াই বিখ্যাত। ভক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য প্রভু অদর্শনে।
দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে॥"

এইরূপ আরও দুই একটী হরিদাসের নাম শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অতি প্রিয়তম সহচর হরিনামযজ্ঞের প্রধানতম ঋত্বিক আদর্শভক্ত হরিদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তেরই আলোচনা করা যাইতেছে। ইনি হরিদাস ঠাকুর বা ব্রহ্ম হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ। চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে—

"বুড়ণে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ॥"

বুড়ণ গ্রামটী যশোর জেলায় বর্ত্তমান বনগ্রাম ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। বুড়ণ গ্রামে হরিদাসের জন্ম হয়। কিন্তু ইঁহার পিতামাতার নাম কোনও প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত পূর্ণাকারে প্রদর্শন করিবার জন্য স্বকীয় কল্পনাবশে বা তাদৃশ কল্পনাপ্রসূত নবনির্ম্মিত পুস্তিকা হইতে উঁহার পিতামাতার নাম সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, তাঁহাকে ব্রাহ্মণবংশপ্রসূত বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে এতাদৃশ পরিচয়ের প্রমাণাভাব। প্রাচীন গ্রন্থাদিপাঠে ইনি মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। কেহ কেহ বলেন, ইনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় কোন মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই ইহাকে 'যবন' বলা হইত এবং ঐ কারণে সমাজেও অচল ছিলেন। এরূপ কল্পনার কোনও প্রামাণিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থপাঠে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, ইনি যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতগ্রন্থে লিখিত আছে, হরিদাস হরিনাম করিতেন বলিয়া জনৈক কাজী তৎসময়ের শাসনকর্ত্তার নিকট হরিদাসের বিবরণ জানাইয়া বলিলেন,—

"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥" (১।১১ অ°)

ভক্তমালগ্রন্থে ইহার আরও একটা প্রমাণ পাওয়া যায় যথা—

"ঋচীকমুনির পুত্র ব্রহ্মনাম যেহ।
প্রহ্লাদ তাহার সম মিশ্র এক দেহ॥
হরিদাস রূপ যেহ নামের মহিমা।
বাহু তুলি কহিলেন করিয়া গরিমা॥
তাঁহার মহিমা কিছু আশ্চর্য্য কথন।
প্রভু নৃত্য কৈলা যারে করি আলিঙ্গন॥
যবনের কুলে জন্ম হইল যে কারণ।
পিতা অভিশাপ শুন তার বিবরণ॥
পিতা শ্রীঋচীকমুনি, তাঁহার অজ্ঞাতে।
তুলসী আনিয়া দেন নিতি নিতি প্রাতে॥
একদিন অধৌত তুলসী আনি দিলা।
বালুকা আছিল দেখি শাপান্ত করিলা॥"

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হরিদাস ঠাকুর যবনকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যবনকুলে জন্ম লইয়াও হিন্দুর আচার-নিরত ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত অনেক লোক এখনও দেখা যায়। ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। ইনি হরিনামানুরক্ত বলিয়াই সম্ভবতঃ "হরিদাস" নাম প্রাপ্ত হন। হরিদাস অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। ১৩০০ শকের শেষ-

ভাগেই বোধ হয় হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল। ইহাঁর জীবনবৃত্ত দেখিয়া মনে হয়, শৈশব হইতেই ইনি হরিনামের সুধাস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি নবীন যৌবনে হরিনামে ও হরিপ্রেমে প্রমত্ত হইয়া বুঢ়ণে নিজালয় ত্যাগ করিয়া অনতিদূরে বেনাপোলের বনমধ্যে হরিসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে একটী নির্জ্জন কুটীর ও তুলসীকানন নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। ব্রাহ্মণগণের গৃহে যাইয়া ভিক্ষা করিতেন। এই ভিক্ষা তাঁহার একমাত্র জীবনধারণের উপায় হইয়াছিল। হরিদাসের ভগবদ্ভক্তিতে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

এই সময়ে ঐ স্থানে রামচন্দ্র খাঁ নামক একজন বৈষ্ণবদ্বেষী জমিদার ছিলেন। তিনি হরিদাসের প্রতি জনসাধারণের এই সমাদর সহ্য করিতে পারিলেন না। হরিদাসকে সাধনপথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য তিনি গোপনে কোন বেশ্যাকে পাঠাইলেন। কিন্তু হরিদাসের কাহারও সহিত কথা বলিবার বা অন্য কোন ভাবনার অবকাশ ছিল না। বেশ্যা ক্রমে ক্রমে তিন রাত্রি হরিদাসের নিকট গিয়া দেখিল যে, হরিদাস প্রাকৃতজগতের লোক নহেন। তাঁহার ভাবের প্রভাবে বেশ্যার হৃদয় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। বেশ্যা হরিদাসের চরণে প্রণাম করিয়া চিরজীবনের তরে ভক্তিময়ী হরিপ্রেমোন্মাদিনী উদাসিনী হইয়া ঘরের বাহির হইল। হরিদাস কিছুদিন বেনাপোলে থাকিয়া চাঁদপুরে আগমন করেন। চাঁদপুর হুগলীর নিকটবর্ত্তী। এখানে রঘুনাথদাস গোস্বামীর পুরোহিত বলরাম আচার্য্য তাঁহাকে আপন গৃহে যত্নপূর্ব্বক স্থান দিলেন। এইখানেই তিনি রঘুনাথদাসের হৃদয়ে ভক্তিভাবের অধিকতর উন্মেষ করেন, স্থানীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাঁহার মুখে নামমাহাত্ম্য শুনিয়া স্তম্ভিত হন। এই স্থানে হরিনামবিদ্বেষী একটী ব্রাহ্মণ হরিদাসের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করায় ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়েন এবং হরিদাসের কৃপায় সেই বিপদ্‌ হইতে বিমুক্তি লাভ করেন।

কাহার প্রভাবে হরিদাসের হৃদয় এইরূপে হরিভক্তির সুধারসে প্রথমতঃ পরিষিক্ত হয়, তাহা জানা যায় না। অতঃপর তিনি শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়ায় আগমন করেন। এই স্থানে অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত হরিদাসের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। হরিদাসের প্রেমাশ্রুসিক্ত মুখকান্তি দর্শনমাত্রেই অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে চিরপরিচিত সখা বলিয়া মনে করিলেন। উভয়ে অনেক সময়ে একত্র অবস্থান করিতেন, একত্র হরিনাম জপ ও হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। হরিনাম করিতে করিতে হরিদাস কখনও রোদন করিতেন, কখনও নাচিতেন, কখনও বা হাস্য করিতেন।

ফুলিয়া ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান। ব্রাহ্মণেরাও হরিদাসের ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন। ঘাটে, পথে, হাটে, মাঠে সর্ব্বত্রই তাঁহার কথা আলোচিত হইত। তখন বঙ্গে মুসলমানদের অত্যন্ত প্রভাব। কোন এক কাজী দেখিলেন, হরিদাস মুসলমান, অথচ হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুসদাচারে অনুরক্ত, ইহাতে মুসলমানধর্ম্মের গৌরবের হানি হয় ভাবিয়া তিনি মুসলমানশাসনকর্ত্তার নিকটে এই কথা জানাইলেন। শাসনকর্ত্তা যখন হরিদাসকে বুঝাইয়া কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে আদর্শদণ্ডের পাত্র মনে করিয়া বাজারে বাজারে সর্ব্বজনসমক্ষে প্রহার করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ করিয়া বলিলেন, "আমি বলিতেছি তুমি এখনও ঐ নাম গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত হও।" তদুত্তরে হরিদাস বিনয়মাখা মধুরবচনে অথচ তেজোদৃপ্ত ভাবে বলিয়াছিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হয়ে দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

শাসনকর্ত্তা হুকুম দিলেন, 'ইহাকে ক্রমে ক্রমে বাইশটী বাজারে লইয়া যাও এবং প্রত্যেক বাজারে ইহাকে প্রহার করিয়া ইহার প্রাণান্ত করিয়া ছাড়িয়া দিবে।' হরিদাস নির্ভীক। ঘাতকগণ প্রভুর আদেশ-পালনে প্রবৃত্ত হইল, হরিদাস সর্ব্বত্রই নামানন্দে বিভোর। দর্শকমাত্রেই স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন, ঘাতকগণের প্রাণে আতঙ্কের উদ্রেক হইল। হরিদাস বলিলেন, তোমাদের ভয় নাই। এই দেখ আমি মরিতেছি, এই বলিয়া হরিদাস সমাধিস্থ হইলেন। নিশ্বাস রুদ্ধ হইল। হরিদাসকে এই অবস্থায় গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। তিনি ভাসিতে ভাসিতে ফুলিয়ার আশ্রমের নিকট আসিয়া তীরে উঠিলেন। মুসলমানেরা তাঁহাকে পীর বলিয়া মনে করিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই হরিদাস দেবতা বলিয়া গণ্য হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্রান্ন হরিদাসকে দান করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও তাঁহাকে অধিকতর সম্মানিত করিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে হরিদাসের অলৌকিক মাহাত্ম্য ও প্রভাব সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে।

হরিদাস দীর্ঘকাল ফুলিয়ার গুফায় সাধনভজনে মগ্ন ছিলেন। তখনও নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা প্রকাশ পায় নাই। অতঃপর ক্রমশঃই নবদ্বীপে শ্রীকীর্ত্তনের রোল উঠিল, শ্রীগৌরচন্দ্রিমার কিরণচ্ছটা ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল, হরিদাস সেই কনকোজ্জ্বল কিরণচ্ছটার আভাস পাইয়া, ফুলিয়ার গুফা ছাড়িয়া নবদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার চিহ্নিত ভক্তকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুও নবদ্বীপে পদার্পণ করিলেন,—

যেন গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সম্মিলন হইল, নদীয়ায় প্রেমের তুফান বহিল। হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে জগাই মাধাই উদ্ধার পাইল।

মুরারিগুপ্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

"যত্র নৃত্যতি মূলৌ হরিদাসে দাসবৎসলতয়া জগদীশঃ।
খেচরৈ সুরগণৈঃ সমহৈশ্বর্য্যাঙ্গমাশু পরিপশ্যতি হৃষ্টঃ॥"

চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ১০ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসের নিকট যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, হরিদাস তাঁহাকে যেরূপ স্তুতি করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে যে বর দিয়াছিলেন, তাহা ভক্তজনের পক্ষে অমৃতস্বরূপ নিরন্তর আস্বাদ্য।

গৌরাঙ্গমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন পুরীধামে অবস্থান করিতেন, তৎকালে তাঁহার আশ্রমের অদূরে হরিদাসের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই স্থানে চৈতন্যমহাপ্রভু ভক্তগণসহ সততই পদার্পণ করিতেন, রূপসনাতনও পুরীধামে আসিলে এখানেই অবস্থান করিতেন। হরিদাস একনিষ্ঠভাবে প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন, সময়ে সময়ে কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিতেন। সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া ভগবদ্ভক্ত জীবহিতৈষী, নির্ভীক কোমল অন্তঃকরণ অথচ কঠোর বৈরাগ্যব্রতাবলম্বী হরিদাস হরিনাম করিতে করিতে জীবনের শেষসীমায় পদার্পণ করিলেন। শেষের দিন অতি নিকটবর্ত্তী জানিয়া তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য শ্রীগৌরাঙ্গচরণে তাহা নিবেদন করিলেন, এবং তাঁহার শ্রীচরণতলে মাথা রাখিয়া তাঁহার চরণযুগল দেখিতে দেখিতে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জপ করিতে করিতে হরিদাস চিরতরে যখন চক্ষু নিমীলিত করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া ভক্তগণসহ হরিনামকীর্ত্তনে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে সাগরতীরে উপনীত হইলেন,—বালুকাগর্ত্তে হরিদাসের দেহ সমাহিত করিয়া নিজহস্তে তিনি গর্ত্ত পূরণ করিয়া উহার উপরে বালুর বেদিকা বাঁধিয়া দিলেন, সাগরতরঙ্গের কল্লোল-কোলাহল নিরস্ত করিয়া আবার হরিনামকীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠিল, সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে তাঁহার প্রিয়তম বৃদ্ধ ভক্তকে সাগরের বালুকায় চিরশায়িত করিয়া হরিদাস-বিজয়োৎসব পরিসমাপ্ত করিলেন। এখনও পুরীক্ষেত্রতলবাহী নীলাম্বুধির তটপ্রান্তে নামরূপ-যজ্ঞের মূর্ত্তিমান্ অবতার হরিদাস ঠাকুরের সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, এখনও লক্ষ লক্ষ ভক্ত সেই মহাভক্তের সমাধিস্থলে গমন করিয়া ভক্তিভরে সেই ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

হরিদাস-নির্য্যাণের পর চৈতন্যমহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্যা হইলা মেদিনী॥"

এই চারিছত্র হইতেই ভক্তিজগতে হরিদাস কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রগৌরব কিরূপ ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

হরিদাস তর্কাচার্য্য, একজন স্মার্ত্তগ্রন্থকার। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও রঘুনাথ ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হরিদাসন্যায়বাচস্পতি তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, এক জন বিখ্যাত নৈয়ায়িক, বাসুদেবসার্ব্বভৌমের শিষ্য। ইনি তত্ত্বচিন্তামণির অনুমানখণ্ডের টীকা, পক্ষধরমিশ্রের তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক-টীকা এবং ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা রচনা করেন।

হরিদাস ভট্ট, হরিকারিকানামে ন্যায়গ্রন্থকার।

হরিদাস সাধু, প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। মহারাষ্ট্রের ক্ষুদ্রপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম পনর কি ষোল সেই সময়ে তৈলঙ্গদেশ হইতে একজন সন্ন্যাসী তাঁহাদের বাটীর নিকটস্থ একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করেন; তিনি কুবেরপন্থী বৈষ্ণব ছিলেন। হরিদাস সেই সন্ন্যাসীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। হঠাৎ একদিন তৈলঙ্গস্বামীকে দেখা গেল না, সেইসঙ্গে হরিদাসও গ্রাম হইতে অন্তর্দ্ধ্যত হইলেন। হরিদাস তৈলঙ্গস্বামীর অনুগামী হইয়াছিলেন, তিনি পুষ্করে গিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। দুই এক মাস পুষ্করে অবস্থান করিয়া হরিদাস সন্ন্যাসী গুরুর সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। এখানে তিনি কঠোর যোগশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। ভক্ষ্যের নিয়ম, আসনবন্ধন, বাক্‌সংযম এবং প্রাণায়াম হরিদাসের যোগসাধনের প্রথম অঙ্গ। নানাপ্রকার কঠোর অভ্যাস অবলম্বনের দ্বারা তিনি সমস্ত যোগপ্রকরণগুলি অভ্যাস করিয়া ফেলিলেন। তিনি নিশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া নিয়মিত করিলেন। খেচরীমুদ্রা দ্বারা জিহ্বা উলটাইয়া বায়ুধারণ করিয়া সমাধি-আসন গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিলেন, পরিশেষে তিনি যোগাভ্যাসহেতু নানা প্রকার অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া বহুসহস্রলোককে আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে একে একে তাহার অদ্ভুত ক্রিয়াসমূহের বিবরণ প্রদান করিতেছি। অদ্ভুত ক্ষমতায় তিনি রাজা, রাজসভাসদ্, রাজমন্ত্রী, সুন্নীধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান ও হিন্দুদ্বেষী খৃষ্টান সকলকেই বিস্মিত করিয়াছিলেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে হরিদাস সাধুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা জনসমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। রণজিৎসিংহের

মন্ত্রী রাজা ধ্যানসিংহ যখন জম্বুতে ছিলেন, তখন তিনি প্রেরিত দূত দ্বারা অবগত হইলেন যে, হরিদাস সাধু নামে এক সন্ন্যাসী অমৃতসরে মৃত্তিকার ভিতরে ৪ মাস থাকিয়া জীবিতাবস্থায় তথা হইতে উত্থিত হইয়াছেন। তখন তিনি দূত পাঠাইয়া সাধুকে আনিবার জন্য বহুচেষ্টা করিলেন. যখন দূতের বিস্তর সাধ্যসাধনাতেও ধ্যানসিংহ সাধুকে জম্বুতে লইয়া যাইতে পারিলেন না, তখন তিনি স্বয়ং আসিয়া সশিষ্য যোগীকে জম্বুতে লইয়া গেলেন। ঐ সাধু জম্বু নগরে তিনি চারি মাস মৃত্তিকার ভিতরে জড়বৎ পড়িয়া থাকেন। ইহা ধ্যানসিংহ স্বচক্ষে দেখেন। সমাধিতে বসিবার পূর্ব্বে সাধুর গোঁপ, দাড়ী সমস্ত কামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু চারি মাসের মধ্যে কিছুমাত্র গোঁপ গজায় নাই। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার সমস্ত জীবনীক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইয়াও তিনি মরেন নাই।

এই সকল অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন অনেকেই ইহা অবিশ্বাস করিল। কথিত আছে, লর্ড বেন্টিঙ্ক এবং লর্ড অক্‌লণ্ড ইঁহারা উভয়েই নাকি এই বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য রাজপুতানার ও পঞ্জাবের পলিটিকাল এজেন্টদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু হরিদাস সাধু কিছুতেই কলিকাতায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় গেলে তাঁহার মতন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোককে ইংরাজগণ নানাপ্রকার উপায়ে বিনষ্ট করিতে পারেন।

রাজপুতানার পলিটিকাল এজেন্ট ম্যাক্‌নটন সাহেব এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাধুকে পুষ্করে আনাইলেন, এবং অনেক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সম্মুখে হরিদাস-সাধু যখন আসনবন্ধনপূর্ব্বক ধ্যানে বসিলেন, তখন তাঁহাকে সিন্দুকে পুরিয়া আপনার ঘরে রাখিয়া দিলেন। তের দিন অতীত হইলে সিন্দুক খুলিয়া দেখা হইল. হরিদাসের সংজ্ঞা নাই, সর্ব্বাঙ্গ শুকাইয়া কাষ্ঠের মতন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে সেই শরীরে আবার প্রাণসঞ্চার হইল।

জশলমীরের মহারাবল নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ঈশ্বরলাল নামক তাঁহার এক মন্ত্রীর পরামর্শে হরিদাস সাধুকে তাঁহার রাজধানীতে আনাইলেন এবং হরিদাস সমাধিরোহণের যে সকল পূর্ব্বানুষ্ঠান আছে সেগুলি বাসায় গিয়া সম্পন্ন করিয়া মহারাজের গ্রহবৈগুণ্যের শান্তির জন্য সমাধি আসনে বসিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ একটা দুই হাত দীর্ঘ দেড়হাত প্রস্থ এবং কিঞ্চিৎ ন্যূন দুই হাত গভীর একটী গহ্বরমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। লেপ্‌টেনাণ্ট বেলো প্রভৃতি অন্যান্য সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে এক মাসের পরে যখন এই যোগীকে এই গহ্বর হইতে মুক্ত করা হইল তখনও তিনি জীবিত। এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার তখনকার দিনে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সাধু হরিদাসের কথা দেশ দেশান্তরে ছাইয়া পড়িয়াছিল। অনেকেই গুজব তুলিতে লাগিলেন যে, সাধু হরিদাস একজন ফরাসী, ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পরে পঞ্জাবে আসিয়াছেন, য়ুরোপে থাকিতে তিনি বুজরুকী জানিতেন, তাহার পর এদেশে আসিয়া তিনি পরিপক্ক হইয়াছেন। গোঁড়া হিন্দুগণ গুজব তুলিল যে, তিনি দ্বাপরের মহামুনি বেদব্যাস, কলির প্রাদুর্ভাবে বদরিকাশ্রমে মৃত্তিকার ভিতরে সমাহিত ছিলেন। ইংরেজেরা মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহাকে গর্ত্তের ভিতরে পাইয়াছেন। পঞ্জাবের শিখেরা তাঁহাকে নানকের অবতার বলিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।

হরিদাস বেলো-প্রমুখ সাহেবদের নিকট সংক্ষেপে যোগাভ্যাসের তিনটী উপায় নির্দ্দেশ করেন। সে তিনটী উপায়।—প্রাণায়াম, খেচুরীমুদ্রা ও ভক্ষ্যের নিয়ম। সমাধি অবস্থায় এই সকল যোগাভ্যাস দ্বারা শারীরিকক্রিয়া একেবারে বন্ধ থাকে, দেহ মৃতবৎ হইয়া যায়।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে নবনিহালসিংহের বিবাহে লাহোরে সাধু হরিদাস উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী ধ্যানসিংহের সঙ্গে সাধুর পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল। তিনি মহারাজ রণজিৎসিংহের নিকটে এই সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতার কথা নিবেদন করিলেন। মহারাজ কৌতূহলান্বিত হইয়া তাঁহাকে নিজের নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া সমস্ত ঘটনাকে কাহিনী বলিয়া মনে হইতে লাগিল এবং যোগীকে পরীক্ষা করিয়া সন্দেহ দূর করিতে মনস্থ করিলেন। সাধু পূর্ব্বানুষ্ঠান করিয়া মহারাজের নিকটে প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। যখন হরিদাস সমাধি আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহাকে একটী সঙ্কীর্ণ কাষ্ঠসিন্দুকে বন্ধ করা হইল। রাজার অনুচরগণ সেই সিন্দুক শীলমোহরাঙ্কিত করিয়া বারদ্বারীর মধ্যে মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাখিল। মহারাজের আদেশে সেই স্থানে যব বুনিয়া দেওয়া হইল এবং ৪০ দিন পরে যখন বীজগুলি গাছে পরিণত হইল, তখন কাপ্তেন ওয়েড প্রভৃতি বড় বড় সাহেবদিগের সম্মুখে সেই সিন্দুকটী ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত করা হইল। তাহা মুক্ত করিয়া যখন হরিদাসের দেহ বাহির করা হইল, তখন মাক্‌গ্রেগর ও মরে প্রভৃতি ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, এই লোক জীবিত হইলে তাঁহারা লোক সৃষ্টি করা যাইতে পারে একথা পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবেন। শিষ্যগণ নানাপ্রকার শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়া দ্বারা

হরিদাস সাধুর জ্ঞান আনয়ন করিলেন। ইহার পর হইতে হরিদাস সাধুর অলৌকিকত্বে কাহারও অবিশ্বাস রহিল না।

সমাধিপ্রসঙ্গে হরিদাস বলিতেন যে, তিনি তৎকালে এরূপ নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করেন যে, সমাধিকে তিনি কৃচ্ছ্রসাধন বলিয়া কথনও মনে করিতে পারেন না। সমাধির পূর্ব্বানুষ্ঠানগুলিই কষ্টকর এবং সেইগুলি সম্পন্ন করিয়া তিনি সমাধিতে দীর্ঘকাল থাকিতেই বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। অল্প সময়ের জন্য সমাধিসাধনে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিল, কারণ পূর্ব্বানুষ্ঠানে কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহার ফলস্বরূপ সমাধির বিমল আনন্দকে ক্ষণস্থায়ী করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না।

বিচক্ষণ হনিগ্‌বার্জার এই যোগনিদ্রাসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ভেক প্রভৃতি কোন কোন জীব পর্ব্বতের গাত্রে নিদ্রা যাইতে থাকে। শত শত বৎসর কাটিয়া যায়, রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি অতীত হইতে থাকে, তথাপিও তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় না, কিন্তু সেই সকল প্রাণীকে আলোতে আনিলে তাহারা বায়ুসেবন করিয়া পুনর্জীবিত হয়। যোগীদেরও ঠিক তদ্রূপ অবস্থা। যোগে বসিলে তাঁহারা এই সকল প্রাণীর ন্যায় অসাড় জড়বৎ হইয়া ঘুমাইতে পারেন।

ইহার পরে সাধু হরিদাস দ্বিতীয়বারের জন্য মহারাজ রণজিৎসিংহের অনুরোধে দশমাসের জন্য ভূপ্রোথিত হইয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার শেষ প্রক্রিয়া। অদীননগরে যখন পুনরায় সমাধিতে বসিবার জন্য তিনি অস্বর্বর্ণপ্রমুখ সাহেবের দ্বারা অনুরুদ্ধ হন, তখন তিনি নানা ছল করিয়া তাহা অস্বীকার করেন।

ঝিন্দন রাণী রমণীকুলের তিলক ও অশেষ সৌন্দর্য্যবতী ছিলেন। তাঁহার মত বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী নারী তৎকালে কেহই ছিলেন না; কিন্তু হরিদাসের উপরে তিনি কেন বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ বুঝিয়া উঠা কঠিন। তাঁহার পরামর্শ ক্রমে একদিন দূতেরা নাকি সাধুর বিস্তর অবমাননা করিয়াছিল। হরিদাস ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দূতদিগকে বলিলেন, "তোরা তোদের পাপিষ্ঠ মহারাজকে বলিবি যে, তাহার বংশে বাতী দিতে আর এক প্রাণী থাকিবে না।" এই অনন্য-সাধারণা রমণীর উপরে তিনি যথেষ্ট কুটূক্তি অযথা বর্ষণ করিলেন। ইহার পরদিন লাহোরে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, হরিদাস নাই, তিনি শিষ্যদের লইয়া কোথা অন্তর্ধ্যান করিয়াছেন। একটী যুবতী ক্ষত্রিয়কন্যাও সেই সময় লাহোর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন।

হরিদাসের মৃত্যু অত্যাশ্চর্য্য। তিনি শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত। তিনি এবার যে সমাধিস্থ হইবেন, তাহা হইতে তাঁহাকে আর কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। অতঃপর তিনি সমাধিরূঢ় হইয়া দেহত্যাগ করিলেন।

হরিদাস যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তখন খৃষ্টান পাদ্রীগণ নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছিলেন যে, হিন্দুদিগের শাস্ত্র ও ধর্ম্ম সকলি মিথ্যা। হরিদাস সাধু তাঁহার অদ্ভুত যোগবলের প্রভাবে প্রমাণ করিলেন যে, ভারতবর্ষের দর্শন ও ধর্ম্ম যথাযথ ভাবে অনুসরণ করিয়া গেলে তাহা হইতে নানা প্রকার ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করা যাইতে পারে।

হরিদাসস্বামী, মথুরার একজন প্রধান বৈষ্ণবসমাজের প্রবর্ত্তক। ইহার দুই ভ্রাতার বংশধরগণ মথুরার বিহারীজির নামে উৎসৃষ্ট একটি সুবৃহৎ মন্দিরের রক্ষক ও সেবাইত। মন্দিরসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পত্তি হরিদাসস্বামীর ভ্রাতৃবংশধরগণ ভোগ করিয়া থাকেন।

নাভাজীর ভক্তমালে হরিদাসস্বামীর পরিচয় এইরূপ লিখিত আছে—

"আশধীর উদ্যোত কর রসিক ছাপ হরিদাস কী॥
জুগল নাম সোং নৈংম জপত নিত কুঞ্জবিহারী॥
অবিলোকত রহৈং কেলি সখী সুখকো অধিকারী॥
গাংনকলা গন্ধর্ব্ব শ্যামশ্যাংমাকোং তোষেং॥
উত্তম ভোগ লগায় মোর মরকট তিমি পোষেং॥
নৃপতি দ্বার ঠাঢ়ে রহেং দরশন আশা জাস কী॥
আশধীর উদ্যোত কর রসিক ছাপ হরিদাস কী॥"

প্রিয়দাসের পরিশিষ্টে হরিদাস সম্বন্ধে কয়েকটি লোকপ্রবাদ নিবদ্ধ হইয়াছে। ভক্তসিন্ধু হইতে হরিদাসস্বামীর জীবনবৃত্তান্তের যাহা পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হরিদাসের পিতামহ ব্রহ্মধর হরিদাসপুরের সনাঢ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তিনি কৃষ্ণের গিরিধরমূর্ত্তির উপরে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ও ভক্তিমান্ ছিলেন এবং প্রায়ই গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে তীর্থ করিবার জন্য যাইতেন। এক সময়ে তিনি তীর্থ উপলক্ষে মথুরায় ছিলেন, তখন তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। যথাসময়ে তাঁহাদের একটি পুত্র হইল। এই পুত্রের নাম আশধীর, ইনিই বিখ্যাত সন্ন্যাসী হরিদাসস্বামীর জনক। আশধীর বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী রাজপুরের গঙ্গাধর নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ১৪৪১ সম্বতে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে হরিদাসের জন্ম হয়। হরিদাস তাঁহার পিতামাতার বহু অনুনয় উপেক্ষা করিয়া আজীবন বিবাহ করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি মান-সরোবরের সমীপবর্ত্তী একটি সন্ন্যাসাশ্রমে গিয়া ঈশ্বরসাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

তাঁহার মাতুল বিঠল-বিপুলই প্রথমে হরিদাসস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার দর্শনপ্রার্থী আগন্তুকদিগের মধ্যে এক দিন দিল্লী হইতে দয়ালদাস ক্ষেত্রী আসিয়া তাঁহাকে মহামূল্য

স্পর্শমণি উপহার প্রদান করেন। তিনি তাহা লইয়া যমুনার জলে নিক্ষেপ করিলেন। এই উপলক্ষে প্রিয়দাস লিখিয়াছেন—

"পারশপষান্ করি জল উরবাই দিয়ৌ।
কিয়ৌ তব শিষ্য ঐসৈং নানাবিধি গাইয়ে॥"

দয়ালদাস ইহাতে বিরক্ত হইয়াছেন দেখিয়া হরিদাস তাঁহাকে লইয়া যমুনার ধারে গিয়া মুষ্টি বালুকা তুলিতে বলিলেন। বালু লইয়া ক্ষেত্রী দেখিলেন যে, প্রত্যেকটি কণা স্পর্শমণির মত, তাহা যাহাতে স্পর্শ করা হয় তাহাই সোণা হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া দয়ালদাসের চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন যে সন্ন্যাসীদিগের নিকট পার্থিব অর্থের কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ও সার্থক। তখন তিনি হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

একদিন এক কায়স্থ স্বামীজীকে এক বোতল বহুমূল্য আতর উপহার দিয়াছিলেন, স্বামী ঐ বোতলটি হাত হইতে ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহাতে কায়স্থ অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন যে সমস্ত মন্দিরটি গন্ধে ভরপুর হইয়া গিয়াছে। কারণ দেবতা তাঁহার দান গ্রহণ করিয়াছেন।

দিল্লীর সভায় একজন বন্দী গায়কের একটী নির্ব্বোধ মূর্খ পুত্র ছিল। তাহার পিতা নানা উপায়ে তাহাকে সংশোধন করিতে অসমর্থ হইয়া হতাশ অন্তঃকরণে তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। একদা প্রত্যূষে হরিদাস স্নান করিতে চলিয়াছেন, যাইতে যাইতে হোঁচট্ খাইয়া তাহার উপরে পড়িয়া যান। ঐ নির্ব্বোধ ব্যক্তি অন্য কোনও আশ্রয়ের অভাবে পথে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। গাত্রস্পর্শে জাগরিত হইয়া হরিদাস স্বামীকে তাহার জীবনের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। স্বামীজী তাহাকে তান্‌সেন নাম দিলেন এবং তাঁহার বরে তান্‌সেন সুকণ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্য হইল। তানসেন যখন দিল্লীতে ফিরিয়া আসিল, তখন সঙ্গীতে তাহার অদ্ভুত দখল দেখিয়া দিল্লীর সম্রাট্ অকবর মোহিত হইয়া গেলেন এবং তিনি স্বামীজীর দর্শনাভিলাষী হইয়া মথুরায় আসিলেন। বাদশাহ ভটরোন্দ পর্য্যন্ত অশ্বারোহী হইয়া তথা হইতে পদব্রজে সাধুকে দর্শন করিতে নিধুবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস স্বামী তান্‌সেনকে অত্যন্ত আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যে সম্রাট্ আসিয়াছেন, তাঁহার কোন তত্ত্ব লইলেন না। যখন সম্রাট্ বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, দয়া করিয়া যদি তাঁহাকে তাঁহার কোন কার্য্যে লওয়া হয় তবে তিনি অত্যন্ত কৃতার্থ হইবেন। অবশেষে স্বামীজী বিহারীঘাটে গিয়া সম্রাট্‌কে তথা হইতে একটি খারাপ প্রস্তর উঠাইয়া সেইস্থলে এক মূল্যবান্ প্রস্তর নিজ হাতে বসাইতে বলিলেন; তাহা সম্রাটের সাধ্যাতীত হইল। সম্রাট্ বৃন্দাবনে ময়ূর ও হনুমান্‌দিগের জীবিকার জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

হরিদাসস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই। ভক্তসিন্ধুমতে তিনি ১৫৩৭ সম্বতে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থ হইতে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। হরিদাস স্বামী নিশ্চয়ই অকবরের সমসাময়িক ছিলেন। যদি হরিদাসের জীবনী ১৪৪১ হইতে ১৫৩৭ সম্বৎব্যাপী হয়, তাহা হইলে কি করিয়া তিনি অকবরের সমকালীন হইতে পারেন? অকবর ১৬১২ সম্বতে সিংহাসনারোহণ করেন। উইল্‌সন্ সাহেব অনুমান করেন যে, ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে হরিদাস জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, হরিদাস স্বামী চৈতন্যদেবের শিষ্য ও সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু ভক্তমালে চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার মিলনের কোন কথাই নাই। ১৮২৫ সম্বতের একখানি পুরাতন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে হরিদাস স্বামীর পরবর্ত্তী যে আটজন মোহান্ত মন্দিরাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের ধারাবাহিক নাম পাওয়া যায়। গড়ে ২০ বৎসর এক একজন মহান্তের অধ্যক্ষতার কাল নির্দ্ধারিত হইলেও আমরা ১৬৬৫ সম্বতে হরিদাসস্বামীর মৃত্যুর তারিখ বলিয়া নির্ণয় করিতে কুণ্ঠিত হইব না। তাঁহার কবিতাগুলি পড়িলে আমরা তাঁহাকে তুলসীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করি, কিন্তু তুলসীদাস ১৬৮০ সম্বতে মারা যান। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে হরিদাস স্বামী যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হইতে পারে।

হরিদাসস্বামী দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার রচয়িতা, 'সাধারণ-সিদ্ধান্ত' ও 'রসকে পদ'। তাঁহার মতের সহিত চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমতের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই ধর্ম্মটি বৈষ্ণবধর্ম্মেরই একটি শাখা। তাঁহার রচিত কবিতা জয়দেবের পদাবলীর মতন শব্দলালিত্য-সম্পন্ন। দেশী কবিতায় সুরদাস ও তুলসীদাসের নিম্নেই তাঁহার স্থান।

হরিদিন (ক্লী) হরের্দিনং। শ্রীহরির দিন, হরিবাসর, একাদশী।

হরিদিশ্ (স্ত্রী) হরেরিন্দ্রস্য অধিষ্ঠিতা দিক্। ইন্দ্রসম্বন্ধীয় দিক্, ইন্দ্র যে দিকের অধিপতি, পূর্ব্বদিক্।

হরিদীক্ষিত, একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। বীরেশ্বর দীক্ষিতের পুত্র, ভট্টোজীদীক্ষিতের পৌত্র এবং নাগোজীভট্টের গুরু। ইনি পরিভাষোপস্কার, ক্রিৎসূত্রটীকা, সিদ্ধান্তকৌমুদীটীকা এবং ভাবার্থপ্রকাশিকা, শব্দসিদ্ধি ও শব্দরত্ন নামে কয়েকখানি সংস্কৃত ব্যাকরণসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

হরিদেব (পুং) হরির্দেবো অধিষ্ঠাতা দেবতা যস্য। ১ শ্রবণা-নক্ষত্র। (হেম) (ত্রি) হরির্দেবো যস্য। ২ হরি হইয়াছেন দেবতা যাহার, হরিভক্তিপরায়ণ। হরিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি। ৩ হরি।

হরিদেব, সারস্বতসার নামক সংস্কৃত ব্যাকরণরচয়িতা।

হরিদেবমিশ্র, কর্ণকুতূহল নামে সংস্কৃত কাব্যরচয়িতা।

হরিদেব সূরি, বিবাহপটলরচয়িতা।

হরিদ্গর্ভ (পুং) হরিদ্বর্ণো গর্ভো যস্য। হরিদ্বর্ণ কুশবিশেষ, হলদে কুশ। পর্য্যায়—খরপত্র, বৃহচ্ছদ, (ইহার পাঠান্তর পৃথুচ্ছদ), শীরী, রুক্ষদর্ভ, দীর্ঘপত্র, পবিত্রক। গুণ—ত্রিদোষনাশক, মধুর, তুবর, হিম, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তি, প্রদর ও অস্রদোষ-নাশক। (ভাবপ্র°) ইহার মূলগুণ—শীতল, রুচিকর, মধুর, পিত্ত-নাশক, রক্তজ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস ও কামলারোগনাশক। (রাজনি°)

হরিদ্র (পুং) তরুবিশেষ, হরিদ্রাতরু। হরিদ্রার গাছ।

"বামেন হরিদ্রতরোর্বল্মীকশ্চেৎ ততো জলং পূর্ব্বে।"

(বৃহৎস° ৫৪।৪৫)

হরিদ্রক (পুং) হরিদ্র-কন্। হরিদ্রার গাছ।

হরিদ্রঞ্জনী (স্ত্রী) হরিদ্রা। (রাজনি°)

হরিদ্রব (পুং) হরিদ্বর্ণঃ পিঙ্গলবর্ণঃ দ্রব ইব। নাগকেশরচূর্ণ।

হরিদ্রা (স্ত্রী) হরিতং পীতবর্ণং রাতীতি হরিৎ-রা-ক। ওষধি-বিশেষ, চলিত হলুদ। সংস্কৃতপর্য্যায়—নিশাহ্বা, কাঞ্চনী, পীতা, বরবর্ণিনী, কাবেরী, উমা, বর্ণবতী, গৌরী, পীঙ্গা, পীতবালুকা, হেমনাশা, ভঙ্গবাসা, ঘর্ষিণী, পীতিকা, রজনী, নিশা, মেহঘ্নী, বহুলা, বর্ণিনী, রাত্রিনামিকা, হরিৎরঞ্জনী, স্বর্ণবর্ণা, সুবর্ণা, শিবা, দীর্ঘরাগা, হলদী, বরাঙ্গী, জনেষ্টা, বরা, বর্ণদাত্রী, পবিত্রা, হরিতা, বিষঘ্নী, পিঙ্গা, মঙ্গল্যা, মঙ্গলা, লক্ষ্মী, ভদ্রা, শিফা, শোভা, শোভনা, সুভগাহ্বয়া, শ্যামা ও জয়ন্তিকা।

বিভিন্ন স্থানে ইহা বিভিন্ন নামে প্রচলিত। হিন্দী—হলদী, পঞ্জাব—হলদার, হলজ্জ; আরব—কারকুম, ঔরুকেশাফর, জরসুদ; পারস্য—দারজরদ, জরদ্-ছোবা; তামিল—মঞ্জাল, তেলগু-পশুপু, মলয়ালম্-মঞ্ঞাল, মরিনালু, কণাড়ি—অরিপিনা, মরাঠী—হলদি, গুজরাত—হলদ, শিঙ্গাপুর—কহা, ব্রহ্মী—সনি, তাম্বন, হসনবেন্; হিব্রু—কারকুন, চীন—কিয়াং হোয়াং; ইংরাজী Turmeric।

এই কন্দমূল সুপুষ্ট হইলে ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তৎপরে রৌদ্রের তাপে উহাকে উত্তম রূপে শুকাইয়া হলুদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভূগর্ভস্থ মূল "কাচা হলুদ" নামে প্রচলিত এবং সিদ্ধ ও শুষ্ক হরিদ্রা বাণিজ্যের পণ্যরূপে বাজারে বিক্রীত। ইহা ব্যঞ্জন রাঁধিবার মসলা রূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহার নানারূপ ভেষজ গুণ আছে।

ভারতের সর্ব্বত্রই প্রায় হলুদের চাষ হয়। যে হলুদ খাদ্যের ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়, তাহার রঙ্ কিছু অল্প এবং যাহা রঙের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও অধিক বর্ণ-বিশিষ্ট। আমাদের দেশে সচরাচর দুই প্রকার হলুদ দেখিতে পাওয়া যায়। সরু সরু সাদা গাঁইটযুক্ত হলুদগুলি 'দেশী, দক্ষিণী বা মসলিপটম্ হলুদ' ও মোটা মোটা হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট হলুদগুলি 'পাটনাই হলুদ' নামে খ্যাত। কোচীন চীনে হলুদ বন্য ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হলুদ চাষ করিবার সময়ে প্রথমে মাটী তৈয়ার করিতে হয়। তৎপরে সেই জমির মধ্যে সমান্তরাল ভাবে জুলি কাটিয়া মধ্যে আলের সারি দিয়া মাটী উঁচু করিয়া রাখিতে হয়। ঐ উঁচু আলের উপর বীজ হলুদ টুকরা টুকরা কাটিয়া পুতিয়া দেওয়া হয়। বর্ষার সময় অধিক জলে মূলগুলি পচিয়া নষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মূলগুলিকে উচ্চ ভূমিতে প্রোথিত করা হয়। পার্শ্ববর্ত্তী নিম্ন খাত দিয়া জলরাশি নির্গত হইয়া যায়। যে সামান্য জল ঐ নালীমধ্যে থাকে, তাহাতেই উদ্ভিজ্জের পুষ্টি হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে হলুদক্ষেত্রের আগাছা তুলিয়া পরিষ্কার করা হয়। বর্ষার পূর্ব্বে চৈত্র-বৈশাখ মাসে মাটীর আলগুলিতে পুনরায় পার্শ্ববর্ত্তী সমান্তরাল নালী হইতে মাটী তুলিয়া দিতে হয়। তখন ঐ আল-গুলি ৯।১০ ইঞ্চ উচ্চ ও ১৮।২০ ইঞ্চ প্রস্থ এবং মধ্যের নালাটী ৯।১ ইঞ্চ পরিসরযুক্ত করিয়া রাখা হইয়া থাকে। হলুদের গাঁইট কাটা বীজগুলি ১৮ ইঞ্চ বা ২ ফুট্ ব্যবধানে পুতিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে এক একার ভূমিতে প্রায় নয় শত ঝাড় হরিদ্রা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডিসেম্বর কিংবা জানুয়ারী মাসে ঐ ক্ষেত্র হইতে অনুমান ২৫ মণ হরিদ্রামূল পাওয়া যায়। সাধারণে ইক্ষুক্ষেত্রে অথবা কলাই ক্ষেত্রে একবার চাষের পর হলুদ বুনিয়া থাকে। এক বৎসর কিংবা নয় মাসের মধ্যে যেখানে যে সময়ে হলুদ পুষ্ট হয়, সেই সময়েই ক্ষেত্র হইতে হলুদ তোলা হইয়া থাকে। প্রথম বৎসরের চাষে হরিদ্রা কিছু অল্প পরিমাণে হয় বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী বর্ষে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট হলুদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হলুদচাষের খরচ অতি অল্প। হুগলীজেলায় প্রতি বিঘায় ৬॥০ টাকা, রাজসাহীতে ৭॥০ টাকা মুঙ্গেরে ১০৲ টাকা ও ভাগলপুরে ১৫৲ টাকা আন্দাজ পড়ে।

যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালার বহু স্থানেই হরিদ্রার চাস হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় অনুমান ৩০ হাজার একার, মান্দ্রাজে ১৫ হাজার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ৬ হাজার, বেরারে দুই হাজার ও পঞ্জাবপ্রদেশে ৩৫০০ একার জমিতে হলুদ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হলুদ বাণিজ্যের পণ্য। ব্যঞ্জনাদিতে

ইহার ব্যবহার যত হউক বা না হউক, রঙ্প্রস্তুতকার্য্যে ইহার আদর অত্যধিক। প্রতিবৎসর বাঙ্গালা হইতে প্রায় দুই লক্ষ মণ ইংলণ্ড,ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হইয়া থাকে। কাশ্মীর ও উত্তরপশ্চিম ভারতসীমান্তপথে কত মণ হলুদ প্রেরিত হয়, তাহার তালিকা সংগ্রহের উপায় নাই। ভারতের অন্যান্য বন্দর হইতেও প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার হন্দর হলুদ সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

দেশীয় লোকে বিবাহাদি উৎসবে বহুকাল হইতেই হরিদ্রা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। গাত্রহরিদ্রাপর্ব্ব তাহার অন্যতম নিদর্শন। হলুদ বাটিয়া রঙ্ প্রস্তুত করিতে অনেক পরিশ্রম লাগে এবং মেজেণ্টা জলে গুলিয়া লইলে অল্প পরিশ্রমে কাজ হয় বলিয়া আমাদের দেশীয় লোকে আর কষ্ট স্বীকার করিতে চাহে না। সামান্য সুখের আশায় একটী সুপ্রাচীন প্রথার লোপ হইতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। এখনও মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজার সময় হরিদ্রাবর্ণে প্রথমে বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া তেঁতুলের জলে উহাকে পুনর্ব্বার মজ্জিত করিয়া বাসন্তী বর্ণের বস্ত্ররঞ্জন-প্রথা প্রায় ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত রহিয়াছে। অনেক স্থানে স্ত্রীলোকেরা গায় হলুদ মাখে। উড়িষ্যাবাসী স্ত্রীপুরুষ উভয়েই গায় হলুদ মাখিয়া থাকে। তাঁহাদের বিশ্বাস গায় হলুদ মাখিলে কোনরূপ সংক্রামক ব্যাধি স্পর্শ করিতে পারে না। অনেক সময়ে জ্বরে গাত্রের তাপ বৃদ্ধি হইলে ওড়িয়ারা গায় হলুদ মাখে।

হিন্দুর নিকট হলুদ অতি পবিত্র, শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কর্ম্মে ও আচারাদির অনেক কার্য্যেই হলুদের ব্যবহার দেখা যায়। অন্ন-প্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে "শ্রী" প্রস্তুতকালে বরণডালায়, পঞ্চগুড়িকার আসনে, শ্রাদ্ধে, পুণ্যাহ কর্ম্ম প্রভৃতিতে হলুদের ব্যবহার আছে। বৈষ্ণবেরা হলুদের সহিত নেবুর রস মিশ্রিত তিরুচূর্ণম্ প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তাহার তিলক ধারণ করে। কুদৃষ্টির কুফল হইতে মানবকে রক্ষা করিবার জন্য আরতি-উৎসবে হরিদ্রা ও চূণ মিশাইয়া দেওয়া হয়।

হলুদের বর্ণগুণ অধিক হইলেও উহা অধিক কালস্থায়ী হয় না। রৌদ্রস্পর্শে উহা শীঘ্র উপিয়া যায়। ক্ষারযোগে হলুদ লালবর্ণ ধারণ করে। যেমন চূণে হলুদের রঙ্ লাল হয়, তদ্রূপ উহাতে ফটকিরি দিলে রঙ্ পরিষ্কার হয় এবং লালের মোটা দাগগুলি দূর হইয়া যায়। হলুদের সহিত সাজিমাটী (Carbonate of soda) এবং নেবু বা নেবুর রস মিশ্রিত করিলে পাকা বাসন্তী রঙ্ হয়। হলুদের সহিত হরীতকী ও নীল বড়ি দিলে সবুজবর্ণ ধারণ করে, বস্ত্র প্রথমে নীল রঙে ডুবাইয়া তৎপরে হলুদের রঙে ডুবাইতে হয়। সিংগ্রহার, আল্তা, আল, কুসুমফুল, ও তুন প্রভৃতির বর্ণ উজ্জ্বল করিবার জন্য অনেক সময় হলুদ মিশাইয়া দেওয়া হয়।

ভারতে ছাপাকরেরা নিম্নোক্ত প্রকারে ছিট্ ছাপিবার রঙ্ প্রস্তুত করিয়া থাকে। হরিদ্রা ২॥০ সের, দাড়িম্বের ছাল ১ সের ও ফট্কিরি ৷৵ ছটাক একত্র ৪ গেলন জলে একরাত্র পচাইয়া উপরের কতকটা জল ছাঁকিয়া ফেলিয়া তাহাতে ১ পোয়া নীল দেয়। পরে উহাকে চট্কাইয়া গঁদ, ঘৃত ও ময়দা যোগে গাঢ় করিয়া লওয়া হয়। উহার বর্ণ হরিতাভ-পীত, কিন্তু উহা স্থায়ী নহে।

হলুদে যে বর্ণ পদার্থ আছে, রাসায়নিক পণ্ডিতেরা তাহাকে Curcumin বলেন। ঐ বর্ণপদার্থের সাহায্যে দেশীয় ও য়ুরোপীয় বর্ণকারেরা নানা প্রকার রঙ্ করিতেছেন। কার্পাসবস্ত্র রঙ্ করিবার জন্য বিশেষ কোনরূপ পরিশ্রম করিবার আবশ্যক করে না। উহাতে কোনরূপ ক্ষারজল মিশ্রিত হইলেই লাল হইয়া যায়। যদি আলুমিনিয়াম্ ও টিন্ ধাতুযোগে রঙ্ প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে বর্ণ একটু উজ্জ্বল হয়। টিনসংস্রবে কমলানেবুর রঙের মত হয়, Potassium bi-chromate ও Ferrous Sulphate যোগে ওলিভ্ বা ব্রাউনরঙের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাতেই অনেকে পশম ও রেশম রঙ্ করিয়া থাকে। Boracic hydrochloric যোগে হলুদের পিঙ্গল (লাল) বর্ণে পরিণতি ঘটিয়া থাকে। আমোনিয়াসংযোগে উহা নীলবর্ণ হয়। উক্ত বর্ণ পদার্থের সুরাসারমিশ্রিত ক্বাথ বোরাসিক এসিড্যোগে উত্তপ্ত করিলে কমলানেবুর রঙ্ হয়। উক্ত মিশ্রিত জল শীতল হইয়া আসিলে ও তাহাতে ঠাণ্ডা জল নিক্ষেপ করিলে সিন্দূরবর্ণ গুড়িকাসমূহ নিম্নে পতিত হয়। উহা বোরাসিক এসিড্ ও বর্ণপদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উপরি উক্ত সিন্দূরবর্ণ চূর্ণগুলি পরে পুনঃ পুনঃ জলে উত্তপ্ত করিলে বোরাসিক এসিড গলিয়া যায় এবং নিম্নে হরিদ্রাবর্ণ অভ্রবৎ পদার্থ পড়িয়া থাকে। উহা বর্ণ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা পুনরায় হাইড্রোক্লোরিক বা বোরাসিক এসিড্সংস্রবে লাল হয় না, কিন্তু ক্ষারযোগে হরিতাভ ধূসর বর্ণ (Greenish grey) ধারণ করে। ব্রোমো-কার্কিউ-মিনের সুরাসার মিশ্রিত ক্বাথে হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ দিয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাইলে উহা রক্তবর্ণ হয়। শীতল হইলে নিম্নে এক নূতন পদার্থ অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং বোরাসিক এসিড ঐ ক্বাথেই মিশ্রিত থাকে। এই শেষোক্ত নিক্ষিপ্ত নূতন চূর্ণ প্রথমে এল-কোহলমিশ্রিত জলে, পরে পরিষ্কার জলে উত্তম রূপে ধৌত করিলে উহা একবারে বোরাসিক এসিড নির্ম্মুক্ত হয়। অতঃপর উহা উত্তমরূপ শুষ্ক করিয়া দুই ভাগ এলকোহল ও ১ ভাগ

এসেটিক এসিড-যোগে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া শীতল করিলে নিম্নে Rosocyanin নামে এক প্রকার চূর্ণ নিক্ষিপ্ত হয় ও Pseudo-curcumin পদার্থ ক্বাথেই থাকে, ঐ রোজোসায়েনিন শুকাইয়া ইথার যোগে পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, তখন আর উহাতে হরিদ্রাবর্ণের লেশ মাত্র থাকে না। ঐ পরিষ্কৃত পদার্থ দানাদার ও উজ্জ্বল হয়। দেখিতে ঠিক গাঢ় গোলাপী লাল ও কান্থারাইডিসের মত। উহা জল, ইথার বা বেন্‌জোলে দ্রব হয় না। একমাত্র এল্‌কোহলে উহাকে দ্রব হইতে দেখা যায়। এই দ্রব রোজোসায়েনিন্ অগ্নির উত্তাপে জাল দিলে স্থায়ী হরিদ্রাবর্ণ হয়। সুরাসারে দ্রব রোজোসায়েনিনে আমোনিয়া দিলে সবুজবর্ণ ধারণ করে। বহু রসায়নবিৎ হলুদের বর্ণপদার্থ পরীক্ষা করিয়া উহাতে যে দ্রব্যের সংস্থান অবধারণ করিয়াছেন তাহাকে C_{10} H_{10} O_{3} অথবা C_{16} H_{16} O_{4} সংজ্ঞাপ্রদান করা যায়। উহা ক্ষারযোগে ১৭২° উত্তাপে গলাইলে পিঙ্গল বর্ণ লবণ উৎপন্ন করে। বোরিক বা সাল্‌ফিউরিক এসিড্-মিশ্রণে উহা রোজোসায়েনিনে পরিণতি পায়।

হলুদের গুণ।—গাত্রক্ষতে ও ব্যথায় উপকারী। কাঁচা হলুদ শৈত্য, হৃদ্য ও রক্তপরিষ্কারক। হলুদের জল (সিদ্ধ অথবা কাচা) চক্ষুর হিতকর। চক্ষু উঠিলে ছেড়া কাপড় হলুদে ছোবাইয়া চক্ষুর জলধারা মুছিতে হয়। অনেক সময় চোখউঠা রোগে সরার পৃষ্ঠে হলুদ ঘসিয়া চক্ষুর চারিপার্শ্বে প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। হলুদফুল উত্তমরূপে বাটিয়া দদ্রু ও বিচর্চিকা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। হকিমেরা যকৃৎ ও স্থাবা রোগে হলুদপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। সবিরাম জ্বরে, জলোদরী রোগে এবং উদরাময়ে ইহা বিশেষ হিতকর। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে হলুদ পোড়াইয়া নাসায় ধূমের নাশ লইলে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া শরীর স্নিগ্ধ ও সবল হয়।

হলুদের শিকড়চূর্ণ ব্রঙ্কাইটিস রোগে ৩০ হইতে ৪০ গ্রেণ মাত্রায় ফলপ্রদ। আগুনে হলুদচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া সেই ধূমে কাঁকড়া-বিচ্ছাদষ্ট স্থান কিছুক্ষণ লাগাইয়া রাখিলে অচিরে জালা যন্ত্রণার উপশম হয়। কাঁচা হলুদের রস শৈত্যগুণপ্রধান। কাঁচা হলুদ বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়; হিষ্টিরিয়ারোগে হলুদের শিকড় পোড়াইয়া রোগীর নাকে তাহার গন্ধ লাগাইলে ফিট্ কমিয়া যায়। হলুদ ও ফটকিরি ১:২০ পরিমাণে মিশাইয়া কাণে দিলে কাণের পূঁজ সারে। দাক্ষিণাত্যে সর্দ্দিজ্বরে হরিদ্রাচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ গরম দুগ্ধের সহিত খাইতে দেয়।

বৈদ্যকমতে গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কফ, বাত, অস্র, কুষ্ঠ, মেহ, কণ্ডূ, ব্রণনাশক ও দেহের বর্ণবিধায়ক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা প্রভৃতি হরিদ্রা শব্দের পর্য্যায়। হরিদ্রা, কর্পূরহরিদ্রা, বনহরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ভেদে ইহা চারি প্রকার। ইহার মধ্যে হরিদ্রা—কটু, তিক্ত, রস, রুক্ষ, উষ্ণ বীর্য্য, বর্ণ্যকারক এবং কফ, পিত্ত, ত্বক্‌দোষ, প্রমেহ, রক্তদোষ, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণদোষনাশক।

কর্পূরহরিদ্রা—দার্ব্বী, ভেদা, আম্রগন্ধা, সুরভি, চারু, কর্পূরা, পদ্মপত্রা, সুরভি ও সুরনায়িকা এই কয়টী শব্দ ইহার পর্য্যায়। গুণ—শীতবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, মধুর, তিক্ত রস এবং সর্ব্বপ্রকার কণ্ডুবিনাশক। ইহাকে আম্রগন্ধি হরিদ্রা কহে।

বনহরিদ্রার গুণ—কুষ্ঠ ও বাতরক্ত-বিনাশক।

দারুহরিদ্রার পর্য্যায়—দারু, পর্জ্জন্যা, পর্জনী, কটঙ্কটেরী, পীতা, পাচম্পচা, কালীয়ক, কালেয়ক, পীতদ্রু, হরিদ্রু, পীতদারুক ও পীতক। গুণ—হরিদ্রার ন্যায়, বিশেষতঃ নেত্ররোগ, কর্ণরোগ ও মুখরোগনাশক।

দারুহরিদ্রার ক্বাথ ও দুগ্ধ সমভাগে পাক করিয়া পাদাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ চক্ষুর পক্ষে বিশেষ হিতকারী।

(ভাবপ্র°)

কালহরিদ্রা ক্ষতাদি রোগে উপকারক। বনহরিদ্রা জঙ্গলী হলদি নামেও প্রথিত। বাঙ্গালায় ইহা বনহলুদ, গুজরাতে কপুর কাচলী, বোম্বাই—রণ-হলদ ও আম্বে হল্‌দি; তামিল কস্তুরী মঞ্জল; তেলগু—কস্তূরী পসুপ, মলয়ালম্ অনকুবা, কট্ট মন্নার প্রভৃতি নামে প্রচলিত। [বনহরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নির্ব্বিষ ও আমহল্‌দী শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হাম, বসন্ত, চুলকানা, পাঁচড়া প্রভৃতিতে কাঁচাহলুদ অমৃতের ন্যায় উপকারী। মেহরোগেও কাঁচা হলুদের রস বিশেষ উপকারী। মূত্রকৃচ্ছ্র বা প্রমেহরোগে কাঁচা হলুদের টুকরা ইক্ষুগুড়ের সহিত ভোজন করিলে আশু উপকার হয়।

হরিদ্রা অমঙ্গলনাশক। দুর্গাপূজা প্রভৃতিতে পূজার প্রথমে ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতিকে মাষভক্তবলি দিতে হয়, এই বলি মাষকল্মায় ও কাঁচা হলুদ।

বঙ্গদেশে অনেক গৃহস্থের বাটীতে 'হলুদসরিষা'র প্রচলন আছে। বৈশাখমাসে শুভদিন দেখিয়া হলুদ ও সরিষা ধুইতে হয়। এই দিন ঢেকীশালায় 'শ্যামাচণ্ডীর' পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা স্ত্রীলোকগণই করে। পরে ঐ হলুদ কুটিয়া তাহা সংবৎসরের ব্যবহার জন্য রাখিয়া দেয়, এবং সর্ষপ ও আম্র একত্র কুটিয়া কাসুন্দী প্রস্তুত করে। বাটীতে দেবপূজাদি হইলে অগ্রে উক্ত কাসুন্দী দেবপূজার জন্য রাখিয়া তৎপরে গৃহস্থগণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

হরিদ্রাখণ্ড (পুং) শীতপিত্তরোগাদিকারোক্ত ঔষধবিশেষ।

ইহা হরিদ্রাখণ্ড ও বৃহৎহরিদ্রাভেদে দুই প্রকার। প্রস্তুত-প্রণালী—হরিদ্রা ৮পল, ঘৃত ৬ পল,গব্য দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ১॥০ পল, মৃদু অগ্নিতে মৃৎপাত্রে যথাবিধি এই ঔষধ পাক করিতে হয়। ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, নাগেশ্বর, মুথা ও লৌহ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক চূর্ণ এক পল। এই সকল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইতে হয়। এই ঔষধের মাত্রা এক তোলা। এই ঔষধসেবনে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগ সপ্তাহমধ্যে আরোগ্য হয়। ইহা কণ্ডু রোগেও বিশেষ উপকারী।

বৃহৎহরিদ্রাখণ্ড।—প্রস্তুতপ্রণালী হরিদ্রাচূর্ণ অর্দ্ধসের, তেউড়ীচূর্ণ ৪ পল, হরীতকীচূর্ণ ৪ পল, চিনি ২॥০ সের, দারু-হরিদ্রা, মুথা, যমানী, বনযমানী, চিতা, কটকী, কৃষ্ণজীরা, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, বাসক-মূলের ছাল, কুড়, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, চই, ধনে, লৌহ ও অভ্র এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে একত্র করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহার পরিমাণ এক তোলা, উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে শীত পিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, দদ্রু, পামা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর° শীতপিত্ত°)

অন্যবিধ—কৃমিরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—চালিতার রস ৪ সের, চিনি ১ সের, ঘৃত ১ সের, হরিদ্রাচূর্ণ ১ সের, এই সমুদয় দ্রব্য একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চিতামূল, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, নিসিন্দাফল, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, শ্যামা-লতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাসবীজ, ত্রিকটু,তেউড়ী, দন্তী-মূল, রেণুক, নিমছাল ও সোমরাজী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে, মাত্রা ১ তোলা। অনুপান শীতল জল। এই ঔষধসেবনে বিংশতিপ্রকার কৃমি, দুষ্টব্রণ, বিদ্রধি, পাণ্ডু ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার ব্যাধি প্রশমিত হয়। এই ঔষধ বলপুষ্টিকর এবং বলীপলিতনাশক। ব্রণরোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারক। এই ঔষধ নাগার্জ্জুনমুনি উপদেশ দিয়াছিলেন—"হরিদ্রাখণ্ডনামায়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনঃ। ব্রণিনাং হিতকামো হি প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥" (ভৈষজ্যরত্না°)

হরিদ্রাগণপতি (পুং) হরিদ্রাবর্ণো গণপতিঃ। হরিদ্রাবর্ণ গণেশ।

হরিদ্রাগণেশ (পুং) হরিদ্রাবর্ণো গণেশঃ। গণেশবিশেষ। গণেশ, মহাগণেশ, হেরম্ব ও হরিদ্রাগণেশ প্রভৃতি গণেশের ভেদ আছে, তন্ত্রশাস্ত্রে এই সকল গণেশের পৃথক্ মন্ত্র ও পূজাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। অতি সংক্ষেপে এখানে হরিদ্রা-গণেশের বিষয় আলোচিত হইল। গণেশের বর্ণ সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, কিন্তু এই গণেশের বর্ণ হরিদ্রাভ, এই জন্য ইঁহার নাম হরিদ্রাগণেশ। এই গণেশের বীজ মন্ত্র 'গ্লং'। এই একাক্ষর মন্ত্র সকল কামনা প্রদ।

"পঞ্চান্তকো ধরাসংস্থো বিন্দুভূষিতমস্তকঃ।
একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥" (তন্ত্রসার)

পূজা প্রণালী—সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। এই মন্ত্রের ঋষি বশিষ্ঠ, গায়ত্রী-ছন্দঃ, হরিদ্রাগণেশদেবতা, গকার বীজ, এবং লকার শক্তি।

'অস্য হরিদ্রাগণেশমন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষির্গায়ত্রীছন্দো হরিদ্রাগণপতি-র্দেবতা গকারো বীজং লকারঃ শক্তিঃ।' এইরূপে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, ইত্যাদি রূপে অঙ্গ-ন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান—

"ওঁ হরিদ্রাভং চতুর্ব্বাহুং হরিদ্রাবসনং বিভুং।
পাশাঙ্কুশধরং দেবং মোদকং দণ্ডমেব চ॥"

এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা এবং শঙ্খস্থাপন, পীঠপূজা পুনর্ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া মূলমন্ত্রে পূজা করিবে। যথাশক্তি উপচারে পূজা এবং পীঠপূজাদি সকল একাক্ষর গণেশের মন্ত্রে করিবে। এই দেবতার পুরশ্চরণে চারি লক্ষ জপ। মধু, শর্করা ও হরিদ্রাচূর্ণমিশ্রিত তণ্ডুল দ্বারা অযুত হোম করিতে হয়। উক্ত প্রণালী অনুসারে ইহার উপাসনা করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

অন্যবিধ—'গ্লৌ' হরিদ্রাগণেশের অপর একটী একাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের পূজাদি মহাগণপতির ন্যায় করিতে হয়। কেবল করাঙ্গন্যাস—গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি রূপে করিবে। উক্ত একাক্ষর মন্ত্রের আদিতে শ্রীঁ এই কূর্চ্চবীজ, হুং মায়াবীজ, হ্রীঁ কামবীজ, ক্লীঁ বধূবীজ, স্ত্রীঁ বাগ্বীজ, ঐঁ কিংবা ওঁ এই বীজ যোগ করিলে হরিদ্রাগণেশের দ্ব্যক্ষর মন্ত্র হয়। এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র দ্বারাও হরিদ্রাগণেশের পূজা করা যাইতে পারে। এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্রের অন্তে ফট্ এই শব্দ যোগ করিলে ত্র্যক্ষর মন্ত্র ও ফট্ স্বাহা যোগ করিলে চতুরক্ষর মন্ত্র হইয়া থাকে। এই সকল মন্ত্র ত্রিভুবনে অতিদুর্ল্লভ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গপ্রদ এবং মহাপাতকনাশক। মহাগণপতির পূজা-প্রণালীতে ইঁহার পূজা করিতে হয়।

"দ্ব্যক্ষরী চ মহাবিদ্যা ত্র্যক্ষরী চাস্ত্রসংযুতা।
চতুর্ব্বর্ণাত্মিকা বিদ্যা বহ্নিজায়াবধিঃ প্রিয়ে॥
এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্যে চ সুদুর্ল্লভা।
চতুর্ব্বর্গপ্রদা সাক্ষান্মহাপাতকনাশিনী॥" (তন্ত্রসার)

হরিদ্রাঙ্গ (পুং) হরিদ্রায়া ইব অঙ্গং যস্য। হরিতাল পক্ষী, হরিয়াল পাখী। (শব্দচ°)